ওঁ

নমঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহায়

সামবেদীয়-

সন্ন্যাসোপনিষৎ।

(শ্রুতি, দীপিকা ও বঙ্গানুবাদ-সমেত।)



নিরপেক্ষ-ধর্ম্মসঞ্চারিণী-সভা হইতে

শ্রীলশ্রীপূজ্যপাদ ভগবান্ সান্দ্রানন্দ আচার্য্য মহাপ্রভুর প্রসাদে

চতুর্ব্বেদান্তর্গত "অষ্টোত্তরশতোপনিষৎ" "বেদান্তসার"

"পঞ্চদশী" এবং ষড়্দর্শনাদিশাস্ত্র-প্রকাশক

শ্রীমহেশচন্দ্র পাল-কর্ত্তৃক

সঙ্কলিত ও প্রকাশিত।

(সভার কার্য্যালয়; ১৪১ নং, বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট্; কলিকাতা

কলিকাতা।

বাগবাজার, ৮৪ নং, রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট্ : নব-সারস্বত যন্ত্রে

শ্রীনবকুমার বসু-দ্বারা মুদ্রিত।

শকাব্দাঃ ১৮১০, আষাঢ়।

॥ ওঁ ॥ তৎসৎ ॥

সামবেদীয়-

সন্ন্যাসোপনিষৎ

প্রথমঃ খণ্ডঃ।

॥ ওঁ ॥ পরমাত্মনে নমঃ ॥ ওঁ ॥

ওঁ অথাহিতাগ্নির্ম্রিয়তে প্রেতস্য মন্ত্রৈঃ সংস্কারোপতিষ্ঠতে স্বস্থো বাশ্রমপারং গচ্ছেয়মিতি। এতান্ পিতৃ-

ওঁ সন্ন্যাসোপনিষৎ পঞ্চখণ্ডা তত্ত্বমিতানয়া।
সন্নিয়ত্যোপকার্য্যাঙ্গং সন্ন্যাসে জ্ঞানমীর্য্যতে ॥

যোগাভ্যাসেন কৃতাত্মসাক্ষাৎকারস্য বিদুষঃ সন্ন্যাস এবোচিত ইতি সেতিকর্ত্তব্যতাকং সন্ন্যাসং সংবিধাতুং সন্ন্যাসোপনিষদারভ্যতে। অথাহিতাগ্নিরিতি। প্রেতস্য মৃতস্য সংস্কার উপতিষ্ঠতে ইতি বক্তব্যে ছান্দসঃ সন্ধিঃ স্বস্থঃ সন্ আশ্রমপারং সর্ব্বাশ্রমাণামন্ত্যং সন্ন্যাসং গচ্ছেয়মিতি। যদীচ্ছেৎ তদাপি মন্ত্রৈঃ সংস্কার উপতিষ্ঠতে ইতি সম্বন্ধঃ। এতান্ বক্ষ্য-

---

যাঁহারা যোগাভ্যাসদ্বারা আত্মসাক্ষাৎকার করিয়াছেন, সেই সকল জ্ঞানিদিগের সন্ন্যাসাশ্রয়ই উচিত; অতএব সন্ন্যাস ও তাহার ইতি কর্ত্তব্যতা নিরূপণার্থ সন্ন্যাসোপনিষদের আরম্ভ হইতেছে।—যদি আহিতাগ্নি ব্যক্তির মরণ হয়, তাহাহইলে মন্ত্রদ্বারা সেই প্রেতের সংস্কার করিবে। আর যদি সুস্থ হইয়া চতুর্থাশ্রম সন্ন্যাসগ্রহণ করিব, এইরূপ ইচ্ছা করে,

মেধিকানৌষধিসম্ভারান্ সম্ভৃত্যারণ্যে গত্বা অমাবস্যায়াং প্রাতরেবান্তেঽগ্নীনুপসমাধায় পিতৃভ্যঃ শ্রাদ্ধতর্পণং কৃত্বা ব্রাহ্মেষ্টিং নির্ব্বপেৎ। স সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদযস্য জ্ঞানময়ং তপস্তস্মৈষাহুতির্দ্দিব্যা অমৃতত্বায় কল্পতামিত্যেবমত ঊর্দ্ধং যদ্‌ব্রহ্মাভ্যুদয়দিবঞ্চ লোকমিদমমুঞ্চ সর্ব্বং সর্ব্বমভিজন্যুঃ সর্ব্বশ্রিয়ং দধতু সুমনস্যমানা ব্রহ্মজজ্ঞানমিতি ব্রহ্মণেঽথর্ব্বণে প্রজাপতয়েঽনুমতয়েঽগ্নয়েস্বিষ্টকৃত ইতি হুত্বা

মাণান্ পিতৃমেধোঽস্তি যেষাং তে পিতৃমেধিকাঃ শ্রাদ্ধীয়াঃ অরণ্যে ইতি বনে এতান্ ওষধিসম্ভারান্ ওষধীনাং সমূহান্ সম্ভৃত্য সমূহীকৃত্য অন্ত্যেষ্টয়ে অগ্নীন্ আহবনীয়াদীন্ উপসমাধায় প্রকটীকৃত্য শ্রাদ্ধতর্পণং শ্রাদ্ধস্যাল্পাক্ষরত্বাৎ পূর্ব্বনিপাতঃ তর্পণঞ্চ শ্রাদ্ধঞ্চ কৃত্বেত্যর্থঃ ব্রাহ্মেষ্টিং ব্রহ্মা দেবতা অস্যাঃ সা ব্রাহ্মী সা চাসাবিষ্টিশ্চ তাং নির্ব্বপেৎ উপক্রমেৎ স সর্ব্বজ্ঞঃ ইত্যাদি কল্পতামিত্যন্তং মন্ত্রং পঠন্ নির্ব্বপেদিত্যন্বয়ঃ। অত ঊর্দ্ধং যদ্‌ব্রহ্মেতি "ব্রহ্মজজ্ঞানং প্রথমং পুরস্তাদ্বি সীমতঃ সুরুচো বেন আবঃ। স বুধ্ন্যা উপমা অস্য বিষ্ঠাঃ সতশ্চ যোনিমসতশ্চ বিবঃ॥" ইতি চ দ্বাভ্যাং মন্ত্রাভ্যাং ব্রহ্মণে চরুং হুত্বা অথর্ব্বাদিভ্যশ্চতুরাহুতীর্হুত্বা যজ্ঞ যজ্ঞং গচ্ছেতি

তাহাহইলেও মন্ত্রদ্বারা সংস্কার করিতে হইবে। অনন্তর শ্রাদ্ধার্হ ওষধিসমূহ আহরণপূর্ব্বক বনে গমন করিয়া অমাবস্যা দিবসে প্রাতঃকালে অন্ত্যেষ্টির নিমিত্ত আহবনাদি অগ্নিসমাধানানন্তর পিতৃগণের শ্রাদ্ধ ও তর্পণ করিয়া ব্রাহ্ম ইষ্টিসমাপন করিবে, অর্থাৎ "স সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বাদির্যস্য জ্ঞানময়ং তপস্তস্মৈষাহুতির্দ্দিব্যা অমৃতত্বায় কল্পতাং" এই মন্ত্রে উক্ত কার্য্য করিতে হইবে। এইরূপ শ্রাদ্ধতর্পণাদি করিলে সেই ব্যক্তি সর্ব্বজ্ঞ হইয়া থাকে। অতঃপর "সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ" ইত্যাদি এবং "ব্রহ্মযজ্ঞানং প্রথমং" ইত্যাদি এই মন্ত্রদ্বয়ে ব্রহ্মোদ্দেশে চরুহোম করিয়া অথর্ব্বাদির উদ্দেশে, অর্থাৎ "যদব্রহ্মাভ্যুদয় দিবঞ্চ ইত্যাদি এবং ব্রহ্মযজ্ঞানং প্রথমং"

যজ্ঞযজ্ঞং গচ্ছেত্যগ্নাবরণী হুত্বা ঞ্চিৎসখায়মিতি চতুর্ভিরনু-
বাকৈরাজ্যাহুতীর্জ্জুহুয়াৎ। তৈরেবোপতিষ্ঠতে অথাগ্নে-

মন্ত্রাভ্যাং অগ্ন্যাবরণী অগ্নিমন্থনকাষ্ঠে হুত্বা ক্ষিপ্ত্বা "যজ্ঞযজ্ঞং গচ্ছ কৃষ্ণং গতিং গচ্ছ স্বাং যোনিং গচ্ছ স্বাহা" ইত্যধরারণিম্ "এষ তে যজ্ঞো যজ্ঞপতে বাকঃ সর্ব্ববীরস্তং জুষস্ব স্বাহা" ইত্যুত্তরারণিং ক্ষিপ্ত্বা ওঁ চিদিত্যাজ্যাহুতীর্জ্জুহুয়াদিত্যন্বয়ঃ। মন্ত্রার্থস্তু যো ব্রহ্মা সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বস্য জ্ঞাতা সর্ব্ববিৎ সর্ব্বং বিন্দতি লভতে প্রাপ্তকামঃ তপঃ তপঃফলায় অমৃতত্বায় [illegible]মৃতত্বাৎ তদ্‌যাগো মমাপ্যমৃতত্বং দিশতু ইত্যর্থঃ। যদ্‌ব্রহ্মেত্যস্যার্থস্তু যৎ যত্র যস্মিন্ নক্ষত্রে ব্রহ্মা দেবঃ অভ্যুদয় অভ্যজয়ৎ কিং? দিবং লোকম্ ইদং দৃশ্যমানম্ অমুঞ্চ অদৃশ্যমানং সর্ব্বমভিজিতবানিতি পূর্ব্বার্দ্ধম্ অভিভিন্নাম নক্ষত্রং ব্রাহ্মদৈবত্যং স্তৌতি নক্ষত্রদ্বারা তদ্দেবতায়া ব্রহ্মণোঽপি

ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয় উচ্চারণ করিয়া ব্রহ্মণে স্বাহা, অথর্ব্বণে স্বাহা, প্রজাপতয়ে স্বাহা, অনুমতয়ে স্বাহা এবং অগ্নয়েস্বিষ্টিকৃতে স্বাহা, এইরূপে আহুতিচতুষ্টয় প্রদানপূর্ব্বক "যজ্ঞ যজ্ঞং গচ্ছ" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয়ে অগ্নিতে অরণী, অর্থাৎ মন্থান কাষ্ঠদ্বয় ক্ষেপ করিবে। তাহার বিশেষ এই—"যজ্ঞ যজ্ঞং গচ্ছ কৃষ্ণগতিং গচ্ছ স্বাং যোনিং গচ্ছ স্বাহা" এই মন্ত্রে অধরারণী এবং "এষতে যজ্ঞোযজ্ঞপতে বাকঃ সর্ব্ববীরস্তং জুষস্ব স্বাহা" এই মন্ত্রে উত্তরারণী নিক্ষেপ করিবে। অনন্তর ওঁ চিৎসখায়ং ইত্যাদি অনুবাক্ চতুষ্টয়োক্ত মন্ত্রসমূহে আজ্যাহুতি দিতে হইবে। "স সর্ব্বজ্ঞঃ" ইত্যাদি মন্ত্রার্থ বিবৃত হইতেছে। যে ব্রহ্মা সর্ব্বজ্ঞ, অর্থাৎ সকল পদার্থের জ্ঞাতা, তিনিই সর্ব্ববিদ, অর্থাৎ প্রাপ্তকাম হইয়া সকল লাভ করেন এবং যাঁহার তপস্যা জ্ঞানময় তাঁহার উদ্দেশে যে [illegible] আহুতিপ্রদান করিবে, ইহা অমৃত হউক এবং তিনিও অমৃত; অতএব আমারও অমৃতত্ব হউক। যদ্‌ব্রহ্ম ইত্যাদি মন্ত্রার্থে বিবৃত হইতেছে যে, যে নক্ষত্রে ব্রহ্মা স্বর্গ, এই পরিদৃশ্যমান জগৎ এবং অদৃশ্যমান পরলোক এই সমুদায় জয় করিয়াছেন, তাঁহার নাম অভিজিৎ, এই অভিজিৎ নক্ষত্র সর্ব্বজননকর্ত্তা এবং সুম-

স্তুতিঃ উত্তরার্দ্ধেন প্রার্থনা সর্ব্বমভিজন্ন্যঃ সর্ব্বজননকর্ত্রী অভিজিৎ সুম-নস্যমানা সুমনা ভবন্তী সর্ব্বশ্রিয়ং সর্ব্বাং শ্রিয়ং দধতু দধাতু করোতু। ব্রহ্মজজ্ঞানমিত্যস্যার্থস্তু বেনঃ বেঞ্ তন্তুসন্তানে ইত্যৌণাদিকো নঃ বাহুল-কাদেব চাত্বাভাবঃ জগদ্বান্ কর্ত্তা ব্রহ্মা সুরুচঃ সুদীপ্তেঃ সীমতঃ মর্য্যাদাতঃ পুরস্তাৎ পূর্ব্বং প্রথমং মুখ্যং ব্রহ্মজজ্ঞানং ব্রহ্মবেদঃ তস্য জজ্ঞানং ছান্দসং দ্বিত্বম্ ব্যাবঃ বিবৃতবান্ প্রকটীচকারঃ মুখ্যো বেদার্থঃ সুমর্য্যাদায়াঃ প্রথমং যেন প্রজ্ঞাপিত ইত্যর্থঃ। আব ইতি বৃঞ্ বরণে লুঙ চেলুর্ঙি মন্ত্রে ঘসেতি চ্লেলুর্ক্ ছন্দস্যপি দৃশ্যত ইত্যড়াগমঃ গুণঃ হলঙ্যাবিতি ঝ্রিয়ো-লোপঃ ব্যবহিতাশ্চেতি বের্ব্ব্যবহিতপ্রয়োগঃ ব্যাবঃ ব্যবারীৎ বিবৃতবা পদস্য পৌরুষেয়ত্বাদব ইতি পদকালেঽটমেব প্রযুঞ্জতে। কিমুপায়ো-ঽয়ম্? অত আহ বুধ্ন্যা মুখ্যা উপমা অস্য ব্রহ্মণঃ বিষ্ঠা বিস্থানং প্রাপ্তা বিরুদ্ধস্থিতয়ো নাত্র প্রচরন্তি অনুপমোঽয়মিত্যর্থঃ বেদার্থোঽনেন প্রকা শিতঃ। অন্যচ্চ কিং কৃতম্? অত আহ সতশ্চ অসতশ্চ যোনিম্ উৎ-পত্তিং বিবঃ বিবৃতবান্ প্রকাশিতবান্ সর্ব্বমুৎপাদিতবানিত্যর্থঃ। বৃঞো লুঙি বহুলং ছন্দস্যমাঙযোগেঽপীত্যড়ভাবঃ বিপূর্ব্বঃ। অনুবাকৈরাজ্যা-হুতীরিতি প্রত্যৃচং হোমোঽবগন্তব্যঃ মন্ত্রভেদাৎ। অনুবাকানাং ব্যাখ্যা-নন্তু গৌরবাৎ প্রস্তুতানুপযোগাচ্চ নোচ্যতে। তৈরেব অনুবাকৈঃ উপ

নস্যমান, এই নিমিত্ত উক্ত নক্ষত্র সর্ব্ববিধ শ্রীপ্রদান করুক। এই অভি জিৎ নক্ষত্র ব্রহ্মদৈবত; অতএব ইহার স্তবেই ব্রহ্মার স্তবসিদ্ধ হয়। এইক্ষণ ব্রহ্মযজ্ঞানং প্রথমং এই মন্ত্রার্থ কথিত হইতেছে। জগৎকর্ত্তা ব্রহ্মাই পূর্ব্বে মুখ্য বেদজ্ঞানপ্রকটিত করিয়াছেন, এই ব্রহ্মার মুখ্য উপমা নাই, অর্থাৎ ইনি সর্ব্বথা অনুপম। আর ইনি সৎ ও অসৎ সকলের উৎপত্তি বিবৃত করিয়াছেন, অর্থাৎ সদসৎ সমুদয় পদার্থসৃষ্টি করিয়াছেন। এইরূপ মন্ত্রার্থ জানিয়া অনুবাকোক্ত প্রত্যেক মন্ত্রে এক এক আজ্যাহুতি দিবে। এই অনু-বাকচতুষ্টয় পরে লিখিত হইল। ইহার অর্থ অনাবশ্যক কেবল মন্ত্রমাত্রেই ফললাভ হইয়া থাকে, অতএব এই অনুবাকোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া আহুতি প্রদানপূর্ব্বক উপাসনা করিবে তাহাতেই মন্ত্র প্রকাশিত দেবতা প্রসন্ন

তিষ্ঠতে স্তৌতি মন্ত্রপ্রকাশিতদেবতাঃ তেষু ঋক্সঙ্খ্যা যথা আদ্যে এক-ষষ্টির্ঋচঃ দ্বিতীয়ে ষষ্টিঃ তৃতীয়ে সপ্তত্রিংশৎ চতুর্থে একোননবতিঃ এবং মিলিতা ঋচো দ্বে শতে সপ্তচত্বারিংশচ্চ। তদ্‌যথা—ওঁ চিৎসখায়ং সখ্যা ববৃত্যাং তিরঃ পুরু চিদর্ণবং জগন্বান্। পিতুর্নপাতমা দধীত বেধা অধি ক্ষমি প্রতরং দীধ্যানঃ (১) ন তে সখা সখ্যং বষ্ট্যেতৎসলক্ষ্মা যদ্বিষুরূপা ভবাতি। মহস্পুত্রাসো অসুরস্য বীরা দিবো ধর্ত্তার উর্ব্বিয়া পরিখ্যন্ (২) উশন্তি ঘা তে অমৃতাস এতদেকস্য চিত্ত্যজসং মর্ত্তস্য। নি তে মনো মনসি ধায্যস্মে জন্যুঃ পতিস্তন্বমা বিবিশ্যাঃ (৩) ন যৎপুরা চকৃমা কদ্ধ নূনমৃতং বদন্তো অনৃতং রপেম। গন্ধর্ব্বো অপ্স্বপ্যা চ যোষা সা নৌ নাভিঃ পরমং জামি তন্নৌ (৪) গর্ভে নু নৌ জনিতা দম্পতী কর্দ্দেবস্ত্বষ্টা সবিতা বিশ্বরূপঃ। নকিরস্য প্র মিনন্তি ব্রতানি দেদ নাবস্য পৃথিবী উত দ্যৌঃ (৫) কো অদ্য যুঙ্‌ক্তে ধুরি গা ঋতস্য শিমীবতো ভামিনো দুর্হৃণা-য়ূন্। আসন্নিষূন্হৃৎস্বসো ময়োভূন্য এষাং ভৃত্যামৃণধৎস জীবাৎ (৬) কো অস্য বেদ প্রথমস্যাহ্নঃ ক ঈং দদর্শ ক ইহ প্র বোচৎ। বৃহন্মিত্রস্য বরুণস্য ধাম কদু ব্রব আহনো বীচ্যা নৄন্ (৭) যমস্য মা যম্যং কাম আগ-নৎসমানে যোনৌ সহশেয্যায়। জায়েব পত্যে তন্বং রিরিচ্যাং বি চিদ্ব-হেব রথ্যেব চক্রা (৮) ন তিষ্ঠন্তি ন নি মিষন্ত্যেতে দেবানাং স্পশ ইহ যে চরন্তি। অন্যেন মদাহনো যাহি তূয়ং তেন বি বৃহ রথ্যেব চক্রা (৯) রাত্রীভিরস্মা অহভির্দ্দশস্যেৎসূর্য্যস্য চক্ষুর্মুহুরুন্মিমীয়াৎ। দিবা পৃথিব্যা মিথুনা সবন্ধু যমীর্য্যমস্য বিবৃহাদজামি (১০) আ ঘা তা গচ্ছানুত্তরা যুগানি যত্র জাময়ঃ কৃণবন্নজামি। উপ বর্ব্বৃহি বৃষভায় বাহুমন্যমিচ্ছস্ব সুভগে পতিং মৎ (১১) কিং ভ্রাতাসদ্যদনাথং ভবাতি কিমু স্বসা যন্নি-র্ঋতির্নিগচ্ছাৎ। কামমূতা বহ্বেতদ্রপামি তন্বা মে তন্বং সং পিপৃগ্ধি (১২) ন তে নাথং যম্যত্রাহমস্মি ন তে তনূং তন্বা সং পপৃচ্যাম্। অন্যেন মৎ-প্রমুদঃ কল্পয়স্ব ন তে ভ্রাতা সুভগে বষ্ট্যেতৎ (১৩) ন বা উ তে তনূং তন্বাসং পপৃচ্যাং পাপমাহুর্যঃ স্বসারং নিগচ্ছাৎ। অসংযদেতন্মনসো হৃদো মে ভ্রাতা স্বসুঃ শয়নে যচ্ছয়ীয় (১৪) বতো বতাসি যম নৈব তে মনো হৃদয়ং চাবিদাম। অন্যা কিল ত্বাং কক্ষ্যেব যুক্তং পরি ষ্বজাতৈ

লিবুজেব বৃক্ষগ্ (১৫) অস্য উ ষু যম্যস্য উ ত্বাং পরি ষ্বজাতৈ লিবুজেব বৃক্ষম্। তস্য বা ত্বং মন ইচ্ছা স বা তবাধা কৃণুষ সংবিদং সুভদ্রাম্ (১৬) ত্রীণি ছন্দাংসি কবয়ো বি যেতিরে পুরুরূপং দর্শতং বিশ্বচক্ষণম্। আপো বাতা ওষধয়স্তান্যেকস্মিন্ ভুবন আর্পিতানি (১৭) বৃষা বৃষ্ণে দুদুহে দোহসা দিবঃ পয়াংসি যহ্বো অদ্দিতেরদাভ্যঃ। বিশ্বং স বেদ বরুণো যথা ধিয়া স যজ্ঞিয়ো যজতি যজ্ঞিয়াঁ ঋতূন্ (১৮) রপদ্গন্ধর্ব্বীরপ্যা চ যোষণা নদস্য নাদে পরি পাতু নো মনঃ। ইষ্টস্য মধ্যে অদিতির্নি ধাতু নো ভ্রাতা নো জ্যেষ্ঠঃ প্রথমো বিবোচতি (১৯) সো চিন্নু ভদ্রা ক্ষুমতী যশস্বত্যুষা উবাস মনবে স্বর্ব্বতী। যদীমুশন্তমুশতামনু ক্রতুমগ্নিং হোতারং বিদথায় জীজনন্ (২০) অধ ত্যং দ্রপ্সং বিভ্বং বিচক্ষণং বিরাভরদিষিরঃ শ্যেনো অধ্বরে। যদী বিশো বৃণতে দস্মমার্য্যা অগ্নিং হোতারমধ ধীরজায়ত (২১) সদাসি রণ্বো যবমেব পুষ্যতে হোত্রাভিরগ্নে মনুষঃ স্বধ্বরঃ। বিপ্রস্য বা যচ্ছশমান উক্থ্যো বাজং সসবা উপয়াসি ভূরিভিঃ (২২) উদীরয় পিতরা জার আ ভগমিয়ক্ষতি হর্যতো হৃত্ত ইষ্যতি। বিবক্তি বহ্নিঃ স্বপস্যতে মখস্তবিষ্যতে অসুরো বেপতে মতী (২৩) যস্তে অগ্নে সুমতিং মর্ত্তো অখ্যৎসহসঃ সূনো অতি স প্র শৃণ্বে। ইষং দধানো বহমানো অশ্বৈরা স দ্যুমা অমবান্ ভূষতি দ্যূন্ (২৪) শ্রুধী নো অগ্নে সদনে সধস্থে যুক্ষ্বা রথমমৃতস্য দ্রবিৎনুম্। আ নো বহ রোদসী দেবপুত্রে মাকির্দ্দেবানামপ ভূরিহ স্যাঃ (২৫) যদগ্ন এষা সমিতির্ভবাতি দেবী দেবেষু যজতা যজত্র। রত্না চ যদ্বিভজাসি স্বধাবো ভাগং নো অত্র বসুমন্তং বীতাৎ (২৬) অন্বগ্নিরুষসামগ্রমখ্যদন্বহানি প্রথমো জাতবেদাঃ। অনু সূর্য্য উষসো অনু রশ্মীনন্থ দ্যাবাপৃথিবী আ বিবেশ (২৭) প্রত্যগ্নিরুষসামগ্রমখ্যৎপ্রত্যহানি প্রথমো জাতবেদাঃ। প্রতি সূর্য্যস্য পুরুধা চ রশ্মীন্প্রতি দ্যাবাপৃথিবী আ ততান (২৮) দ্যাবা হ ক্ষামা প্রথমে ঋতেনাভিশ্রাবে ভবতঃ সত্যবাচা। দেবো যন্মর্ত্তান্যজথায় কৃণ্বন্ৎসীদদ্ধোতা প্রত্যঙ স্বমসুং যন্ (২৯) দেবো দেবাৎপরিভূর্ঋতেন বহা নো হব্যং প্রথমশ্চিকিত্বান্। ধূমকেতুঃ সমিধামাঋজীকোমন্দ্রোহোতানিত্যোবাচায়জীয়ান্ (৩০) অর্চ্চামি বাং বর্ধায়াপো ঘৃতস্নূ দ্যাবাভূমী শৃণুতং রোদসী মে। অহা যদ্দেবা অসুঃ

নীতিমায়ন্নধ্বা নো অত্র পিতরা শিশ্রীতাম্ (৩১) স্বাবৃগ্দেবস্যামৃতং যদী গোরতো জাতাসো ধারয়ন্ত উর্ব্বী। বিশ্বে দেবা অনু তত্তে যজুর্গুর্হে যদেনী দিব্যং ঘৃতং বাঃ (৩২) কিং স্বিন্নো রাজা জগৃহে কদস্যাতি ব্রতং চকৃমা কো বি বেদ। মিত্রশ্চিদ্ধি ষ্মা জুহুরাণো দেবাং ছ্লোকো ন যাতামপি বাজো অস্তি (৩৩) দুর্ম্মন্ত্বত্রামৃতস্য নাম সলক্ষ্মা যদ্বিষুরূপা ভবাতি। যমস্য যো মনবতে সুমন্ত্বগ্নে তমৃষ পাহ্যপ্রযুচ্ছন্ (৩৪) যস্মিন্দেবা বিদথে মাদয়ন্তে বিবস্বতঃ সদনে ধারয়ন্তে। সূর্য্যে জ্যোতিরদধুর্ম্মাস্য ক্তূংপরি দ্যোতনিং চরতো অজস্রা (৩৫) যস্মিন্দেবা মন্মনি সঞ্চরন্ত্যপীচ্যে ন বয়মস্য বিদ্ম। মিত্রো নো অত্রাদিতিরনাগান্ৎসবিতা দেবো বরুণায় বোচৎ (৩৬) সখায় আ শিষামহে ব্রহ্মেন্দ্রায় বজ্রিণে। স্তুষ উ ষু নৃতমায় ধৃষ্ণবে (৩৭) শবসা হ্যসি শ্রিতো বৃত্রহত্যেন বৃত্রহা। মঘৈর্ম্মঘোনো অতি শূর দাশসি (৩৮) স্তেগো ন ক্ষামত্যেষি পৃথিবীং মহী নো বাতা ইহ বাস্তু ভূমৌ। মিত্রো নো অত্র বরুণো যুজ্যমানো অগ্নির্ব্বনে ন ব্যসৃষ্ট শোকম্ (৩৯) স্তুহি শ্রুতং গর্ত্তসদং জনানাং রাজানাং ভীমমুপহত্মুমুগ্রম্। মৃড়া জরিত্রে রুদ্র স্তবানো অন্যমস্মত্তে নি বপন্তু সেন্যম্ (৪০) সরস্বতীং দেবযন্তো হবন্তে সরস্বতীমধ্বরে তায়মানে। সরস্বতীং সুকৃতো হবন্তে সরস্বতী দাশুষে বার্য্যং দাৎ (৪১) সরস্বতীং পিতরো হবন্তে দক্ষিণা যজ্ঞমভিনক্ষমাণাঃ। আসদ্যাস্মিন্বর্হিষি মাদয়ধ্বমনমীবা ইষ আ ধেহ্যস্মে (৪২) সরস্বতি যা সরথং যযাথোক্থৈঃ স্বধাভির্দ্দেবি পিতৃভির্ম্মদন্তী! সহস্রার্ঘমিড়ো অত্র ভাগং রায়স্পোষং যজমানায় ধেহি (৪৩) উদীরতামবর উৎপরাস উন্মধ্যমাঃ পিতরঃ সোম্যাসঃ। অসুং য ঈয়ুরবৃকা ঋতজ্ঞাস্তে নোঽবন্তু পিতরো হবেষু (৪৪) আহং পিতৄন্ৎসুবিদত্রা অবিৎসি নপাতং চ বিক্রমণং চ বিষ্ণোঃ। বর্হিষদো যে স্বধয়া সুতস্য ভজন্ত পিত্বস্ত ইহাগমিষ্ঠাঃ (৪৫) ইদং পিতৃভ্যো নমো অস্ত্বদ্য যে পূর্ব্বাসো যে অপরাস ঈয়ুঃ। যে পার্থিবে রজস্যা নিষত্তা যে বা নূনং সুবৃজনাসু দিক্ষু (৪৬) মাতলী কব্যৈর্যমো অঙ্গিরোভির্বৃহস্পতির্ঋক্বভির্ব্বাবৃধানঃ। যাংশ্চ দেবা বাবৃধুর্যে চ দেবাস্তে নোঽবন্তু পিতরো হবেষু (৪৭) স্বাদুঃ কিলায়ং মধুমা উতায়ং তীব্রঃ কিলায়ং রসবা উতয়ম্। উতো ম্বস্য পপিবাংস-

মিন্দ্রং ন কশ্চন সহত আহবেষু (৪৮) পরেয়িবাংসং প্রবতো মহীরিতি বহুভ্যঃ পন্থামনুপস্প্রশানম্। বৈবস্বতং সঙ্গমনং জনানাং যমং রাজানং হবিষা সপর্যত (৪৯) যমো নো গাতুং প্রথমো বিবেদ নৈষা গব্যূতিরপভর্ত্তবা উ। যত্রা নঃ পূর্ব্বে পিতরঃ পরেতা এনা জজ্ঞানাঃ পথ্যা অনু স্বাঃ (৫০) বর্হিষদঃ পিতর উত্যর্ব্বাগিমা বো হব্যা চকৃমা জুষধ্বম্। 'ত আ গতাবসা শন্তমেনাধা নঃ শং যোররপো দধাত (৫১) আচ্যা জানু দক্ষিণতো নিষদ্যেদং নো হবিরভি গৃণন্তু বিশ্বে। মা হিংসিষ্ট পিতরঃ কেন চিন্নো যদ্ব আগঃ পুরুষতা করাম (৫২) ত্বষ্টা দুহিত্রে বহর্ত্তুং কৃণোতি তেনেদং বিশ্বং ভুবনং সমেতি। যমস্য মাতা পর্য্যুহ্যমানা মহো জায়া বিবস্বতো ননাশ (৫৩) প্রেহি প্রেহি পথিভিঃ পূর্ব্যাণৈর্যেনা তে পূর্ব্বে পিতরঃ পরেতাঃ। উভা রাজানৌ স্বধয়া মদন্তৌ যমং পশ্যাসি বরুণং চ দেবম্ (৫৪) অপেত বীত বি চ সর্পতাতোঽস্মা এতং পিতরো লোকমক্রন্। অহোভিরদ্ভিরক্তুভির্ব্ব্যক্তং যমো দদাত্যবসানমস্মৈ (৫৫) উশন্তস্ত্বেনিধীমহ্যুশন্তঃ সমিধীমহি। উশন্নুশত আ বহ পিতৃন্ হবিষে অত্তবে (৫৬) দ্যুমন্তস্ত্বেধীমহি দ্যুমন্তঃ সমিধীমহি। দ্যুমান্ দ্যুমন্ত আ বহ পিতৃন্ হবিষে অত্তবে (৫৭) অঙ্গিরসো নঃ পিতরো নবগ্বা অথর্ব্বাণো ভৃগবঃ সোম্যাসঃ। তেষাং বয়ং সুমতৌং যজ্ঞিয়ানামপি ভদ্রে সৌমনসে স্যাম (৫৮) অঙ্গিরোভির্যজ্ঞিয়ৈরা গহীহ যম বৈরূপৈরিহ মাদয়স্ব। বিবস্বন্তং হুবে যঃ পিতা তেঽস্মিন্বর্হিষ্যা নিষদ্য (৫৯) ইমং যম প্রস্তরমা হি রোহাঙ্গিরোভিঃ পিতৃভিঃ সংবিদানঃ। আ ত্বা মন্ত্রাঃ কবিশস্তা বহন্ত্বেনা রাজন্ হবিষো মাদয়স্ব (৬০) ইম এত উদারুহন্দিবস্পৃষ্টান্যারুহন্। প্র ভূর্জ্জয়ো যথা পথা দ্যামঙ্গিরসো যযুঃ (৬১)।

ইতি প্রথমোঽনুবাকঃ।

যমায় সোমঃ পবতে যমায় ক্রিয়তে হবিঃ। যমং হ যজ্ঞো গচ্ছত্যগ্নিদূতো অরঙ্কৃত (১) যমায় মধুমত্তমং জুহোতা প্র চ তিষ্ঠত। ইদং নম ঋষিভ্যঃ পূর্ব্বজেভ্যঃ পূর্ব্বেভ্যঃ পথিকৃদ্ভ্যঃ (২) যমায় ঘৃতবৎপয়ো রাজ্ঞে হবির্জ্জু-

হাতন। স নো জীবেষ্বা যমে দীর্ঘমায়ুঃ প্র জীবসে (৩) মনমগ্নে বি দহো মাভি শূশুচো মাস্য ত্বচং চিক্ষিপো মা শরীরম্। শৃতং যদা করসি জাতবেদোঽথেমমেনং প্র হিণুতাৎপিতং রূপ (৪) যদা শৃতং কৃণবো জাতবেদোঽথেমমেনং পরিদত্তাৎপিতৃভ্যঃ। যদো গচ্ছাত্যসুনীতিমেতামথ দেবানাং বশনীর্ভবাতি (৫) ত্রিকদ্রুকেভিঃ পবতে ষডুর্ব্বীরেকমিদ্বৃহৎ। ত্রিষ্টুব্গায়ত্রী ছন্দাংসি সর্ব্বা তা যম আর্পিতা (৬) সূর্য্যং চক্ষুষা গচ্ছ বাতমাত্মনা দিবং চ গচ্ছ পৃথিবীং চ ধর্ম্মভিঃ। অপো বা গচ্ছ যদি তত্র তে হিতমোষধীষু প্রতি তিষ্ঠা শরীরৈঃ (৭) অজো ভাগস্তপসস্তং তপস্ব তং তে শোচিস্তপতু তং তে অর্চ্চিঃ। যাস্তে শিবাস্তন্বো জাতবেদস্তাভির্ব্বহেনং সুকৃতামু লোকম্ (৮) যাস্তে শাচয়ো রংহয়ো জাতবেদো যাভিরাপৃণাসি দিবমন্তরিক্ষম্। অজং যন্তমনুতাঃ সমৃণ্বতামথেতরাভিঃ শিবতমাভিঃ শিবং কৃধি (৯) অব সৃজ পুনরগ্নে পিতৃভ্যো যস্ত আহুতশ্চরতি স্বধাবান্। আয়ুর্ব্বসান উপ যাতু শেষঃ সং গচ্ছতাং তন্বা সুবর্চ্চাঃ (১০) অতি দ্রব শ্বানৌ সারমেয়ৌ চতুরক্ষৌ শবলৌ সাধুনা পথা। অথা পিতৄন্‌ৎসুবিদত্রা অপীহি যমেন যে সধমাদং মদন্তি (১১) যৌ তে শ্বানৌ যম রক্ষিতারৌ চতুরক্ষৌ পথিষদী নৃচক্ষসা। তাভ্যাং রাজন্‌পরি ধেহ্যেনং স্বস্ত্যস্মা অনমীবং চ ধেহি (১২) উরূণসাবসুতৃপাবুদুম্বলৌ যমস্য দূতৌ চরতো জনাঁ অনু। তাবস্মভ্যং দৃশয়ে সূর্য্যায় পুনর্দ্দাতামসুমদ্যেহ ভদ্রম্ (১৩) সোম একেভ্যঃ পবতে ঘৃতমেক উপাসতে। যেভ্যো মধু প্রধাবধি তাংশ্চিদেবাপি গচ্ছতাৎ (১৪) যে চিৎপূর্ব্ব ঋতসাতা ঋতজাতা ঋতাবৃধঃ। ঋষীস্তপস্বতো যম তপোজাঁ অপি গচ্ছতাৎ (১৫) তপসা যে অনাধৃষ্যাস্তপসা যে স্বর্যযুঃ। তপো যে চক্রিরে মহস্তাংশ্চিদেবাপি গচ্ছতাৎ (১৬) যে যুধ্যন্তে প্রধনেষু শূরাসো যে তনূত্যজঃ। যে বা সহস্রদক্ষিণাস্তাংশ্চিদেবাপি গচ্ছতাৎ (১৭) সহস্রণীথাঃ কবয়ো যে গোপায়ন্তি সূর্য্যম্। ঋষীস্তপস্বতো যম তপোজা অপি গচ্ছতাৎ (১৮) স্যোনাস্মৈ ভব পৃথিব্যনৃক্ষরা নিবেশনী। যচ্ছাস্মৈ শর্ম্ম সপ্রথাঃ (১৯) অসম্বাধে পৃথিব্যা উরৌ লোকে নি ধীয়স্ব। স্বধা যাশ্চকৃষে জীবংস্তাস্তে সন্তু মধুশ্চুতঃ (২০) হ্বয়ামি তে মনসা মন ইহেমান্ গৃহাঁ উপ জুজুষাণ এহি।

সঙ্গচ্ছস্ব পিতৃভিঃ সং যমেন স্যোনাস্ত্বা বাতা উপ বান্তু শগ্মাঃ (২১) উত্ত্বা বহন্তু মরুত উদবাহা উদপ্রুতঃ। অজেন কৃণ্বন্তঃ শীতং বর্ষেণোক্ষন্ত্ব বালিতি (২২) উদহ্বমায়ুরায়ুষে ক্রত্বে দক্ষায় জীবসে। স্বান্‌গচ্ছতু তে মনোঽধা পিতৃং রুপ দ্রব (২৩) মা তে মনো মাসোর্ম্মাঙ্গানাং মা রসস্য তে। মা তে হাস্ত তন্বঃ কিং চনেহ (২৪) মা ত্বা বৃক্ষঃ সং বাধিষ্ট মা দেবী পৃথিবী মহী। লোকং পিতৃষু বিত্ত্বৈধস্ব যমরাজসু (২৫) যত্তে অঙ্গমতিহিতং পরাচৈরপানঃ প্রাণো য উ বাতে পরেতঃ। তত্তে সঙ্গত্য পিতরঃ সনীডা ঘাসাদ্ঘাসং পুনরা বেশয়ন্তু (২৬) অপেমং জীবা অরুধন্‌গৃহেভ্যস্তং নির্ব্বহত পরি গ্রামাদিতঃ। মৃত্যুর্যমস্যাসীদ্দূতঃ প্রচেত অসূন্‌ পিতৃভ্যো গময়াং চকার (২৭) যে দস্যবঃ পিতৃষু প্রবিষ্টা জ্ঞাতিমুখা অহুতাদশ্চরন্তি। পরাপুরো নিপুরা যে ভরন্ত্যগ্নিষ্টানস্মাৎপ্র ধমাতি যজ্ঞাৎ (২৮) সং বিশন্ত্বিহ পিতরঃ স্বা নঃ স্যোনং কৃণ্বন্তঃ প্রতিরন্ত আয়ুঃ। তেভ্যঃ শকেম হবিষা নক্ষমাণা জ্যোগ্‌জীবন্তঃ শরদঃ পুরুচীঃ (২৯) যাং তে ধেনুং নিপৃণামি যমু তে ক্ষীর ওদনম্‌। তেনা জনস্যাসী ভর্ত্তা যোঽত্রাসদজীবনঃ (৩০) অশ্বাবতীং প্র তর যা সুশেবাক্ষাকং বা প্রতরং নবীয়ঃ। যস্ত্বা জঘান বধ্যঃ সো অস্তু মা সো অন্যদ্বিদত ভাগধেয়ম্‌ (৩১) যমঃ পরোঽবরো বিবস্বান্‌ ততঃপরং নাতি পশ্যামি কিং চন। যমে অধ্বরো অধি মে নিবিষ্টো ভুবো বিবস্বানন্বাততান (৩২) অপাগূহন্নমৃতাং মর্ত্যেভ্য৹ কৃত্বা সবর্ণামদধুর্ব্বিবস্বতে। উতাশ্বিনাবভরদ্‌যত্তদাসীদজহাতুদ্বা মিথুনা সরণ্যূঃ (৩৩) যে নিখাতা যে পরোপ্তা যে দগ্ধা যে চোদ্ধিতাঃ। সর্ব্বাংস্তানগ্ন আ বহ পিতৄন্‌ হবিষে অত্তবে (৩৪) যে অগ্নিদগ্ধা যে অনগ্নিদগ্ধা মধ্যে বিদঃ স্বধয়া মাদয়ন্তে। ত্বং তান্বেত্থ যদি তে জাতবেদঃ স্বধয়া যজ্ঞং স্বধিতিং জুষন্তাম্‌ (৩৫) শং তপ মাতি তপো অগ্নে মা তন্বং তপঃ। বনেষু শুষ্মো অস্তু তে পৃথিব্যামস্তু যদ্ধরঃ (৩৬) দদাম্যস্মা অবসানমেতদ্য এষ আগন্মম চেদভূদিহ। যমশ্চিকিত্বান্‌ প্রত্যেতদাহ মমৈষ রায় উপ তিষ্ঠতামিহ (৩৭) ইমাং মাত্রাং মিমীমহে যথাপরং ন মাসাতৈ। শতে শরৎসু নো পুরা (৩৮) প্রেমাং মাত্রাং (৩৯) অপেমাং মাত্রাং ০ ০ (৪০) বীমাং মাত্রাং ০ ০ (৪১) নিরিমাং মাত্রাং ০ ০ (৪২) উদিমাং

মাত্রাং • • (৪৩) সমিমাং মাত্রাং মিমীমহে যথাপরং ন মাসাতৈ। শতে শরৎসু নো পুরা (৪৪) অমাসি মাত্রাং স্বরগামায়ুষ্মান্ ভূয়াসম্। যথাপরং ন মাসাতৈ শতে শরৎসু নো পুরা (৪৫) প্রাণো অপানো ব্যান আয়ুশ্চক্ষুর্দৃশয়ে সূর্য্যায়। অপরিপরেণ পথা যমরাজ্ঞঃ পিতৃন্ গচ্ছ (৪৬) যে অগ্রবঃ শশমানাঃ পরেয়ুর্হিত্বা দ্বেষাংস্যনপত্যবন্তঃ। তে দ্যামুদিত্যাবিদন্ত লোকং নাকস্য পৃষ্ঠে অধি দীধ্যানাঃ (৪৭) উদন্বতী দ্যৌরবমা পীলুমতীতি মধ্যমা। তৃতীয়া হ প্রদ্যৌরিতি যস্যাং পিতর আসতে (৪৮) যে নঃ পিতুঃ পিতরো যে পিতামহা য আবিবিশুরুর্ব্বন্তরিক্ষম্। য আক্ষিয়ন্তি পৃথিবীমুত দ্যাং তেভ্যঃ পিতৃভ্যো নমসা বিধেম (৪৯) ইদমিদ্বা উ াপরং দিবি পশ্যসি সূর্য্যম্। মাতা পুত্রং যথা সিচাভ্যেনং ভূম উর্ণুহি (৫০) ইদমিদ্বা উ নাপরং জরস্যন্যদিতোঽপরম্। জায়া পতিমিব বাসসাভ্যেনং ভূম উর্ণুহি (৫১) অভি ত্বোর্ণোমি পৃথিব্যা মাতুর্ব্বস্ত্রেণ ভদ্রয়া। জীবেষু ভদ্রং তন্ময়ি স্বধা পিতৃষু সা ত্বয়ি (৫২) অগ্নীষোমা পথিকৃতা স্যানং দেবেভ্যো রত্নং দধথুর্ব্বি লোকম্। উপ প্রেষ্যন্তং পূষণং যো বহাত্যজয়ানৈঃ পথিভিস্তত্র গচ্ছতম্ (৫৩) পুষা ত্বেতশ্চ্যাবয়তু প্র বিদ্বাননষ্টপশুর্ভুবনস্য গোপাঃ। স ত্বৈতেভ্যঃ পরি দদৎপিতৃভ্যো অগ্নির্দেবেভ্যঃ সুবিদত্রিয়েভ্যঃ (৫৪) আয়ুর্ব্বিশ্বায়ুঃ পরি পাতু ত্বা পূষা ত্বা পাতু প্রপথে পুরস্তাৎ। যত্রাসতে সুকৃতো যত্র ত ঈয়ুস্তত্র ত্বা দেবঃ সবিতা দধাতু (৫৫) ইমৌ যুনজ্মি তে বহ্নী অসুনীতায় বোঢ়বে। তাভ্যাং যমস্য সাদনং সমিতীশ্চাব গচ্ছতাৎ (৫৬) এতত্ত্বা বাসঃ প্রথমং ন্বাগন্নপৈতদূহ যদিহাবিভঃ পুরা। ইষ্টাপূর্ত্তমনুসংক্রাম বিদ্বান্যত্র তে দত্তং বহুধা বিবন্ধুষু (৫৭) অগ্নের্ব্বর্ম্ম পরি গোভির্ব্যয়স্ব সং প্রোর্ণুষ্ব মেদসা পীবসা চ। নেত্ত্বা ধৃষ্ণুর্হরসা জর্হৃষাণো দধৃগ্বিধক্ষন্‌পরীঙ্খয়াতৈ (৫৮) দণ্ডং হস্তাদাদদানো গতাসোঃ সহ শ্রোত্রেণ বর্চ্চসা বলেন। অত্রৈব ত্বমিহ বয়ং সুবীরা বিশ্বা মৃধো অভিমাতীর্জ্জয়েম (৫৯) ধনুর্হস্তাদাদদানো মৃতস্য সহ ক্ষত্রেণ বর্চ্চসা বলেন। সমাগৃভায় বসু ভূরি পুষ্টমর্ব্বাঙ ত্বমেহ্যুপ জীবলোকম্ (৬০)।

ইতি দ্বিতীয়োঽনুবাকঃ।

ইয়ং নারী পতিলোকং বৃণানা নি পদ্যত উপ ত্বা মর্ত্ত্যপ্রেতম্। ধর্ম্মং পুরাণমনুপালয়ন্তী তস্যৈ প্রজাং দ্রবিণং চেহ ধেহি (১) উদীর্ষ্ব নার্য্যভি জীবলোকং গতাসুমেকমুপ শেষ এহি। হস্তগ্রাভস্য দধিষোস্তবেদং পত্যুর্জ্জনিত্বমভি সং বভূথ (২) অপশ্যং যুবতিং নীনমানাং জীবামৃতেভ্যঃ পরিণীয়মানাম্। অন্ধেন যত্তমসা প্রাবৃতাসীৎপ্রাক্তো অপাচীমনয়ং তদেনাম্ (৩) প্রজানত্যঘ্ন্যে জীবলোকং দেবানাং পন্থামনুসঞ্চরন্তী। অয়ং তে গোপতিস্তং জুষস্ব স্বর্গং লোকমধি রোহয়ৈনম্ (৪) উপ দ্যামুপ বেতসমবত্তরো নদীনাম্। অগ্নে পিত্তমপামসি (৫) যং ত্বমগ্নে সমদহস্তমু নির্ব্বাপয়া পুনঃ। ক্যাম্বূরত্র রোহতু শাণ্ডদূর্ব্বা ব্যল্কশা (৬) ইদং ত একং পর উ ত একং তৃতীয়েন জ্যোতিষা সং বিশস্ব। সংবেশনে তন্বা চারুরেধি প্রিয়ো দেবানাং পরমে সধস্থে (৭) উত্তিষ্ঠ প্রেহি প্র দ্রবৌকঃ কৃণুষ্ব সলিলে সধস্থে। তত্র ত্বং পিতৃভিঃ সংবিদান সং সোমেন মদস্ব সং স্বধাভিঃ (৮) প্র চ্যবস্ব তন্বং সং ভরস্ব মা তে গাত্রা বি হায়ি মো শরীরম্। মনো নিবিষ্টমনুসংবিশস্ব যত্র ভূমের্জ্জুষসে তত্র গচ্ছ (৯) বর্চ্চসা মাং পিতরঃ সোম্যাসো অঞ্জন্তু দেবা মধুনা ঘৃতেন। চক্ষুষে মা প্রতরং তারয়ন্তো জরসে মা জরদষ্টিং বর্দ্ধন্তু (১০) বর্চ্চসা মাং সমনক্ত্বগ্নির্মেধাং মে বিষ্ণুর্ন্যনক্ত্বাসন্। রয়িং মে বিশ্বে নি যচ্ছন্তু দেবাঃ স্যোনা মাপঃ পবনৈঃ পুনন্তু (১১) মিত্রাবরুণা পরি মামধাতামাদিত্যা মা স্বরবো বর্ধয়ন্তু। বর্চ্চো ম ইন্দ্রো ন্যনক্তু হস্তয়োর্জ্জরদষ্টিং মা সবিতা কৃণোতু (১২) যো মমার প্রথমো মর্ত্ত্যানাং যঃ প্রেয়ায় প্রথমো লোকমেতম্। বৈবস্বতং সঙ্গমনং জনানাং যমং রাজানং হবিষা সপর্য্যত (১৩) পরা যাত পিতর আ চ যাতায়ং বো যজ্ঞো মধুনা সমক্তঃ। দত্তো অস্মভ্যং দ্রবিণেহ ভদ্রং রয়িং চ ন সর্ব্ববীরং দধাত (১৪) কণ্বঃ কক্ষীবান্পুরুমীঢ়ো অগস্ত্যঃ শ্যাবাশ্বঃ সোভর্য্যর্চ্চনানাঃ। বিশ্বামিত্রোঽয়ং জমদগ্নিরত্রিরবন্তু নঃ কশ্যপো বামদেবঃ (১৫) বিশ্বামিত্র জমদগ্নে বসিষ্ঠ ভরদ্বাজ গোতম বামদেব। শর্দ্দির্নো অত্রিরগ্রভীনমোভিঃ সুসংশাসঃ পিতরো মৃড়তা নঃ (১৬) কস্যে মৃজানা অতি যন্তি রিপ্রমায়ুর্দ্দধানাঃ প্রতরং নবীয়ঃ। আপ্যায়মানাঃ প্রজয়া ধনেনাধ স্যাম সুরভয়ো গৃহেষু (১৭) অঞ্জতে

ব্যঞ্জতে সমঞ্জতে ক্রতুং রিহন্তি মধুনাভ্যঞ্জতে। সিন্ধোরুচ্ছাসে পতয়ন্ত-মুক্ষণং হিরণ্যপাবাঃ পশুমাস্থ গৃহ্নতে (১৮) যদ্বো মুদ্রং পিতরঃ সোম্যং চ তেনো সচধ্বং স্বয়শসো হি ভূতম্। তে অর্ব্বাণঃ কবয় আ শৃণোত স্থবিদত্রা বিদথে হুয়মানাঃ (১৯) যে অত্রয়ো অঙ্গিরসো নবগ্বা ইষ্টাবন্তো রাতিষাচো দধানাঃ। দক্ষিণাবন্তঃ স্থকৃতো য উ স্থাসদ্যাস্মিন্‌বর্হিষি মাদয়ধ্বম্ (২০) অধা যথা নঃ পিতরঃ পরাসঃ প্রত্নাসো অগ্ন ঋতমাশ-শানাঃ। শুচীদয়ন্দীধ্যত উক্‌থশাসঃ ক্ষামা ভিন্দন্তো অরুণীরপ ব্রন্ (২১) স্থকর্ম্মাণঃ স্থরুচো দেবয়ন্তো অয়ো ন দেবা জনিমা ধমন্তঃ। শুচন্তো অগ্নিং বাবৃধন্ত ইন্দ্রমুর্ব্বীং গব্যাং পরিষদং নো অক্রন্ (২২) আ যুথেব ক্ষুমতি পশ্বো অখ্যদ্দেবানাং জনিমান্ত্যগ্র। মর্ত্তাসশ্চিদুর্ব্বশীরকৃপ্রন্‌বৃধে চিদর্য্য উপরস্যায়োঃ (২৩) অকর্ম্ম তে স্বপসো অভূম ঋতমবস্রন্নুষসো বিভাতীঃ। বিশ্বং তত্তদ্রং যদবন্তি দেবা বৃহদ্বদেম বিদথে স্থবীরাঃ (২৪) ইন্দ্রো মা মরুত্বান্ প্রাচ্যা দিশঃ পাতু বাহুচ্যুতা পৃথিবী দ্যামিবোপরি। লোককৃতঃ পথিকৃতো যজামহে যে দেবানাং হুতভাগা ইহ স্থ (২৫) ধাতা মা নির্ঋ্যত্যা দক্ষিণায়া দিশঃ পাতু বাহু (২৬) অদিতির্ম্মাদিত্যৈঃ প্রতীচ্যা দিশঃ পাতু বাহু (২৭) সোমো মা বিশ্বৈর্দ্দেবৈরুদীচ্যা দিশঃ পাতু বাহু (২৮) ধর্ত্তা হ ত্বা ধরুণো ধারয়াতা উৰ্দ্ধং ভানুং সবিতা দ্যামিবো-পরি লোককৃতঃ (২৯) প্রাচ্যাং ত্বা দিশি পুরা সংবৃতঃ স্বধায়ামা দধামি বাহু (৩০) দক্ষিণায়াং ত্বা দিশি পুরা (৩১) প্রতীচ্যাং ত্বা দিশি পুরা (৩২) উদীচ্যাং ত্বা দিশি পুরা (৩৩) ধ্রুবায়াং ত্বা দিশি পুরা (৩৪) উৰ্দ্ধায়াং ত্বা দিশি পুরা সংবৃতঃ স্বধায়ামা দধামি বাহুচ্যুতা পৃথিবী দ্যামিবোপরি। লোককৃতঃ পথিকৃতো যজামহে যে দেবানাং হুতভাগা ইহ স্থ (৩৫) ধর্ত্তাসি ধরুণোঽসি বংসগোঽসি (৩৬) উদপূরসি মধুপূরসি বাতপূরসি (৩৭) ইতশ্চ মামুতশ্চাবতাং যমে ইব যতমানে যদৈতন্। প্র বাং ভরন্মানুষা দেবয়ন্ত আ সীদতং স্বমু লোকং বিদানে (৩৮) স্বাসস্থে ভবতমিন্দবে নো যুজে বাং ব্রহ্ম পূর্ব্যাং নমোভিঃ। বি শ্লোক এতি পথ্যেব সূরিঃ শৃণ্বন্ত বিশ্বে অমৃতাস এতৎ (৩৯) ত্রীণি পদানি রূপো অন্বরোহচ্চতুষ্পাদীমন্বে-তদ্‌ব্রতেন। অক্ষরেণ প্রতি মিমীতে অর্কমৃতস্য নাভাবভি সং পুনাতি (৪০)

দেবেভ্যঃ কমবৃণীত মৃত্যুং প্রজায়ৈ কিমমৃতং নাবৃণীত। বৃহস্পতির্যজ্ঞ-মতনুত ঋষিঃ প্রিয়াং যমস্তন্বমা রিরেচ (৪১) ত্বমগ্ন ঈড়িতো জাতবেদো-হবাড়ঢব্যানি সুরভীণি কৃত্বা। প্রাদাঃ পিতৃভ্যঃ স্বধয়া তে অক্ষন্নদ্ধি ত্বং দেব প্রয়তা হবীংষি (৪২) আসীনাসো অরুণীনামুপস্থে রয়িং ধত্ত দাঁশুষে মর্ত্ত্যায়। পুত্রেভ্যঃ পিতরস্তস্য বস্বঃ প্র যচ্ছত ত ইহোর্জ্জং দধাত (৪৩) অগ্নিষ্বাত্তাঃ পিতর এহ গচ্ছত সদঃসদ সদত সুপ্রণীতয়ঃ। অত্তো হবীংষি প্রয়তানি বর্হিষি রয়িং চ নঃ সর্ব্ববীরং দধাত (৪৪) উপহূতা নঃ পিতরঃ সোম্যাসো বর্হিষ্যেষু নিধিষু প্রিয়েষু। ত আ গমন্তু ত ইহ শ্রুবন্ত্বধি ব্রুবন্তু তেঽবন্ত্বস্মান্ (৪৫) যে নঃ পিতুঃ পিতরো যে পিতামহা অনূহিরে সোমপীথং বসিষ্ঠাঃ। তেভির্যমঃ সররাণো হবীংষ্যুশন্ন্ উশদ্ভিঃ প্রতিকাম-মত্তু (৪৬) যে তাতৃষুর্দ্দেবত্রা জেহমানা হোত্রাবিদঃ স্তোমতষ্টাসো অর্কৈঃ। অগ্নে যাহি সহস্রং দেববন্দৈঃ সত্যৈঃ কবিভিঋ্ষিভির্দ্ধর্ম্মসদ্ভিঃ (৪৭) যে সত্যাসো হবিরদো হবিষ্পা ইন্দ্রেণ দেবৈঃ সরথং তুরেণ। আগ্নে যাহি সুবিদত্রেভিরর্ব্বাঙপরৈঃ পূর্ব্বৈঋ্ষিভির্ঘর্ম্মসদ্ভিঃ (৪৮) উপ সর্প মাতরং ভূমিমেতামুরুব্যচসং পৃথিবীং সুশেবাম্। উর্ণম্রদাঃ পৃথিবী দক্ষিণাবত এষা ত্বা পাতু প্রপথে পুরস্তাৎ (৪৯) উচ্ছঞ্চস্ব পৃথিবি মা নি বাধথাঃ সুপায়নাস্মৈ ভব সুপসর্পণা। মাতা পুত্রং যথা সিচাভ্যেনং ভূম উর্ণুহি (৫০) উচ্ছঞ্চমানা পৃথিবী সু তিষ্ঠতু সহস্রং মিত উপ হি শ্রয়ন্তাম্। তে গৃহাসো ঘৃতশ্চ্যুতঃ স্যোনা বিশ্বাহাস্মৈ শরণাঃ সন্ত্বত্র (৫১) উত্তে স্তভ্নামি পৃথিবীং ত্বৎপরীমং লোগং নিদধন্মো অহং রিষম্। এতাং স্থূণাং পিতরো ধার-য়ন্তি তে তত্র যমঃ সাদনা তে কৃণোতু (৫২) ইমমগ্নে চমসং মা বি জিহ্বরঃ প্রিয়ো দেবানামুত সোম্যানাম্। অয়ং যশ্চমসো দেবপানস্তস্মিন্দেবা অমৃতা মাদয়ন্তাম্ (৫৩) অথর্ব্বা পূর্ণং চমসং যমিন্দ্রায়াবিভর্ব্বাজিনীবতে। তস্মিন্ কৃণোতি সুকৃতস্য ভক্ষং তস্মিন্নিন্দুঃ পবতে বিশ্বদানীম্ (৫৪) যত্তে কৃষ্ণঃ শকুন আতুতোদঃ পিপীলঃ সর্প উত বা শ্বাপদঃ। অগ্নিষ্টদ্বিশ্বাদ-গদং কৃণোতু সোমশ্চ যো ব্রাহ্মণা অবিবেশ (৫৫) পয়স্বতীরোষধয়ঃ পয়-স্বন্মামকং পয়ঃ। অপাং পয়সো যৎপয়স্তেন মা সহ শুম্ভন্তু (৫৬) ইমা নারীরবিধবাঃ সুপত্নীরাঞ্জনেন সর্পিষা সং স্পৃশন্তাম্। অনশ্রবো অন--

মীবাঃ স্বরত্না আ রোহন্ত জনয়ো যোনিমগ্রে (৫৭) সং গচ্ছস্ব পিতৃভিঃ সং যমেনেষ্টাপূর্ত্তেন পরমে ব্যোমন্। হিত্বাবদ্যং পুনরস্তমেহি সং গচ্ছস্বতাং তন্বা সুবর্চ্চাঃ (৫৮) যে নঃ পিতুঃ পিতরো যে পিতামহা য আবিবিশুরুর্ব্বন্তরিক্ষম্। তেভ্যঃ স্বরাড়সুনীতির্নো অদ্য যথাবশং তন্বঃ কল্পয়াতি (৫৯) শং তে নীহারো ভবতু শং তে প্রষ্বাব শীয়তাম্। শীতিকে শীতিকাবতি হ্লাদিকে হ্লাদিকাবতি। মণ্ডুক্যপ্সু শং ভুব ইমং স্বগ্নিং শময় (৬০) বিবস্বান্নো অভয়ং কৃণোতু যঃ সুত্রামা জীরদানুঃ সুদানুঃ। ইহেমে বীরা বহবো ভবন্ত গোমদশ্ববন্ময্যস্ত পুষ্টম্ (৬১) বিবস্বান্নো অমৃতত্বে দধাতু পরৈতু মৃত্যুরমৃতং ন ঐতু। ইমান্ রক্ষতু পুরুষানা জরিম্নো মো ষ্বেষাবসবো যমং গুঃ (৬২) যো দধ্রে অন্তরিক্ষেণ মহ্না পিতৃণাং কবিঃ প্রমতির্ম্মতীনাম্। তমর্চ্চত বিশ্বমিত্রা হুবির্ভিঃ স নো যমঃ প্রতরং জীবসে ধাৎ (৬৩) আ রোহত দিবমুত্তমামৃষয়ো মা বিভীতন। সোমপাঃ সোমপায়িন ইদং বঃ ক্রিয়তে হবিরগন্ম জ্যোতিরুত্তমম্ (৬৪) প্র কেতুনা বৃহতা ভাত্যগ্নিরা রোদসী বৃষভো রোরবীতি। দিবশ্চিদন্তাদুপমামুদানড়পামুপস্থে মহিষো ববর্ধ (৬৫) নাকে সুপর্ণমুপ যৎপতন্তং হৃদা বেদন্তো অভ্যচক্ষত ত্বা। হিরণ্যপক্ষং বরুণস্য দূতং যমস্য যোনৌ শকুনং ভুরণ্যুম্ (৬৬) ইন্দ্র ক্রতুং ন আ ভর পিতা পুত্রেভ্যো যথা। শিক্ষা ণো অস্মিন্ পুরুহুত যামনি জীবা জ্যোতিরশীমহি (৬৭) অপূপাপিহিতান্ কুম্ভান্যাংস্তে দেবা অধারয়ন্। তে তে সন্তু স্বধাবন্তো মধুমন্তো ঘৃতশ্চুতঃ (৬৮) যস্তে ধানা অনুকিরামি তিলমিশ্রাঃ স্বধাবতীঃ। তাস্তে সন্তু বিভ্বীঃ প্রভ্বীস্তাস্তে যমো রাজানু মন্যতাম্ (৬৯) পুনর্দ্দেহি বনস্পতে য এষ নিহিতস্ত্বয়ি। যথা যমস্য সাদন আসাতৈ বিদথা বদন্ (৭০) আ রভস্ব জাতবেদস্তেজস্বদ্ধরো অস্তু তে। শরীরমস্য সং দহাথৈনং ধেহি সুকৃতামু লোকে (৭১) যে তে পূর্ব্বে পরাগতা অপরে পিতরশ্চ যে। তেভ্যো ঘৃতস্য কুল্যৈতু শতধারা ব্যুন্দতী (৭২) এতদা রোহ বয় উন্মৃজানঃ স্বা ইহ বৃহদু দীদয়ন্তে। অভি প্রেহি মধ্যতো মাপ হাস্থাঃ পিতৃণাং লোকং প্রথমো যো অত্র (৭৩)।

ইতি তৃতীয়োঽনুবাকঃ।

আ রোহত জনিত্রীং জাতবেদসঃ পিতৃযাণৈঃ সং ব আ রোহয়ামি। অবাড়ঢ়ব্যেষিতো হব্যবাহ ঈজানং যুক্তাঃ সুকৃতাং ধত্ত লোকে (১) দেবা যজ্ঞমৃতবঃ কল্পয়ন্তি হবিঃ পুরোডাশং স্রুচো যজ্ঞায়ুধানি। তেভির্যাহি পথিভির্দ্দেবযানৈর্যৈরীজানাঃ স্বর্গং যন্তি লোকম্ (২) ঋতস্য পন্থামনু পশ্য সাধ্বঙ্গিরসঃ সুকৃতো যেন যন্তি। তেভির্যাহি পথিভিঃ স্বর্গং যত্রাদিত্যা মধু ভক্ষয়ন্তি তৃতীয়ে নাকে অধি বি শ্রয়স্ব (৩) ত্রয়ঃ সুপর্ণা উপরস্য মায়ূ নকাস্য পৃষ্ঠে অধি বিষ্টপি শ্রিতাঃ। স্বর্গা লোকা অমৃতেন বিষ্ঠা ইষমূর্জ্জং যজমানায় দুহ্যাম্ (৪) জুহূর্দ্দাধার দ্যামুপভৃদন্তরিক্ষং ধ্রুবা দাধার পৃথিবীং প্রতিষ্ঠাম্। প্রতিমাং লোকা ঘৃতপৃষ্ঠাঃ স্বর্গাঃ কামঙ্কামং যজমানায় দুহ্রাম্ (৫) ধ্রুব আ রোহ পৃথিবীং বিশ্বভোজসমন্তরিক্ষমুপভৃদা ক্রমস্ব। জুহু দ্যাং গচ্ছ যজমানেন সাকং স্রুবেণ বৎসেন দিশঃ প্রপীনাঃ সর্ব্বা ধুক্ষ্বাহৃণীয়মানাঃ (৬) তীর্থৈস্তরন্তি প্রবতো মহীরিতি যজ্ঞকৃতঃ সুকৃতো যেন যন্তি। অত্রাদধুর্যজমানায় লোকং দিশো ভূতানি যদকল্পয়ন্ত (৭) অঙ্গিরসাময়নং পূর্ব্বো অগ্নিরাদিত্যানাময়নং গার্হপত্যো দক্ষিণায়সঃ দক্ষিণাগ্নিঃ। মহিমানমগ্নের্ব্বিহিতস্য ব্রহ্মণা সমঙ্গঃ সর্ব্ব উপ যাহি শগ্মঃ (৮) পূর্ব্বো অগ্নিষ্টা তপতু শং পুরস্তাচ্ছং পশ্চাত্তপতু গার্হপত্যঃ। দক্ষিণাগ্নিষ্টে তপতু শর্ম্ম বর্ম্মোত্তরতো মধ্যতো অন্তরিক্ষাদ্ দিশো দিশো অগ্নে পরি পাহি ঘোরাৎ (৯) যূয়মগ্নে শন্তমাভিস্তনূভিরীজানমভি লোকং স্বর্গম্। অশ্বা ভূত্বা পৃষ্টিবাহো বহাথ যত্র দেবৈঃ সধমাদং মদন্তি (১০) শমগ্নে পশ্চাত্তপ শং পুরস্তাচ্ছমুত্তরাচ্ছমধরাত্তপৈনম্। একস্ত্রেধা বিহিতো জাতবেদঃ সম্যগেনং ধেহি সুকৃতামু লোকে (১১) শমগ্নয়ঃ সমিদ্ধা আ রভন্তাং প্রাজাপত্যং মেধ্যং জাতবেদসঃ। শৃতং কৃণ্বন্ত ইহ মাব চিক্ষিপন্ (১২) যজ্ঞ এতি বিততঃ কল্পমান ঈজানমভি লোকং স্বর্গম্। তমগ্নয়ঃ সর্ব্বহুতং জুষন্তাং প্রাজাপত্যং মেধ্যং জাতবেদসঃ। শৃতং কৃণ্বন্ত ইহ মাব চিক্ষিপন্ (১৩) ঈজানশ্চিত্তমারুক্ষদগ্নিং নাকস্য পৃষ্ঠাদ্দিবমুৎপতিষ্যন্। তস্মৈ প্র ভাতি নভসো জ্যোতিষীমান্ৎস্বর্গঃ পন্থাঃ সুকৃতে দেবযানঃ (১৪) অগ্নির্হোতাধ্বর্য্যুষ্টে বৃহস্পতিরিন্দ্রো ব্রহ্মা দক্ষিণতস্তে অস্তু। হুতোঽয়ং সংস্থিতো যজ্ঞ এতি যত্র পূর্ব্বময়নং হুতানাম্ (১৫) অপূপবান্ ক্ষীরবাংশ্চ-

রুরেহ সীদতু। লোককৃতঃ পথিকৃতো যজামহে যে দেবানাং হুতভাগা ইহ স্থ (১৬) অপূপবান্ দধিবাংশ্চরুরেহ ০০ (১৭) অপূপবান্ দ্রপ্সবাংশ্চরুরেহ্ ০০ (১৮) অপূপবান্ ঘৃতবাংশ্চরুরেহ ০০ (১৯) অপূপবান্মাংসবাংশ্চরুরেহ ০০(২০) অপূপবানন্নবাংশ্চরুরেহ ০০ (২১) অপূপবান্মধুমাংশ্চরুরেহ ০০ (২২) অপূপবান্ রসবাংশ্চরুরেহ ০০ (২৩) অপূপবানপবাংশ্চরুরেহ সীদতু। লোককৃতঃ পথিকৃতো যজামহে যে দেবানাং হুতভাগা ইহ স্থ (২৪) অপূপাপিহিতান্ কুম্ভান্যাংস্তে দেবা অধারয়ন্। তে তে সন্তু স্বধাবন্তো মধুমন্তো ঘৃতশ্চ্যুতঃ (২৫) যাস্তে ধানা অনুকিরামি তিলমিশ্রাঃ স্বধাবতীঃ। তাস্তে সন্তুদ্ভীঃ প্রভ্বীস্তাস্তে যমো রাজানু মন্যতাম্ (২৬) অক্ষিতিং ভূয়সীম্ (২৭) দ্রপ্সশ্চস্কন্দ পৃথিবীমনু দ্যামিমংচ যোনিমনু যশ্চ পূর্ব্বঃ। সমানং যোনিমনু সঞ্চরন্তং দ্রপ্স জুহোম্যনু সপ্ত হোত্রাঃ (২৮) শতধারং বায়ুমর্কং স্বর্ব্বিদং নৃচক্ষসস্তে অভি চক্ষতে রয়িম্। যে পৃণন্তি প্র চ যচ্ছন্তি সর্ব্বদা তে দুহ্রতে দক্ষিণাং সপ্তমাতরম্। কোশং দুহন্তি কলশং চতুর্ব্বিলমিড়াং ধেনুং মধুমতীং স্বস্তয়ে। ঊর্জ্জং মদন্তীমদিতিং জনেষ্বগ্নে মা হিংসীঃ পরমে ব্যোমন্ (৩০) এতত্তে দেবঃ সবিতা বাসো দদাতি ভর্ত্তবে। তত্ত্বং যমস্য রাজ্যে বসানস্তার্প্যং চর (৩১) ধানা ধেনুরভবদ্বৎসো অস্যাস্তিলোঽভবৎ। তাং বৈ যমস্য রাজ্যে অক্ষিতামুপ জীবতি (৩২) এতাস্তে অসৌ ধেনবঃ কামদুঘা ভবন্তু। এনীঃ শ্যেনীঃ সরূপা বিরূপাস্তিলবৎসা উপ তিষ্ঠন্তু ত্বাত্র (৩৩) এনীর্ধানা হরিণীঃ শ্যেনীরস্য কৃষ্ণা ধানা রোহিণীর্ধেনবস্তে। তিলবৎসা ঊর্জ্জমস্মৈ দুহানা বিশ্বাহা সন্ত্বনপস্ফুরন্তীঃ (২৪) বৈশ্বানরে হবিরিদং জুহোমি সাহস্রং শতধারমুৎসম্। স বিভর্ত্তি পিতরং পিতামহান্ প্রপিতামহান্ বিভর্ত্তি পিন্বমানঃ (৩৫) সহস্রধারং শতধারমুৎসমক্ষিতং ব্যচ্যমানং সলিলস্য পৃষ্ঠে। ঊর্জ্জং দুহানমনপস্ফুরন্তমুপাসতে পিতরঃ স্বধাভিঃ (৩৬) ইদং কসাম্বু চয়নেন চি[illegible]ং তৎসজাতা অব পশ্যতেত। মর্ত্ত্যোঽয়মমৃতত্বমেতি তস্মৈ গৃহান্ কৃণুত যাবৎসবন্ধু (৩৭) ইহৈবৈধি ধনসনিরিহচিত্ত ইহ ক্রতুঃ। ইহৈধি বীর্য্যবত্তরো বয়োধা অপরাহতঃ (৩৮) পুত্রং পৌত্রমভিতর্পয়ন্তীরাপো মধুমতীরিমাঃ। স্বধাং পিতৃভ্যো অমৃতং দুহানা আপো দেবীরুভয়াংস্তর্পয়ন্ত (৩৯) আপো অগ্নিং প্র হিণুত পিতং

স্নপেমং যজ্ঞং পিতরো মে জুষন্তাম্। আসীনামূর্জ্জমুপ যে সচন্তেতে নো রয়িং সর্ব্ববীরং নি যচ্ছান্ (৪০) সমিদ্ধতে অমর্ত্ত্যং হব্যবাহং ঘৃতপ্রিয়ম্। স বেদ নিহিতান্নিধীন্ পিতৄন্ পরাবতো গতান্ (৪১) যং তে মন্থং যমোদনং যন্মাংস নিপৃণামি তে। তে তে সন্তু স্বধাবন্তো মধুমন্তো ঘৃতশ্চুতঃ (৪২) যাস্তে ধানা অনুকিরামি তিলমিশ্রাঃ স্বধাবতীঃ। তাস্তে সন্তু বিভ্বীঃ প্রভ্বী স্তাস্তে যমো রাজানু মন্যতাম্ (৪৩) ইদং পূর্ব্বমপরং নিয়ানং যেনা তে পূর্ব্বে পিতরঃ পরেতাঃ। পুরোগবা যে অভিষাচো অস্য তে ত্বা বহন্তি সুকৃতামু লোকম্ (৪৪) সরস্বতীং দেবযন্তো বহন্তে সরস্বতীমধ্বরে তায়মানে। সরস্বতীং সুকৃতো হবন্তে সরস্বতী দাশুষে বার্য দাৎ (৪৫) সরস্বতীং পিতরো হবন্তে দক্ষিণা যজ্ঞমভিনক্ষমাণাঃ। আসদ্যাস্মিন্ বর্হিষি মাদয়ধ্বমনমীবা ইষ আ ধেহ্যস্মে (৪৬) সরস্বতি যা সরথং যথাথোক্থৈঃ স্বধাভির্দ্দেবি পিতৃভির্ম্মদন্তী। সহস্রার্ঘমিড়ো অত্র ভাগং রায়স্পোষং যজমানায় ধেহি (৪৭) পৃথিবীং ত্বা পৃথিব্যামা বেশয়ামি দেবো নো ধাতা প্র তিরাত্যায়ুঃ। পরাপরৈতা বসুবিদ্বো অস্ত্বধা মৃতাঃ পিতৃষু সং ভবন্তু (৪৮) আ প্র চ্যবেথামপতন্মৃজেথাং যদ্বামভিভা অত্রোচুঃ। অস্মাদেতমঘ্ন্যৌ তদ্বশায় দাতুঃ পিতৃষ্বিহভোজনৌ মম (৪৯) এয়মগন্দক্ষিণা ভদ্রতো নো অনেন দত্তা সুদুঘা বয়োধাঃ। যৌবনে জীবানু পপৃঞ্চতী জরা পিতৃভ্য উপসম্পরাণয়াদিমান্ (৫০) ইদং পিতৃভ্যঃ প্র ভরামি বর্হির্জ্জীবং দেবেভ্য উত্তরং স্তৃণামি। তদা রোহ পুরুষ মেধ্যো ভবন্ প্রতি ত্বা জানন্তু পিতরঃ পরেতম্ (৫১) এদং বর্হিরসদো মেধ্যোঽভূঃ প্রতি ত্বা জানন্তু পিতরঃ পরেতম্। যথাপরু তন্বং সং ভরস্ব গাত্রাণি তে ব্রহ্মণা কল্পয়ামি (৫২) পর্ণো রাজাপিধানং চরুণামূর্জ্জো বলং সহ ওজো ন আগন্। আয়ুর্জ্জীবেভ্যো বিদধদ্দীর্ঘায়ুত্বায় শতপারদায় (৫৩) ঊর্জ্জো ভাগো য ইমং জজানাশ্মান্নানামাধিপত্যং জগাম। তমর্চ্চত বিশ্বমিত্রা হবির্ভিঃ স নো যমঃ প্রতরং জীবসে ধাৎ (৫৪) যথা যমায় হর্ম্ম্যমবপন্ পঞ্চ মানবাঃ। এবা বপামি হর্ম্ম্যং যথা মে ভূরয়োঽসত (৫৫) ইদং হিরণ্যং বিভৃহি যত্তে পিতা বিভঃ পুরা। স্বর্গং যতঃ পিতুর্হস্তং নির্মৃড্ঢি দক্ষিণম্ (৫৬) যে চ জীবা যে চ মৃতা যে জাতা যে চ যজ্ঞিয়াঃ। তেভ্যো

ঘৃতস্য কুল্যোতু মধুধারা ব্যুন্দতী (৫৭) বৃষা মতীনাং পবতে বিচক্ষণঃ সূরো অহ্নাং প্রতরীতা উষসাং দিবঃ। প্রাণঃ সিন্ধুনাং কলশা অচিক্রদদিন্দ্রস্য হার্দ্দিমাবিশন মনীষয়া (৫৮) ত্বেষস্তে ধূম ঊর্ণোতু দিবি ষং ছুক্র আততঃ। সূরো ন হি দ্যুতা ত্বং কৃপা পাবক রোচসে (৫৯) প্র বা এতীন্দুরিন্দ্রস্য নিষ্কৃতিং সখা সখ্যুর্ন প্র মিনাতি সঙ্গিরঃ। মর্য ইব যোষাঃ সমর্ষসে সোমঃ কলশে শতয়ামনা পথা (৬০) অক্ষন্নমীমদন্ত হ্যব প্রিয়া অধূষত। অস্তোষত স্বভানবো বিপ্রা যবিষ্ঠা ঈমহে (৬১) আ যাত পিতরঃ সোম্যাসো গম্ভীরৈঃ পথিভিঃ পিতৃযাণৈঃ। আয়ুরস্মভ্যং দধতঃ প্রজাং চ রায়শ্চ পোষৈরভি নঃ সচধ্বম্ (৬২) পরা যাত পিতরঃ সোম্যাসো গম্ভীরৈঃ পথিভিঃ পূর্য্যাণৈঃ। অধা মাসি পুনরা যাত নো গৃহান্ হবিরত্তুং সুপ্রজসঃ সুবীরাঃ (৬৩) যদ্বো অগ্নিরজহাদেকমঙ্গং পিতৃলোকং গময়ং জাতবেদাঃ। তদ্ব এতৎপুনরা প্যায়য়ামি সাঙ্গাঃ স্বর্গে পিতরো মাদয়ধ্বম্ (৬৪) অভূদ্দূতঃ প্রহিতো জাতবেদাঃ সায়ং ন্যহ্ন উপ বন্দ্যো নৃভিঃ। প্রাদাঃ পিতৃভ্যঃ স্বধয়া তে অক্ষন্নদ্ধি ত্বং দেব প্রয়তা হবীংষি (৬৫) অসৌ হা ইহ তে মনঃ ককুৎসলমিব জাময়ঃ। অভ্যেনং ভূম ঊর্ণুহি (৬৬) শুম্ভন্তাং লোকাঃ পিতৃষদনাঃ পিতৃষদনে ত্বা লোক আ সাদয়ামি (৬৭) যেঽস্মাকং পিতরস্তেষাং বর্হিরসি (৬৮) উদুত্তমং বরুণ পাশমস্মদবাধমং বি মধ্যমং শ্রথায়। অধা বয়মাদিত্য ব্রতে তবানাগসো অদিতয়ে স্যাম (৬৯) প্রাস্মৎপাশান্ বরুণ মুঞ্চ সর্ব্বান্যৈঃ সমামে বধ্যতে যৈর্ব্ব্যামে। অধা জীবেম শরদাং শতানি ত্বয়া রাজন্ গুপিতা রক্ষমাণাঃ (৭০) অগ্নয়ে কব্যবাহনায় স্বধা নমঃ (৭১) সোমায় পিতৃমতে স্বধা নমঃ (৭২) পিতৃভ্যঃ সোমবদ্ভ্যঃ স্বধা নমঃ (৭৩) যমায় পিতৃমতে স্বধা নমঃ (৭৪) এতত্তে প্রততামহ স্বধা যে চ ত্বামনু (৭৫) এতত্তে ততামহ স্বধা যে চ ত্বামনু (৭৬) এতত্তে তত স্বধা (৭৭) স্বধা পিতৃভ্যঃ পৃথিবীষদ্ভ্যঃ (৭৮) স্বধা পিতৃভ্যো অন্তরিক্ষসদ্ভ্যঃ (৭৯) স্বধা পিতৃভ্যো দিবিষদ্ভ্যঃ (৮০) নমো বঃ পিতর ঊর্জ্জে নমো বঃ পিতরো রসায় (৮১) নমো বঃ পিতরো ভামায় নমো বঃ পিতরো মন্যবে (৮২) নমো বঃ পিতরো যদ্ঘোরং তস্মৈ নমো বঃ পিতরো যৎক্রূরং তস্মৈ (৮৩) নমো বঃ পিতরো যচ্ছিবং তস্মৈ নমো বঃ পিতরো

রগ্নিমিতি চ দ্বাবগ্নী সমারোপয়েৎ ব্রতবান্ স্যাদতন্দ্রিত ইতি॥ ১॥

ইতি প্রথমঃ খণ্ডঃ॥ ১॥

যৎস্তোনং তস্মৈ (৮৪) নমো বঃ পিতরঃ স্বধা বঃ পিতরঃ (৮৫) যেঽত্র পিতরঃ পিতরোঽত্র যূয়ং স্থ যুষ্মাংস্তেঽনু যূয়ং তেষাং শ্রেষ্ঠা ভূয়াস্থ (৮৬) য ইহ পিতরো জীবা ইহ বয়ং স্ম অস্মাংস্তেঽনু বয়ং তেষাং শ্রেষ্ঠা ভূয়াস্ম (৮৭) আ ত্বাগ্ন ইধীমহি দ্যুমন্তং দেবাজরম্। যদ্ধ সা তে পনীয়সী সমিদ্দীদয়তি দ্যবীষং স্তোতৃভ্য আ ভর (৮৮) চন্দ্রমা অপ্স্বন্তরা সুপর্ণো ধাবতে দিবি। ন বো হিরণ্যনেময়ঃ পদং বিন্দন্তি বিদ্যুতো বিত্তং মে অস্য রোদসী (৮৯)।

ইতি চতুর্থোঽনুবাকঃ।

ময্যগ্নে অগ্নিমিতি চ ময্যগ্নে অগ্নিং গৃহ্ণামি সহ ক্ষত্রেণ বর্চ্চসা বলেন ময়ি প্রজাং ময্যায়ুর্দ্দধামি স্বাহা ইতি মন্ত্রেণ অথো অগ্নীন্ সমারোপয়েৎ আত্মাগ্নৌ নিবেশয়েৎ সমারোপণেন ব্রতবান্ স্যাৎ ভবেৎ তন্দ্রা আলস্যং তদ্রহিতোঽতন্দ্রিতঃ ইতি অর্থসামাপ্তৌ॥ ১॥

ইতি প্রথমঃ খণ্ডঃ॥ ১॥

হন। প্রথম অনুবাকের মন্ত্রসংখ্যা একষষ্টি, দ্বিতীয় অনুবাকে ষষ্টিমন্ত্র, তৃতীয় অনুবাকে সপ্তত্রিংশৎমন্ত্র এবং চতুর্থ অনুবাকে একোননবতিমন্ত্র আছে, সমুদায়ে অনুবাকচতুষ্টয়ের মন্ত্রসংখ্যা সপ্তচত্বারিংশদধিকদ্বিশত। এই অনুবাক্ চতুষ্টয়োক্ত মন্ত্রসমূহে পৃথক্ পৃথক্ আজ্যাহুতি প্রদান করিয়া সেই সকল মন্ত্রে উপাসনা করিবে। অনন্তর "ময্যগ্নে অগ্নিং গৃহ্ণামি"

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

তত্র শ্লোকাঃ।

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে খিন্নো গুরুশুশ্রূষণে রতঃ।
বেদানধীত্যানুজ্ঞাত উচ্যতে গুরুণাশ্রমী ॥ ১ ॥
দারমাহৃত্য সদৃশমগ্নিমাদায় শক্তিতঃ।
ব্রাহ্মীমিষ্টিং যজেত্তাসামহোরাত্রাণি নির্ব্বপেৎ ॥ ২

মন্ত্রাণাং সম্মতিমাহ তত্রেতি প্রথমমাশ্রমক্রমেণ ব্রহ্মচারিগৃহস্থবানপ্রস্থ লক্ষণদ্বারা সন্ন্যাসপীঠিকামাহ ব্রহ্মেতি। বেদং বেদৌ বেদান্ বেত্যেক-শেষঃ অধীত্য স্থিতঃ সন্ গুরুণা অনুজ্ঞাতঃ সন্ দারাগ্নীন্ পরিগৃহ্য আশ্রমী গৃহস্থ ইত্যুচ্যতে ॥ ১ ॥

শক্তিত ইতি অগ্নিষ্টোমাদিসংস্কারান্ সম্পাদ্যেতি শেষঃ। স আশ্রমী সন্ন্যাসবিধয়ে ব্রাহ্মীং পূর্বোক্তাম্ ইষ্টিং যজেৎ কুর্য্যৎ তাসাং দেবতানাং

ইত্যাদি মন্ত্রে অগ্নি সমারোপণ করিতে হইবে, অর্থাৎ আত্মাগ্নিতে জীবকে নিবেশিত করিবে। এইরূপ অগ্নি সমারোপণদ্বারা সাধক ব্রতবান্ ও আলস্যরহিত হইতে পারে ॥ ১ ॥

ইতি প্রথম খণ্ড ॥ ১ ॥

এইক্ষণ পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র সকলের সম্মতি প্রকাশ করিতেছেন।—প্রথমত ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ ও বানপ্রস্থ ক্রমত এই সকল আশ্রমানুসারে সন্ন্যাসগ্রহণ কর্ত্তব্য। সাধক ব্যক্তি ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে গুরুশুশ্রূষাতৎপর হইয়া বেদ অধ্যয়নপূর্ব্বক গুরুদেবের অনুজ্ঞাগ্রহণ করিয়া দারা ও অগ্নিগ্রহণ করিয়া গ্রহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবে, ইহাকেই গ্রহস্থাশ্রমী বলা যায় ॥ ১ ॥

অনন্তর সেই আশ্রমী ব্যক্তি আপন শক্তি অনুসারে সদৃশ দারা গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাসবিধির নিমিত্ত অগ্নিষ্টোমাদি সংস্কার সম্পাদন-পূর্ব্বক

সংবিভজ্য সুতানর্থৈর্গ্রাম্যকামান্ বিসৃজ্য চ।
চরেত বনচর্য্যেণ শুচৌ দেশে পরিভ্রমন্॥ ৩॥
বায়ুভক্ষ্যোঽম্বুভক্ষ্যো বা বিহিতা নোত্তরৈঃ ফলৈঃ।
স্বশরীরে সমারোপঃ পৃথিব্যাং নাশ্রুপাতকাঃ॥ ৪॥

প্রীতয়ে অহোরাত্রেণ নির্ব্বপেৎ অহোরাত্রমুপোষ্য ততো নির্ব্বপেৎ ইদং হি দ্ব্যহঃসাধ্যং কর্ম্ম তত্র চ জাগরণাদিকং কুর্য্যাৎ॥ ২॥

সংবিভজ্যেতি সুতান্ পুত্রান্ অর্থৈঃ সংবিভজ্য বিভক্তধনান্ কৃত্বা গ্রাম্যকামান্ স্ত্রীসঙ্গাদীন্ বিসৃজ্য চরেত বনচর্য্যেণ বনমার্গেণেতি কচিৎ-পাঠঃ বনচর্য্যয়া চরেত চরেৎ বিচরেৎ। সাগ্নিকশ্চেৎ দ্বাদশরাত্রীঃ পয়সা হোমভক্ষী বনেঽভিনিবর্ত্ত্য ততো ব্রাহ্মেষ্টিং কৃত্বা সমারোপ্য চরেদিতি দ্রষ্টব্যম্। শুচৌ পবিত্রে দেশে তীর্থাদৌ পরিভ্রমতীতি পরিভ্রমঃ সন্॥ ৩॥

তস্মিন্ কালে বায়ুমাত্রাহারোঽম্বুমাত্রাহারো বা ভবেৎ। "ভিক্ষার্থং প্রবিশেদ্গ্রামম্" ইত্যাদি পক্ষস্থ দীক্ষাবিষয়ত্বাদস্থ চাদ্যাপি দীক্ষামুপেয়া

পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মী ইষ্টি (যাগ) করিবে, দেবতাদিগের প্রীতির নিমিত্ত অহোরাত্রে এই যাগ সমাপন করিতে হইবে, অর্থাৎ একদিন ও এক রাত্রি উপবাসী থাকিয়া রাত্রিতে জাগরণকরত এই যাগানুষ্ঠান কর্ত্তব্য। এই যাগ অহোরাত্রিসাধ্য কর্ম্ম॥ ২॥

তৎপর পুত্রদিগকে আপন অর্থ বিভাগ করিয়া দিয়া স্ত্রীসঙ্গাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক তীর্থাদি পবিত্রপ্রদেশে পরিভ্রমণকরত বনে বনে বিচরণ করিবে। আর যদি সাগ্নিক ব্রাহ্মণ হয়, তাহাহইলে দ্বাদশরাত্রি পর্য্যন্ত দুগ্ধ ও হোমাবশিষ্ট দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া বনে বিচরণপূর্ব্বক ব্রাহ্মেষ্টিং করিবে॥ ৩॥

উক্ত বনভ্রমণকালে কেবল বায়ু, অথবা কেবল জল ভক্ষণ করিয়া থাকিবে এবং যাহারা দীক্ষিত হইয়াছে, তাহারা ভিক্ষার্থগ্রামে গমন করিবে। কিন্তু এস্থলে দীক্ষার অভাবপ্রযুক্ত গ্রামে গমনও নিষিদ্ধ;

সহ তেনৈব পুরুষঃ কথং সন্ন্যস্ত উচ্যতে।
সনামধেয়স্ত স কিং যস্মিন্ সন্ন্যস্ত উচ্যতে ॥ ৫ ॥

দিতি বক্ষ্যমাণত্বেন দীক্ষায়া অকৃতত্বাৎ ফলৈঃ বৃক্ষাদিভবৈঃ বিহিতম্ অনস্ত প্রাণস্ত উত্তরং যেন প্রাণেন উত্তরং কিং মে দাস্যসীতি তত্র ফলদানমেবোত্তরং বিদধাতীতি বিহিতানোত্তরঃ ফলৈঃ শক্তিতারতম্যেন পক্ষত্রয়পরিগ্রহঃ। বিবিধানোত্তরফলৈরিতি পাঠে উত্তরফলৈঃ স্বর্গাদিভিঃ ন বিবিধাঃ বিশেষেণ রিধত্তে করোতি প্রযত্নং বিবিধাঃ উত্তরফলোদ্দেশেন প্রযত্নমকুর্ব্বন্। অগ্নিমুপসমাধায়েত্যুক্তং। তস্যাগ্নেঃ কা প্রতিপত্তিঃ ? ইত্যত আহ স্বশরীরে সমারোপ ইতি। স্বশরীরে স্বদেহে কোষ্ঠাগ্নৌ বাহ্যাগ্নীনাং সমারোপঃ যতঃ পরমহংসদীক্ষায়ামুদরাগ্নী লোকাগ্নীনাং পরমহংসোপনিষদি সমারোপো বিহিতঃ। পৃথিব্যাং নাশ্রুপাতকা ইতি। পুত্রাদয়ো ভূমৌ নাশ্রু পাতয়ন্তি ॥ ৪ ॥

নন্বজরামরং বা এতৎ সত্রমিতি শ্রুতেঃ কথমগ্নেঃ পরিত্যাগঃ ? ইত্যত আহ সহ তেনৈবেতি। তেন অগ্নিনা সহৈব বর্ত্তমানঃ পুরুষঃ কথং সন্ন্যস্তঃ কৃতসন্ন্যাস উচ্যতে নৈবোচ্যতে ইত্যর্থঃ। নন্থ তর্হি কথমগ্নিশব্দ-

---

সুতরাং তাহারা বৃক্ষাদিসম্ভূত ফলদ্বারা প্রাণধারণ করিবে এবং উক্ত যোগীরা ভাবী স্বর্গাদি ফলসাধনে যত্ন করেন না। আর ইহাঁরা স্বীয় দেহেই অগ্নি সমারোপ করেন, অর্থাৎ কোষ্ঠাগ্নিতে বাহ্যাগ্নি সমারোপ করিয়া থাকেন, যেহেতু পরমহংসদীক্ষাতে উদরাগ্নিতে লৌকিকাগ্নির সমারোপ পরমহংসোপনিষদে বিহিত আছে। যখন এইরূপে সন্ন্যাসগ্রহণ করিবে, তখন তাহার পুত্রগণ পিতার নিমিত্ত পৃথিবীতে অশ্রুপাত করিবে না ॥ ৪ ॥

সাগ্নিকের যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র কর্ত্তব্য, ইহাই শ্রুতিতে প্রতিপাদিত হইয়াছে, তবে কিরূপে তাহার অগ্নিত্যাগ হইতে পারে ? অতএব বলিতেছেন।—সাগ্নিক ব্যক্তিকে কোনরূপেও সন্ন্যাসী বলা যায় না, এই

তস্মাৎ ফলবিশুদ্ধাঙ্গো সন্ন্যাসং সংহতেঽর্চ্চিমান্।
অগ্নিবর্ণং নিষ্ক্রামতি বানপ্রস্থং প্রপদ্যতে॥ ৬॥

মেবাভিচিন্তয়েদিতি ওঙ্কারাগ্নৌ ধ্যেয়ে অপরিত্যক্তে সন্ন্যাসোঽগ্নিত্বাবিশে-ষাদত আহ সনামধেয়স্থিতি। যস্মিন্ প্রণবাগ্নৌ সতি পুমান্ সন্ন্যস্ত উচ্যতে স প্রণবাগ্নিঃ কিং সনামধেয়ঃ? নৈব নামধেয়বান্ যথা আহব-নীয়াদিশব্দবাচ্যোঽগ্নিঃ নৈবমসৌ শব্দবাচ্যঃ প্রণবাগ্নের্ব্রহ্মার্থকত্বাৎ ব্রহ্ম-প্রতীকত্বাদ্বা ব্রহ্মাতিরিক্তং নাভিমতং ব্রহ্ম চ ন শব্দবাচ্যং তেন সন্ন্যাসে তস্য ত্যাগো ন ভবতীত্যর্থঃ। ৫॥

নন্থ স্বরূপেণ তস্য দৃশ্যান্তর্ভূতত্বাৎ কথং ন সন্ন্যাসবিরোধিত্বম্? ইতি শঙ্কামুপসংহারব্যাজেন পরিহরতি তস্মাদিতি। ফলবিশুদ্ধাঙ্গী ফলেন ব্রহ্মাখ্যেন বিশুদ্ধঃ সংসারাতীতো যোঽঙ্গী সংসারাতীতফলপ্রদো যঃ প্রধানমোঙ্কারঃ অর্চ্চিমান্ অর্চ্চিষ্মান্ অগ্নিঃ স সন্ন্যাসবিরোধী ন ভবতী-

---

অগ্নিহোত্রীয় শ্রুতিতে অগ্নিশব্দার্থ চিন্তা করিয়া জানা যায় যে, ওঙ্কাররূপ অগ্নিই ধ্যেয় এবং তাহাই অপরিত্যাজ্য। অতএব অগ্নিহোত্রীরা যাব-জ্জীবন অগ্নি পরিত্যাগ করিবে না, ইহার অর্থ এই যে, যাহারা সাগ্নিক, তাহারা ওঙ্কার ত্যাগ করিবে না। যে অগ্নির বিদ্যমানে পুরুষকে সন্ন্যাসী বলা যায়, তাহাই প্রণবাগ্নি, সেই অগ্নি কি নামবিশিষ্ট? তাহা নহে। যেমন অগ্নি আহবনীয়াদি শব্দবাচ্য, এই প্রণবাগ্নি সেইরূপ কোন শব্দবাচ্য নহে, যেহেতু প্রণবাগ্নি ব্রহ্মার্থক এবং প্রণব যে ব্রহ্মাতিরিক্ত, ইহা অভিমত নহে, পরন্তু ব্রহ্ম কোন শব্দবাচ্য নহে। অতএব সন্ন্যাসে এই প্রণবাগ্নির ত্যাগ অবিধেয়। ৫॥

অগ্নি সাক্ষাৎ সন্ন্যাসবিরোধীরূপে দৃষ্ট হইলেও তাহা বাস্তবিক সন্ন্যাসবিরোধী নহে, যেহেতু এই প্রণবরূপ অগ্নিই ব্রহ্মরূপ ফলপ্রদান করে। তথাপি যদি অগ্নিহোত্রাদিদ্বারা সাধিত এবং ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির হেতুভূত সুকৃতাখ্য তেজের কি প্রতিপত্তি থাকে, যেহেতু সন্ন্যাসিদিগের

লোকাদ্ভার্য্যয়া সহিতো বনং গচ্ছতি সংযতঃ।
ত্যক্ত্বা কামান্ সন্ন্যস্যতি ভয়ং কিমনুতিষ্ঠতি ॥ ৭ ॥

ত্যর্থঃ। নম্বু তথাপি অগ্নিহোত্রাদিসাধিতস্য তল্লোকপ্রাপ্তিহেতুভূতস্য সুকৃতাখ্যস্য তেজসঃ ক্ক প্রতিপত্তিঃ? নহি তৎ সুকৃতং সন্ন্যাসিনি তিষ্ঠতি তল্লোকপ্রাপ্তিলক্ষণফলাভাবাদত আহ অগ্নিবর্ণমিতি অগ্নের্ব্বর্ণ ইব বর্ণো যস্য তৎ অগ্নিবর্ণং সুকৃতং তেজঃ সন্ন্যাসিনঃ নিষ্ক্রামতি নির্য্যাতি ক্ক যাতি? স্বাব্যবহিতং বানপ্রস্থং প্রপদ্যতে সন্ন্যাসাধিকারিণোঽকৃতসন্ন্যাসস্য যে লোকাস্তে সন্ন্যাসে সতি বানপ্রস্থস্য ভবন্তীত্যর্থঃ সুকৃতমপ্যস্য সুজনা দুস্কৃতং দুর্জ্জনা উপজীবন্তি ইতি শ্রুত্যুক্তেঃ অত্রাপি প্রত্যাসন্না ভক্তিমন্তশ্চেতি বোদ্ধব্যম্ ॥ ৬ ॥

নন্বু বানপ্রস্থোঽপি মুক্তিফলভাক্ কস্মান্ন ভবতি? ইত্যত আহ লোকাদিতি। বানপ্রস্থঃ প্রকরণাল্লভ্যতে বানপ্রস্থঃ সংযতোঽপি লোকাৎ গ্রামাদিভ্যঃ ভার্য্যয়া সহিতো বনং গচ্ছতি ভার্য্যয়া সহিত ইত্যুচ্চৈঃ পঠনীয়ম্ যতো ভার্য্যয়া সহিতস্ততঃ কৃতসংযমোঽপি লোকানেব গচ্ছতি নতু স্বস্থো ভবতীত্যর্থঃ। লোকানিত্যেব ক্কচিৎপাঠঃ ইদানীং মধ্যস্থঃ সন্ন্যাস-

ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তির হেতুভূত ফলাভাব আছে, ইহাতে বক্তব্য এই যে, সন্ন্যাসিগণের অগ্নিবর্ণ তেজ নিষ্ক্রান্ত হয় এবং ঐ তেজই সন্ন্যাসের পর বানপ্রস্থ আশ্রয় করে। "সুকৃতমপ্যস্য সুজনা দুষ্কৃতং দুর্জ্জা উপজীবন্তি" এই শ্রুতিতে জানা যায় যে, যাহারা সন্ন্যাসাধিকারী অথচ সন্ন্যাস আশ্রয় করে নাই, তাহাদিগের যে লোকনির্দ্দিষ্ট আছে, সেই লোক বানপ্রস্থেরই হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

যে ব্যক্তি বানপ্রস্থ ধর্ম্ম আশ্রয় করে, তাহার মুক্তি হয় না কেন? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—বানপ্রস্থ ব্যক্তি সংযত হইলেও গ্রামাদি হইতে ভার্য্যার সহিত বনে গমন করে। অতএব জানা যায় যে, বানপ্রস্থগণ সংযত হইয়াও ভার্য্যার সহিত সুকৃত সঞ্চয় করে এবং তাহারা ব্রহ্মলোকাদি পাইয়া থাকে, কিন্তু তাহারা মুক্তিলাভ করিয়া সুস্থ

কিং বা দুঃখং সমুদ্দিশ্য ভোগাংস্ত্যজতি সুস্থিতান্।
গর্ভবাসভয়াদ্ভীতঃ শীতোষ্ণাভ্যাং তথৈব চ।
গুহাং প্রবেষ্টুমিচ্ছামি পরং পদমনাময়ম্ ॥ ৮ ॥

ইতি দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥ ২ ॥

ফলং জিজ্ঞাসুঃ পৃচ্ছতি ত্যক্ত্বেতি। কামান্ বিষয়ান্ ত্যক্ত্বা সন্ন্যস্যতি পুরুষঃ সংসারে কিং ভয়ং অনুপশ্যতি আলোচয়তি বা অথবা কিং দুঃখং সমুদ্দিশ্য হেয়ত্বেন মনসি নিশ্চিত্য সুস্থিতান্ সম্যক্ স্থিতান্ ভোগান্ ত্যজতি শ্রুতিঃ। তস্যোত্তরত্বেন সন্ন্যাসপ্রয়োজনমাহ গর্ভেতি। সংসারে যদ্যপি পুণ্যাতিশয়ং করোতি তেন নরকং ন প্রতিপদ্যতে তথাপি ক্ষীণে পুণ্যে অবতরণমাবশ্যকমিতি গর্ভবাসভয়ং পরিহর্তুমশক্যম্ তেন ততো ভীতঃ। তথা শরীরিণঃ পুণ্যবতোঽপি শীতোষ্ণাদি-দ্বন্দ্ব-দুঃখপরিহার্য্য-মিত্যাহ শীতেতি। ভীতঃ সন্নিতি হেতোঃ সন্ন্যস্যতি ইতি কিম্ অনাময়ং যৎপরং পদং তদেব গুহাং সংবৃতস্থানং ব্রহ্মাখ্যং প্রবেষ্টুমিচ্ছামীতি হেতোঃ

হইতে পারে না। এইক্ষণ মধ্যস্থ ব্যক্তি সন্ন্যাসফলজিজ্ঞাসু হইয়া প্রশ্ন করিতেছেন, যে পুরুষ বিষয় পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস আশ্রয় করে, সেই পুরুষ কি ভয়দর্শন করে ? অথবা কোন দুঃখের উদ্দেশে হেয়রূপে নিশ্চয় করিয়াও সুস্থির ভোগ পরিত্যাগ করে ? ইহার উত্তরে সন্ন্যাস প্রয়োজন বলিতেছেন। যদিও সংসারে থাকিয়া পুণ্য সঞ্চয় করে বটে, কিন্তু সেই পুণ্যবলে কখনও নরকভোগ হয় না, তথাপি পুণ্য ক্ষীণ হইলেই পুণ্য লভ্য স্বর্গাদি লোক হইতে অবতরণ হইয়া থাকে ; সুতরাং তাহাদিগের গর্ভ-বাসপরিহার অশক্য। অতএব সেই গর্ভবাসভয়ে ভীত এবং পুণ্যবান শরীরী ব্যক্তির শীত, উষ্ণ, সুখদুঃখাদিদ্বন্দ্বপরিহার কর্ত্তব্য। সন্ন্যাসীরা সংসারভয়ে ভীত হইয়া বলিয়া থাকেন যে, যে স্থানে কোন উপদ্রব নাই, আমরা এইরূপ গুহাদি স্থানে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করি। সন্ন্যাস গ্রহণ-

তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ।

ইতি সন্ন্যস্যাগ্নিমপুনরাবর্ত্তনং মন্যুর্জ্জায়া মাবহদিতি।

অথাধ্যাত্মমন্ত্রান্ জপন্ দীক্ষামুপেয়াৎ। কাষায়বাসাঃ

সন্ন্যাসকালে ত্যক্ত্বেতিমন্ত্রো গুরুণা পঠনীয়ঃ প্রশ্নরূপেণ গর্ভেত্যাদি শিষ্যেণেতি বিধিরূহনীয়ঃ। ত্যক্ত্বেতি মন্ত্রে সর্ব্বত্র প্রথমপুরুষস্থানে মধ্যমো দ্রষ্টব্যঃ ॥ ৭-৮ ॥

ইতি দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥ ২ ॥

সন্ন্যস্য পুনরঙ্গীকারে দোষমাহ ইতি সন্ন্যস্যেতি। অগ্নিং সন্ন্যস্য অপুনরাবর্ত্তনং পুনঃ পরিগ্রহো ন কর্ত্তব্যঃ। কস্মাদিতি শঙ্কায়াং স্ত্রিয়োঽভাবাদিত্যুত্তরিতে সাপি কস্মান্নাঙ্গীক্রিয়তে ইত্যাশঙ্ক্যাহ মন্যুরিতি। মন্যুনামা রুদ্রগণো জায়াং সন্ন্যাসিপত্নীম্ আবহৎ গৃহীতবান্ ইতি হেতোঃ সন্ন্যাসি-

---

কালে গুরু "ত্যক্ত্বা কামান্" ইত্যাদিমন্ত্র পাঠ করিবেন এবং শিষ্য "গর্ভভীরুভয়াদ্ভীত" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে ॥ ৭-৮ ॥

ইতি দ্বিতীয় খণ্ড ॥ ২ ॥

সন্ন্যাসে অগ্নিপ্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার তাহা স্বীকারে দোষ বলিতেছেন।—অগ্নি পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার তাহা গ্রহণ করিবে না, যেহেতু সন্ন্যাসে স্ত্রীগ্রহণ নিষিদ্ধ আছে। ইহার কারণ এই যে, সন্ন্যাসীরা স্ত্রীগ্রহণ করিলে মন্যুনামা রুদ্রগণ তাহা হরণ করিয়া

কক্ষোপস্থ-লোভযুতঃ স্যাদিতি। ঊর্দ্ধকো বাহুর্ব্বিমুক্ত-

ভার্য্যায়াং মন্ত্রোরধিকার ইত্যস্মাদেব বাক্যাদবসীয়তে অয়ং সন্ন্যাসত্যাগ-রূপো নতু দীক্ষারূপঃ তস্মিন্ সতি নিষিদ্ধত্বাৎ পুনরঙ্গীকারশঙ্কাভাবাৎ। তর্হি অগ্নিশুশ্রূষাদ্যভাবং কিং তস্য কার্য্যম্? অত আহ অধ্যাত্মমন্ত্রানিতি। এতাবন্তং কালং ত্যাগ আসীৎ নতু দীক্ষারূপঃ সন্ন্যাসঃ ইতি তামাহ দীক্ষা-মুপেয়াদিতি। দিব্যং ভাবং দদাতি ক্ষীয়ন্তেঽস্য দোষা ইতি দীক্ষা ব্রত-বিশেষঃ তদুক্তম্ "জ্ঞানং দিব্যং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপক্ষয়ং লঘু। তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তন্ত্রবেদিভিঃ।" ইতি। তাম্ উপেয়াৎ গৃহ্নীয়াৎ পালয়েদিতি ভাবঃ। কাষায়েতি কষায়েণ রক্তং কাষায়ং বাসো যস্য তাদৃশঃ "কষায়ো রসভেদে স্যাদঙ্গরাগে বিলেপনে। নির্য্যাসে চ কষায়োঽপি সুরভৌ লোহিতেঽন্যবৎ" ইতি বিশ্বঃ। কক্ষোপস্থলোমানি বর্জ্জয়েদিতি অন্যানি বাপয়েদিত্যর্থাৎ। ঊর্দ্ধকো বাহুরিতি। ঊর্দ্ধোবাহুঃ কর্ত্তব্যঃ ন মে কশ্চিৎ প্রতিবন্ধোঽস্তীতি ভাবেন তদেব ফলাভিধানদ্বারেণ স্পষ্টয়তি বিমুক্তেতি। অনয়ৈব চেদ্‌বৃত্ত্যা তিষ্ঠতি তর্হি বিমুক্তঃ অপ্রতিবন্ধ

থাকে, অতএব সন্ন্যাসিভার্য্যাতে রুদ্রগণেরই অধিকার; সুতরাং জানা যাইতেছে যে, এই সন্ন্যাস ত্যাগরূপ, ইহা দীক্ষাস্বরূপ নহে। তাহা-তেই স্ত্রীপ্রভৃতির নিষিদ্ধতাপ্রযুক্ত পুনর্ব্বার স্বীকারাশঙ্কা নাই। যদি সন্ন্যাসিদিগের অগ্নিসেবাদিও না থাকিল, তবে তাহাদিগের কর্ত্তব্য কি? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—সন্ন্যাসীরা অধ্যাত্মমন্ত্র জপ করিতে করিতে দীক্ষা গ্রহণ করিবে। যাহাতে দীব্যভাব প্রদান করে এবং দোষ সকল ক্ষয় পায়, তাহাই দীক্ষা, অর্থাৎ ব্রতবিশেষ। শাস্ত্রান্তরে উক্ত আছে যে, যেহেতু দীব্যজ্ঞান প্রদান করে ও পাপরাশিকে শীঘ্র ক্ষয় করে, অতএব তন্ত্রবিদ্ পণ্ডিতগণ ইহাকে দীক্ষা বলিয়া থাকেন। সন্ন্যাসীরা এই দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তাহা পালন করিবে। সন্ন্যাসীরা কষায় বস্ত্র পরিধান করিয়া কক্ষা ও উপস্থস্থিত লোম ভিন্ন অন্য লোম বপন করিবে, ঊর্দ্ধবাহু হইয়া থাকিবে। আর তাহারা অপ্রতিবন্ধমার্গ হইবে, অর্থাৎ সন্ন্যাসি-

মার্গো ভবত্যনয়ৈব চেদ্ভিক্ষাশনং দধ্যাৎ পবিত্রং ধারয়েজ্জন্তুসংরক্ষণার্থম্ ॥ ১ ॥

ইতি তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥ ৩ ॥

মার্গো যস্ত তাদৃশো ভবতি কুত্রাপি তস্ত প্রতিবন্ধো ন ভবতীত্যর্থঃ। অনিকেতশ্চরেদিতি পাঠে স্পষ্টোঽর্থঃ। পরিগ্রহবিশেষানাহ ভিক্ষাশনং দধ্যাদিতি। ভিক্ষা অশ্যতে ভুজ্যতে অনেনেতি ভোজনপাত্রং দধ্যাৎ গৃহ্নীয়াৎ পবিত্রং চামরাদিপিচ্ছং মশকাদিনিবারণার্থং বস্ত্রখণ্ডং বা জলজন্তুনিবারণার্থম্ শ্লোকোক্তানামুপলক্ষণমেতৎ ॥ ১ ॥

ইতি তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥ ৩ ॥

গণ ধৈর্য্যশালী হইয়া সর্ব্বদা অবস্থান করিবে; সুতরাং তাহাদিগের কোনরূপ প্রতিবন্ধকই থাকিতে পারে না। সন্ন্যাসীরা কেবল ভিক্ষাপাত্র মাত্র ধারণ করিবে, ইহাই তাহাদিগের প্রতিগ্রহ, অন্য কিছুই প্রতিগ্রহ করিতে পারে না। আর মশকাদি নিবারণার্থ পবিত্রচামর এবং জলজন্তু নিবারণার্থ বস্ত্রখণ্ড গ্রহণ করিতে পারে ॥ ১ ॥

ইতি তৃতীয় খণ্ড ॥ ৩ ॥

চতুর্থঃ খণ্ড

তত্র শ্লোকঃ।

কুণ্ডিকাঞ্চমসং শিক্যং ত্রিবিষ্টপমুপানহৌ।
শীতোষ্ণঘাতিনীং কন্থাং কৌপীনাচ্ছাদনস্তথা॥ ১॥
পবিত্রং স্নানশাটীঞ্চ উত্তরাসঙ্গং ত্রিদণ্ডকম্।
অতোঽতিরিক্তং যৎকিঞ্চিৎ সর্ব্বং তদ্বর্জ্জয়েদ্‌যতিঃ॥ ২॥

কুণ্ডিকাং ভিক্ষাটনপাত্রং চমসঃ কাষ্ঠময়ঃ পাত্রবিশেষঃ শিক্যম্ রজ্জুময়ম্ অন্তরিক্ষে ভাণ্ডধারণার্থং মন্ত্রং ত্রিবিষ্টপং ত্রির্বিষ্টপঃ অন্যোঽন্যাশ্রয়ং কাষ্ঠত্রয়ম্ অনাময়ং সজ্জনভগ্নং উপানহাবিতি পাঠে উপানহৌ পাদত্রাণে কৌপীনাচ্ছাদনমিতি কূপে প্রবেশনমর্হতীতি কৌপীনং পুংলিঙ্গং তদ্ধি গুহ্যত্বাৎ প্রকাশয়িতুমযোগ্যমিতি কূপে প্রবেশন মেবার্হতি স্ত্রীযোনির্ব্বা কূপঃ তস্মিন্ হি বহবো মগ্না ন পুনরুন্মজ্জন্তি তমর্হতীতি কৌপীনং শালীন· কৌপীনে অদৃশ্যাকার্য্যয়োরিতি নিপাতনাৎ সাধুঃ তস্যাচ্ছাদনং বাসঃ খণ্ডঃ তচ্চ দধ্যাৎ॥ ১॥

পবিত্রং পূয়তেঽনেনেতি পুবঃ সংজ্ঞায়ামিতি ইত্রং। পবিত্রং ঘর্ষণে কুশে। পবিত্রং তাম্রপয়সোর্ম্মধ্যে চাপি তদন্যবৎ ইতি বিশ্বঃ। ইহ তু জলপাত্রং জলশোধনবস্ত্রখণ্ডং পিচ্ছং বা গৃহ্যতে॥ ২।

পূর্ব্বখণ্ডে সন্ন্যাসিদিগের সর্ব্বপরিত্যাগ কর্ত্তব্য, ইহাই উক্ত হইয়াছে, এইক্ষণ যতিরা যে কিছু বস্তুগ্রহণ করিতে পারে, তাহাই কথিত হইতেছে। যতিরা ভিক্ষাপাত্র, চমস (কাষ্ঠময় পাত্রবিশেষ) শূন্যে ভাণ্ডরক্ষার্থ শিক্য (শিকা) বিষ্টপত্রয়, (আসনবিশেষ) পাদপরিত্রাণার্থ উপানহদ্বয়, শীতোষ্ণনিবারিণী কন্থা, কৌপীন এবং আচ্ছাদনার্থ বস্ত্রখণ্ড, এই সকল যতিরা ধারণ করিবে॥ ১।

যতি সন্ন্যাসীরা পবিত্র স্নানশাটী, অর্থাৎ জলশোধনার্থ বস্ত্রখণ্ড, উত্তরীয়

নদীপুলিনশায়ী স্যাদ্দেবাগারেষু বাহ্যতঃ।
নাত্যর্থং সুখদুঃখাভ্যাং শরীরমুপতাপয়েৎ ॥ ৩ ॥
স্নানং দানং তথা শৌচমদ্ভিঃ পূতাভিরাচরেৎ।
স্তূয়মানো ন তুষ্যেত নিন্দিতো ন শপেৎ পরান্ ॥ ৪ ॥
ভিক্ষাদি বৈদলং পাত্রং স্নানদ্রব্যমুদাহৃতম্।
এতাং বৃত্তিমুপাসীনা ঘাতয়ন্তীন্দ্রিয়াণি তে ॥ ৫ ॥

নদীপুলিনাদন্যত্র চেদ্বর্ষব্যাঘ্রাদিভয়াৎ স্বপ্যাৎ তর্হি দেবাগারেষু ন পুনর্জ্জনকৃৎসংস্থানকে গৃহাদৌ নাত্যর্থমিতি। সুখার্থং দুঃখপরিহারার্থঞ্চ নাত্যন্তং যত্নঃ কর্ত্তব্যঃ নাপি বলাদ্দুঃখং জনয়েৎ ॥ ৩ ॥

দানং তর্পণাদি ধ্যানমিতি পাঠে ধ্যানসাধনমাচমনাদি। পরান্ নিন্দকান্। ৪ ।

ভিক্ষাদি অবারিতং ন নিষিদ্ধং যতীনাং তথা বৈদলং ফলার্দ্ধখণ্ডাদি

বস্ত্র ও ত্রিদণ্ড এই সকল সন্ন্যাসীরা গ্রহণ করিতে পারে এবং যতিরা অন্য সমুদায় সাংসারিক বস্তু পরিত্যাগ করিবে। ২।

সন্ন্যাসীরা নদীর পুলিনে শয়ন করিবে, পরন্তু ব্যাঘ্র-বর্ষাদির ভয় থাকিলে অন্য স্থানেও শয়ন করিতে পারে, অর্থাৎ দেবালয়ের বহির্ভাগে শয়ন করিয়া থাকিবে। আর যতিরা অতিশয় সুখে কি দুঃখে শরীরকে উপতাপিত করিবে না, অর্থাৎ সুখার্থ কিম্বা দুঃখপরিহারার্থ অতিশয় যত্ন করিবে না। ৩।

যতিরা স্নানতর্পণাদিতে নিরত থাকিয়া পবিত্র জলদ্বারা শৌচাচার করিবে। কোন ব্যক্তি স্তব করিলে তাহাতে পরিতোষ লাভ করিবে না, অথবা কোন অপর ব্যক্তি নিন্দা করিলেও তাহাদিগকে অভিসম্পাত করিবে না। ৪ ॥

যতিদিগের ভিক্ষাচরণ নিষিদ্ধ নহে এবং কেহ অর্দ্ধ খণ্ড ফলপ্রদান করিলেও তাহা গ্রহণ করিতে কোন দোষ নাই। আর ভিক্ষাপাত্র ও

বিদ্যায়া মনসি সংযোগো মনসাকাশশ্চাকাশাদ্বায়ুর্ব্বায়োর্জ্জ্যোতির্জ্জ্যোতিষ আপোঽদ্ভ্যঃ পৃথিবী পৃথিব্যা ইত্যেষাং ভূতানাং ব্রহ্ম প্রপদ্যতে অজরমমরমক্ষরমব্যয়ং প্রপদ্যতে তদভ্যাসেন প্রাণাপানৌ সংযম্য ॥ ৬ ॥

তদপ্যবারিতম্ এতাম্ বৃত্তি বর্ত্তনম্ উপাসীনাঃ এতস্যা বৃত্তেরাশ্রয়ং কুর্ব্বাণাঃ তে ইন্দ্রিয়াণি চক্ষুরাদীনি ঘাতয়ন্তি হিংসার্থাশ্চক্ষুরাদয়ঃ তান্ ঘ্নন্তীত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

কার্য্যকারণয়োরৈক্যাৎ ব্রহ্মণো জাতং ব্রহ্মৈবেতি জীবস্যাপি ব্রহ্মসম্পত্তিরুপপদ্যতে ইতি দর্শয়িতুমাহ বিদ্যায়া ইতি। বিদ্যায়াঃ স্বরূপজ্ঞানস্য মনোঽধিকরণং সম্বন্ধঃ আধ্যাসিকঃ মনসঃ সকাশাদাকাশঃ সম্ভূত ইত্যাদি যোজনা ছান্দসঃ সন্ধিঃ পৃথিব্যাঃ সকাশাৎ ইতি এবম্প্রকারাণাম্ এষাং ভূতানাং শরীরাণাং সম্ভব ইতি শেষঃ। তেন জ্ঞানী ব্রহ্ম প্রপদ্যতে তদ্ভবতীত্যর্থঃ অথবা বিদ্যায়া মনসি সংযোগঃ ব্রহ্মজ্ঞানস্যোৎপত্তিঃ তেন মনসি জ্ঞানেন লীনে তৎকার্য্যং সর্ব্বং লীনং ভবতীত্যর্থঃ। তৎস্বরূপমাহ অজরমিতি। কিং কৃত্বা প্রপদ্যতে? তস্য ব্রহ্মণোঽভ্যাসেন প্রাণাপানৌ

স্নানদ্রব্য এই সকল তাহাদিগের গ্রাহ্যপদার্থ। সন্ন্যাসী উক্তরূপবৃত্তির আশ্রয় করিয়া ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিবে। কোন বিষয়ে ইন্দ্রিয় নিয়োগ করিবে না ॥ ৫ ॥

কার্য্য ও কারণের ঐক্যহেতু ব্রহ্ম হইতে যাহা জন্মে তাহাও ব্রহ্ম এবং ব্রহ্ম হইতেই জীবের উৎপত্তি হইয়াছে; সুতরাং জীবেরও ব্রহ্মত্ব উপপন্ন হইতেছে, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন।—বিদ্যা, অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ জ্ঞানের অধিকরণ মন এবং মন হইতে আকাশের সম্ভব হইয়াছে, এইরূপে আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে জ্যোতিঃ, জ্যোতি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী এবং পৃথিবী হইতেই উক্ত প্রকার ভূত ও শরীরাদির উৎপত্তি হইয়াছে। অতএব ব্রহ্মই জ্ঞানবান্, ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে,

তত্র শ্লোকাঃ।

বৃষণাপনয়োর্ম্মধ্যে পাণী আস্থায় সংশ্রয়েৎ।
সন্দশ্য দর্শনৈর্জ্জিহ্বাং যবমাত্রে বিনির্গতাম্॥ ৭॥
মাষমাত্রাং তথা দৃষ্টিং শ্রোত্রে স্থাপ্য তথা ভ্রুবি।
শ্রবণে নাসিকে ন গন্ধায় ন ত্বচং স্পর্শয়েৎ॥ ৮॥

বায়ু সংযম্য নিয়ম্য নিরুধ্য ইতি পূর্ব্বোক্তযোগানুসন্ধানং কৃত্বা অক্ষরং প্রপদ্যতে ইত্যন্বয়ঃ॥ ৬॥

অবিলম্বেন সিদ্ধিদং শ্লোকৈঃ প্রয়োগবিশেষমাহ বৃষণাপানয়োরিতি অপানাৎ পায়োরূর্দ্ধং বৃষণয়োরধশ্চ পাণী আস্থায় স্থাপয়িত্বেত্যর্থঃ সংশ্রয়েৎ প্রাণায়ামমিতি শেষঃ। পুনঃ কিং কৃত্বা? দশনৈঃ দন্তৈঃ যবমাত্রে বিনির্গতাং জিহ্বাং সংদশ্য সংশ্রয়েৎ প্রাণায়ামমিতি সম্বন্ধঃ॥ ৭॥

তথা মাষমাত্রাং সঙ্কুচিতাং দৃষ্টিং শ্রোত্রে বৃষণে স্থাপয়িত্বা শৃগতাবিতি শৃণোতের্গত্যর্থত্বাৎ বীর্য্যশ্রবণরূপগত্যাধারত্বেন বৃষণোঽপি শ্রোত্রং ভবতি

অথবা মনেতে বিদ্যার সংযোগ, অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানের উৎপত্তি হয়। অতএব মনেতে জ্ঞান লীন হইলে তৎকার্য্যভূত সমস্তই লীন হইয়া থাকে। সেই ব্রহ্ম অজর, অমর, অক্ষর ও অব্যয়। কি কার্য্যদ্বারা উক্তরূপ ব্রহ্মকে লাভ করা যায়? এই আকাঙ্ক্ষায় বক্তব্য এই যে, কেবল ব্রহ্মাভ্যাসদ্বারাই তাঁহাকে লাভ করা যায়, অর্থাৎ প্রাণ ও অপানবায়ু সংযম করিয়া পূর্ব্বোক্ত যোগানুসন্ধান করিলেই ব্রহ্মলাভ হইয়া থাকে॥ ৬॥

এইক্ষণ শ্লোকচতুষ্টয়ে অবিলম্বে সিদ্ধিপ্রদ প্রয়োগবিশেষ কহিতেছেন, সাধক গুহ্যের উর্দ্ধে এবং অণ্ডকোষের অধোভাগে পাণিদ্বয় স্থাপন করিয়া প্রাণায়াম আশ্রয় করিবে এবং যবমাত্র জিহ্বা নির্গত করিয়া দন্তদ্বারা দংশনপূর্ব্বক প্রাণায়াম করিতে থাকিবে॥ ৭॥

আশুসিদ্ধিকামী-সাধক মাষমাত্র দৃষ্টি-সঙ্কুচিত করিয়া বৃষণোপরি স্থাপনপূর্ব্বক প্রাণায়াম করিবে এবং ভ্রূদ্বয়ের উপরি দৃষ্টিস্থাপন করিয়া

অথ শৈবং পদং যত্র তদ্‌ব্রহ্ম তৎ পরায়ণম্।
তদভ্যাসেন লভ্যেত পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতাত্মনঃ ॥ ৯ ॥

তথা পর্য্যায়েণ ভ্রুবি স্থাপ্য তদুক্তমমৃতবিন্দৌ "তির্য্যগূর্দ্ধমধোদৃষ্টিং বিনিধার্য্য মহামতিঃ" ইতি। শ্রোত্রে ধারণমধঃ ভ্রুবি ধারণমূর্দ্ধং শ্রবণে তির্য্যগিতি। তথা নাসিকে নাসাগ্রে দৃষ্টিং স্থাপ্য সংশ্রয়েৎ। নাসাগ্রে দৃষ্টিঃ কিং? গন্ধৈকাগ্রতয়া নেত্যাহ ন গন্ধায়েতি। গন্ধগ্রহণমুপলক্ষণম্ শ্রবণে দৃষ্টিঃ ন শব্দং শ্রোতুম্। এবমধোদৃষ্টাবপি বৃষণাদৌ স্থিতায়াং কামোদ্ভবেন স্ত্রীস্মরণাৎ তৎস্পর্শনায়াভিলাষে প্রাপ্তে তং নিষেধতি ন ত্বচং স্পর্শয়েৎ মনসা প্রয়োজ্যেন পুনর্নেতি বচনমুক্তার্থদার্ঢ্যায় ন শব্দ এবার্থো বা অনেকার্থত্বান্নিপাতনানাং নৈব স্পর্শয়েদিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

তর্হি কুত্র মনঃ স্থাপ্যম্? ইত্যত আহ অথেতি। যত্র শৈবং পদং শিবং ব্রহ্ম সদাশিবো বা শিবঃ তৎসম্বন্ধি যত্র স্থলে পদং ব্যবসিতং নিশ্চয়ঃ

প্রাণায়াম করিবে। অমৃতবিন্দুপনিষদে লিখিত আছে যে, মহামতি সাধক পার্শ্বে, ঊর্দ্ধে এবং অধোভাগে দৃষ্টি ধারণকরত প্রাণসংযম করিবে, এস্থলে তাহাই কথিত হইল, অর্থাৎ অধোভাগে বৃষণে এবং ঊর্দ্ধভাগে ভ্রূদ্বয়ে দৃষ্টি স্থাপন করিয়া প্রাণায়াম উক্ত হইল। অনন্তর কর্ণে ও নাসিকাগ্রে দৃষ্টি স্থাপন করিয়া প্রাণায়াম করিবে। কিন্তু নাসাগ্রে দৃষ্টিস্থাপন গন্ধগ্রহণের নিমিত্ত নহে, কর্ণে দৃষ্টিস্থাপন শব্দশ্রবণের নিমিত্ত নহে এবং বৃষণাদি অধোদৃষ্টিতে কামোদ্ভব হইয়া স্ত্রীর স্মরণ হইতে পারে, এই নিমিত্ত বলিতেছেন।—বৃষণাদিতে দৃষ্টিস্থাপন করিবে, কিন্তু চর্ম্ম স্পর্শ করিবে না, অর্থাৎ বৃষণাদিতে দৃষ্টিস্থাপন করিবে বটে, কিন্তু সেই সেই ইন্দ্রিয়ের কার্য্যে মনঃ সংযোগ করিবে না, কেবল অনন্যমনে প্রাণায়াম সাধন করিবে ॥ ৮ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, প্রাণায়ামকালে ইন্দ্রিয়ে মনঃসংযোগ করিবে না, এইক্ষণ সংশয় হইতেছে যে, মন কোথায় স্থাপন করিবে এই আশঙ্কা নিরাসার্থ বলিতেছেন।—যে স্থলে ব্রহ্মপদ আছে, সেই স্থলে

অথ তৈঃ সম্ভূতৈর্ব্বায়ুঃ সংস্থাপ্য হৃদয়ং তপঃ।
ঊর্দ্ধং প্রপদ্যতে দেহাদ্ভিত্ত্বা মূর্দ্ধানমব্যয়ম্॥ ১০ ॥

ইতি চতুর্থঃ খণ্ডঃ ॥ ৪ ॥

তত্র মনঃ স্থাপয়েদিতি শেষঃ। "পদং ব্যবসিতত্রাণস্থানলক্ষ্মাঙ্ঘ্রিবস্তুষু" ইত্যমরঃ। তদেবং যচ্ছ্রেবং পদং তৎ ব্রহ্ম তদেব পরময়নম্। তৎ কথং লভ্যতে? ইত্যত আহ তদিতি। অভ্যাসেন যোগস্ত কস্ত? যেন পূর্ব্বজন্মনি স্বাত্মা অর্জ্জিতঃ সাধিতঃ প্রসন্নীকৃতঃ তদুক্তং "বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে" ইতি ॥ ৯ ॥

অভ্যাসে ক্রিয়মাণে যদ্ভবতি তদাহ অথেতি। তৈঃ সম্ভূতৈঃ মিলিতৈঃ সাধনৈঃ আসনপ্রাণায়ামাদিভিঃ হৃদয়ং তপঃ তৎ প্রাপ্তং হৃদয়ং মনঃ সংস্থাপ্য স্থিরীকৃত্য বায়ুঃ প্রাণঃ দেহাৎ শরীরাৎ ঊর্দ্ধম্ অব্যয়ং ব্রহ্ম প্রপদ্যতে কিং কৃত্বা? মূর্দ্ধানং ভিত্ত্বা ব্রহ্মরন্ধ্রেণ ॥ ১০ ॥

ইতি চতুর্থঃ খণ্ডঃ ॥ ৪ ॥

মনঃ স্থাপন করিবে। সেই ব্রহ্মপদই পরম-গতি, পূর্ব্বপূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত যোগাভ্যাসদ্বারা সেই ব্রহ্মপদ লাভ করা যাইতে পারে। (ভগবদ্গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—বহু বহু জন্মে যোগাভ্যাস করিয়া জ্ঞানবান হইলে আমাকে পাইয়া থাকে) ॥ ৯ ॥

বহু বহু জন্মে যোগাভ্যাস করিলে কি ফল হয়? তাহাই কহিতেছেন।—পূর্ব্বপূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত অনেক প্রাণায়ামাদি সাধন মিলিত হইয়া হৃদয়কে আশ্রয় করে। অনন্তর প্রাণবায়ু সেই সাধনদ্বারা মনকে স্থির করিয়া শরীরের ঊর্দ্ধভাগে গমনপূর্ব্বক মূর্দ্ধা ভেদ করিয়া ব্রহ্মরন্ধ্র দ্বারা অব্যয় পরব্রহ্মকে পাইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

ইতি চতুর্থ খণ্ড ॥ ৪ ॥

পঞ্চমঃ খণ্ডঃ।

অথায়ং মূর্দ্ধানমস্য দেহৈষা গতির্গতিমতাং যে প্রাপ্য পরমাং গতিং ভূয়স্তে ন নিবর্ত্তন্তে পরাৎ পরমবস্থাৎ পরাৎ পরমবস্থাদিতি ॥ ১ ॥

ইতি পঞ্চমঃ খণ্ডঃ ॥ ৫ ॥

ইতি সামবেদীয়-সন্ন্যাসোপনিষৎ সমাপ্তা ॥

পশ্চাৎ কিং স্যাৎ? অত আহ অথায়মিতি। অথ অনন্তরম্ অয়ং বায়ুঃ মূর্দ্ধানম্ অস্য অমুক্ষেপণে ক্ষিপ্ত্বা দেহ দিদেহ দিহউপচয়ে উপচয়ং গতঃ ব্রহ্মণৈকীভূতত্বাৎ দ্বির্ব্বচনে ছন্দসি বা বচনমিতি দ্বিত্বাভাবঃ। উপসংহরতি এষা গতির্গতিমতামিতি। গতিমতাম্ এষা গতিঃ অতঃ পরা গতির্নাস্তি গতেরয়মবধিরিত্যর্থঃ। পাঠান্তরং দুর্য্যোজ্যম্ ননু যে মুক্তাস্তেঽপীশ্বরেচ্ছয়া পুনরুন্মজ্জেরন্নিতি সাধনবৈয়র্থ্যমিত্যাশঙ্ক্য পরিহরতি য

পূর্ব্বোক্ত যোগ অভ্যাস করিলে কিরূপ অবস্থা হয়? তাহাই বলিতেছেন।—পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যোগসাধন করিলে প্রাণবায়ু মূর্দ্ধাকে ক্ষেপ করিয়া ব্রহ্মের সহিত একীভূতপ্রযুক্ত উপচয় প্রাপ্ত হয়। ইহাই প্রকৃষ্টগতি, এই গতি হইতে সাধুদিগের সদ্গতি আর নাই। যদি বল, যাহারা মুক্ত হইয়াছে, ঈশ্বরের ইচ্ছায় তাহাদিগেরও পুনর্জ্জন্ম হইতে পারে; সুতরাং সাধন বিফল হইতেছে, এই আশঙ্কার পরিহারার্থ বলিতেছেন।—যে সকল পুরুষ একবারমাত্র উক্তরূপ গতিলাভ করিয়াছে;

ইতি। যে পুরুষাঃ পরমাঙ্গতিং প্রাপ্য বর্ত্তন্তে তে পুরুষাঃ ভূয়ো ন নিবর্ত্তন্তে কস্মাৎ? ইত্যত আহ পরাৎপরমবস্থাদিতি পরাদপি হিরণ্যগর্ভাদেঃ যৎ পরং স্থানং তৎ প্রাপ্য অবস্থাৎ অবস্থানাৎ ইতি অবস্থানম্ অবস্থম্ সুপিস্থ ইত্যত্র সুপীতি যোগবিভাগাৎ কঃ নিয়ন্তিরেষা পরমেশ্বরস্য যঃ স্বতো ব্যবহিতঃ তং যদা ব্যবহিতং করোতি তদা পুনস্তমেব ন ব্যবদধাতীতি সত্যপ্রতিজ্ঞত্বাৎ দত্তাপহারাকারিত্বাৎ মুক্তস্যোন্মজ্জনং নাস্তীতি ভাবঃ দ্বিরুক্তিঃ সমাপ্ত্যর্থা ॥ ১ ॥

নারায়ণেন রচিতা শ্রুতিমাত্রোপজীবিনা।
অস্পষ্টপদবাক্যানাং সন্ন্যাসস্য প্রদীপিকা ॥

ইতি পঞ্চমঃ খণ্ডঃ ॥ ৫ ॥

ইতি সামবেদীয়-সন্ন্যাসোপনিষদো-দীপিকা সমাপ্তা ॥

তাহারা পুনর্ব্বার সংসারে আবর্ত্তন করে না। যেহেতু ইহাই পরাৎপরাবস্থা, অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভাদির অবস্থা হইতেও এই অবস্থা উৎকৃষ্ট। যাহারা এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহারা সেই অবস্থা হইতে নিবৃত্ত হয় না। পরমেশ্বর সত্যপ্রতিজ্ঞ, তিনি একবার যাহা করেন, তাহার অন্যথা হয় না এবং তিনি দত্তাপহারক নহেন, কাহাকে একবার মুক্তিপ্রদান করিলে কখনও তাহা অপহরণ করেন না; সুতরাং মুক্তপুরুষের পুনরাবর্ত্তন নাই। উপনিষদাদির শেষ বাক্য দুইবার পাঠ করিবে, ইহাই বৈদিক পদ্ধতি। এই নিমিত্তই "পরাৎপরমবস্থাৎ" এই শেষবাক্য বারদ্বয় প্রযুক্ত হইয়াছে ॥ ১ ॥

ইতি পঞ্চম খণ্ড ॥ ৫ ॥

ইতি সামবেদীয়-সন্ন্যাসোপনিষৎ সমাপ্ত ॥

ওঁ

নমঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ

সামবেদীয়-

আরুণেয়োপনিষৎ।

(শ্রুতি, দীপিকা ও বঙ্গানুবাদ-সমেত।)

নিরপেক্ষ-ধর্ম্মসঞ্চারিণী-সভা হইতে

শ্রীলশ্রীপূজ্যপাদ ভগবান্ সান্দ্রানন্দ আচার্য্য মহাপ্রভুর প্রসাদে
চতুর্ব্বেদান্তর্গত "অষ্টোত্তরশতোপনিষৎ" "বেদান্তসার"
"পঞ্চদশী" এবং ষড়্দর্শনাদিশাস্ত্র-প্রকাশক

শ্রীমহেশচন্দ্র পাল-কর্ত্তৃক
সঙ্কলিত ও প্রকাশিত।

(সভার কার্য্যালয়; ১৪১ নং, বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট্; কলিকাতা।)

কলিকাতা।

বাগবাজার, ৮৪ নং, রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট্; নব-সারস্বত যন্ত্রে
শ্রীনবকুমার বসু-দ্বারা মুদ্রিত।

শকাব্দাঃ ১৮১০, আষাঢ়।

॥ ওঁ ॥ তৎসৎ ॥ ওঁ ॥

সামবেদীয়-

আরুণেয়োপনিষৎ

প্রথমঃ খণ্ডঃ ।

॥ ওঁ ॥ পরমাত্মনে নমঃ ॥ ওঁ ॥

ওঁ আরুণিঃ প্রজাপতের্লোকং জগাম তং গত্বোবাচ কেন ভগবন্ কর্ম্মাণ্যশেষতো বিসৃজামীতি। তং হোবাচ

আরুণেয়ী পঞ্চবিংশী খণ্ডপঞ্চকমণ্ডিতা।
প্রতিখণ্ডং দ্বিরুক্তিশ্চ খণ্ডা বসতিসূচিকা॥

ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাস উক্তঃ ইদানীং সর্ব্বপরিত্যাগরূপং পরমহংসসন্ন্যাসমুপদেষ্টুমারুণ্যুপনিষদারভ্যতে আরুণিরিতি। আখ্যায়িকা বিদ্যাস্তুত্যর্থা। বিদ্বৎসন্ন্যাসোঽস্যা বিষয়ঃ বিষ্ণুপদদর্শনং প্রয়োজনম্ বিদ্বান্ নিবিবৃৎসুরধিকারী যথাযোগং সম্বন্ধ উহ্যঃ। অরুণস্যাপত্যমারুণিঃ প্রজাপতেঃ ব্রহ্মণঃ।

ইতিপূর্ব্বে ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস উক্ত হইয়াছে, এইক্ষণ সর্ব্বপরিত্যাগরূপ পরমহংসসন্ন্যাসের উপদেশার্থ আরুণেয়োপনিষদের আরম্ভ হইতেছে।— যে উপায়ে বিদ্বান ব্যক্তির সন্ন্যাস হইতে পারে, তাহাই এই উপনিষদের বিষয়, বিষ্ণুপদপ্রদর্শনই ইহার প্রয়োজন এবং যাহারা সংসারনিবৃত্তিকামী,

প্রজাপতিস্তব পুত্রান্ ভ্রাতৄন্ বন্ধাদীন্ শিখাং যজ্ঞোপ-বীতঞ্চ যাগঞ্চ সূত্রঞ্চ সাধ্যায়ঞ্চ ভূর্লোক-ভুবর্লোক-স্বর্লোক-মহর্লোক-জনলোক-তপোলোক-সত্যলোকঞ্চ অতল-পাতাল-বিতল-সুতল-রসাতল-মহাতল-তলাতলং ব্রহ্মা-

কেন উপায়েন ভগবন্। "ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য ধর্ম্মস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ। জ্ঞান-বৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীরণা॥" তদ্বৎ এতেন প্রশ্নার্হতা উক্তা কর্ম্মাণি সংসৃতিনিমিত্তানি ইতি প্রশ্নসমাপ্তৌ তং হোবাচ প্রজাপতি-রিতিশ্রুতেঃ বচঃ প্রজাপতের্ব্বচঃ তবেত্যাদি। বন্ধবো বান্ধবা জ্ঞাতয়ঃ উপকারিণশ্চ আদিশব্দেন ভার্য্যাদয়ঃ তান্ সূত্রং যোগপ্রতিপাদকো গ্রন্থঃ স্বাধ্যায়ঃ বেদরাশিঃ তদন্তা অষ্টৌ দ্বিতীয়ান্তাঃ যজ্ঞোপবীতযাগসূত্রস্বাধ্যা-য়েষু প্রত্যেকং চশব্দৈঃ তৎসম্বন্ধীনি সন্ধ্যাদিধনাদি-পুস্তকাদি-ষড়ঙ্গাদীনি গৃহ্যন্তে ভূর্লোকাদীনাং সপ্তানাং সমাহারদ্বন্দ্বঃ সত্যলোকং চেতি চকারাৎ প্রকৃত্যাদি-সমুচ্চয়ঃ। ঊর্দ্ধলোকান্ হেয়ত্বেনোক্ত্বা অধোলোকানাহ অতলেতি। অতলাদীনাং সপ্তানাং ব্রহ্মাণ্ডেন সহ সমাহারদ্বন্দ্বঃ তানি চ পা-নি-বি-সু-রসা-মহা-তলা-পূর্ব্বাণি তলানি পাতালে তলশব্দস্য দীর্ঘঃ নিতলং মহাতলমপ্যাহুঃ। পাতাল-রসাতল-নিতল-তলাতল-সুতল-বিত-

---

তাহারাই এই উপনিষদের অধিকারী। আরুণি ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন, ভগবন্! কি উপায়ে সংসারের কারণস্বরূপ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারি, তাহার উপদেশ করুন। তখন প্রজাপতি আরুণির বচন শ্রবণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, তুমি মমতার আলম্বন-স্বরূপ পুত্র, ভ্রাতা, বন্ধু, বান্ধব, জ্ঞাতিপ্রভৃতি উপকারকারক ব্যক্তিগণ, ভার্য্যা, শিখা, যজ্ঞোপবীত, সন্ধ্যা, যাগ, ধনাদি, সূত্র, পুস্তকাদি, অর্থাৎ যোগপ্রতিপাদকগ্রন্থ, বেদচতুষ্টয়, ষড়ঙ্গ, ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক, সত্যলোক, এই সকল ঊর্দ্ধলোক এবং অতল, পাতাল, বিতল, সুতল, রসাতল, মহাতল, তলাতল, নিতল এবং

গুঞ্চ বিসৃজেৎ দণ্ডমাচ্ছাদনঞ্চ কৌপীনঞ্চ পরিগ্রহেৎ শেষং বিসৃজেৎ শেষং বিসৃজেদিতি ॥ ১ ॥

ইতি প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥ ১ ॥

লানি পাদতল-তদগ্র-গুল্ফ-জঙ্ঘা-জানূরু-তদূর্দ্ধভাগতয়োপাস্থানি তথৈব ক্রমেণ উত্তরোত্তরাণি তথাপি হেয়তয়া অনাস্থয়া ব্যুৎক্রমেণ নির্দ্দিষ্টানি। ব্রহ্মাণ্ডে বিরাড়্দেহঃ চকারাদসদ্বিষয়ং মনোরথমপি বিসৃজেৎ। সর্ব্ব-ত্যাগে কথং শরীরযাত্রানির্ব্বাহঃ? ইত্যাশঙ্ক্য গ্রাহ্যাণ্যাহ দণ্ডমিতি। গো-সর্প-নিবারণার্থং দণ্ডং লজ্জাশীতাতপ-বৃষ্টি-বাধা-নিবারণার্থমাচ্ছাদনঞ্চ চকা-রাৎ জলপাত্রঞ্চ পরিগ্রহেৎ ব্যত্যয়েন শেষং পরিগৃহ্নীয়াৎ। দেহোপ-যোগি চেৎ গ্রাহ্যং তর্হি মঞ্চকোষ্ণীষাদীন্যপি প্রাপ্নুবন্তি ইত্যত আহ শেষং বিসৃজেদিতি। মঞ্চকোষ্ণীষাদি প্রাণাত্যয়েঽপি ন গৃহ্নীয়াদিত্যাদরার্থো-ঽভ্যাসঃ ॥ ১ ॥

ইতি প্রথমঃ খণ্ডঃ। ১ ॥

মহাতল, এই সকল অধোলোক, অর্থাৎ ইহারা পাদতল, তদগ্র, গুল্ফ, জঙ্ঘা, জানু, উরু ও তদূর্দ্ধভাগরূপে উপাস্য হইলেও হেয় এবং ব্রহ্মাণ্ড, অর্থাৎ বিরাটদেহ, অসৎবিষয় ও মনোরথ পরিত্যাগ করিবে। এই সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া শরীরযাত্রা নির্ব্বাহার্থ দণ্ড, আচ্ছাদন ও কৌপীন গ্রহণ করিবে, অর্থাৎ গোসর্পাদি নিবারণার্থ দণ্ড; লজ্জা, শীত, রৌদ্র, বৃষ্টিপ্রভৃতি বাধানিবারণার্থ আচ্ছাদন ও জলপাত্র, এই সকল গ্রহণ করিবে, আর কিছুই গ্রহণ করিবে না। প্রাণান্তেও সন্ন্যাসীরা মঞ্চক, উষ্ণীশাদি গ্রহণ করিবে না ॥ ১ ॥

ইতি প্রথম খণ্ড ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

গৃহস্থো ব্রহ্মচারী বা বানপ্রস্থো বা লৌকিকাগ্নীনুদরাগ্নৌ সমারোপয়েৎ। গায়ত্রীঞ্চ স্ববাচাগ্নৌ সমারোপয়েৎ উপবীতং শিখাং ভূমাবপ্সু বা বিসৃজেৎ। কুটীচরো ব্রহ্মচারী কুটুম্বং বিসৃজেৎ পাত্রং বিসৃজেৎ পবিত্রং বিসৃ-

---

অধিকারিণো নির্দ্দিশতি গৃহস্থ ইত্যাদিনা। লৌকিকাগ্নীন্ লোকপ্রাপ্তিহেতূন্ শ্রৌতস্মার্ত্তাগ্নীন্ অন্তেষ্টিং কৃত্বা উদরাগ্নৌ কোষ্ঠাগ্নৌ সম্যগগ্নে ইত্যাদিমন্ত্রেণ নির্ব্বাণপুরঃসরং সমারোপয়েৎ। জ্ঞানিনোঽর্থে প্রাপ্তেঽপি ত্যাগে নিবৃত্তপ্রয়োজনবিষাণাপক্ষেপবৎ ইয়মগ্ন্যাদীনাং শাস্ত্রীয়প্রতিপত্তিঃ গায়ত্রীং সবিতৃদেবত্যাং চ শব্দাৎ অন্যদপি মন্ত্রজাতং স্ববাচাগ্নৌ স্বীয়া বাচা বাগেবাগ্নিঃ তত্র ভূঃসাবিত্রীং প্রবিশামি ইত্যাদিমন্ত্রৈঃ সমারোপয়েৎ উপবীতং শুদ্ধোদকালাভে ভূমৌ শুদ্ধায়াং তদলাভে শুদ্ধাস্বপ্সু বা ভূঃসমুদ্রং গচ্ছ স্বাহা ইতি মন্ত্রেণ বিসৃজেৎ। বাশব্দো ব্যবস্থিতবিকল্পে। কুটীচরঃ কুটীচকস্ত্রিদণ্ডী পুত্র এব ভিক্ষানিরতঃ উপলক্ষণ-

---

এইক্ষণ অধিকারী নির্দ্দেশ করিতেছেন।—গৃহস্থ ব্রহ্মচারী অথবা বানপ্রস্থগণ লৌকিকাগ্নি, অর্থাৎ স্বর্গাদিলোকপ্রাপ্তির হেতুভূত শ্রুতিস্মৃতিবিহিত অগ্নিকে কোষ্ঠাগ্নিতে সমারোপ করিবে, অর্থাৎ অন্ত্যেষ্টি করিয়া "সম্যগগ্নে" ইত্যাদি মন্ত্রে নির্ব্বাণপুরঃসর অগ্নিসমারোপণ কর্ত্তব্য। আর সাবিত্রী দেবতা ও অন্যান্য মন্ত্র সমুদায় স্বীয় বাক্যরূপ অগ্নিতে "স্ববাচাগ্নৌ" ইত্যাদি মন্ত্রে সমারোপ করিবে। অনন্তর শিখা ও উপবীতকে শুদ্ধ জলে তদলাভে শুদ্ধভূমিতে এবং শুদ্ধজললাভে সেই শুদ্ধজলে "ভূঃ সমুদ্রং গচ্ছ স্বাহা" এই মন্ত্রে বিসর্জ্জন করিবে। ব্রহ্মচারী ব্যক্তি কুটীর আশ্রয় করিয়া কুটুম্ব, অর্থাৎ পুত্রাদি পরিত্যাগ করিবে।

জেৎ দণ্ডান্ লোকাংশ্চ বিসৃজেৎ লৌকিকাগ্নীংশ্চ বিসৃজেদিতি হোবাচ। অত ঊর্দ্ধমমন্ত্রবদাচরেৎ ঊর্দ্ধগমনং বিসৃজেৎ। ত্রিসন্ধ্যাদৌ স্নানমাচরেৎ সন্ধিং সমাধাবাত্ম-

---

মিদং বহূদকহংসয়োরপি ব্রহ্মচারিগ্রহণং তস্য বিশেষণম্ আশ্রমিব্রহ্মচারিণ উক্তত্বাৎ। পালাশং বৈল্বমিত্যাদিনা তদ্দণ্ডাদিত্যাগস্য বক্ষ্যমাণত্বাচ্চ। কুটুম্বমিতি পুত্রভিক্ষানিরতস্য কুটুম্বে বাসসম্ভবাৎ পাত্রং ভিক্ষাপাত্রং পবিত্রং জলপাবনবস্ত্রং দণ্ডান্ ত্রীন্ বৈণবান্ চাৎপূর্ব্ববস্ত্রাদিকমপি। লৌকিকাগ্নীনিতি ত্রিদণ্ডিনো বৈশ্বদেবাধিকারাৎ। লোকাংশ্চেতি পাঠে স্বতপোঽর্জ্জিতান্ চাত্তদিন্ধনাদিকমপি প্রত্যেকং বিসৃজেদিত্যাবশ্যকত্বার্থমুক্তম্। ইতিহ কিল উবাচ উক্তবান্ প্রজাপতিরারুণিম্ অত ঊর্দ্ধং ত্যাগানন্তরমমন্ত্রবৎ স্বাধ্যায়স্য বিসৃষ্টত্বাদাচরেৎ স্নানাচমনাদিকম্। নন্বমন্ত্রস্য কথমূর্দ্ধলোকাপ্তিঃ? অত আহ ঊর্দ্ধগমনং বিসৃজেদিতি। ভূর্লোকাদেস্ত্যক্তত্বাৎ পুনস্তদ্বাসনামপি ত্যজেদিত্যর্থঃ। তর্হ্যাচমনাদিকমপি অপ্রয়োজনাৎ ত্যজ্যতামিত্যাশঙ্ক্যাহ ত্রিসন্ধ্যাদাবিতি। তিসৃণাং সন্ধ্যানাম্ আদৌ প্রাক্কালে স্নানং মৌষলম্। সন্ধ্যাবন্দনকালে কিং কার্য্যম্? অত

ভিক্ষাপাত্র পরিত্যাগ করিবে, জলবিশুদ্ধ বস্ত্র পরিত্যাগ করিবে, বৈণবদণ্ড ও লৌকিক অগ্নি পরিত্যাগ করিবে। এইরূপে প্রজাপতি আরুণিকে উপদেশ করিয়াছিলেন। এইরূপে সকল পরিত্যাগ করিয়া অনন্তর স্বাধ্যায়ের বিসৃষ্টতাহেতু অমন্ত্রক স্নানাচমনাদি আচরণ করিবে। যদি বল, মন্ত্রাদি পরিত্যাগ করিলে কিরূপে স্বর্গাদি ঊর্দ্ধলোক প্রাপ্তি হইতে পারে? তাহাতে বক্তব্য এই যে, সন্ন্যাসিগণ ঊর্দ্ধগমন পরিত্যাগ করিবে, অর্থাৎ তাহারা স্বর্গলোকাদি গমনের অভিলাষ করিবে না। যদি সন্ন্যাসীর স্বর্গলোকাদির কামনা না থাকিল, তবে আচমনাদিও নিষ্প্রয়োজন, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—তাহারা সন্ধ্যাত্রয়ের পূর্ব্বকালে মৌষল, অর্থাৎ অমন্ত্র স্নান করিবে। তবে সন্ধ্যাকালে তাহাদিগের

ন্যাচরেৎ সর্ব্বেষু বেদেষ্বারণ্যকমাবর্ত্তয়েৎ উপনিষদমাবর্ত্তয়েদুপনিষদমাবর্ত্তয়েদিতি ॥ ১ ॥

ইতি দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥ ২ ॥

আহ সন্ধিমিতি। সন্ধিং সন্ধানং সমাধিমাশ্রিত্য আত্মনি স্বস্মিন্ পরমাত্মনা সন্ধানমভেদম্ আচরেৎ ভাবয়েৎ। স্বাধ্যায়স্য পরিত্যাগ উক্তঃ তস্য প্রতিপ্রসবমাহ সর্ব্বেষ্বিতি নির্দ্ধারণে সপ্তমী আবর্ত্তয়েৎ পাঠতোঽর্থতশ্চাভ্যস্যেৎ। আরণ্যকেষু প্রবর্গ্যাদয়োঽপি কর্ম্মগ্রন্থা দৃশ্যন্তে কিং তৎসহিতস্যাবৃত্তির্নেত্যাহ উপনিষদমিতি। জ্ঞানপ্রতিপাদকং ভাগমভ্যস্যেৎ বাক্যাভ্যাস আদরার্থঃ সন্ন্যাসো হ্যুপনিষদাবর্ত্তনার্থঃ তদনাবৃত্তৌ জ্ঞানাপাটবেন পাতিত্যং স্যাদিত্যাদরঃ ॥ ১ ॥

ইতি দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥ ২ ॥

কর্ত্তব্য কি? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—সন্ন্যাসীরা সন্ধ্যাসময়ে সমাধি আশ্রয় করিয়া আপনাতে পরমাত্মস্বরূপ ভাবনা করিবে। পূর্ব্বে যে স্বাধ্যায় পরিত্যাগ উক্ত হইয়াছে তাহার বিশেষ এই যে, সর্ব্ববেদের মধ্যে আরণ্যক, অর্থাৎ জ্ঞানপ্রতিপাদক ভাগ অবশ্য পাঠ করিবে এবং তাহার অর্থচিন্তা করিবে। অতএব সন্ন্যাসীদিগের উপনিষদ পাঠ করা কর্ত্তব্য, অন্যথা তাহাদিগের প্রকৃতজ্ঞান জন্মিতে পারে না। এবং যদি জ্ঞান না জন্মে, তাহাহইলে সন্ধ্যামন্ত্রাদি পরিত্যাগে কেবল পতিত্ব ফল হইতে পারে ॥ ১ ॥

ইতি দ্বিতীয় খণ্ড ॥ ২ ॥

তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ।

খল্বহং ব্রহ্মসূচনাৎ সূত্রং ব্রহ্ম সূত্রমহমেব বিদ্বান্
ত্রিবৃৎসূত্রং ত্যজেদ্বিদ্বান্ য এবং বেদ। সন্ন্যস্তং ময়া

তত্রাপি পরমামুপনিষদমাবৃত্ত্যর্থমাহ খল্বহং ব্রহ্মেতি। ইদং মহাবাক্যং সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম তচ্চ সত্যাদিবৎ খলু নিশ্চিতম্ অহম্ অহঙ্কারোপলক্ষিতং শোধিতজীবচৈতন্যং ব্রহ্মৈব ন ততোঽন্যদিতিজ্ঞানে সর্ব্বানর্থনিবৃত্তিঃ পরমানন্দাবাপ্তিশ্চ ফলম্। নন্থ প্রবন্ধভেদে সতি কথমনর্থনিবৃত্তিঃ ? ইত্যাশঙ্ক্য সূত্রপটন্যায়েনাভেদং বক্তুং ব্রহ্মণঃ সূত্ররূপকমাহ সূচনাৎ সূত্রং ব্রহ্মেতি। তন্তুর্হি স্বাত্মনৈবাতানবিতানভূতেনাপাতরমণীয়ং পটং সূচয়ন্ ন তু জনয়ন্ সূত্রং ভবতি তথা ব্রহ্মাপি জগৎপটসূচনাৎ সূত্রং কারণাতিরিক্তং কার্য্যং নাস্তীতি ব্রহ্মৈব সূত্রমিত্যর্থঃ। নন্থ সূচয়িতুর্ম্মায়য়া জীবো মুহ্যেদেবেত্যাশঙ্ক্য সত্যমজ্ঞানে ইদং স্যাৎ জ্ঞানে ত্বহমেব সূচয়িতা কথং মুহ্যেয়মিত্যাহ সূত্রমহমেব বিদ্বানিতি। যতো বিদ্বান্ অতোঽহমেব সূত্রমিত্যন্বয়ঃ মায়াপতিত্বেন গৃহীতস্য কথং মায়-

---

সন্ন্যাসগ্রহণেও পরম উপনিষৎ আবৃত্তি করিবে, অর্থাৎ "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" এই মহাবাক্য পাঠ করা কর্ত্তব্য। সত্যাদির ন্যায় আমি, অর্থাৎ অহঙ্কারোপলক্ষিত শোধিত জীবচৈতন্যই ব্রহ্ম, এইরূপ জ্ঞান করিবে, ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছুই সত্য নহে, এইরূপ জ্ঞান করিলেই সর্ব্বপ্রকার অনর্থ নিবৃত্তি হইয়া পরমানন্দ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। এইক্ষণ প্রবন্ধভেদ হইলে কিরূপে অনর্থ নিবৃত্তি হইতে পারে? এই আশঙ্কায় সূত্রপটন্যায়ে অভেদ নিরূপণার্থ ব্রহ্মের সূত্ররূপতা বলিতেছেন।—ব্রহ্মই জগতের সূচনা করেন, এই নিমিত্ত তাঁহাকে সূত্র বলা যায়। যেমন তন্তুই দীর্ঘে প্রস্থে বিস্তৃত হইয়া বস্ত্রসূচনা করে বলিয়া তাহাই সূত্র বলিয়া

সন্ন্যস্তং ময়া সন্ন্যস্তং ময়া ইতি ত্রিঃকৃত্বোর্দ্ধং বৈণবং দণ্ডং কৌপীনঞ্চ পরিগ্রহেৎ। ঔষধবদশনমাচরেদৌষধবদশন-

---

য়াভিভব ইত্যর্থঃ। ত্যাগমুপসংহরতি ত্রিবৃৎসূত্রং ত্যজেদ্বিদ্বানিতি। স বিদ্বান্ ত্রিবৃৎ সূত্রস্ত্যজেদিত্যন্বয়ঃ বিদ্বৎসন্ন্যাসেনৈবোপসংহারঃ। ইদানীং সূত্রত্যাগার্থং সন্ন্যাসপ্রৈষানাহ সন্ন্যস্তং ময়া সন্ন্যস্তং ময়া সন্ন্যস্তং ময়েতি। ত্রিঃ কৃত্বেতি পাঠেনৈব ত্রিত্বে লব্ধে ত্রিরিতিবচনং ত্রয়াণামপি ত্রিঃপাঠার্থং তত্রায়মাম্নায়ঃ এতে ত্রয়োঽপি প্রৈষাঃ সব্যাহৃতিকাস্ত্রিভির্ম্মন্দমধ্যমোত্তম-স্বরৈরুচ্চারণীয়াঃ লোকত্রয়ং শ্রাবয়িতুং ত্রিরভিধানং প্রৈষোচ্চারণেন যত্ত্যক্তং তৎপুনরভিলষন্ বধ্যো নিন্দ্যো বধ্যশ্চেতি বোধয়িতুং সম্যক্ অপুনরাদেয়তয়া ন্যস্তং সন্ন্যস্তমিত্যর্থঃ। প্রৈষানন্তরং মত্তঃ কৃতপ্রৈষাৎ সর্ব্বভূতেভ্যোঽভয়মস্তু। কুতোঽভয়ং দত্তমিত্যত আহ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে মত্ত ইতি। মত্ত এব ব্রহ্মণো যতঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে নহি জনয়িতুরেব ভয়ং যুক্তম্ ইতি ভাবঃ। ইদানীং দণ্ডাদানে মন্ত্রমাহ সখেতি ত্বং সখা অব-

---

বিখ্যাত আছে, সেইরূপ ব্রহ্মও জগৎস্বরূপ বস্ত্রের সূচনা করেন বলিয়া তিনিই সূত্র, অর্থাৎ কার্য্য কারণের অতিরিক্ত নহে; সুতরাং ব্রহ্মই জগ-তের সূত্র। সেই জগৎসূচয়িতা ব্রহ্মের মায়াতে জীব মুগ্ধ হয় বটে, কিন্তু যাবৎ অজ্ঞান থাকে, তাবৎই জীবের মোহ থাকে, পরন্তু সেই অজ্ঞান-নিবৃত্ত হইলে "আমিই সেই ব্রহ্ম" এইরূপ জ্ঞান জন্মে, তখন আর মোহ থাকে না। যেহেতু মোহের সম্ভব হয় না, কারণ মায়াধীশ্বরের মায়াভি-ভব কোনরূপেও হইতে পারে না। যিনি উক্তরূপ জ্ঞানলাভ করিয়া-ছেন, তিনি ত্রিবৃত সূত্র পরিত্যাগ করিবেন। অতএব জ্ঞানী ব্যক্তির সন্ন্যাসই কর্ত্তব্য। "আমি সকল পরিত্যাগ করিলাম, আমি সকল পরি-ত্যাগ করিলাম, আমি সকল পরিত্যাগ করিলাম" এই তিনবার উচ্চা-রণ করিয়া সন্ন্যাস-গ্রহণ করিবে, অর্থাৎ ব্যাহৃতিত্রয় উচ্চারণপূর্ব্বক "সন্ন্যস্তং ময়া সন্ন্যস্তং ময়া সন্ন্যস্তং ময়া" এইরূপ পাঠ করিয়া লোক-ত্রয়ের শ্রবণার্থ যাহা পরিত্যাগ করিবে, তাহা পুনর্ব্বার গ্রহণ করিলে

মাচরেৎ। অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো মত্ত ইতি ব্রূয়াৎ। সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে মত্তঃ। সখাসি মা গোপায় ওজঃ সখাসি ইন্দ্রস্য

স্বকোঽসি মা মাং গোসর্পাদিভ্যো গোপায় ওজোনাম শুক্রস্য পরিণামো ধাতূনামষ্টমী দশা তৎফলং তেজঃ শরীরশক্তিঃ সখেতি যৎ ত্বং সখা দৃষ্টে কর্ম্মণি অসি ভবসি ইন্দ্রস্য পরমেশ্বরস্য বজ্রঃ অরিভয়ঙ্করোঽসি এতাবৎ প্রতীকং মন্ত্রস্য শাখান্তরে সম্পূর্ণং পঠিতম্। ইন্দ্রস্য বজ্রোঽগ্নির্ব্বার্চ্চন্নঃ শর্ম্ম মে ভব যৎপাপং তন্নিবারয় ইতি। ইতিশব্দ ইন্দ্রস্য বজ্রোঽগ্নিরিতি মন্ত্রপ্রতীকার্থঃ। ত্রিঃকৃত্বোর্দ্ধং বৈণবং দণ্ডমিত্যনেন মন্ত্রেণ বৈণবং দণ্ডম্ ঊর্দ্ধম্ উপরি দক্ষিণকরে নিধায়েত্যর্থঃ অত এব সন্ন্যাসোপনিষদ্যূর্দ্ধং গোপায়ুরিতি দণ্ডবিশেষণম্ কৌপীনং লজ্জাহেতুত্বাৎ কূপ প্রবেশনমর্হতি কৌপীনং পুল্লিঙ্গং তন্মাত্রাচ্ছাদকত্বাদ্‌যতিবাসোঽপি কৌপীনশালীনে অধৃষ্টাকার্য্যয়োরিতি সাধুঃ তদপি পরিগ্রহেৎ। ঔষধবৎ প্রীতিং বিনা শরীরস্থিত্যর্থম্ অশনং ভোজনমাচরেৎ অভ্যাসত্বাদরার্থঃ সর্ব্বথা রসাসক্তিং ন কুর্য্যাৎ ত্যাগবৈয়র্থ্যাদিত্যাদরঃ। ইদানীং যদভাবে মহাপাতকি-

---

সেই ব্যক্তি নিন্দাভাজন ও বধ্য হয়। উক্ত প্রকারে তিনবার অঙ্গীকারকরত ঊর্দ্ধবাহু হইয়া বৈণবদণ্ড ও কৌপীন পরিগ্রহ করিবে। অনন্তর ঔষধ সেবার ন্যায় অনশন করিতে হইবে। তৎপর বলিবে আমার নিকট সর্ব্বভূতের অভয় হউক, যেহেতু আমিই ব্রহ্ম এবং আমা হইতেই সর্ব্বভূত প্রবৃত্ত হইতেছে। অতএব আমার নিকট কাহারও ভয়ে সম্ভব নাই, কথনও জনকের নিকট ভয়ের সম্ভব থাকে না। এইক্ষণ দণ্ডগ্রহণের মন্ত্র কথিত হইতেছে, দণ্ডকে সম্বোধন করিয়া বলিবে, তুমি আমার সখা, আমাকে গোসর্পাদি হইতে রক্ষা কর। তুমি শরীর শক্তিরূপ সখা এবং ইন্দ্রের বজ্রের ন্যায় শত্রুর ভয়বিনাশক। তুমি আমার পাপ সকল নিবারণ কর। এইরূপে তিনবার মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক ঊর্দ্ধবাহু হইয়া বৈণব (বংশ-নির্ম্মিত) দণ্ডের উপরিভাগ দক্ষিণ হস্তে স্থাপন করিয়া দণ্ড ও লজ্জানিবারণার্থ কৌপীনগ্রহণ করিবে এবং ঔষধের ন্যায়, অর্থাৎ ভোজনে

বজ্র ইতি। ব্রহ্মচর্য্যমহিংসাঞ্চাপরিগ্রহঞ্চ সত্যঞ্চ যত্নেন হে রক্ষত হে রক্ষত হে রক্ষত ॥ ১ ॥

ইতি তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥ ৩ ॥

বৎ পাতিত্যং তানি পঞ্চাবশ্যকান্যাহ ব্রহ্মচর্য্যমিতি। যুবতীনাং স্মরণ-কীর্ত্তন-কেলি-প্রেক্ষণ-গুহ্যভাষণ-সঙ্কল্পাধ্যবসায়-ক্রিয়া নিবৃত্তি-বর্জ্জনং ব্রহ্মচর্য্যম্ অহিংসা চ মনো-বাক্-কায়-কর্ম্মভির্ভূতানিষ্টবর্জ্জনম্ অপরিগ্রহম্ উক্তপরিগ্রহব্যতিরিক্তবর্জ্জনম্ সত্যং প্রিয়হিতপ্রমাণং দৃষ্টার্থবচনম্ দ্বৌ চশব্দাবুক্ত-সমুচ্চয়ার্থৌ তৃতীয়োঽনুক্তাস্তেয়সমুচ্চয়ার্থঃ এতানি পঞ্চ যত্নেন হে যতয়ো রক্ষত রক্ষত পুনরেব দ্বয়োঃ প্লুতঃ তৃতীয়ে পর্য্যায়ে হে রক্ষ-তেতিপ্লুতিরুচ্চৈঃ শ্রুত্যর্থা সর্ব্বানুচ্চৈঃ শ্রাবয়তি প্রজাপতিঃ ত্রিরুক্তিরা-দরার্থা প্রাণাত্যয়েঽপ্যেতানি ন পরিত্যাজ্যানীতি। ইতিশব্দ উপদেশ সমাপ্ত্যর্থঃ হে শব্দ উশব্দশ্চাভিমুখীকরণে হে মুমুক্ষবো ব্রহ্মচর্য্যাদীনি রক্ষত পালয়তাবশ্যমিত্যর্থঃ। ১ ॥

ইতি তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥ ৩ ॥

প্রীতি না থাকিলেও শরীররক্ষার্থ ভোজন করিবে। কখনও রসেতে আসক্তি করিবে না। হে মুমুক্ষু সন্ন্যাসিগণ! তোমরা ব্রহ্মচর্য্য, অর্থাৎ যুবতীগণের স্মরণ, কীর্ত্তন, তাহাদিগের সহিত কেলি, প্রেক্ষণ, গুহ্যভাষণ, তাহাদিগের উপভোগে সঙ্কল্প, অধ্যবসায় এবং ক্রিয়ানিষ্পত্তি এই সকলের বর্জ্জন, অহিংসা (কায়মনোবাক্যে সর্ব্বভূতের অনিষ্টবর্জ্জন) অপরিগ্রহ, অর্থাৎ দণ্ড, কৌপীনাদি ভিন্ন পরিগ্রহবর্জ্জন, সত্য সপ্রমাণ প্রিয় ও হিত বাক্য এবং অস্তেয় এই পঞ্চ যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিবে। প্রাণান্তেও তোমরা ব্রহ্মচর্য্যাদি পঞ্চকর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে না। মুমুক্ষু-

চতুর্থঃ খণ্ডঃ।

অথাতঃ পরমহংসপরিব্রাজকানামাসনশয়নাভ্যাং ভূমৌ ব্রহ্মচারিণাং মৃৎপাত্রং বালাবুপাত্রং দারুপাত্রং বা। কাম-

---

ইদানীং ব্রহ্মচর্য্যাদি পঞ্চকস্থৈর্য্যাদি পরমহংসধর্ম্মং পুনর্বিশেষেণাহ অথাতঃ পরমহংসপরিব্রাজকানামিতি। ধর্ম্মা বক্ষ্যন্ত ইতি শেষঃ অথ প্রৈষোচ্চারণদণ্ডগ্রহণানন্তরং যতো ব্রহ্মচর্য্যাদিরক্ষণং বিনা ন সিদ্ধিরতো ধর্ম্মা বক্ষ্যন্তে কেষাং? পরং কেবলম্ অহং সঃ ন ততোঽন্যোঽহমিতি নিশ্চিতাঃ পরমহংসাঃ পরিব্রজন্তি গৃহবন্ধং পরিত্যজ্য পরিব্রাজকাঃ তে চ তে চ তেষাম্ আসনশয়নাভ্যাং ভূমাবিতি ভূমাবেবাসনেন দিবা শয়নেন রাত্রৌ কালং নয়েদিতিশেষঃ আসনং স্বরূপাবস্থানং শয়নং বাহ্যবিষয়বিস্মৃতিঃ তদুক্তং "যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ" ইতি। তেন পর্য্যঙ্কাদিপরিত্যাগেঽপি স্বরূপবিস্মৃতৌ বিষয়চিন্তনেন চাকৃতার্থ এবেতিভাবঃ। ব্রহ্মচারিণামিতি তেষামেব বিশেষণম্ উপ-

---

সন্ন্যাসীরা ব্রহ্মচর্য্যাদি পঞ্চকর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে তাহারা মহাপাতক-ভাগী হয়॥ ১॥

ইতি তৃতীয় খণ্ড॥ ৩॥

এইক্ষণ পরমহংসদিগের ব্রহ্মচর্য্যাদিপঞ্চকস্থৈর্য্যরূপ পারমহংস্য ধর্ম্ম বলিতেছেন।—যেহেতু পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রোচ্চারণ ও দণ্ডগ্রহণানন্তর ব্রহ্মচর্য্যাদি রক্ষণ না করিলে তাহাদিগের সিদ্ধি হয় না। অতএব সেই সকল ধর্ম্মরক্ষা করিবে। যাহারা কেবল আমিই হংসস্বরূপ, তদ্ভিন্ন নহে, এইরূপ জ্ঞান করিয়া গৃহবন্ধ পরিত্যাগপূর্ব্বক গমন করিয়াছেন, তাঁহারাই পরমহংসপরিব্রাজক, এই পরমহংসপরিব্রাজকদিগের ভূমিতে আসন ও শয়ন কর্ত্তব্য। তাহারা দিবাভাগে ভূমিতে উপবেশন এবং রাত্রিতেও সেই ভূভাগে শয়ন করিবে। যতিদিগের আসনবন্ধই উপবেশন এবং

ক্রোধলোভমোহদম্ভদর্পাসূয়ামমত্বাহঙ্কারানৃতাদীন্ পরিত্যজেৎ বর্ষাসু ধ্রুবশীলোঽষ্টৌ মাসানেকাকী যতিশ্চরেৎ দ্বাবেব বা চরেৎ দ্বাবেব চরেদিতি ॥ ১ ॥

ইতি চতুর্থঃ খণ্ডঃ ॥ ৪ ॥

লক্ষণমেতৎ অহিংসাসত্যাস্তেয়াপরিগ্রহব্রতামিত্যপি জ্ঞেয়ম্। উদকব্যবহারার্থং পাত্রাণ্যাহ মৃৎপাত্রং বালাবুপাত্রং দারুপাত্রং চেতি। অলাবুঃ তুম্বীফলম্ অশনপাত্রন্তু বক্ষ্যতি পাণিপাত্রঞ্চেতি বা শব্দোঽনাস্থায়াং যথালাভম্ তৈজসানি পাত্রাণি স্যুরিতি চ তব পুত্রানিত্যাদিনা বাহ্যানি ত্যাজ্যানি উক্তানি বৈণবং দণ্ডমিত্যাদিনা বাহ্যানি গ্রাহ্যাণি খল্বহং ব্রহ্মেত্যাদিনান্তরং গ্রাহ্যমুক্তং সম্প্রত্যান্তরাণি ত্যাজ্যান্যাহ কামক্রোধেত্যাদিনা। কামঃ মৈথুনেচ্ছা বিষয়মাত্রাভিলাষো বা ক্রোধঃ কামাবিদ্যাতেজঃ কামানুজঃ প্রজ্বলনাত্মকঃ লোভঃ উপাত্তস্যাতিতিক্ষা মোহঃ অনিত্যাশুচিদুঃখাত্মনি শরীরে নিত্যশুচিসুখাত্মবুদ্ধিঃ দম্ভঃ ধর্ম্মধ্বজিত্বং দর্পঃ গর্ব্বঃ পরাবজ্ঞানেন স্বাত্মন্যধিকবুদ্ধিঃ অসূয়া পরোৎকর্ষাসহিষ্ণুতা মমত্বং পরস্মিন্ স্বসম্বন্ধিত্ববুদ্ধিঃ অহঙ্কারঃ জাতিগুণকর্ম্মাভিমানঃ অনৃতম্ অপ্রিয়া-

---

বাহ্যবিষয় বিস্মৃতিই শয়ন। অতএব পর্য্যঙ্কাদি পরিত্যাগ কর্ত্তব্য। ব্রহ্মচারীরা জলব্যবহারার্থ মৃৎপাত্র, অলাবুপাত্র, অথবা দারুময়পাত্র গ্রহণ করিবে। হস্তই তাহাদিগের ভোজনপাত্র, তাহারা তৈজসপাত্র ব্যবহার করিবে না। আর ব্রহ্মচারীরা কাম, অর্থাৎ মৈথুনেচ্ছা অথবা বিষয়মাত্রাভিলাষ, ক্রোধ, লোভ, মোহ, অর্থাৎ অশুচি দুঃখাত্মকশরীরে শুচি ও সুখাত্মবুদ্ধি, দম্ভ (আমি অতি ধার্ম্মিক এইরূপ অভিমান) দর্প, অর্থাৎ অপরকে অবজ্ঞা করিয়া আপনাতে আধিক্যবুদ্ধি, অসূয়া (পরের উৎকর্ষে অসহিষ্ণুতা) মমত্ব (পরেতে সম্বন্ধবুদ্ধি) অহঙ্কার (জাতি, গুণ ও কর্ম্মের অভিমান) অনৃত (অহিত, অপ্রিয় ও অপ্রমাণদৃষ্টার্থ বচন)

হিতাপ্রমাণদৃষ্টার্থবচনম্ আদিশব্দেন হর্ষশোকাদিদ্বন্দ্বানি গৃহ্যন্তে কামাদীনাং নবানাং দ্বন্দ্বঃ তত আদিশব্দেন বহুব্রীহিঃ তানি পরিত্যজেৎ ন পুনঃ স্মরেৎ। পরিব্রাজকসংজ্ঞয়া পরিতো ব্রজনকর্ত্তৃত্বে প্রাপ্তে তদপবাদমাহ বর্ষাসু ধ্রুবশীল ইতি। অগ্রেঽষ্টাবিত্যুক্তেঃ পঞ্চচতুঃপক্ষে চত্বারো মাসা বর্ষাঃ তাসু ধ্রুবং শীলমস্য ধ্রুব ইত্যেবং সিদ্ধে শীলগ্রহণং কীটাকুলায়াং ভূমৌ সর্ব্বথাটননিষেধার্থম্ শেষেষ্বর্থসিদ্ধমটনমিত্যনুজানাতি অষ্টৌ মাসানেকাকী যতিশ্চরেদিতি। "বহুনাং কলহো যস্মাৎ দ্বয়োর্ব্বার্ত্তা ভবেদ্যতঃ। এক এব চরেদ্বিদ্বান্ কুমার্য্যা ইব কঙ্কণম্।" ইত্যুক্তেঃ সমানশীলত্বে দ্বিতীয়মনুজানাতি দ্বাবেব বা চরেদিতি। অধ্যাত্মকথারসব্যসনে তু দ্বাবেব মিলিত্বা চরেৎ। চরতামিতি বক্তব্যে চরেদিত্যুক্তিরেকচিত্ততামাবেদয়িতুম্ বা শব্দোঽনাস্থায়াম্। একচিত্ততা দশানামপি জায়তে পাণ্ডবানাং সহাটনস্মরণাৎ। এবকারো ভিন্নশীলব্যাবৃত্ত্যর্থঃ বাক্যাভ্যাস আদরার্থঃ ॥ ১ ॥

ইতি চতুর্থঃ খণ্ডঃ ॥ ৪ ॥

এবং হর্ষশোক ও সুখদুঃখাদিদ্বন্দ্ব পরিত্যাগ করিবে। পরিব্রাজকশব্দার্থে জানা যায় যে, যতিরা সর্ব্বত্র গমন করিতে পারে, ইহার অপবাদ কহিতেছেন,—যতিব্যক্তি বর্ষাকালে অষ্টমাস একাকী বিচরণ করিবে। যেহেতু বহু ব্যক্তি একত্র সমবেত হইলে সর্ব্বদা কলহ হইতে পারে, এই নিমিত্ত একাকী বিচরণ করিবে। যেমন কুমারীর হস্তদ্বয়স্থিত কঙ্কণ একত্র হইলেই শব্দ হয় এবং পৃথক্ পৃথক্ থাকিলে শব্দ হয় না। আর সমান স্বভাবশালী হইলে দুই ব্যক্তিও একত্র থাকিতে পারে, অর্থাৎ অধ্যাত্মকথা রস আস্বাদনকরত উভয়ে মিলিত হইয়া কালযাপন করিবে। (বাস্তবিক একরূপ স্বভাবশালী হইলে অধিক ব্যক্তিও একত্র মিলিত হইয়া বিচরণ করিতে পারে। পাণ্ডবগণের ঐকমত্য ছিল, অতএব তাহাদিগের একত্র বিচরণে কোন দোষ হয় নাই) ॥ ১ ॥

ইতি চতুর্থ খণ্ড ॥ ৪ ॥

পঞ্চমঃ খণ্ডঃ।

খলু বেদার্থং যো বিদ্বান্ সোপনয়নাদূৰ্দ্ধমেতানি প্রাপ্য।
ত্যজেৎ পিতরং পুত্ৰমগ্ন্যুপবীতং কৰ্ম্ম কলত্রঞ্চান্যদপীহ।

সন্ন্যাসে যথা আশ্রমক্রমনিয়মো নাস্তি তথা উপনয়নস্যাপি নাস্তী-ত্যাহ খলু বেদার্থমিত্যাদিনা। বেদার্থং বিদ্বানিতি ন লোকেতি ষষ্ঠী-নিষেধঃ সোপনয়নাদিতি সন্ধিরার্ষঃ তানি পূর্ব্বোক্তানি এতানীতি পাঠে বক্ষ্যমাণানি প্রাপ্য ত্যজেদিতি বস্তু প্রাগ্‌ভবীয়ানন্তসুকৃতবশাদুপনয়ন-মন্তরেণাপি কেনচিন্নিমিত্তেন বিজ্ঞাতবেদার্থঃ স উপনয়নাৎ পূর্ব্বমপি ত্যজেৎ তথা স্মর্য্যন্তে হি ভরতৈতরেয়ক-দুর্ব্বাসো-ব্যাস-শুকাদয়ঃ প্রাক্-ত্যাগপক্ষে যানি বাল্যেন দুস্ত্যজ্যানি পিতরং ত্যজেৎ পুত্রং যতিপিতা ত্যজেৎ অগ্ন্যাদ্যুপবীতং বিষয়ং চ শব্দেন সমুচ্চিতং সামান্যেনাহ অন্য-দপীহেতি। অন্যৎ গৃহক্ষেত্রাদিকম্ অপিশব্দাদ্‌যদ্‌যস্য স্বভাবপ্রিয়ং তদপি ত্যজেৎ। যতেরগ্রামবাসশ্চ কর্ত্তব্য ইত্যাহ যতয়ো হীতি। বিশেষবিধিঃ শেষনিষেধফলঃ ব্রাহ্মণৈঃ প্রবেষ্টব্যমিতি বৎ তেন অন্যদ্‌গ্রামং ন প্রবি-

সন্ন্যাসগ্রহণে যেমন আশ্রমক্রমনিয়ম নাই, সেইরূপ সন্ন্যাসে উপনয়ন নিয়মও নাই। যিনি বেদার্থ-বিজ্ঞানলাভ করিয়াছেন, তিনি উপনয়নের পূর্ব্বে কিম্বা পরে সন্ন্যাসগ্রহণ করিতে পারেন, অর্থাৎ যে ব্যক্তির জন্মান্তরীণ সুকৃতিবশত উপনয়ন ব্যতিরেকেও কোন কারণে বেদার্থ-পরিজ্ঞান হয়, সেই ব্যক্তি উপনয়নের পূর্ব্বেই সকল পরিত্যাগ করিবে। ভরত, ঐতরেয়, দুর্ব্বাসা, ব্যাস ও শুকপ্রভৃতি বাল্যকালেই দুস্ত্যাজ্য, পিতা মাতাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। যতি পিতা পুত্র, কলত্র, অগ্নি, উপবীত, গৃহক্ষেত্রাদি যে যে বস্তু স্বভাবপ্রিয় তাহাও পরি-ত্যাগ করিবে। যতিরা কোন নিয়তগ্রামে বাস করিবে না, তাহারা ভিক্ষার্থগ্রামে প্রবেশ করিবে, উদরপাত্র কিম্বা করপাত্রে ভিক্ষা করিবে, অন্য কোন জলপাত্র কিম্বা ভিক্ষাপাত্র গ্রহণ করিবে না, অর্থাৎ এক অঞ্জলি পরিমিত ভিক্ষাগ্রহণ করিবে, অথবা মুখব্যাদান করিলে তাহাতে

যতয়ো হি ভিক্ষার্থং গ্রামং প্রবিশন্ত্যুদরপাত্রং পাণিপাত্রং বা। ওঁ হি ওঁ হি ওঁ হীত্যেতদুপনিষদং বিন্যসেৎ খল্বে-তদুপনিষদং বিদ্বান্ য এবং বেদ পালাশং বৈল্বমাশ্বত্থং

শন্তীত্যর্থঃ। জলপাত্রবদ্ভিক্ষাপাত্রং ন সংগ্রাহ্যমিত্যাহ পাণীতি। পাণি-পাত্রমুদরপাত্রঞ্চেতি কর্ম্মধারয়ৌ পাণিঃ অঞ্জলিঃ পাণির্ব্বা পাত্রম্ উদরং গ্রাসার্থং মুখপ্রসারণেন পাত্রং বা শব্দোঽনাস্থায়াম্ তেন ভূম্যাদিকমপি ভিক্ষাদৌ। জপ্যং মন্ত্রমাহ ওঁ হীতি। মন্ত্রার্থস্তু হি নিশ্চিতং সর্ব্বম্ ওঁ পরমাত্মৈব ত্রিরাবৃত্তির্জ্জপপ্রকার-প্রদর্শনার্থম্ ওঙ্কারস্যৈব প্রাধান্যেঽপি হিশব্দঃ সন্ধিব্যাবৃত্ত্যর্থঃ। তস্য কল্পোক্তান্ ন্যাসানপি কুর্য্যাদিত্যাহ এত-দুপনিষদং বিন্যসেদিতি। উপনিষদশব্দোঽকারান্তো নপুংসকম যদ্বা এষা চাসাবুপনিষচ্চ তাং রহস্যজ্ঞানমুপনিষৎ উপচারান্ মন্ত্রোঽপি। ন্যাস-প্রকারস্তু প্রণবকল্পাদবসেয়ঃ। উপাসনফলমাহ বিদ্বান্ য এবমিতি। ব্রহ্মচর্য্যাদিভির্য্যঃ এবং এবঙ্গুণকমোঙ্কারং শব্দতোঽর্থতশ্চ বেদ বিদিত্বা চাভ্যস্যতি স বিদ্বান্ ভবতি যথোক্তং ব্রহ্ম সাক্ষাৎকরোতীত্যর্থঃ। ইদানীং ব্রহ্মচারিণাং সন্ন্যাসে কর্ত্তব্যে পূর্ব্বদণ্ডেনৈব দণ্ডিত্বনিরাসার্থমাহ পালাশ-

---

যে পরিমিত দ্রব্য ধরে, তাহাই গ্রহণ করিবে। আর সর্ব্বদা "ওঁ ওঁ ওঁ" এই মন্ত্র জপ করিবে, উক্তরূপে ত্রিরাবৃত ওঁশব্দে পরমাত্মাই প্রতীতি হয় এবং তৎকল্পোক্ত ন্যাসাদিও করিবে। যে উপাসক ব্রহ্মচর্য্যাদিদ্বারা অর্থত ও শব্দত ওঙ্কারাত্মক ব্রহ্মপরিজ্ঞাত হইতে পারেন, অর্থাৎ ব্রহ্মশব্দের অর্থ জানিয়া অভ্যাস করেন, তিনি ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করিতে পারেন। ব্রহ্মচারিদিগের সন্ন্যাসগ্রহণে পূর্ব্বগৃহীতদণ্ডে দণ্ডগ্রহণ সিদ্ধ হয় না, এই নিমিত্ত সন্ন্যাসগ্রহণে পলাশ, বিল্ব, অথবা অশ্বত্থদণ্ডগ্রহণ করা কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়াভিপ্রায়ে উক্ত পলাশাদি ত্রিবিধ দণ্ড আছে, পরন্তু ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সন্ন্যাসাধিকার নাই, অতএব কেবল ব্রাহ্মণেরই পূর্ব্বপূর্ব্ব দণ্ডের অলাভে পর পর দণ্ডগ্রহণের ব্যবস্থা জানিবে। স্মৃতিপ্রমাণে জানা যায় যে, ব্রাহ্মণেরাই সন্ন্যাসগ্রহণে অধিকারী, অন্য বর্ণ অধিকারী নহে। আর

দণ্ডমজিনং মেখলাং যজ্ঞোপবীতঞ্চ ত্যক্ত্বা শূরো য এবং বেদ। তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ

মিত্যাদি। অত্র দণ্ডস্য পলাশাদিপ্রকৃতিত্রয়ং ত্রৈবর্ণিকাভিপ্রায়ং দ্বয়োরনধিকারেঽপি ব্রাহ্মণস্যৈব পূর্ব্বালাভে উত্তরগ্রহণসূচনার্থম্। "সন্ন্যাসো ব্রাহ্মণস্যোক্তো নান্যবর্ণস্য কস্যচিৎ" ইতি স্মৃতেঃ। অজিনমেখলয়োঃ পূর্ব্বমনুক্তত্বাদুপাদানাম্। উপবীতস্য দণ্ডবন্ধনশঙ্কানিরাসার্থং যজ্ঞোপবীতঞ্চেত্যুক্তম্ চকারো লৌকিকাগ্নিসমিদ্ধোমাদীনাং সমুচ্চয়ার্থঃ ত্যক্ত্বা পরিত্যজ্য শূরঃ অন্যথানধিকারঃ ভবেদিতিশেষঃ ন হি ত্যাগমাত্রেণ কিন্তু শূরো মনোঽরিজয়ে স্যাৎ তদুক্তং "ন হি সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি" ইতি। কঃ শূরঃ? ইত্যত আহ য এবং বেদেতি যঃ বিদিতবেদার্থঃ সন্ন্যাসং সত্যধিকারে কর্ত্তব্যত্বেন বেদ জানাতি সঃ শূরঃ সাধকশ্রেষ্ঠঃ। উক্ত সন্ন্যাসফলাবেদকমৃগ্‌দ্বয়মুদাহরতি তদ্বিষ্ণোরিত্যাদি। সূরয়ো দিব্যদৃষ্ট্যা তৎ মুক্তোপসৃপ্যং বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি। তস্য নিত্যত্বাৎ স্বরূপে দৃষ্টান্তমাহ দিবীতি। নির্ম্মল আকাশে আততং

সন্ন্যাসীরা মৃগচর্ম্ম, মেখলা (কুশনির্ম্মিত কটিবন্ধন রজ্জু) যজ্ঞোপবীত, লৌকিকাগ্নি ও সমিধহোমাদি এই সকল পরিত্যাগ করিয়া শূর, অর্থাৎ কামাদি অরিবিজয়ী হইবে। কামাদি বিজয় করিতে না পারিলে কেবল সন্ন্যাসগ্রহণে সিদ্ধিলাভ হয় না। যাহার বেদার্থপরিজ্ঞান হইলে প্রকৃত অধিকার জন্মে এবং সন্ন্যাসের কর্ত্তব্যতারূপে জ্ঞান হয়, তিনিই প্রকৃত শূর, অর্থাৎ সাধকশ্রেষ্ঠ। এইক্ষণ উক্ত সন্ন্যাসফলের পরিজ্ঞাপক মন্ত্রদ্বয় উদাহরণ করিতেছেন।—ধীমান ব্যক্তিরা দিব্যদৃষ্টিদ্বারা মুক্তপুরুষদিগের প্রাপ্য বিষ্ণুর পরমপদ সর্ব্বদা দর্শন করিয়া থাকেন। যেমন নির্ম্মল আকাশে চক্ষু পরিব্যাপ্ত হইলে আবরকাভাবে তাহা বিস্তৃত হয়, অর্থাৎ নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান হইয়া থাকে, বিষ্ণুর পাদযুগল সেইরূপ, অর্থাৎ জ্ঞানময়। যদি বল, এইরূপ বিষ্ণুপদ কিরূপে লাভ হইতে পারে? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন,—গুরুদেবের উপদেশেই উক্তরূপ বিষ্ণুপদ লাভ করা যায়, আর ব্রাহ্মণেরই উপদেশাধিকার জানা যায়।

দিবীব চক্ষুরাততম্॥ তদ্বিপ্রাসো বিপন্যবো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে বিষ্ণোর্যৎপরমং পদমিতি এবং নির্ব্বাণমনুশাসনমিতি বেদানুশাসনমিতি বেদানুশাসনমিতি ॥ ১ ॥

ইতি পঞ্চমঃ খণ্ডঃ ॥ ৫ ॥

ইতি সামবেদীয়-আরুণেয়োপনিষৎ সমাপ্তা ॥

ব্যাপ্তং চক্ষুর্যথা আবরকাভাবাদ্বিততং নির্ব্বিকল্পকং জ্ঞানং ভবতি তথা বিকল্পকশূন্যং চিদ্ঘনং তদিত্যর্থঃ। নন্বু কথং তদেবং লভ্যমিত্যাশঙ্ক্য গুরূপদেশাদিত্যাহ তদ্বিপ্রাস ইতি। ছান্দসোঽস্মক্ ব্রাহ্মণানামেবোপদেশাধিকার ইতি বিপ্রগ্রহণেন সূচিতম্ বিপন্যবঃ বিমন্যবঃ ছান্দসো বর্ণব্যত্যয়ঃ কামক্রোধাদিরহিতাঃ যতস্ততো পন্যুঃ স্তুতিঃ তদ্রহিতাঃ তুল্যনিন্দাস্তুতয় ইতি বা জাগৃবাংসঃ ত্যক্তাজ্ঞাননিদ্রাঃ তদুক্তম্ "যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী" ইতি। সমিন্ধতে সম্যক্ দীপয়ন্তি পরহিতায় প্রকাশয়ন্তি কিং তৎ ? যদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং পদনীয়ং মুক্তোপসৃপ্যং স্থানং স্বরূপাত্মকমেব বিপ্রোপদেশাদেব তল্লভ্যমিতিভাবঃ। ইতি

যাহারা বিমন্যু, অর্থাৎ কামক্রোধাদিরহিত, অথবা যাঁহাদিগের স্তুতিনিন্দায় সমজ্ঞান এবং যাহারা অজ্ঞানরূপ অনিদ্রাত্যাগ করিয়াছেন, সেই সকল ব্রাহ্মণেরাই বিষ্ণুর সেই পরমপদ দীপিত করেন, অর্থাৎ পরহিতার্থ প্রকাশ করিয়া থাকেন। উপসংহারকালে বলিতেছেন,—ইহাই মোক্ষোপদেশ, অর্থাৎ প্রজাপতি এইরূপে মোক্ষোপদেশ করিয়া অনুশাসন করিয়াছেন। কেবল প্রজাপতিই যে এই ওঙ্কারোপাসনারূপ মোক্ষানুশাসন করিয়াছেন, এমত নহে, ইহা বাস্তবিক বেদের অনুশাসন। ইহা প্রজাপতির অনুশাসন, এইরূপ স্বীকার করিলে বেদের লৌকিকাশঙ্কা হয়। আর আরুণি ও প্রজাপতির আখ্যায়িকা এই কথা কেবল স্তুত্যর্থ জানিতে হইবে। শব্দরাশিস্বরূপ সর্ব্ববেদেই সর্ব্ববর্ণাশ্রমাদির ব্যবস্থা-

শব্দো মন্ত্রদ্বয়সমাপ্ত্যর্থঃ। উপসংহরতি এবং নির্ব্বাণেতি বাতের্ভাবে ক্তঃ নির্ব্বাণোঽবাতে ইতি নিষ্ঠানত্বং নির্ব্বাণম্ উপশান্তির্মোক্ষ ইতি যাবৎ তস্যানুশাসনমেবং দ্রষ্টব্যম্। নন্ু কিমিদং প্রজাপতেরনুশাসনম্? ওমিতি চেৎ তথা সতি পৌরুষেয়ত্বেনাপ্রামাণ্যশঙ্কা স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ বেদানুশাসনমিতি। আরুণিপ্রাজাপত্যাখ্যায়িকা তু বিদ্যা স্তুত্যর্থৈব বেদস্য শব্দরাশেঃ সর্ব্বজ্ঞস্য সর্ব্ববর্ণাশ্রমাদিব্যবস্থাহেতোঃ রাজকল্পস্যানুশাসনং তদকরণে সংসারশূলে তস্করাদেরিব বিনিক্ষেপঃ স্যাৎ। অভ্যাসোঽন্যেষামপি বেদানামেতাবদর্থপর্য্যবসায়িত্বমিত্যেতদর্থঃ ইতি শব্দ উপনিষৎসমাপ্ত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

নারায়ণেন রচিতা শ্রুতিমাত্রোপজীবিনা।
অস্পষ্টপদবাক্যানামারুণেয়প্রদীপিকা ॥

ইতি পঞ্চমঃ খণ্ডঃ ॥ ৫ ॥

ইতি সামবেদীয়-আরুণেয়োপনিষদো-দীপিকা সম্পূর্ণা ॥

হেতু। রাজশাসনের ন্যায় এই অনুশাসন পালন করিবে। অন্যথা চোরেরা যেমন রাজশাসন অবজ্ঞা করিয়া শূলে আরোপিত হয়, সেইরূপ বেদের শাসন পালন না করিলেই মানবগণ সংসারশূলে নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। উপনিষদাদির শেষবাক্য বারদ্বয় পাঠ করিতে হয়, ইহাই বৈদিকপদ্ধতি, অতএব "বেদানুশাসনং" এই বাক্য দুইবার উক্ত হইয়াছে ॥ ১ ॥

ইতি পঞ্চম খণ্ড ॥ ৫ ॥

ইতি সামবেদীয়-আরুণেয়োপনিষৎ সমাপ্ত ॥

ওঁ

নমঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহায়

শুক্ল-যজুর্ব্বেদীয়-

জাবালোপনিষৎ।

(শ্রুতি, দীপিকা ও বঙ্গানুবাদ-সমেত।)

নিরপেক্ষ-ধর্ম্মসঞ্চারিণী-সভা হইতে

শ্রীলশ্রীপূজ্যপাদ ভগবান্ সান্দ্রানন্দ আচার্য্য মহাপ্রভুর প্রসাদে,

চতুর্ব্বেদান্তর্গত "অষ্টোত্তরশতোপনিষৎ" "বেদান্তসার"

"পঞ্চদশী" এবং ষড়্দর্শনাদিশাস্ত্র-প্রকাশক

শ্রীমহেশচন্দ্র পাল-কর্ত্তৃক

সঙ্কলিত ও প্রকাশিত।

সভার কার্য্যালয়; ১৪১ নং, বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট্; কলিকাতা।)

কলিকাতা

বাগবাজার, ৮৪ নং, রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট্ ; নব-সারস্বত যন্ত্রে
শ্রীনবকুমার বসু-দ্বারা মুদ্রিত।

শকাব্দাঃ ১৮১০, আষাঢ়।

॥ ওঁ ॥ তৎসৎ ॥ ওঁ

শুক্ল-যজুর্ব্বেদীয়-

জাবালোপনিষৎ

॥ ওঁ ॥ পরমাত্মনে নমঃ ॥ ওঁ ॥

ওঁ বৃহস্পতিরুবাচ যাজ্ঞবল্ক্যং যদনু কুরুক্ষেত্রং দেবানাং দেবজয়নং সর্ব্বেষাং ভূতানাং ব্রহ্মসদনম্।

ওঁ জাবালোপনিষৎ খণ্ড-ষট্‌ক-যুক্তা হি যাজুষী।
একচত্বারিংশত্তমী বর্ণ্যা মুনিজনপ্রিয়া॥

পরমহংসোপনিষদি যোগিনাং পরমহংসানাং মার্গস্থিতী উক্তে। দানীং তাদৃশেন পরমহংসেনাত্মা কথং জ্ঞেয়ঃ? তদুপাসনা চ কস্মিন্ দেশে কস্মিংশ্চ দেহভাগে কর্ত্তব্যা? কীদৃশে চ বয়সি পারহংস্যাধিকারঃ? তদঙ্গীকারে কশ্চ বিধিঃ? তেষাং ক আচারঃ? কিঞ্চ ফলং? কুতো বায়ং

পরমহংসোপনিষদে যোগী পরমহংসগণ [illegible]রূপ পন্থা অবলম্বন করিয়া কিরূপে অবস্থান করিবে, তাহা উক্ত হইয়াছে, এইক্ষণ সেই পরমহংসগণ কিরূপে পরমাত্মাকে জানিবে? কোন প্রদেশে এবং কিরূপ দেহভাগে তাহাদিগের উপাসনা কর্ত্তব্য? কিরূপ বয়সে পারমহংস্যাধিকার হয়? পারমহংস্য আশ্রয় করিলে তাহারা কিরূপে কার্য্যানুষ্ঠান করিবে? পরমহংসদিগের আচার কিরূপ? পারমহংস্য আশ্রয়ের ফল কি? এই পারম-

অবিমুক্তং বৈ কুরুক্ষেত্রং দেবানাং দেবযজনং সর্ব্বেষাং ভূতানাং ব্রহ্মসদনম্। তস্মাৎ যত্র ক্বচন গচ্ছতি তদেব মন্যেত তদবিমুক্তমেব। ইদং বৈ কুরুক্ষেত্রং দেবানাং দেবযজনং সর্ব্বেষাং ভূতানাং ব্রহ্মসদনম্ ॥ ১ ॥

সম্প্রদায়ঃ প্রবৃত্তঃ? কে চ সম্প্রদায়িকাঃ? কথং বা দেহং ত্যজেৎ? ইতি জ্ঞাতুং সত্যকাম-নামক-জাবাল-পুত্রোপজ্ঞাতোপনিষদারভ্যতে বৃহস্পতি-রিত্যাদি। আখ্যায়িকা সম্প্রদায়প্রদর্শনার্থা উবাচ পপ্রচ্ছ। কিং পপ্রচ্ছেত্যত আহ যদন্বিতি। যতো হীদং কুরুক্ষেত্রং যচ্চ দেবানামপি দেব-পূজাস্থানং সর্ব্বমোক্ষপ্রদঞ্চ তৎ পপ্রচ্ছেত্যর্থঃ। যাজ্ঞবল্ক্য উত্তরমাহ অবিমুক্তং বৈ কুরুক্ষেত্রমিতি। অবিমুক্তং নামতস্তৎ ক্ষেত্রং মুক্তঃ কুর্ব্বিতি দেবৈঃ প্রার্থিতেন শিবেন স্বীকৃতম্ অতোঽবিমুক্তং কুরুক্ষেত্রং দেবানামিতি দেবৈঃ পুণ্যার্থমধিষ্ঠিতং সর্ব্বপ্রাণিব্রহ্মপ্রাপ্তিস্থানঞ্চাবিমুক্ত-মেব বিদ্ধি ইত্যুত্তরমত্র তস্মাদিত্যাদি গ্রন্থঃ ॥ ১ ॥

হংস সম্প্রদায় কোন ব্যক্তি হইতে প্রবৃত্ত হইয়াছে? কাহারাই বা এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক? কিরূপে দেহত্যাগ করিবে? এই সকল জানিবার নিমিত্ত সত্যকামনামক জাবালপুত্রের উপজ্ঞাত উপনিষদের আরম্ভ হইতেছে।—বৃহস্পতি যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, অর্থাৎ এই কুরুক্ষেত্র, যাহা দেবতাদিগের দেবপূজাস্থান এবং যাহা মোক্ষপ্রদ, তাহাই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য বৃহস্পতির বাক্য শ্রবণ করিয়া উত্তর করিতেছেন, ক্ষেত্রই অবিমুক্ত, অর্থাৎ দেবগণ মুক্তির নিমিত্ত শিবের নিকট স্থান প্রার্থনা করিলে শিব ঐ কুরুক্ষেত্রকে মুক্তিস্থান বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। ঐ কুরুক্ষেত্রই দেবতাদিগের পূজাস্থান এবং সর্ব্বভূতের মোক্ষপ্রাপ্তির আস্পদ। দেবগণও পুণ্যপ্রাপ্তির আশায় ঐ স্থানে অধিষ্ঠান করিয়াছেন, অতএব যে কোন স্থানে গমন করুক না কেন, সেই স্থানেই কুরুক্ষেত্রকে অবিমুক্ত স্থান বলিয়া জ্ঞান করিবে,

অত্র হি জন্তোঃ প্রাণেষূৎক্রমমাণেষু রুদ্রস্তারকং ব্রহ্ম ব্যাচষ্টে যেনাসাবমৃতীভূত্বা মোক্ষীভবতি তস্মাদবিমুক্ত-মেব নিষেবেত অবিমুক্তং ন বিমুঞ্চেৎ এবমেবৈতদ্‌যাজ্ঞ-বল্ক্য ॥ ২ ॥

অথ হৈনমত্রিঃ পপ্রচ্ছ যাজ্ঞবল্ক্যং য এষোঽনন্তোঽ-ব্যক্ত আত্মা তং কথমহং বিজানীয়ামিতি। স হোবাচ

বারাণস্যা অন্যেভ্যোঽতিশয়মাহ অত্র হোতি তারকং ষড়ক্ষরং রামিতি বীজং "ব্যাচষ্টে" শব্দতোঽর্থতশ্চ উপদিশতি। অমৃতী অমৃতবান্ জ্ঞানী মোক্ষী মোক্ষবান্। ফলিতমাহ তস্মাদিতি পরমহংসঃ কর্ত্তা। এব-[illegible]রেণ দেশান্তরসেবনে নিষিদ্ধেঽপি তৎসেবা ন কর্ত্তব্যোক্তা ইত্যত আহ অবিমুক্তং ন বিমুঞ্চেদিতি। বাক্‌পতিরঙ্গীকরোতি এবমেবৈতদ্-যাজ্ঞবল্ক্যেতি ॥ ২ ॥

নামতো দেশে জ্ঞাতেঽপি লিঙ্গতোঽপি জ্ঞানার্থং পৃচ্ছত্যত্রিরিত্যাহ অথ হৈনমত্রিরিতি। অত্র হি বৃহদারণ্যক ইব ঋষিসঙ্ঘঃ প্রষ্টা যাজ্ঞবল্ক্যঃ

কারণ ঐ কুরুক্ষেত্রই দেবতাদিগের পূজাস্থান এবং ঐ স্থানই সর্ব্বভূতের মোক্ষপ্রাপ্তির আস্পদ ॥ ১ ॥

অন্যান্য স্থান হইতে বারাণসীর আতিশয্য দেখাইতেছেন।—এইস্থানে সকল জন্তুর প্রাণের উৎক্রমণকালে রুদ্র স্বয়ং উপস্থিত হইয়া ষড়ক্ষর তারকব্রহ্ম নাম কহিয়া থাকেন, অর্থাৎ শব্দদ্বারা ঐ নাম উচ্চারণ করিয়া তাহার অর্থ উপদেশ করেন। এই তারক[illegible] নামবলে জন্তুগণ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া মোক্ষফল পাইয়া থাকে। অতএব অবিমুক্ত স্থান সেবা করিবে, কদাচ অবিমুক্ত স্থান পরিত্যাগ করিবে না। বৃহস্পতি ইহাই অঙ্গীকার করিয়াছিলেন ॥ ২ ॥

নামত দেশ পরিজ্ঞান হইলে লিঙ্গত দেশ পরিজ্ঞানার্থ বলিতেছেন।—অত্রি-ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, যিনি অনন্ত অব্যক্ত

যাজ্ঞবল্ক্যঃ সোঽবিমুক্ত উপাস্যঃ য এষোঽনন্তোঽব্যক্ত আত্মা সোঽবিমুক্তে প্রতিষ্ঠিত ইতি ॥ ৩ ॥

সোঽবিমুক্তঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি। বরণায়াং নাশ্যাঞ্চ মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ইতি। কা বৈ বরণা কা চ নাশীতি। সর্ব্বানিন্দ্রিয়কৃতান্ দোষান্ বারয়তীতি তেন বরণা ভবতীতি। সর্ব্বানিন্দ্রিয়কৃতান্ পাপান্ নাশয়তীতি তেন নাশী ভবতীতি ॥ ৪ ॥

সমাধাতা জনকঃ সভ্যঃ পরন্তু নাত্র জল্পঃ কিন্তু বাদ ইতি জ্ঞেয়ম্। অনন্তা-ব্যক্তবিশেষণে দুর্ব্বোধত্বখ্যাপনায় কথমিতি অধিকরণপ্রশ্নঃ। ইত... বিদিতাভিপ্রায় আহ সোঽবিমুক্ত ইতি। তত্র হেতুঃ সোঽবিমুক্তে প্রতি- ষ্ঠিত ইতি। সঃ আত্মা পরমশিবাখ্যঃ অবিমুক্তে নিত্যং সন্নিহিত ইত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

ইদানীং সাক্ষাল্লিঙ্গং পৃচ্ছতি স ইতি। উত্তরং বরণায়াং নাশ্যাঞ্চেতি যৎ স্কান্দে—"অশীবরণয়োর্ম্মধ্যে পঞ্চক্রোশং মহত্তরম্। অমরা মরণ-

আত্মা, তাঁহাকে কোন স্থানে জানিতে পারি? তাহার উপদেশ করুন। যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, পরমাত্মা অবিমুক্ত স্থানে উপাস্য, যেহেতু যিনি অনন্ত অব্যক্ত আত্মা, তিনি অবিমুক্তস্থানে প্রতিষ্ঠিত আছেন। বৃহদারণ্যক ঋষির ন্যায় ঋষিসমূহ প্রশ্নকর্ত্তা, যাজ্ঞবল্ক্য সমাধানকারী এবং জনক সভ্য; সুতরাং এই বিষয়ে জল্পনা[illegible] নাই ॥ ৩ ॥

পুনর্ব্বার অত্রি জিজ্ঞাসা করিতেছেন, সেই অবিমুক্ত স্থান কোন প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত আছে? যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, বারণা ও নাশীতে প্রতি- ষ্ঠিত আছে। পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, বারণা ও নাশী কাহাকে বলা যায়। যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন,—যাহা সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রিয়কৃত দোষ নিবারণ করে, তাহাই বারণা এবং যাহা সর্ব্ববিধ ইন্দ্রিয়কৃত পাপনাশ করে, তাহাই নাশী। এই বারণা ও নাশী এই উভয়ের যোগেই বারাণসী

কতমশ্চাস্য স্থানং ভবতীতি। ভ্রুবোর্ঘ্রাণস্য চ যঃ সন্ধিঃ স এষ দ্যৌর্লোকস্য পরস্য চ সন্ধির্ভবতীতি ॥ ৫ ॥

মিচ্ছন্তি কা কথা ইতরে জনাঃ॥” ইতি। বরণানাশীশব্দয়োঃ প্রবৃত্তি-নিমিত্তং পৃচ্ছতি কা বৈ ইতি। অন্বর্থনির্ব্বচনেনোত্তরয়তি সর্ব্বানিতি॥ ৪॥

লোকপুরাণপ্রসিদ্ধাধিভূতমবিমুক্তং জ্ঞাতম্ সম্প্রত্যধ্যাত্মাভিপ্রায়েণা-বিমুক্তস্থানং পৃচ্ছতি কতমশ্চাস্যেতি। চ পুনঃ উক্তাদন্যদপ্যবিমুক্তস্য কিং স্থানমিতি প্রশ্নঃ ইতরো বিদিতাভিপ্রায় আহ ভ্রুবোর্ঘ্রাণস্য চেতি। ভ্রুবো-র্ঘ্রানস্য চ যঃ সন্ধিঃ কূর্পাখ্যঃ তদবিমুক্তস্য স্থানমিত্যর্থঃ। তদুক্তম্—“ইড়া ভগবতী গঙ্গা পিঙ্গলা যমুনা নদী। তয়োর্ম্মধ্যে প্রয়াগস্তু যস্তং বেদ স বেদবিৎ॥” ইতি। নাসাগ্রঞ্চ প্রয়াগঃ তেন ততঃ পূর্ব্বভাগে ভ্রূমধ্যে অবিমুক্তমিতি জ্ঞেয়ম্। ভ্রূঘ্রাণসন্ধেঃ সন্ধিত্বে নিমিত্তান্তরমাহ স এষ

হইয়াছে, অর্থাৎ বারণা ও নাশীর মধ্যবর্ত্তী স্থানই অবিমুক্ত নামে অভি-হিত হয়। স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে যে, অসী ও বারণা এই উভয়ের মধ্যে পঞ্চক্রোশ পরিমিত যে মহত্তর স্থান আছে, দেবগণও এই স্থানে মরণবাঞ্ছা করিয়া থাকেন। ইহাতে প্রতীতি হইতেছে যে, বারাণসী মরণেই মুক্তিলাভ হয়॥ ৪॥

লৌকিক ও পুরাণপ্রসিদ্ধ অধিভূত অবিমুক্ত স্থান পরিজ্ঞাত হইয়াছে, সম্প্রতি আধ্যাত্মিক অবিমুক্ত স্থান জিজ্ঞাসা করিতেছেন, অর্থাৎ যে যে অবিমুক্ত স্থান উক্ত হইয়াছে, তদ্ভিন্ন অবিমুক্ত স্থান কি? ইহাই সাম্প্রতিক প্রশ্ন। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, ভ্রূ ও ঘ্রাণের যে সন্ধি, তাহাই অবি-মুক্ত স্থান। শাস্ত্রান্তরে উক্ত আছে যে, ইড়া ভগবতী গঙ্গা এবং পিঙ্গলা যমুনা নদী, যে ব্যক্তি এই উভয়ের মধ্যগত প্রয়াগ স্থান জানে, সেই ব্যক্তিকে বেদবিদ বলা যায়। এই স্থলে প্রয়াগশব্দে নাসাগ্র, অতএব তাহার পূর্ব্বভাগে ভ্রূমধ্যে অবিমুক্ত স্থান জানিবে। ভ্রূ ও নাসিকার মধ্যগত স্থানের সন্ধিত্ববিষয়ে কারণান্তর প্রদর্শন করিতেছেন।—যেহেতু ভ্রূ ও নাসিকার মধ্যস্থান স্বর্গলোক এবং যাহা পরম স্বর্গ, অর্থাৎ যাহা

ইতি। দ্যৌর্লোকস্থ দ্যুলোকস্থ স্বর্গস্থ পরস্থ চ যৎ পরো দিবো জ্যোতির্দ্দীপ্যতে তস্থ চ এষ এব সন্ধিঃ। ঘ্রাণমূলাদর্ব্বাক্ দ্যুলোকঃ ললাটাদারভ্য পরঃ সত্যলোকঃ। অনেন শরীরেঽপি ব্রহ্মাণ্ডসন্নিবেশোঽস্তীতি সূচিতম্। তদুক্তং গরুড়পুরাণে—"ব্রহ্মাণ্ডে যে গুণাঃ সন্তি শরীরে তেঽপ্যবস্থিতাঃ। পাতালং ভূধরা লোকাস্ততোঽন্যে দ্বীপসাগরাঃ॥ আদিত্যাদ্যা গ্রহাঃ সর্ব্বে পিণ্ডমধ্যে ব্যবস্থিতাঃ। পাদোঽধস্তু তলং প্রোক্তং পাদোর্দ্ধং বিলতং স্মৃতম্॥ জানুভ্যাং সুতলং বিদ্ধি নিতলং সর্ব্ববন্ধনে। তথা তলাতলঞ্চোর্দ্ধং গুহ্যদেশে রসাতলম্॥ পাতালং কটিসংস্থন্তু পাদোর্দ্ধে লক্ষয়েদ্‌বুধঃ। ভূর্লোকং নাভিমধ্যে তু ভুবর্লোকং তদূর্দ্ধকম্॥ স্বর্লোকং হৃদয়ে বিদ্যাৎ কণ্ঠদেশে মহস্তথা। জনলোকং বক্ত্রদেশে তপোলোকং ললাটতঃ॥ সত্যলোকং মহারন্ধ্রে ভুবনানি চতুর্দ্দশ। ত্রিকোণে সংস্থিতো মেরুরধঃ কোণে চ মন্দরঃ॥ দক্ষিণে চৈব কৈলাসো বামে কোণে হিমাচলঃ। নিষধ-

হইতে জ্যোতি প্রকাশ পায়, এই উভয়ের সন্ধিই ভ্রূ ও নাসিকার মধ্য। নাসিকামূলের উপরিভাগ স্বর্গ এবং ললাটের পরভাগ সত্যলোক, ইহাতে জানা যাইতেছে যে, শরীরমধ্যেও ব্রহ্মাণ্ডসন্নিবেশ আছে। গরুড়পুরাণে লিখিত আছে যে, ব্রহ্মাণ্ডে যে সকল গুণ আছে, শরীরেও সেই সকল রহিয়াছে এবং পাতাল, পর্ব্বত, লোক, দ্বীপ, সাগর, আদিত্য ও গ্রহগণ এই সমুদায় শরীর পিণ্ডমধ্যে অবস্থিত। পাদের অধোভাগ তল এবং তাহার উর্দ্ধভাগ বিতল বলিয়া প্রসিদ্ধ। জানুদ্বয় সুতল, বন্ধন সকল নিতল বলিয়া জানিবে। শরীরের উর্দ্ধভাগ তলাতল, গুহ্যদেশ রসাতল এবং কটিদেশ পাতাল, এইরূপে পণ্ডিতগণ শরীরমধ্যে তল-বিতলাদি সপ্তপাতাল লক্ষ্য ক[illegible]থাকেন। আর নাভিমধ্যে ভূর্লোক, তাহার উর্দ্ধদেশে ভুবলোক, হৃদয়দেশে স্বর্লোক, কণ্ঠদেশে মহর্লোক, মুখে জনলোক, ললাটে তপোলোক এবং মহারন্ধ্রে সত্যলোক এইরূপে দেহমধ্যে চতুর্দ্দশ ভুবন বিদ্যমান আছে। ত্রিকোণ স্থানে সুমেরুগিরি, অধঃকোণে মন্দর পর্ব্বত, দক্ষিণকোণে কৈলাসগিরি, বামভাগে হিমাচল, উর্দ্ধদেশে নিষধপর্ব্বত, দক্ষিণে গন্ধমাদন গিরি এবং বামরেখাতে রমণ

এতদ্বৈ সন্ধিং সন্ধ্যাং ব্রহ্মবিদ উপাসতে ইতি সোঽ-

শোর্দ্ধভাগে তু দক্ষিণে গন্ধমাদনঃ॥ রমণো বামরেখায়াং সপ্তৈতে কুল-পর্ব্বতাঃ। কুশদ্বীপং স্থিতং মাংসে ক্রৌঞ্চদ্বীপং শিরাস্থিতম্॥ অস্থিস্থানে-স্থিতং জম্বু শাকং মজ্জাসু সংস্থিতম্। ত্বচায়াং শাল্মলিদ্বীপং প্লক্ষং কেশে প্রতিষ্ঠিতম্॥ নখস্থং পুষ্করদ্বীপং গোমেদং রোমসঞ্চয়ে। ক্ষীরোদশ্চ তথা মূত্রে ক্ষীরে চ ইক্ষুসাগরঃ॥ সুরোদধিঃ শ্লেষ্মসংস্থো মজ্জায়াং ঘৃতসাগরঃ। রসোদধিং রসে বিদ্যাচ্ছোণিতে দধিসাগরম্॥ স্বাদূদং লম্বিকাস্থানে গর্ভোদং শুক্রসংস্থিতম্। নাদচক্রে স্থিতঃ সূর্য্যো বিন্দুচক্রে চ চন্দ্রমাঃ॥ লোচনাভ্যাং কুজো জ্ঞেয়ো হৃদয়ে চ বুধঃ স্মৃতঃ। কণ্ঠদেশে গুরুং বিদ্যাৎ শুক্রঃ শুক্রে ব্যবস্থিতঃ॥ নাভিস্থানে স্থিতো মন্দো মুখে রাহুঃ স্থিতঃ স্মৃতঃ। বায়ুস্থানে স্থিতো কেতুঃ শরীরে গ্রহমণ্ডলম্॥ বিভক্তঞ্চ সমাখ্যাতমাপাদতলমস্তকম্।" ইতি। তেন দ্যুলোকপরলোকয়োঃ সন্ধিঃ॥ ৫॥

নন্বু সন্ধ্যাদিকর্ম্মহীনস্য যোগিনঃ কথং ব্রাহ্মণ্যম্? অত আত এতদ্বৈ

পর্ব্বত আছে, এইরূপে শরীরমধ্যে সপ্তকুলাচলের অবস্থান জানা যায়। আর মাংসমধ্যে কুশদ্বীপ, শিরাতে ক্রৌঞ্চদ্বীপ, অস্থিমধ্যে জম্বুদ্বীপ, মজ্জাতে শাকদ্বীপ, চর্ম্মে শাল্মলদ্বীপ, কেশে প্লক্ষদ্বীপ, নখে পুষ্করদ্বীপ, রোমসমূহে গোমেদদ্বীপ আছে, এইরূপে শরীরমধ্যে সপ্তদ্বীপের অবস্থান জানিবে। আর মূত্রে ক্ষীরোদসাগর, দুগ্ধে ইক্ষুসাগর, শ্লেষ্মাতে সুরাসাগর, মজ্জাতে ঘৃতসাগর, রসেতে রসসাগর, রক্তে দধিসাগর, লম্বিকাস্থানে স্বাদূদকসাগর এবং শুক্রমধ্যে গর্ভোদসাগর বিদ্যমান আছে। আর নাদচক্রে সূর্য্য ও বিন্দুচক্রে চন্দ্র রহিয়াছেন। চক্ষুদ্বয়ে [illegible], হৃদয়ে বুধ, কণ্ঠে বৃহস্পতি, শুক্রে শুক্র, নাভিতে শনি, মুখে রাহু এবং বায়ুস্থানে কেতু অবস্থিতি করিতেছেন, এইরূপে শরীরমধ্যে নবগ্রহের অবস্থান জানিবে। এই-প্রকারে পাদতল হইতে মস্তক পর্য্যন্ত শরীর বিভক্ত হইয়াছে, এই নিমিত্তই স্বর্গলোক ও পরলোকের সন্ধি কথিত হইয়াছে॥ ৫॥

সন্ধ্যাদি কর্ম্মবিহীন যোগীর কিরূপে ব্রাহ্মণ্য হইতে পারে, এই আশ-

বিমুক্ত উপাস্য ইতি। সোঽবিমুক্তং জ্ঞানমাচষ্টে যো বৈ তদেবং বেদ ॥ ৬ ॥

অথ হৈনং ব্রহ্মচারিণ উচুঃ কিং জপ্যেনামৃতত্বং ব্রূহীতি। স হোবাচ জাজ্ঞবল্ক্যঃ শতরুদ্রিয়েণেত্যেতা-

সন্ধি সন্ধ্যামিতি। এতদিতি ক্রিয়াবিশেষণম্ সন্ধিং সন্ধ্যেয়মিত্যেতদুপাসনং কুর্ব্বন্তি। তত্রত্যপরমজ্যোতির্ধ্যানমেব ব্রহ্মবিদাং সন্ধ্যাদিফলদমিত্যর্থঃ। সর্ব্বস্য কর্ম্মফলসুখস্য ব্রহ্মসুখেঽন্তর্ভাবাৎ। তদুক্তং গীতায়াম্—"যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতদকে। তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ॥" ইতি। উপসংহরতি স ইতি সঃ আত্মা অবিমুক্তে বারাণস্যাং স্থিতঃ অবিমুক্তে ভ্রূমধ্যে উপাস্যঃ ধ্যেয় ইত্যাবৃত্ত্যা যোজ্যঃ ইতি উপদেশসমাপ্তৌ উপাসনাজ্ঞানে ফলমাহ সোঽবিমুক্তমিতি। যো বা যশ্চ এতৎ আত্মোপাসনম্ এবম্ অবিমুক্তাধিকরণকং বেদ জানাতি সঃ অবিমুক্ত নিত্যসম্বদ্ধং জ্ঞানম্ আচষ্টে শিষ্যেভ্যঃ উপদেষ্টুং ক্ষমো ভবতি ॥৬॥

অব্যক্তানন্তমাত্মানং জ্ঞাতুং চিন্তয়িতুঞ্চাশক্তাঃ প্রথমাধিকারিণঃ সরলোপায়ং পৃচ্ছন্তিস্মেত্যাহ অথ হৈনং ব্রহ্মচারিণ ইতি। উচুঃ পপ্রচ্ছুঃ কিং

স্কায় বলিতেছেন। ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তি উক্ত সন্ধিকেই সন্ধ্যা বলিয়া উপাসনা করিবে, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত সন্ধিস্থানগত জ্যোতিধ্যানই ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তির সন্ধ্যা, যেহেতু সর্ব্বপ্রাকর কর্ম্মফলসুখই ব্রহ্মবিজ্ঞানসুখের অন্তর্ভূত। গীতাতে লিখিত আছে যে, সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম করিলে যে যে ফললাভ হয়, সর্ব্ববেদাভিজ্ঞ ব্রাহ্মণের সেই সমুদায় ফললাভ হইয়া থাকে। সেই আত্মা অবিমুক্ত বারাণসীতে স্থিত আছেন, অতএব অবিমুক্ত ভ্রূমধ্যে তাহার উপাসনা করিবে। যিনি এইরূপে অবিমুক্ত স্থানে আত্মোপাসনা করেন, তিনিই শিষ্যগণকে প্রকৃত জ্ঞানোপদেশ করিতে পারেন ॥ ৬ ॥

যাহারা প্রথমে ব্রহ্মোপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহাদিগের অনন্ত অব্যক্ত পরমাত্মজ্ঞান ও পরমাত্ম চিন্তা করিতে কোন শক্তি নাই, অতএব প্রথমাধিকারিদিগের ব্রহ্মচিন্তনের সরলোপায় জিজ্ঞাসা করিতেছেন;

ন্যেব হ বা অমৃতস্য নামানি এতৈর্হ বা অমৃতো ভবতীতি এবমেবৈতদযাজ্ঞবল্ক্যঃ ॥ ৭ ॥

জপ্যেন কেন জপনীয়েন অমৃতত্বং মোক্ষং সত্বশুদ্ধিদ্বারা গচ্ছতীতি তৎ জাপ্যং বদেতি শেষঃ। ব্রূহীতি পাঠে স্পষ্টম্ যথাধিকারমুত্তরয়তি শত-রুদ্রিয়েণেতীতি। "ষট্ষষ্টির্নীলসূক্তঞ্চ ষোড়শর্চ্চস্তথৈব চ। এষ তে দ্বে নমস্তে দ্বে নতং বিদ্দ্বয়মেব চ। মীঢ়ুষ্টমচতুষ্কঞ্চ এতদ্ধি শতরুদ্রিয়ম্ ॥" নমস্তে ইত্যাদিঃ ষট্ষষ্টিঃ নীলসূক্তঞ্চ যঃ সোমেত্যষ্টৌ ষোড়শর্চ্চো নমস্তে ইত্যাদিরেবাবৃত্ত্যা ততো দ্বিকত্রয়ং ততশ্চতুষ্কমিতি শতমৃচো রুদ্রজাপ্যং যজুর্ব্বিদাম্ "রুদ্রজাপী দহেৎ পাপম্" ইতি স্মৃতেঃ। জ্ঞানং সত্বশুদ্ধ্যা [illegible] অমৃতা ভবন্তীত্যর্থঃ। দ্রোণপর্ব্বপঠিতং বা স্তোত্রং পরমহংসানান্তু কৈবল্যোপনিষদাম্নাতমেব শতরুদ্রিয়মুচিতম্। তত্র হেতুমাহ এতান্যেব হ বা ইতি। অমৃতস্য ব্রহ্মণঃ এতৈঃ জপৈঃ ইতি বাক্যসমাপ্তৌ। এব-মেবৈতদ্যাজ্ঞবল্ক্যেতি ব্রহ্মচারিণামঙ্গীকারবাক্যম্। যাজ্ঞবল্ক্যঃ ইতি পাঠে যাজ্ঞবল্ক্যো যদাহ এবমেবৈতদিতি শ্রুতের্ব্বচঃ ॥ ৭ ॥

অর্থাৎ ব্রহ্মচারীরা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, কিরূপ জপদ্বারা মোক্ষ-লাভ হয়, তাহা বল। যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া কহিতেছেন, শতরুদ্রিয় জপদ্বারা প্রথমাধিকারীরা ব্রহ্মোপাসনা করিবে। "নমস্তে" ইত্যাদি ষট্ষষ্টি, "যঃ সোমেত্যাদি" অষ্টনীলরুদ্রসূক্ত, ষোড়শ ঋক্, "নমস্তে" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয়, "এষ তে" ইত্যাদি দুই মন্ত্র "বিদ" ইত্যাদি দুই মন্ত্র এবং মীঢ়ুষ্টম ইত্যাদি মন্ত্রচতুষ্টয় এই সমুদায়ই শতরুদ্রিয় নামে অভিহিত হয়। স্মৃতিতে লিখিত আছে যে, যজুর্ব্বেদীরা এই শতরুদ্রিয় মন্ত্র জপ করিলে তাহাদিগের পাপ দগ্ধ হয় এবং আত্মশুদ্ধিদ্বারা জ্ঞানলাভ করিয়া মোক্ষ পাইয়া থাকে, অথবা দ্রোণপর্ব্বপঠিত শতরুদ্রিয় স্তোত্রই পরমহংসাদিগের উচিত, অর্থাৎ যাজ্ঞবল্ক্য ব্রহ্মচারিদিগের এই উপদেশ অঙ্গীকার করিয়াছেন ॥ ৭ ॥

অথ হৈনং জনকো বৈদেহো যাজ্ঞবল্ক্যমুপসমেত্যোবাচ ভগবন্! সন্ন্যাসং ব্রূহীতি স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ ব্রহ্মচর্য্যং পরিসমাপ্য গৃহী ভবেৎ গৃহী ভূত্বা বনী ভবেৎ বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ ॥ ৮ ॥

নন্বু সন্ন্যাসিনামেব অবিমুক্তোপাসনদ্বারা মুক্তিঃ তর্হ্যাশ্রমান্তরপরিগ্রহং ন কোঽপি কুর্য্যাদিত্যাশঙ্ক্য জনকঃ পৃচ্ছতি অথেতি। পিতৃব্যাবৃত্ত্যর্থং বৈদেহ ইতি বিশেষণম্। উপসমেত্য সমীপমাগম্যেতি বিনয়প্রদর্শনার্থং ভগবন্নিতি সম্বোধনম্। সন্ন্যাসং সন্ন্যাসাধিকারং তদ্বিধিঞ্চ। ইতরো বিদিতাভিপ্রায়ঃ ক্রমেণোত্তরয়ন্নাদৌ ক্রমসন্ন্যাসমাহ স হোবাচেতি ব্রহ্মচর্য্যং পরিসমাপ্যেতি অন্যথা অনধীতবেদস্য কর্ম্মণ্যনধিকারাৎ। গৃহীভূত্বেতি অন্যথা সন্তত্যভাবে পিতৃঋণানপাকরণাৎ। বনীভূত্বেতি "তপসা হন্তি কিল্বিষম্" ইতি সকিল্বিষস্যানধিকারাৎ। অতএব স্মৃতিঃ—"ঋণ-

---

যদি সন্ন্যাসিদিগেরই অবিমুক্তোপাসনাদ্বারা মুক্তি কথিত হইল, তাহা-হইলে কেহই অন্যাশ্রম গ্রহণ করিবে না, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—বৈদেহ রাজর্ষি জনক যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ভগবন্! আপনি সন্ন্যাসাধিকার এবং সন্ন্যাসবিধি আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। যাজ্ঞবল্ক্য জনকের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিতেছেন, প্রথমে ব্রহ্মচর্য্য আশ্রয় করিবে, যেহেতু বেদ অধ্যয়ন না করিলে কোন কর্ম্মই হইতে পারে না, অনন্তর ব্রহ্মচর্য্য সমাপন করিয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবে, কারণ গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশপূর্ব্বক সন্তান উৎপাদন না করিলে সেই ব্যক্তি কোনরূপেও পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হইতে পারে না। অতএব গার্হস্থ্য স্বীকারের পর বনবাস আশ্রয় করিবে, অর্থাৎ বনবাসে থাকিয়া তপঃসাধনদ্বারা সর্ব্বপাপ নিবারণ করিবে। যেহেতু পাপীর তত্ত্বজ্ঞানে অধিকার হয় না। অনন্তর প্রব্রজ্যা আশ্রয় করিবে। স্মৃতিতে লিখিত আছে যে, ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য ও তপস্যা এই ত্রিবিধ কর্ম্মদ্বারা যথাক্রমে ঋষি-ঋণ পিতৃ-ঋণ ও দেব-ঋণ এই ঋণত্রয় পরিশোধ করিয়া মোক্ষসাধনে মনো-

যদি বেতরথা ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ গৃহাদ্ বনাদ্বা।
অথ পুনরব্রতী বা ব্রতী বা স্নাতকো বা অস্নাতকো বা

ত্রয়মপাকৃত্য মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ।” ইতি তথা—“অধীতবেদো জপকৃৎ পুত্রবানন্নদোঽগ্নিমান্। শক্ত্যা তু যজ্ঞকৃন্মোক্ষে মনঃ কুর্য্যাত্তু নান্যথা॥” ইতি চ—“ন্যায়াগতধনস্তত্ত্বজ্ঞাননিষ্ঠোঽতিথিপ্রিয়ঃ। শ্রাদ্ধকৃৎ সত্যবাদী চ গৃহস্থোঽপি বিমুচ্যতে” ইতি স্মৃতেরাশ্রমান্তরস্যাপি জ্ঞানসাধনত্বাৎ জ্ঞানিনোঽপি যাজ্ঞবল্ক্যাদেঃ ক্রমসন্ন্যাসো ন বিরুদ্ধ ইতি ভাবঃ॥ ৮॥

নন্থ তৃতীয়খণ্ডে ব্রহ্মচারিভিরাত্মজ্ঞানোপায়ঃ পৃষ্টঃ ব্রহ্মচারিণাঞ্চ বিবাহাদিকর্ম্মব্যগ্রাণাং কথমাত্মজ্ঞানাবসরঃ? ইত্যাশঙ্ক্য বৈরাগ্যপাটবে [illegible]তিক্রমেণাপি সন্ন্যাসসম্ভবাৎ জ্ঞানপ্রশ্নোপপত্তিরিত্যাশয়েনাহ যদি বেতি। যদি বা ইত্যনিয়মে ইতরথা গার্হস্থ্যাদ্যনঙ্গীকৃত্য ব্যুৎক্রম প্রকা-

নিবেশ করিবে। স্মৃতিতে আর লিখিত আছে যে, বেদ অধ্যয়নপূর্ব্বক জপপরায়ণ হইয়া পুত্র উৎপাদনকরত অগ্ন্যাধান করিবে এবং শক্তি অনুসারে যজ্ঞ করিয়া মোক্ষপ্রাপ্তিতে মনঃসন্নিবেশ করিবে। আর ন্যায়মার্গে ধনোপার্জ্জন করিয়া তত্ত্বজ্ঞাননিষ্ঠ হইবে এবং অতিথি সৎকার ও শ্রাদ্ধ করিয়া সত্যবাদী হইয়া থাকিবে। এইরূপ আচরণ করিলে গৃহস্থ ব্যক্তিও মুক্ত হইতে পারে। অতএব জানা যাইতেছে যে, আশ্রমান্তর পরিগ্রহও জ্ঞানসাধন হয়; সুতরাং জ্ঞানবান্ যাজ্ঞবল্ক্যের ক্রমত সন্ন্যাসগ্রহণ বিরুদ্ধ নহে॥ ৮॥

তৃতীয় খণ্ডে ব্রহ্মচারীরা আত্মতত্ত্ব[illegible]য় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন এবং ব্রহ্মচারিদিগের বিবাহ ব্যবহারও দেখা যায়, এইক্ষণ আশঙ্কা হইতেছে যে, যাহারা বিবাহাদিকর্ম্মে ব্যগ্র থাকে, তাহাদিগের কিরূপে আত্মজ্ঞানলাভ হইতে পারে? এই আশঙ্কায় বৈরাগ্যপটু ব্যক্তিদিগেরও ক্রমত সন্ন্যাস সম্ভব হয়, অতএব জ্ঞান প্রশ্নেরউপপত্তি হইতেছে, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন। যদিও গার্হস্থ্যাদি স্বীকার না করিয়া অনিয়মে প্রব্রজ্যা

উৎসন্নাগ্নিরনগ্নিকো বা যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ ॥ ৯ ॥

তদ্ধৈকে প্রাজাপত্যামেবেষ্টিং কুর্ব্বন্তি। তদু তথা ন কুর্য্যাদাগ্নেয়ীমেব কুর্য্যাৎ অগ্নির্হি বৈ প্রাণঃ প্রাণমের

রেণাপি পরমবিরক্তস্য কর্ম্মণি প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেরর্থাৎ সন্ন্যাসসিদ্ধিরিতি ভাবঃ। গৃহাদ্বনাদ্বেতি বা শব্দঃ প্রত্যেকমভিসম্বধ্যতে। বনাৎ তৃতীয়াশ্রমাৎ এতজ্জন্মাবচ্ছিন্নমেব ব্রতাদি ন সন্ন্যাসাঙ্গমিত্যাহ অথ পুনরিতি। অব্রতী অচীর্ণাধ্যয়নাঙ্গব্রতঃ স্নাতকঃ কৃতবিদ্যো ব্রতান্তস্নাতঃ উৎসন্নাগ্নিঃ মৃতদারঃ অনগ্নিকঃ অগৃহীতাগ্নিকঃ। যদহরেবেত্যেবকারোঽবিলম্বার্থঃ হেতুহেতুমতোর্লিঙ্ ইতি লিঙ্ ॥ ৯ ॥

সন্ন্যাসবিধিমাহ তদ্ধৈক ইতি। তদুক্তং যাজ্ঞবল্ক্যেন "বনাদ্ গৃহাদ্বা কৃত্বেষ্টিং সর্ব্ববেদাং সদক্ষিণাম্। প্রাজাপত্যাং তদন্তে তানগ্নীনারোপ্য চাত্মনি ॥" ইতি। মোক্ষে মনঃ কুর্য্যাদিতি দূষয়তি তদু তথা ন কুর্য্যাদিতি। তর্হি কিং কুর্য্যাদত আহ আগ্নেয়ীমেব কুর্য্যাদিতি। প্রজাপতয়ে ইত্যপ-

আশ্রয় করিলে বিরক্ত ব্যক্তিদিগের কর্ম্মেতে প্রবৃত্তির অনুপপত্তিহেতু সন্ন্যাসসিদ্ধি হইতে পারে, অর্থাৎ গৃহস্থাশ্রম ও বনবাস ব্যতিরেকে সন্ন্যাস সম্ভব হইলেও এতজ্জন্মাবচ্ছিন্নব্রতাদি সন্ন্যাসসিদ্ধির অঙ্গ হয় না, তথাপি অব্রতী হউক, বা ব্রতী হউক, স্নাতক, অর্থাৎ কৃতবিদ্য, অথবা ব্রতান্তে কৃতস্নান হউক, কি অস্নাতক হউক, অগ্নিহোত্রাগ্নিক হউক, কি অনগ্নিক হউক, যে সময়ে সংসারবি[illegible] হইবে, সেই সময়েই সন্ন্যাস আশ্রয় করিবে। ৯।

এইক্ষণ সন্ন্যাসবিধি কথিত হইতেছে, কেহ কেহ প্রাজাপত্যনামক যজ্ঞ করিয়া থাকেন। যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন যে, বনেতে কিম্বা গৃহেতে বেদবিহিত সদক্ষিণ প্রাজাপত্য যজ্ঞ করিয়া আত্মাতে অগ্নির আরোপ করিবে। কেবল মোক্ষে মনোনিবেশ করিলেই কার্য্যসিদ্ধি হয় না, অতএব

তথা করোতি। ত্রৈধাতবীয়ামেব কুর্য্যাৎ এতয়ৈব ত্রয়ো ধাতবো যদুত সত্ত্বং রজস্তম ইতি ॥ ১০ ॥

হায় অগ্নয়ে ত্বা জুষ্টং নির্ব্বপামীতি প্রয়োগঃ। আগ্নেয়ীষ্টকরণে হেতুঃ অগ্নির্হ বৈ প্রাণ ইতি। প্রজাপতীষ্টিস্তু মনঃ প্রাণমনসোশ্চ প্রাণ এব বলীয়ান্ সুহৃয়দৃষ্টান্তেন ছান্দোগ্যে তথোপপাদনাৎ। আগ্নেয়েষ্টেঃ সামর্থ্যমাহ প্রাণমেব তথা করোতীতি। যত্র প্রাণস্তত্র মনঃ যত্র মনস্তত্র সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি তত্র বিষয়াঃ ইত্যাগ্নেয্যাং সর্ব্বং সিধ্যতি। ততোঽধিকবীর্য্যমাহ ত্রৈধাতবীয়ামেব কুর্য্যাদিতি। ত্রয়াণাং বেদানাং ধাতবঃ রসগর্ভাখ্য ইব শেরতেঽস্যাং ত্রৈধাতবীয়া ইষ্টিঃ তস্যাং হৈন্দ্রো বৈষ্ণবো দ্বাদশকপালঃ পুরোডাসো হবিঃ তচ্চ তণ্ডুলপিষ্টবেষ্টিতযবপিষ্টরূপং সর্ব্বস্বদানাৎ দৃশ্যঃ সন্ন্যাসাধিকারঃ। তদুক্তং শতপথব্রাহ্মণে "দ্বে সহস্রে ভূয়ো বা দদ্যাৎ স এতয়া যজেত" ইতি। তস্যাঃ সামর্থ্যমাহ এতয়ৈব ত্রয়ো ধাতব ইতি বর্দ্ধন্ত ইতি শেষঃ। কে তে ইত্যপেক্ষায়াং তান্ ধাতূন্ নিষ্কৃষ্য দর্শয়তি যদুত সত্ত্বং রজস্তম ইতি। ত্রিবিধা অপি ত্রৈবিধা রসা অনয়া বর্দ্ধন্তে ইত্যর্থঃ। ত্রিস্থণামিষ্টীনাং যথোত্তরমাধিকবীর্য্যত্বং দ্রষ্টব্যম্। ১০ ॥

আগ্নেয় যাগ করিবে, যেহেতু অগ্নিই প্রাণ, এই নিমিত্ত প্রাজাপত্য পরিত্যাগ করিয়া আগ্নেয় যাগ কর্ত্তব্য। আর প্রাণ ও মন ইহাদিগের মধ্যে প্রাণই বলবান্, ইহা ছান্দোগ্যোপনিষৎশ্রুতিতে দৃষ্টান্তোপন্যাসদ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে। বিশেষত আগ্নেয় যাগেরই সামর্থ্যাতিশয় জানা যায়, যেহেতু যেখানে প্রাণ সেই স্থানেই মন, যেখানে মন সেই স্থানেই সর্ব্বেন্দ্রিয় এবং যে স্থানে ইন্দ্রিয় সেই স্থানেই বিষয়; [illegible]ব আগ্নেয় যাগেই সকল সিদ্ধ হইতেছে। এই সকল যাগ হইতেও ত্রৈধাতবীয় যাগ সমধিক বলবান্। ইহাতে বেদত্রয়ের ধাতু, অর্থাৎ রস আছে এবং ইহাতে ঐন্দ্রযাগ ও বৈষ্ণব যাগ প্রতিষ্ঠিত আছে। এই যজ্ঞে দ্বাদশকপাল পুরোডাসই (হবিঃ)-স্বরূপ, এই হবিঃ তণ্ডুলপিষ্টবেষ্টিত যবপিষ্টরূপ। সর্ব্বস্বদানে এই যজ্ঞসিদ্ধি হয়, এই যজ্ঞেই সন্ন্যাসাধিকার আছে। "দ্বে সহস্রে ভূয়ো বা দদ্যাৎ স এতয়া

অয়ং তে যোনি ঋত্বিজো যতো জাতঃ প্রাণাদরো-চথাঃ। তং প্রাণং জানন্নগ্নে! আরোহ অথা নো বর্দ্ধয় রয়িম্ ইত্যনেন মন্ত্রেণাগ্নিমাজিঘ্রেৎ। এষ হ বা অগ্নে-র্যোনির্যঃ প্রাণঃ প্রাণং গচ্ছ স্বাহেত্যেবমেবৈতদাহ। গ্রামা-দগ্নিমাহৃত্য পূর্ব্ববদগ্নিমাঘ্রাপয়েৎ ॥ ১১ ॥

আঘ্রাণেনাগ্নেরাত্মনি সমারোপলক্ষণমন্ত্রমাহ অয়ং তে যোনিরিতি। অয়ং প্রাণঃ তে তব অগ্নেঃ যোনিঃ উৎপত্তিস্থানম্ বায়োরগ্নিঃ ইতি শ্রুতে-রনুভবাচ্চ। ঋত্বিজঃ ঋতুর্গর্ভাধানসময়ঃ প্রাপ্তোঽস্য ইতি বসন্তঃ সময়ঃ তদস্য প্রাপ্তম্ ইত্যধিকৃত্য ঋতোরণচ্ছন্দসি ঘস্। অগ্নেঃ প্রাণযোনিত্বে প্রমাণমাহ যত ইতি। জাতঃ সন্ যতঃ প্রাণাৎ অরোচথাঃ রুচিদীপ্তে দীপ্তিমাপদ্যসে পিতুঃ সংযোগেনেব পুত্রঃ তেন তে প্রাণযোনিত্বমিতি গম্যতে। তং প্রাণঃ স্বযোনিং জানন্ অগ্নে! আরোহং মৎপ্রাণারূঢ়ো ভব মৎপ্রাণমাবিশেত্যর্থঃ। অথ প্রাণমাবিষ্টঃ সন্ নঃ অস্মাকং কুলে রয়িং ধনম্ ঐশ্বর্য্যং বর্দ্ধয় পোষয়েতি। পুত্রাদিশ্রেয়সে প্রার্থনামন্ত্রং ব্যাচষ্টে এষ হ বা ইতি। তৃতীয়ং পাদং ব্যাচষ্টে প্রাণং গচ্ছেতি। এতন্মন্ত্ররূপ-

যজেত" ইত্যাদি শতপথ ব্রাহ্মণীয় শ্রুতিতে উক্ত যাগ বিবৃত হইয়াছে। উক্ত যাগে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ধাতুত্রয় বৃদ্ধি পায়, এই নিমিত্তই উক্ত যাগের ত্রৈধাতব-নাম হইয়াছে। ১০ ॥

"বায়োরগ্নিঃ" ইত্যাদি শ্রুতি এবং অনুভববশত জানা যাইতেছে যে, হে অগ্নে! বায়ুই তোমার যোনি, অর্থাৎ উৎপত্তি স্থান। কারণ তুমিই ঋত্বিজ, অর্থাৎ গর্ভাধান সময় প্রাপ্ত হইয়া থাক। অগ্নির প্রাণ যোনিত্ব-বিষয়ে প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন, যেমন পিতার সংযোগে পুত্র প্রকাশ পায়, সেইরূপ প্রাণ হইতে অগ্নি প্রকাশ পাইয়া থাকে। অতএব তুমিই প্রাণের কারণ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। হে অগ্নে! তুমি প্রাণকে জানিয়া আমার প্রাণারূঢ় হও। অনন্তর প্রাণাবিষ্ট হইয়া আমাদিগের কুলে ধন বৃদ্ধিকরত পোষণ কর, এই মন্ত্রে অগ্নির আঘ্রাণ করিবে। অন-

যদ্যগ্নিং ন বিন্দেদপ্সু জুহুয়াৎ আপো বৈ সর্ব্বা দেবতাঃ সর্ব্বাভ্যো দেবতাভ্যো জুহোমি স্বাহেতি হুত্বা উদ্ধৃত্য প্রাশ্নীয়াৎ সাজ্যং হবিরনাময়ং মোক্ষমন্ত্রঃ ত্রয্যেবং

মগ্নিং প্রতি গচ্ছ স্বাহেত্যেবমেব আহ প্রতিপাদয়তি। যদ্যনগ্নিকঃ স্যাৎ তদা ইষ্ট্যনধিকারাৎ কিং কার্য্যম্? অত আহ গ্রামাদিতি। পূর্ব্ববৎ অয়ং তে ইতি মন্ত্রেণ অত্রাপি সন্ন্যাসোপনিষদ্ব্যুক্তো হোমবিধির্দ্রষ্টব্যঃ প্রাণাপানেত্যাদিনাপি হোমশ্চ ॥ ১১ ॥

ননু মহাবনাদৌ যদি সন্ন্যাসেচ্ছা স্যাৎ তদা তদহরেবেতি নিয়মবিধানাৎ তৎকালশ্চ অগ্ন্যলাভাৎ কিং কার্য্যম্? অত আহ যদ্যগ্নিং ন বিন্দেতি। আপো বা ইতি "আপো বা ইদমগ্র আসন্" ইতি শ্রুতেরপাং সর্ব্বদেবতাকারণত্বাৎ কার্য্যস্য চ কারণানতিরেকাদাপ এব সর্ব্বা দেবতাঃ। তত্র মন্ত্রঃ সর্ব্বাভ্য ইতি। হবিঃশেষস্য প্রতিপত্তিমাহ হুত্বেতি উদ্ধৃত্য পত্রাদ্গৃহীত্বা প্রাশ্নীয়াৎ ভুঞ্জীত সাজ্যম্ আজ্যসহিতং হবিঃ চরুম্। সন্ন্যাসস্য ফলমাহ অনাময়ং মোক্ষমন্ত্র ইতি। সন্ন্যাসো নিস্প্রত্যূহমোক্ষোপায়

ন্তর পুত্রাদির শ্রেয়ঃ-সাধন মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিতেছেন, এই অগ্নির যোনিস্বরূপ প্রাণ গমনকর, অর্থাৎ "অয়ং তে যোনি ঋত্বিজ" ইত্যাদি মন্ত্রে গ্রাম হইতে অগ্নি আহরণ করিয়া আঘ্রাণ করিবে। সন্ন্যাসোপনিষদে এইরূপ হোমবিধি দৃষ্ট আছে ॥ ১১ ॥

যদি কাহারও মহাবনাদিতে সন্ন্যাসেচ্ছা হয়, তাহাহইলে "সেই দিনেই অগ্ন্যাধ্যান করিবে" এইরূপ নিয়মহেতু সেই কালেই অগ্ন্যাধ্যান কর্ত্তব্য, কিন্তু তৎকালে অগ্নির অলাভে কি কর্ত্তব্য? এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন।—যদি অগ্নি লাভের সম্ভব না থাকে, তাহাহইলে জলেতে আহুতি প্রদান করিবে। "আপোহবা ইদমগ্র আসন" ইত্যাদি শ্রুতিতে জলই সর্ব্ব দেবতার কারণ বলিয়া উক্ত আছে এবং কার্য্যও কারণের অতিরিক্ত নহে; সুতরাং জলই সর্ব্বদেবস্বরূপ, অতএব অগ্নির অলাভে জলেতে আহুতিপ্রদান কর্ত্তব্য। জলেতে আহুতিপ্রদানের মন্ত্র এই,—

বদেৎ এতদ্ব্রহ্মৈতদুপাসিতব্যম্ এবমেবৈতদ্ভগবন্নিতি বৈ যাজ্ঞবল্ক্যঃ ॥ ১২ ॥

অথ হৈনমত্রিঃ পপ্রচ্ছ যাজ্ঞবল্ক্যম্ পৃচ্ছামি ত্বা য়াজ্ঞবল্ক্য! অযজ্ঞোপবীতি কথং ব্রাহ্মণ ইতি। স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ ইদমেবাস্য তদযজ্ঞোপবীতং য আত্মা প্রাশ্যাচম্যায়ং বিধিঃ পরিব্রাজকানাম্ ॥ ১৩ ॥

ইত্যর্থঃ। তত্র প্রমাণমাহ ত্রয়োবং বদেদিতি। বেদত্রয়ী এব সন্ন্যাসিনামনাময়ং মোক্ষমন্ত্র ইত্যেবং বদেৎ বদতীত্যর্থঃ বেদেতি ক্বচিৎ পাঠঃ। এতদ্ব্রহ্মেতি এতম্ সন্ন্যাসলক্ষণবস্তু ব্রহ্ম জ্ঞাতব্যং ব্রহ্মপ্রাপ্তিহেতুত্বাৎ অতএব সন্ন্যাসানন্তরং ব্রহ্মেতি সন্ন্যাসিনং ব্যবহরন্তি। এতদুপাসিতব্যমিতি মোক্ষার্থিভিঃ এতৎ সন্ন্যাসরূপগ্ উপাস্যম্ অঙ্গীকৃত্য ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ ইতি শ্রুতেঃ এবমেবৈতদিত্যাদি পূর্ব্ববৎ ॥ ১২ ॥

উপবীতত্যাগে ব্রাহ্মণসন্দেহং প্রশ্নপূর্ব্বকং নিরাকরোতি অথ হৈনমত্রিরিতি। উক্তং যজ্ঞোপবীতং কিমিত্যত আহ য আত্মেতি আত্মধ্যানে সর্ব্বং কর্ম্মফলমন্তর্ভূতমিত্যর্থঃ। তদুক্তং যাজ্ঞবল্ক্যেন—"ধ্যানমেব হি

"আমি সকল দেবতাকে হোম করিতেছি" এই বলিয়া স্বাহান্তমন্ত্রে হোম করিয়া পাত্র হইতে সাজ্য চরুগ্রহণপূর্ব্বক ভোজন করিবে। এই মোক্ষমন্ত্র অনাময়, অর্থাৎ এই মন্ত্রে উক্ত প্রকারে হোম করিলে নির্ব্বিঘ্নে মোক্ষলাভ হইতে পারে, ইহাই বেদে কথিত আছে। অতএব এই সন্ন্যাসলক্ষণ বস্তুভূত ব্রহ্মকে জানিবে, যেহেতু ব্রহ্মপরিজ্ঞানই মুক্তির হেতু; সুতরাং মোক্ষার্থীদিগের ব্রহ্মোপাসনা কর্ত্তব্য, যাজ্ঞবল্ক্য এইরূপ অঙ্গীকার করিয়া ব্রহ্মোপদেশ করিয়াছেন ॥ ১২ ॥

ব্রাহ্মণের উপবীত ত্যাগে প্রশ্নপূর্ব্বক সন্দেহ নিরাস করিতেছেন।—অত্রিনামা ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিয়া বলিতেছেন, ভগবন্! আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, ব্রাহ্মণের যজ্ঞোপবীত কি? যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, যিনি আত্মা, তিনিই ব্রাহ্মণের যজ্ঞোপবীত, সকল কর্ম্মফলই

বীরাধ্বানে বা অনাশকে বা অপাং প্রবেশে বা অগ্নি-প্রবেশে বা মহাপ্রস্থানে বা ॥ ১৪ ॥

জন্তুনাং কারণং বন্ধমোক্ষণে" ইতি। শঙ্কাং নিবর্ত্ত্য প্রাশ্নীয়াদিতি পূর্ব্বোক্ত মনুসরতি প্রাশ্যাচম্যেতি। প্রাশনমনূদ্যাচমনে বিধিঃ আচম্য অগ্নিমাঘ্রাপয়েদিতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ। অগ্ন্যভাবে জলমেবোপসংহরতি অয়ং বিধিঃ পরিব্রাজকানামিতি এবং পরিব্রজ্যা কর্ত্তব্যেত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

ইমং বিধিং পঞ্চস্বতিদিশতি বীরাধ্বানে বেত্যাদিনা। বাশব্দপঞ্চকং সমুচ্চয়ে। এতেষ্বপি পঞ্চসু যথাধিকারম্ অয়ম্ ইষ্ট্যাদিবিধিঃ। তে চোক্তা আদিত্যপুরাণে—"সমাযুক্তো ভবেদ্‌যস্তু পাতকৈর্ম্মহদাদিভিঃ। দুশ্চিকিৎস্যৈর্ম্মহারোগৈঃ পীড়িতো বা ভবেত্তু যঃ ॥ স্বয়ং দেহবিনাশস্য কালে প্রাপ্তে মহামতিঃ। অব্রাহ্মণো বা স্বর্গাদিমহাফলজিগীষয়া ॥ প্রবিশেজ্জ্বলনং দীপ্তং করোত্যনশনং তথা। অগাধতোয়রাশিং বা ভৃগোঃ পতনমেব বা ॥ গচ্ছেন্মহাপথং বাপি তুষারগিরিমাদরাৎ। প্রয়াগবটশাখাগ্রাৎ দেহত্যাগং করোতু বা ॥ উত্তমান্ প্রাপ্নুয়াল্লোকান্ নাত্মঘাতী

এই আত্মধ্যানের অন্তর্ভূত। যাজ্ঞবল্ক্য কহিয়াছেন, আত্মধ্যানই জন্তুগণের বন্ধমোক্ষের কারণ, অতএব শঙ্কা নিবৃত্তি করিয়া শেষপ্রাশনপূর্ব্বক আচমন করিবে এবং আচমনান্তে পূর্ব্ববৎ অগ্নির আঘ্রাণ করিতে হইবে। অগ্নির অভাবে জলেই এই কার্য্য করিবে, ইহাই পরিব্রাজকদিগের বিধি এবং অবশ্য সন্ন্যাস কর্ত্তব্য ॥ ১৩ ॥

বীরাধ্বানাদি পঞ্চ উক্ত বিধির অতিদেশ করিতেছেন, অর্থাৎ বীরাধ্বানে, অনাশকে, জলমধ্যে, অগ্নিপ্রবেশে ও মহপ্রস্থানেই এই যজ্ঞাদিবিধি নিরূপিত আছে। আদিত্যপুরাণে যে উক্ত বীরাধ্বানাদি পঞ্চ উক্ত আছে, তাহা এই—যে ব্যক্তি মহাপাতকসমাযুক্ত হইয়া দুশ্চিকিৎস্য মহারোগে প্রপীড়িত হয়, দেহ বিনাশের কাল উপস্থিত হইলে সেই ব্যক্তি অব্রাহ্মণ হইলেও স্বর্গাদি মহাফল কামনায় প্রদীপ্ত অগ্নিতে প্রবেশ করিবে অথবা অনশন করিবে, কিম্বা উচ্চ স্থান হইতে পতিত হইয়া

তবেৎ ক্বচিৎ। মহাপাপক্ষয়াৎ সদ্যো দিব্যান্ ভোগান্ সমশ্নুতে। এতেষা-মধিকারস্তু তপসাং সর্ব্বজন্তুষু। নরাণামথ নারীণাং সর্ব্ববর্ণেষু সর্ব্বদা।" ইতি। বীরাধ্বানে অগ্নিপুরাণে ফলমুক্তম্—"যস্তু শাস্ত্রমনুস্মৃত্য বীর্য্যবান্ বাহিনীমুখে। সন্মুখে বর্ত্ততে শূরঃ স স্বর্গান্ন নিবর্ত্ততে। বীরশয্যা চ বীরাধ্বা বীরস্থানস্থিতিঃ স্থিরা।" ইতি। অধ্বানশব্দোঽধ্বপর্য্যায়ঃ। অনা-শকে ফলমুক্তং ভবিষ্যোত্তরে—"সমাঃ সহস্রাণি তু সপ্ত বৈ জলে দশৈক-মগ্নৌ পতনে চ ষোড়শ। মহাহবে ষষ্টিরশীতি গোগ্রহে অনাশকে ভারত! চাক্ষয়া গতিঃ।" ইতি। অনেনাপাং প্রবেশে অগ্নিপ্রবেশে বা ফলমুক্তম্। মহাপ্রস্থানে ব্রহ্মপুরাণোক্তং ফলমাহ—"মহাপ্রস্থানযাত্রা তু কর্ত্তব্যা নিহি-তোপরি। আশ্রিত্য সত্যং ধৈর্য্যঞ্চ সদ্যঃ স্বর্গপ্রদা চ সা॥" ইতি॥ ১৪॥

প্রাণত্যাগ করিবে, মহাপথে গমন করিবে, হিমালয় গিরির শিখা [illegible] করিবে, অথবা প্রয়াগে বটশাখার অগ্র হইতে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিবে। এইরূপ করিলে সর্ব্বপাপ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া উত্তমলোক লাভ করিতে পারে, কিন্তু কদাচ আত্মঘাতী হইবে না। পূর্ব্বোক্ত কার্য্য-সমূহদ্বারা মহাপাতকের ক্ষয় হইলে তৎক্ষণাৎ দিব্য ভোগলাভ হয়। উক্ত রূপ তপস্যাতে নর-নারীপ্রভৃতি সর্ব্ব জন্তুরই অধিকার আছে। বীরাধ্বানে অগ্নিপুরাণে ফল উক্ত আছে যে, বীর্য্যবান্ ব্যক্তি শাস্ত্রানুসারে সেনাগণের সম্মুখে বর্ত্তমান থাকিয়া প্রাণত্যাগ করে, সেই শূর স্বর্গ হইতে নিবৃত্ত হয় না, ইহাকেই বীরাধ্বান, বীরশয্যা, বীরস্থান বা বীরস্থিতি বলে। অনাশক-বিষয়ে ভবিষ্যোত্তরে যে ফল উক্ত আছে, তাহা এই—অনশনে প্রাণ-ত্যাগই অনাশক-নামে খ্যাত। জলপ্রবেশে সপ্তসহস্র বর্ষ, অগ্নিপ্রবেশে একাদশসহস্র বর্ষ, উচ্চস্থান হইতে পতনে ষোড়শসহস্র বর্ষ, মহাযজ্ঞে ষষ্টিসহস্র বর্ষ, গোগ্রহে মরণে [illegible]তিবর্ষ এবং অনশনে প্রাণত্যাগে অনন্ত কাল সদ্গতি লাভ হয়। ইহাতে জলপ্রবেশে এবং অগ্নিপ্রবেশের ফল উক্ত হইল। ব্রহ্মপুরাণে যে মহাপ্রস্থানের ফল উক্ত আছে, তাহা এই—মহাপ্রস্থানযাত্রা অবশ্য কর্ত্তব্য, যেহেতু উক্ত প্রস্থানে মৃত্যু ও ধৈর্য্য আশ্রয় করিলে সদ্যঃ স্বর্গফল প্রদান করে॥ ১৪॥

অথ পরিব্রাড্‌বিবর্ণবাসা মুণ্ডোঽপরিগ্রহঃ শুচিরদ্রোহী ভৈক্ষণো ব্রহ্মভূয়ায় ভবতীতি। যদ্যাতুরঃ স্যান্মনসা বাচা সন্ন্যসেৎ॥ ১৫॥

এষ পন্থা ব্রহ্মণা হানুচিতঃ তেনৈবৈতি সন্ন্যাসো ব্রহ্ম বিদিত্যেবমেবৈষ ভগবন্ যাজ্ঞবল্ক্য॥ ১৬॥

আনুষঙ্গিকমুক্ত্বা প্রকৃতপরিব্রাজমাহ অথ পরিব্রাড়িতি। বিবর্ণং গৈরিকাদিনা ত্যক্তস্বাভাবিকবর্ণং বাসো যস্য স বিবর্ণবাসাঃ মুণ্ডঃ মুণ্ডিত-শিরাঃ। অত্রামতোঽপি ক্বচিৎ পাঠঃ অপরিগ্রহ ইতি স্ত্রিয়া সন্ন্যাসিনা সহ ন গন্তব্যমিত্যর্থঃ। শুচিঃ বাহ্যাভ্যন্তরশৌচবান্ ভৈক্ষণঃ নিত্যমাগম-প্রনমিতি কামনশব্দবৎ যুঙ্ভাবঃ সার্থিকোঽণ্। ব্রহ্মভূয়ায় ব্রহ্মভাবায় ভবতি সম্পদ্যতে। নানেনানশনাদিনা পূর্ব্ববদ্দেহস্ত্যাজ্যঃ। আতুরসন্ন্যাস-বিধিমাহ যদীতি। বাঙমনসয়োরেব সামর্থ্যাদৈহিকসামর্থ্যাভাবাৎ॥ ১৫॥

সন্ন্যাসমার্গস্য কল্পিতত্বশঙ্কাং নিরাকরোতি এষ পন্থা ইতি। ব্রহ্মণা বিরিঞ্চিনা হ প্রসিদ্ধৌ অনুচিতঃ বোধিতঃ তেন মার্গেণ এতি প্রাপ্নোতি

ইতিপূর্ব্বে আনুষঙ্গিক পরিব্রজ্যা নিরূপণ করিয়া এইক্ষণ প্রকৃত পরিব্রাজকতা নিরূপণ করিতেছেন।—যাহারা পরিব্রজ্যা, অর্থাৎ সন্ন্যাস আশ্রয় করিবে, তাহারা গৈরিকাদিদ্বারা কষায়িতবস্ত্র পরিধান করিয়া মস্তকমুণ্ডনপূর্ব্বক অপরিগ্রহ হইবে, অর্থাৎ স্ত্রীপুত্রাদির সংসর্গ পরিত্যাগ করিবে, অনন্তর বাহ্য ও অন্তঃশুদ্ধি সাধনপুরঃসর দ্রোহ পরিত্যাগ করিবে এবং নিয়ত লোকসমাগমশূন্য হইয়া ব্রহ্মোপাসনা করিলে সেই ব্যক্তি ব্রহ্ম ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এইরূপ উপাসনাতে অনশনাদিদ্বারা দেহ-ত্যাগ করিতে হয় না। আতুর ব্যক্তি কেবল বাক্যেও মনে সন্ন্যাস আশ্রয় করিবে। তাহাদিগের অন্য সামর্থ্যাভাবহেতু কেবল বাক্য ও মনদ্বারা উপাসনা করিলেই কার্য্যসিদ্ধি হইয়া থাকে॥ ১৫॥

সন্ন্যাসপন্থা কল্পিত কি না? এই আশঙ্কা নিবারণ করিতেছেন।—এই সন্ন্যাসপন্থা ব্রহ্মাকর্ত্তৃক বোধিত হইয়াছে, আর এই সন্ন্যাস আশ্রয়

তত্র পরমহংসা নাম সংবর্ত্তকারুণিশ্বেতকেতু-দুর্ব্বাসা-ঋভু-নিদাঘ জড়-ভরত-দত্তাত্রেয়-রৈবতক-প্রভৃতয়োঽব্যক্ত-লিঙ্গা অব্যক্তাচারা অনুন্মত্তা উন্মত্তবদাচরন্তঃ ॥ ১৭ ॥

ত্রিদণ্ডং কমণ্ডলুং শিক্যং জলপবিত্রং পাত্রং শিখাং

সন্ন্যাসী ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দাখ্যং কথং ভূতঃ ? বিৎ তত্ত্ববেত্তা ইতি উপদেশ-সমাপ্তৌ এবমেব এষঃ অর্থঃ। যাজ্ঞবল্কেতি অত্রেরঙ্গীকারবাক্যম্। সবিসর্গপাঠে এবমেবৈষোঽর্থ ইতি যাজ্ঞবল্কোক্তমিতি শ্রুতের্ব্বচঃ ॥ ১৬ ॥

পরমহংসসসন্ন্যাস এব নাস্তীতি বিপ্রতিপন্নং প্রতি সৎসম্প্রদায়ং দর্শ-য়তি অত্রেতি। সংবর্ত্তকাদয়োঽষ্টৌ পুরাণপ্রসিদ্ধাঃ। অরুণস্যাপত্যং শ্বেতকেতুঃ। প্রভৃতিগ্রহণাৎ ইতরে পক্ষবৃষভদেবাদয়ঃ। অব্যক্তানি লিঙ্গানি উপবীতাদিনি যেষাং তে অব্যক্তলিঙ্গাঃ অব্যক্তঃ আশ্রমাবিরুদ্ধঃ আচারো যেষাং তে অব্যক্তাচারাঃ। তদেবাহ উন্মত্তবদিতি যথা দত্তা ত্রেয়স্য মদিরাস্ত্রীনিষেবণাদি ॥ ১৭ ॥

ত্রিদণ্ডী যদা পরমহংসপদবীমধিতিষ্ঠতি তদা দণ্ডাদীনাং কা প্রতি-

করিয়াই সন্ন্যাসীরা সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মকে লাভ করিয়া থাকেন এবং সর্ব্ব-বেত্তা হইতে পারেন। অতএব জানা যায় যে, এই সন্ন্যাসপন্থা পরিকল্পিত নহেন। অত্রিমুনি যাজ্ঞবল্ক্যের এইরূপ উপদেশ শ্রবণ করিয়া ভগবন্ যাজ্ঞবল্ক্য! এইরূপ সম্বোধনদ্বারা উক্ত উপদেশ স্বীকার করিলেন। ১৬॥

পুনর্ব্বার সন্ন্যাসের কল্পিতত্বশঙ্কা নিবারণার্থ পরমহংস সম্প্রদায় প্রদর্শন করিতেছেন।—সম্বর্ত্তক, অরুণতনয় শ্বেতকেতু, দুর্ব্বাসা, ঋভু, নিদাঘ, জড়ভরত, দত্তাত্রেয় এবং রৈবতক, এই অষ্ট পরমহংস পুরাণপ্রসিদ্ধ। তদ্ভিন্ন পরমহংস সম্প্রদায় ছিল। ইহারা অব্যক্তলিঙ্গ, অর্থাৎ ইহাদিগের মধ্যে কতিপয় আশ্রমবিহিত যজ্ঞোপবীতাদি ধারণ করিতেন এবং অনু-ন্মত্ত ছিলেন। আর কতিপয় উন্মত্তের ন্যায় ছিলেন, দত্তাত্রেয় সুরা ও স্ত্রী সেবন করিতেন ॥ ১৭ ॥

পরমহংসগণ ত্রিদণ্ড, কমণ্ডলু, শিক্য, অর্থাৎ দ্রব্য রক্ষার্থ রজ্জুনির্ম্মিত

যজ্ঞোপবীতঞ্চ ইত্যেতৎ সর্ব্বং ভূস্বাহেত্যপ্সু পরিত্যজ্যাত্মানমন্বিচ্ছেৎ ॥ ১৮ ॥

যথা জাতরূপধরো নির্গ্রন্থো নিষ্পরিগ্রহঃ তত্তদ্ব্রহ্মমার্গে সম্যক্ সম্পন্নঃ শুদ্ধমানসঃ প্রাণসন্ধারণার্থং যথোক্তকালে বিমুক্তো ভৈক্ষমাচরন্ উদরপাত্রেণ লাভালাভয়োঃ সমোভূত্বা শূন্যাগার-দেবগৃহ তৃণ-কূট-বল্মীকবৃক্ষমূল কুলালশালাগ্নিহোত্রগৃহ-নদীপুলিনগিরিকুহরকন্দরকোটরনির্জ্জরস্থণ্ডিলেষু তেষ্বনিকেতবাস্যপ্রযত্নো নির্ম্মমঃ শুক্লধ্যানপরায়ণোঽধ্যাত্মনিষ্ঠোঽশুভকর্ম্মনির্মূলনপরঃ সন্ন্যাসেন

পত্তিঃ? অত আহ ত্রিদণ্ডমিতি। ত্রয়াণাং দণ্ডানাং সমাহারঃ পাত্রাদি জলপবিত্রং জলশোধিতং বস্ত্রম্। চকারাৎ কুণ্ডিকাচমসত্রিবিষ্টাধ্বকোপানৎকন্থাকৌপীনস্নানবস্ত্রাদ্যুত্তরাসঙ্গানাং গ্রহণম্ ॥ ১৮ ॥

যথাজাতরূপধরঃ যথাজাতো নির্ব্বস্ত্রঃ তথারূপস্য ধরো ধর্ত্তা সম্পন্নঃ কুশলঃ যথোক্তকালে "নিবৃত্তে ধূমসঞ্চারে মন্দীভূতে দিবাকরে" ইত্যাদি স্মৃত্যুক্তে কালে বিমুক্তঃ অপ্রতিবন্ধঃ অথবা জীবন্মুক্তঃ। তস্য স্থানান্যাহ

আধার (শিকা) জলবিশুদ্ধ পাত্র, অর্থাৎ কুণ্ডিকাচমশাদি এবং কন্থা, কৌপীন, উত্তরীয় বস্ত্রপ্রভৃতি শিখা ও যজ্ঞোপবীত এই সমুদায় "ভূঃ স্বাহা" এই মন্ত্রে জলেতে নিক্ষেপ করিয়া আত্মানুসন্ধান করিবে ॥ ১৮ ॥

যিনি জন্মকালীন রূপধারী, অর্থাৎ নির্ব্বস্ত্র, গ্রন্থালোচনাবিহীন হইয়া পরিগ্রহপরিত্যাগপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মমার্গে সম্যক্ সম্পন্ন ও শুদ্ধচিত হইয়া প্রাণধারণার্থ যথাবিহিতকালে উদরপূরণোপযোগী ভিক্ষাচরণকরতঃ লাভালাভে সমজ্ঞানী হইয়া শূন্যাগার, দেবগৃহ, পর্ণশালা, বল্মীক, বৃক্ষমূল, কুলালশালা, অগ্নিহোত্রগৃহ, নদীপুলিন, গিরিকুঞ্জর, কন্দর, কোটর, নির্ঝর ও স্থণ্ডিল, এই সকল স্থানে বাস করিয়া যত্নশীল, নির্ম্মল, ব্রহ্মধ্যানতৎপর ও অধ্যাত্মনিষ্ঠ হইয়া শুভাশুভকর্ম্ম সমূলে পরিত্যাগপূর্ব্বক

দেহত্যাগং করোতি স পরমহংসো নাম পরমহংসো নামেতি ॥ ১৯ ॥

ইতি শুক্ল-যজুর্ব্বেদীয় জাবালোপনিষৎ সমাপ্তা ॥

শূন্যেতি শুক্লং ব্রহ্ম তচ্চিন্তনপরঃ। অশুভেতি শুভস্যাপ্যুপলক্ষণম্ সন্ন্যাসেন দেহত্যাগং করোতি ন বীরাধ্বানাদিনা। স পরমহংসো নাম প্রসিদ্ধঃ সেতি শব্দাৎ দ্বিরুক্তিঃ সমাপ্ত্যর্থা ॥ ১৯ ॥

নারায়ণেন রচিতা শ্রুতিমাত্রোপজীবিনা।
অস্পষ্টপদবাক্যানাং জাবালস্য প্রদীপিকা ॥

ইতি শুক্ল-যজুর্ব্বেদে জাবালোপনিষদো-দীপিকা সম্পূর্ণা ॥

সন্ন্যাসদ্বারা দেহত্যাগ করেন, তিনিই পরমহংসশব্দের প্রতিপাদ্য। উপনিষদাদিতে অধ্যায় সমাপ্তিকালে অন্তবাক্য বারদ্বয় উচ্চারণ করিতে হয়, এই নিমিত্ত "পরমহংসোনাম" এই বাক্য বারদ্বয় লিখিত হইয়াছে ॥ ১৯ ॥

ইতি শুক্ল-যজুর্ব্বেদীয় জাবালোপনিষৎ সমাপ্ত ॥

ওঁ

নমঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহায়।

শুক্ল-যজুর্ব্বেদীয়-

পরমহংসোপনিষৎ।

(শ্রুতি, দীপিকা ও বঙ্গানুবাদ-সমেত।)

নিরপেক্ষ-ধর্ম্মসঞ্চারিণী-সভা হইতে

শ্রীলশ্রীপূজ্যপাদ ভগবান্ সান্দ্রানন্দ আচার্য্য মহাপ্রভুর প্রসাদে
চতুর্ব্বেদান্তর্গত "অষ্টোত্তরশতোপনিষৎ" "বেদান্তসার"
"পঞ্চদশী" এবং ষড়্দর্শনাদিশাস্ত্র-প্রকাশক

শ্রীমহেশচন্দ্র পাল-কর্ত্তৃক

সঙ্কলিত ও প্রকাশিত।

(সভার কার্য্যালয়; ১৪১ নং, বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট্; কলিকাতা।)

কলিকাতা।

বাগবাজার, ৮৪ নং, রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট্; নব-সারস্বত যন্ত্রে
শ্রীনবকুমার বসু-দ্বারা মুদ্রিত।

শকাব্দাঃ ১৮১০, আষাঢ়।

॥ ওঁ ॥ তৎসৎ ॥ ওঁ

শুক্ল-যজুর্ব্বেদীয়-

পরমহংসোপনিষৎ

॥ ওঁ ॥ পরমাত্মনে নমঃ ॥ ওঁ ॥

অথ যোগিনাং পরমহংসানাং কোঽয়ং মার্গঃ? তেষাং কা স্থিতিঃ? ইতি নারদো ভগবন্তমুপগম্যোবাচ। তং ভগবানাহ ॥ ১ ॥

ওঁ বুদ্ধাত্মা পরমো হংসস্তস্থোপনিষদুচ্যতে।
ত্রিখণ্ডাথর্ব্বশিখরে চত্বারিংশত্তমী মতা ॥

সন্ন্যাসোপনিষদি পরমহংসসন্ন্যাস উক্তঃ হংসোপনিষদি চ যোগ উক্তঃ তত্র প্রাপ্তযোগস্থ জ্ঞানিনঃ কীদৃশী লোকে স্থিতিঃ? ইতি সন্দিহ্যতে। যদুক্তম্—'স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা? সমাধিস্থস্থ কেশব!। স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত? কিমাসীত? ব্রজেত কিম্? ॥" ইতি। তথাচ পামরত্ব-

---

সন্ন্যাসোপনিষদে পরমহংসলক্ষণ ও সন্ন্যাসলক্ষণ এবং হংসোপনিষদে যোগলক্ষণ উক্ত হইয়াছে, এইক্ষণ প্রাপ্তযোগ জ্ঞানী ব্যক্তি ইহলোকে কিরূপে অবস্থিতি করিবে? এই সন্দেহ হইতেছে, ভগবদ্গীতায় অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, যাহার প্রজ্ঞা স্থির হইয়াছে, তাহার ভাষা কিরূপ? হে কেশব! যিনি সমাধিস্থ তাঁহারই বা কিরূপ ভাষা? যিনি স্থিরবুদ্ধি, তিনি কিরূপ ভাষা প্রয়োগ করেন? কিরূপে

শঙ্কয়া অবজ্ঞা স্যাং ততো মহান্ প্রত্যবায় ইত্যেতৎ স্বরূপজ্ঞানার্থং পরমহংসোপনিষদারভ্যতে। যোগঃ চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ তদ্বন্তো যোগিনঃ পরমহংসাশ্চ উৎপন্নতত্ত্বজ্ঞানাঃ তত্র নিরুদ্ধচিত্তোঽপ্যণিমাদিসিদ্ধিষু বিযুক্তিদশায়াং সমাসক্তঃ সন্ আত্মনি সংলীনো বিপর্য্যস্তশ্চ পরমপুরুষার্থাদ্ ভ্রশ্যতীতি পরমহংসপদং পরমহংসশ্চ বিবেকেনৈশ্বর্য্যেষ্বসারতাং বুদ্ধা বিরজ্যতি। তদুক্তম্—"চিদাত্মন ইমা ইত্থং প্রস্ফুরন্তীহ শক্তয়ঃ। ইত্যস্যাশ্চর্য্যজালেষু নাভ্যুদেতি কুতূহলম্॥" ইতি। পরমহংসো বিদ্যাবলেন বিধিনিষেধান্ লঙ্ঘয়তি ততঃ শিষ্টবিজ্ঞানং স্যাৎ। তদুক্তম্—"সর্বে ব্রহ্ম বদিষ্যন্তি সম্প্রাপ্তে তু কলৌ যুগে। নানুতিষ্ঠন্তি মৈত্রেয়! শিশ্নোদরপরায়ণাঃ" ইতি। তদর্থং যোগিগ্রহণম্ অধিকারপ্রাপ্তনিষ্কামকর্ম্মানু-

বাস করেন এবং কিরূপ স্থানে গমন করেন? স্থিতপ্রজ্ঞদিগের যথেচ্ছাচার দর্শনে যদি তাহাদিগের পামরত্ব শঙ্কা হয়, তাহাহইলে মহা প্রত্যবায়ের সম্ভব, অতএব পরমহংসদিগের স্বরূপপরিজ্ঞানার্থ পরমহংসোপনিষদের আরম্ভ হইতেছে। চিত্তবৃত্তির নিরোধই যোগ, যাহার চিত্তবৃত্তির নিরোধ হইয়াছে, তিনিই যোগী এবং যাহাদিগের তত্ত্বজ্ঞান সমুৎপন্ন হইয়াছে, তাঁহারাই পরমহংস। এই পরমহংসদিগের মধ্যে নিরুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি ও বিযুক্তিদশায় অণিমাদি সিদ্ধিবিষয়ে সমাশক্ত হইয়া কেহ আত্মাতে লীন হয়েন এবং কেহ বা বিপর্য্যস্ত হইয়া পরমপুরুষার্থ হইতে ভ্রষ্ট হয়েন, এই নিমিত্তই পরমহংসপদাশ্রয় কর্ত্তব্য। যাঁহারা পরমহংস, তাঁহারা বিবেকদ্বারা ঐশ্বর্য্যের অসারতা জানিয়া তাহা হইতে বিরক্ত হন। শাস্ত্রান্তরে উক্ত আছে যে, সর্ব্বদাই চিদাত্মার শক্তি প্রকাশ পাইতেছে, অতএব ঐন্দ্রজালিকবৎ সংসারে জ্ঞানিগণের কুতূহল জন্মে না। আর যিনি পরমহংস, তিনি বিদ্যাবলে যে বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করেন, তাহাতে শিষ্টবিজ্ঞান হইয়া থাকে। শাস্ত্রান্তরে উক্ত আছে যে, কলিযুগ উপস্থিত হইলে সকলেই বাক্যে ব্রহ্ম বলিবে, কিন্তু তাহারা শিশ্নোদরপরায়ণ হইয়া ব্রহ্মানুষ্ঠান করিবে না। এই নিমিত্তই যোগী পরমহংসদিগের পন্থা কি? এইরূপ প্রশ্ন হইয়াছে। বিশেষতঃ অধিকারপ্রাপ্ত নিষ্কাম

ষ্ঠানমপি যোগ এব। বিশেষণদ্বয়েন স্থিতপ্রজ্ঞত্বগুণাতীতত্বাসঙ্গত্বাদয়োঽপি বিশেষা দর্শিতাঃ। যদুক্তং প্রশ্নপ্রতিবচনাভ্যাং বাশিষ্ঠে—"এবং স্থিতে হি ভগবন্ জীবন্মুক্তস্য সম্মতঃ। অপূর্ব্বাতিশয়ঃ কোঽসৌ ভবত্যাত্মবিদাম্বর!॥" বশিষ্ঠ-উবাচ—নাস্য কস্মিংশ্চিদেবাংশে ভবত্যতিশয়েন ধীঃ। নিত্যতৃপ্তঃ প্রশান্তাত্মা স আত্মন্যেব তিষ্ঠতি॥ মন্ত্রসিদ্ধৈস্তপঃ সিদ্ধৈর্যোগসিদ্ধৈশ্চ ভূরিশঃ। কৃতমাকাশযানাদি তত্র কা স্যাদপূর্ব্বতা॥ এক এব বিশেষোঽস্য ন সমো মূঢ়বুদ্ধিভিঃ। সর্ব্বত্রাস্থাপরিত্যাগঃ সদা নির্ব্বাসনং মনঃ॥ এতাবদেব খলু লিঙ্গমলিঙ্গমূর্ত্তেঃ সংশান্তসংস্মৃতিচিরভ্রমনির্বৃতস্য। তজ্জ্ঞস্য যন্মদনকোপবিষাদমোহলোভাপদামনুদিনং নিপুণং তনুত্বম্॥" ইতি। কো মার্গ ইতি প্রষ্টব্যে অয়মিতি বচনমদৃষ্টপূর্ব্বং প্রত্যক্ষতো দর্শয় ইতি প্রশ্নার্থম্। প্রকৃতান্বয়েনৈব সিদ্ধে পুনস্তেষামিতি বচনং গৌরবার্থম্। নারদঃ ব্রহ্মপুত্রো দেবর্ষিঃ ভগবন্তং সনৎকুমারং স হি নারদায় শোকতরণায় ভূমানমুপদিষ্টবান্। যথা ছন্দোগানামাম্নাতমধীহি ভগব!

কর্ম্মানুষ্ঠানই যোগ; সুতরাং যোগী ও পরমহংস এই বিশেষণদ্বয়দ্বারা জানা যাইতেছে যে, যাহারা স্থিতপ্রজ্ঞ, গুণাতীত ও অসঙ্গ, এইরূপ যোগী পরমহংসদিগের পন্থা কি? ইহাই প্রশ্ন। বশিষ্ঠসংহিতায় প্রশ্নোত্তরপ্রসঙ্গে লিখিত আছে যে, বশিষ্ঠকে মৈত্রেয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ভগবন্! আপনি আত্মজ্ঞানিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; অতএব জীবন্মুক্ত ব্যক্তির কি আতিশয্য আছে, তাহা কীর্ত্তন করুন। বশিষ্ঠ বলিলেন, যাহারা জীবন্মুক্ত তাহাদিগের কোন বিষয়ে বিশেষ অনুরাগ জন্মে না, তাঁহারা নিত্যতৃপ্ত, প্রসন্নাত্মা এবং সর্ব্বদা আত্মনিষ্ঠ হইয়া থাকেন। যাঁহারা মন্ত্রসিদ্ধ, তপঃসিদ্ধ এবং যোগসিদ্ধ, তাঁহারা যে আকাশমার্গে গমন করিতে পারেন, তাহা আশ্চর্য্য নহে। জীবন্মুক্তের ইহাই বিশেষ যে, তাহারা মূঢ়বুদ্ধিদিগের তুল্য নহে, জীবন্মুক্তেরা সকল বিষয়ে আস্থা পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা নির্ব্বিষণ্ণচিত্তে থাকেন। আর ইহাই জ্ঞানিগণের বিশেষ চিহ্ন যে, তাহাদিগের সংসারমায়া ও ভ্রমের নিবৃত্তি হইয়াছে এবং যাহারা মূঢ়বুদ্ধি তাহাদিগের মদনকোপ, বিষাদ, মোহ ও লোভাদিহেতু নিয়তই

যোঽয়ং পরমহংসমার্গো লোকেষু দুর্লভতরো ন তু

ইতি হো মসসাদ সনৎকুমারং নারদঃ ইত্যারভ্য "তস্মৈ মৃদিতকষায়ায় তমসঃ পারং দর্শয়তি ভগবান্ সনৎকুমারঃ" ইত্যন্তেন। স ততো লব্ধ-সাক্ষাৎকারো মার্গস্থিতী পৃচ্ছতি বিজ্ঞানদার্ঢ্যায় উপগম্য ন্যায়েনোপসন্নঃ সন উবাচ পপ্রচ্ছ। উত্তরোপক্রমঃ তমিতি আহ ব্রবীতি কালসামান্যে লট্ ॥ ১ ॥

শ্রদ্ধাতিশয়ায় প্রশংসামাহ যোঽয়মিতি। যঃ পৃষ্টঃ সোঽয়ং ন্দুরসি স্ফুরন্ পরমকাষ্ঠাং প্রাপ্তস্ত বৈরাগ্যাদ্দৃষ্টচরত্বাৎ দুর্লভতরত্বম্। অত্যন্তা-সত্ত্বমাশঙ্ক্যাহ নত্বিতি বাহুল্যমস্ত্যাস্তীতি বাহুল্যঃ শীঘ্রাদ্যচ্। অয়ং মার্গো-ঽতিদুর্লভশ্চেন্নাদর্ত্তব্যঃ "অতিক্লেশেন যে হ্যর্থা অনর্থাস্তে মতা মম।" ইতি ন্যায়াদিত্যাশঙ্ক্যাহ যদীতি। "মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্‌যততি সিদ্ধয়ে। যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥" ইতি ন্যায়েন যদ্যেকঃ কশ্চিদ্ ভবতি পুরুষধৌরেয়ঃ। যথা জাবালোপনিষদ্যুক্তং "তত্র পরম-হংসা নাম সংবর্ত্তকারুণি-শ্বেতকেতু-দুর্ব্বাস ঋভু-নিদাঘ-জড়ভরত-দত্তাত্রেয়-

---

লঘুত্ব প্রকাশ পায়। এইক্ষণ যোগী পরমহংসদিগের পন্থা কিরূপ? তাহারা কিরূপে অবস্থান করিবে? ইহা ব্রহ্মতনয় দেবর্ষি নারদ সনৎকুমার ঋষির নিকট জিজ্ঞাসা করিলে, ভগবান্! সনৎকুম নারদের শোকাপনয়-নার্থ বলিতেছেন ॥ ১ ॥

পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নে শ্রদ্ধাতিশয়ার্থ প্রশংসা করিতেছেন।—যে পরমহংস-মার্গ জিজ্ঞাসিত হইয়াছে, তাহা লোকে অতি দুর্লভ। যদি এই পরম-হংসমার্গ অতি দুর্লভ হইল, তাহাহইলে লোকের অনাদর হইতে পারে, কারণ যে অর্থ অতি ক্লেশসাধ্য, তাহা অনর্থমধ্যে পরিগণিত। বাস্তবিক ইহার যদিও বাহুল্য হউক, তথাপি অনাদরণীয় নহে। সহস্র সহস্র মনুষ্যের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি সিদ্ধির নিমিত্ত যত্ন করিয়া থাকে, পরন্তু সেই যত্নশীল ব্যক্তিদিগের মধ্যেও কোন ব্যক্তিমাত্র আমাকে যথার্থরূপে জানিতে পারে। এই ন্যায়ানুসারে এক ব্যক্তিও যদি কৃতকার্য্য হইতে

বাহুল্যোঽপি যদ্যেকোঽপি ভবতি স এব নিত্যপূতস্থ ইতি স এব বেদপুরুষ ইতি বিদুষো মন্যতে ॥ ২ ॥

রৈবতক-প্রভৃতয়োঽব্যক্তলিঙ্গা অব্যক্তাচারা অনুন্মত্তা উন্মত্তবদাচরন্ত" ইতি। স এব নিত্যপূতঃ পরমাত্মা তত্র তিষ্ঠতি নিত্যপূতস্থঃ স এব ন কেবলো যোগী নাপি কেবলঃ পরমহংসঃ স এব বেদপুরুষঃ বেদপ্রতিপাদ্যঃ পুরুষো ব্রহ্মেতি বিদুষঃ বিদ্বাংসঃ ব্রহ্মানুভবচিত্তবিশ্রান্তিপ্রতিপাদকশাস্ত্র-পারঙ্গতাঃ মন্যতে বচনব্যত্যয়ঃ। তস্য ব্রহ্মনিষ্ঠত্বন্ত অন্যেঽপি মন্যন্তে বিদ্বাংসস্তু ব্রহ্মত্বমেব মন্যন্তে! তথাচ স্মৃতিঃ—"দর্শনস্পর্শনে হিত্বা স্বয়ং কেবলরূপতঃ। যস্তিষ্ঠতি স তু ব্রহ্ম! ব্রাহ্মণো ব্রহ্মবিৎ স্বয়ম্ ॥" ইতি। ন তু বাহুল্যোঽপি যদ্যেকোঽপি ইত্যপিশব্দদ্বয়মার্ষ্যপাঠে দৃশ্যতে তত্র পদার্থে অপিশব্দাবল্পতাং দ্যোতয়তঃ ॥ ২ ॥

পারে, তাহাহইলেই উক্ত উপদেশ সার্থক বলিয়া জ্ঞান করা যায়, জাবালোপনিষদে লিখিত আছে যে, সংবর্ত্তক, অরুণতনয় শ্বেতকেতু, দুর্ব্বাসা, ঋভু, নিদাঘ, জড়ভরত, দত্তাত্রেয়, রৈবতকপ্রভৃতিরাই পরমহংস, ইঁহাদিগের মধ্যে কতিপয় অব্যক্তলিঙ্গ ও অব্যক্তাচার এবং কতিপয় অনুন্মত্ত এবং কতিপয় উন্মত্তবৎ। উক্ত পরমহংসদিগের মধ্যে যদি এক ব্যক্তিও সিদ্ধিলাভ করিতে পারে, তাহাহইলে সেই ব্যক্তিই নিত্য পূতস্থ, অর্থাৎ পরমাত্মনিষ্ঠ হইয়া থাকে এবং সে যে কেবল যোগী ও পরম-হংস, এমত নহে, বেদপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মপুরুষও সেই ব্যক্তি হইয়া থাকে। যাঁহারা বিদ্বান্, অর্থাৎ যাঁহারা ব্রহ্মানুভবদ্বারা চিত্তবিশ্রান্তি প্রতিপাদক শাস্ত্রের পারদর্শী, তাঁহারাই উক্ত মত অনুমোদন করিয়াছেন। অন্যান্য পণ্ডিতগণও উক্ত মত স্বীকার করিয়া থাকেন। স্মৃতিতে লিখিত আছে যে, যিনি দর্শনস্পর্শনাদি পরিত্যাগ করিয়া কেবল ব্রহ্মস্বরূপে বিদ্যমান আছেন, তিনি ব্রহ্ম, কিন্তু ব্রাহ্মণগণ কেবল ব্রহ্মবেত্তা ॥ ২ ॥

মহাপুরুষো যচ্চিত্যং তৎ সদা ময্যেবাবতিষ্ঠতে তস্মাদহঞ্চ তস্মিন্নেবাবস্থীয়তে ॥ ৩ ॥

অসৌ স্বপুত্রমিত্রকলত্র বন্ধাদীন্ শিখাং যজ্ঞোপবীতঞ্চ যাগঞ্চ স্বাধ্যায়ঞ্চ সর্ব্বকর্ম্মাণি সন্ন্যস্যায়ং ব্রহ্মাণ্ডঞ্চ হিত্বা

নিত্যপূতস্থত্বং বেদপুরুষত্বঞ্চ মুখতো বিষদয়ন্ অর্থাৎ কা স্থিতিরিতি প্রশ্নস্যোত্তরং সূচয়তি মহাপুরুষ ইতি। মহাপুরুষত্বে হেতুঃ যৎ যস্মাৎ চিত্তং তদীয়ং ময্যেব ভগবত্যাত্মনি অবতিষ্ঠতে তৎ তস্মাৎ মহাপুরুষঃ সংসারগোচরাণাং মনোবৃত্তীনাম্ অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং নিরুদ্ধত্বাদাত্মন্যেব স্থাপনাৎ ভগবান্ শাস্ত্রসিদ্ধং পরমাত্মানং স্বানুভবেন পরামৃশন্ ময়ীতি ব্যপদিশতি যস্মাৎ যোগী ময্যেব চিত্তং স্থাপয়তি তস্মাৎ অহঞ্চ অহমপি পরমাত্মস্বরূপত্বেন তস্মিন্নেব যোগিনি প্রাদুর্ভূতঃ ব্যবস্থীয়তে অবতিষ্ঠে পুরুষাদিব্যত্যয়ঃ নান্যেষু যোগ্যতাহীনেষু ॥ ৩ ॥

ইদানীং পৃষ্টমার্গমুপদিশতি অসাবিতি। অসৌ জনকযাজ্ঞবল্ক্যাদি-ন্যায়েন গার্হস্থ্য এবোৎপন্নজ্ঞানোঽয়ং বিদ্বান্ চিত্তবিশ্রান্তিসিদ্ধয়ে স্বপুত্রাদি সন্ন্যস্য কৌপীনাদি পরিগ্রহেৎ। যদ্যপি বিদুষোঽর্থসিদ্ধ এব সন্ন্যাসঃ

পরমহংসদিগের স্থিতি কিরূপ ? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন।— ভগবান বলিয়াছেন, যাহার চিত্ত আমাতে অবস্থিত আছে, অতএব সেই ব্যক্তিই মহাপুরুষ। অভ্যাস ও বৈরাগ্যদ্বারা সংসারগোচর মনোবৃত্তি সকলের নিরোধহেতু আত্মাতে স্থাপনপ্রযুক্ত ভগবান্ শাস্ত্রসিদ্ধ পর-মাত্মাকে স্বীয় অনুভবদ্বারা পরামর্শকরত "আমাতে" এইরূপ ব্যপদেশ হইয়াছে, অর্থাৎ যেহেতু যোগী ব্যক্তি আমাতে চিত্তস্থাপন করে, অতএব আমিও পরমাত্মস্বরূপে সেই যোগীতে আবির্ভূত হইয়া স্থিতি করি ॥ ৩ ॥

এইক্ষণ পূর্ব্বজিজ্ঞাসিত মার্গ উপদেশ করিতেছেন, পরমহংস ব্যক্তি জনক ও যাজ্ঞবল্ক্যের ন্যায় গৃহস্থাবস্থাতেই জ্ঞানবান হইয়া চিত্তবিশ্রান্তি বৃদ্ধির নিমিত্ত স্বপুত্র, মিত্র, কলত্র, বন্ধু, বান্ধব, শিখা, যজ্ঞোপবীত, যাগ, স্বাধ্যায়াদি সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বসম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া

কৌপীনং দণ্ডমাচ্ছাদনঞ্চ স্বশরীরস্যোপভোগার্থায় চ লোকস্যোপকারার্থায় চ পরিগ্রহেৎ ॥ ৪ ॥

তথাপি জ্যোতিষ্টোমে কৃষ্ণবিষাণয়া কণ্ডুয়েদিতি প্রতিপত্তিবদয়ং লৌকিকো বৈদিকশ্চ ত্যাগঃ। ন চ "জ্ঞানামৃতেন তৃপ্তস্য কৃতকৃত্যস্য যোগিনঃ। নৈবাস্তি কিঞ্চিৎ কর্ত্তব্যমস্তি চেন্ন স তত্ত্ববিৎ ॥" ইত্যাদি স্মৃতিবিরোধঃ সত্যপি জ্ঞানে বিশ্রান্তিরহিতস্য তৃপ্ত্যভাবেন বিশ্রান্তিসম্পাদনলক্ষণকর্ত্তব্যসদ্ভাবেন কৃতকৃত্যতাভাবাৎ চিত্তবিশ্রান্তিপ্রতিবন্ধবারণস্য ফলস্য সম্ভবেন শ্রবণাদিবিধিবন্নানাদৃষ্ট ফলকল্পনা তস্মাৎ বিবিদিষুরিব বিদ্বানপি গৃহস্থো নান্দীমুখশ্রাদ্ধোপবাসজাগরণাদি বিধিপূর্ব্বকমেব সন্ন্যসেৎ প্রকৃতিবদ্বিকৃতিরিতি ন্যায়েনাত্র বিবিদিষা সন্ন্যাসবৎ প্রৈষমন্ত্রেণৈষ পুত্রবিত্তাদি ত্যাগঃ। বন্ধাদীত্যাদিশব্দেন ভৃত্যপশুক্ষেত্রাদিলৌকিকপরিগ্রহাদিবিশেষাঃ সংগৃহ্যন্তে। শিখাং যজ্ঞোপবীতঞ্চ যাগঞ্চ স্বাধ্যায়ঞ্চেতি

শরীরের উপযোগার্থ এবং লোকোপকারার্থ দণ্ড, কৌপীন ও আচ্ছাদন গ্রহণ করিবে। যদিও জ্ঞানিগণের অর্থসিদ্ধির নিমিত্তই সন্ন্যাসগ্রহণ হউক, তথাপি জ্যোতিষ্টোমযাগে "কৃষ্ণবিষাণদ্বারা কণ্ডুয়ন করিবে" ইত্যাদি প্রতিপত্তির ন্যায় ইহাকে লৌকিক ও বৈদিকত্যাগ বলিয়া জানিতে হইবে। যদি বল, এইক্ষণ "জ্ঞানামৃতপরিতৃপ্ত কৃতকৃত্য ব্যক্তির কোন কর্ত্তব্য নাই এবং যে জ্ঞানী ব্যক্তি কর্ত্তব্য কর্ম্মের অধীন, তিনি তত্ত্ববিদ্ নহেন" এই স্মৃতির বিরোধ হয়, তাহা নহে, কারণ জ্ঞানোৎপত্তি হইলেও যে ব্যক্তির চিত্তবিশ্রান্তি হয় নাই, তাহার মনের তৃপ্তি হয় না। অতএব বিশ্রান্তির নিমিত্ত কর্ত্তব্যকর্ম্মের সদ্ভাবে কৃতকৃত্যতা হইতে পারে না; সুতরাং চিত্তবিশ্রান্তির প্রতিবন্ধক কারণই দৃষ্টফল এবং তাহার সদ্ভাবহেতু শ্রবণাদি বিধির ন্যায় নানা দৃষ্টফল কল্পনা হইতে পারে। অতএব জ্ঞানেচ্ছুর ন্যায় জ্ঞানী, গৃহস্থ ব্যক্তিও নান্দীমুখশ্রাদ্ধ, উপবাস ও জাগরণাদি কার্য্য করিয়া সন্ন্যাস আশ্রয় করিবে। এইস্থলে বন্ধাদিশব্দে ভৃত্য, পশু, ক্ষেত্রাদিলৌকিকপরিগ্রহাদি এবং "শিখা যজ্ঞোপবীতঞ্চ

চকারেণ তদর্থোপযুক্তানি পদবাক্যপ্রমাণশাস্ত্রাণি বেদোপবৃংহণাদীনি ইতিহাসপুরাণানি চ সমুচ্চিনোতি। ঔৎসুক্যনিবৃত্তিমাত্রপ্রয়োজনানাং কাব্যনাটকাদীনাং ত্যাগঃ কৈমুতিকন্যায়সিদ্ধঃ। সর্ব্বকর্ম্মাণীতি সর্ব্বশব্দেন লৌকিকবৈদিকনিত্যনৈমিত্তিকনিষিদ্ধকাম্যানি সংগৃহ্যন্তে। পুত্রাদি-ত্যাগেনৈহিকভোগাঃ পরিহৃতাঃ। সর্ব্বকর্ম্মত্যাগেন আমুষ্মিকভোগাশা চিত্তবিক্ষেপকারিণী পরিহৃতা। অয়মসৌ পরিগ্রহেদিত্যন্বয়ঃ অয়মসৌ অহমাগমমিতিবৎ। ব্রহ্মাণ্ডঞ্চেতি ব্রহ্মাণ্ডত্যাগেন তৎপ্রাপ্তিহেতোর্ব্বি-রাড়ুপাসনস্য ত্যাগঃ। চকারেণ সূত্রাব্যাকৃতাত্মপ্রাপ্তিহেতোর্হিরণ্যগর্ভো-পাসনস্য তত্ত্বজ্ঞানহেতূনাং শ্রবণাদীনাং সমুচ্চয়স্য। পুত্রাদি অব্যাকৃতো-পাসনান্তমৈহিকমামুষ্মিকঞ্চ সর্ব্বং প্রৈষমন্ত্রোচ্চারণেন পরিত্যজ্য কৌপী-নাদিকং পরিগৃহ্লীয়াৎ। আচ্ছাদনঞ্চেতি চকারেণ পাদুকাদিপরিগ্রহঃ সমুচ্চিতঃ। স্মৃতিশ্চ—"কৌপীনং যুগলং বাসঃ কন্থাং শীতনিবারিণীম্। পাদুকে চাপি গৃহ্লীয়াৎ কুর্য্যান্নান্যস্য সংগ্রহম্॥" ইতি। স্বশরীরোপ-ভোগো নাম কৌপীনেন লজ্জাব্যাবৃত্তিঃ দণ্ডেন গোসর্পাদ্যুপদ্রবপরিহারঃ

যাগঞ্চ স্বাধ্যায়ঞ্চ" ইত্যাদি চকারে তদর্থোপযুক্ত পদবাক্যপ্রমাণ শাস্ত্র, বেদের পোষক ইতিহাসপুরাণাদি গ্রহণ করিতে হইবে এবং ঔৎসুক্য-নিবৃত্তিমাত্র প্রয়োজন কাব্যনাটকাদি শাস্ত্রেরও পরিত্যাগ বুঝিতে হইবে আর সর্ব্বকর্ম্মশব্দে লৌকিক, বৈদিক, নিত্য, নৈমিত্তিক, নিষিধ্য কাম্য-কর্ম্ম পরিত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে। পুত্রাদি পরিত্যাগ করিলেই ঐহিকভোগেরও পরিত্যাগ হয়। আর সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেই চিত্তবিক্ষেপকারিণী পরকালের ভোগাশায় পরিত্যাগ হইয়া থাকে। ব্রহ্মাণ্ড পরিত্যাগ করিলে ব্রহ্মাণ্ডপ্রাপ্তির হেতুভূত বিরাট্ পুরুষের উপাসনারও ত্যাগ হয় এবং অব্যাকৃত আত্মপ্রাপ্তির হেতুস্বরূপ হিরণ্যগর্ভের উপা-সনাও থাকে না। আর "আচ্ছাদনঞ্চ" এই চকারদ্বারা জানা যাইতেছে যে, পরমহংসগণ পাদুকাগ্রহণ করিতে পারে। স্মৃতিতে উক্ত আছে যে, পরমহংস ব্যক্তি কৌপীনযুগল, বস্ত্র, শীতনিবারিণী কন্থা এবং পাদুকাগ্রহণ করিবে, কিন্তু এই সকল ভিন্ন আর কিছুই গ্রহণ করিবে না। কৌপীন

তচ্চ ন মুখ্যোঽস্তি কো মুখ্যঃ? ইতি চেদয়ং মুখ্যো ন দণ্ডং ন কমণ্ডলুং ন শিখং ন যজ্ঞোপবীতং ন স্বাধ্যায়ং নাচ্ছাদনং চরতি পরমহংসঃ ন চ শীতং ন চোষ্ণম্ ॥ ৫ ॥

আচ্ছাদনেন শীতাদিপরিহারঃ। চকারেণ পাদুকাভ্যামুচ্ছিষ্টদেশস্পর্শাদিপরিহারং সমুচ্চিনোতি। লোকস্যোপকারো নাম দণ্ডাদিলিঙ্গৈনৈতদীয়মুত্তমমাশ্রমং পরিজ্ঞায় তদুচিতাভিবন্দনভিক্ষাপ্রদানাদিপ্রবৃত্ত্যা স্বকৃতসিদ্ধিঃ। চকারাৎ সন্ন্যাসমর্য্যাদায়াঃ শিষ্টাচারপ্রাপ্তায়াঃ পালনং সমুচ্চীয়তে ॥ ৪ ॥

কৌপীনাদিপরিগ্রহস্যানুকল্পত্বমভিপ্রেত্য মুখ্যত্বং প্রতিষেধতি তচ্চ ন মুখ্যোঽস্তীতি। যৎ কৌপীনাদিপরিগ্রহণমস্তি তদস্য যোগিনঃ পরমহংসস্য মুখ্যঃ কল্পো ন ভবতি কিন্ত্বনুকল্পএব বিবিদিষা সন্ন্যাসিনস্তু দণ্ডগ্রহণং মুখ্যমিতি দণ্ডবিয়োগস্য নিষেধঃ স্মর্য্যতে—"দণ্ডাত্মনোস্তু সংযোগঃ সর্ব্বদৈব বিধীয়তে। ন দণ্ডেন বিনা গচ্ছেদিষুক্ষেপত্রয়াদ্বুধঃ॥" ইতি প্রায়-

গ্রহণ করিলে লজ্জাদি নিবারণ হয়, এইমাত্র স্বশরীরের উপভোগ। দণ্ডগ্রহণ করিলে গোসর্পাদির উপদ্রব নিবারিত হয়। আচ্ছাদনশব্দে শীতবস্ত্রাদি ধারণ করিবে এবং পাদুকাগ্রহণ করিলে উচ্ছিষ্টদেশ স্পর্শাদির নিবারণ হইয়া থাকে। আর দণ্ডাদি ধারণ করিলে যদি লোকে মনে করে যে, এই ব্যক্তি উত্তমাশ্রমী, তাহাহইলে তাহাকে নমস্কার ও ভিক্ষাদানের প্রবৃত্তি হয়; সুতরাং লোকের সুকৃতি জন্মে, ইহাই লোকোপকার। আর সন্ন্যাসগ্রহণে শিষ্টাচার পরিপালন হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

পরমহংসদিগের কৌপীনাদিধারণের অনুকল্পত্ব প্রতিপাদনাভিপ্রায়ে কৌপীনাদি পরিগ্রহের মুখ্যত্ব প্রতিষেধ করিতেছেন, পরমহংস যোগিদিগের কৌপীনাদিধারণ মুখ্যকল্প নহে, উহা অনুকল্প, পরন্তু সন্ন্যাসিগণের দণ্ডধারণই মুখ্য, অতএব কদাচ দণ্ড পরিত্যাগ করিবে না। শাস্ত্রান্তরে লিখিত আছে যে, সন্ন্যাসিদিগের সর্ব্বদাই দণ্ডাত্মসংযোগ বিধেয়, ক্ষণকালও দণ্ডপরিত্যাগ করিয়া গমন করিবে না। বিশেষতঃ

ন সুখং ন দুঃখং ন মানাপমানঞ্চ ষড়ূর্ম্মিরহিতং ন শব্দং ন স্পর্শং ন রূপং ন রসং ন গন্ধং ন চ মনোঽপ্যেবং নিন্দা-গর্ব্ব-মৎসর-দম্ভ-দর্পেচ্ছা-দ্বেষ-সুখ--দুঃখ-কাম-ক্রোধ-

শ্চিত্তমপি দণ্ডত্যাগে প্রাণায়ামশতং স্মর্য্যতে "দণ্ডত্যাগে শতং চরেৎ" ইতি। যোগিনঃ পরমহংসস্য মুখ্যং কল্পং পৃচ্ছতি কোঽয়ং মুখ্য ইতি চেদিতি। উত্তরমাহ অয়ং মুখ্য ইতি অয়ং কঃ? ইত্যত আহ ন দণ্ড-মিত্যাদিনা। শিখম্ ইতি ছান্দসো হ্রস্বঃ ন স্বাধ্যায়মিতি পাঠঃ চরতি গচ্ছতি নিরুদ্ধাশেষঃ চিত্তবৃত্তের্যোগিনঃ শীতাদি নাস্তি তৎপ্রত্যয়াভাবাৎ যথা বালস্য লীলাসক্তস্য শীতাদ্যভাবঃ তথা পরমাত্মন্যাসক্তস্য যোগিনঃ। ন চোষ্ণমিতি বর্ষাভাবসমুচ্চয়ার্থশ্চকারঃ শীতাদিনিষেধে তজ্জন্যসুখাদেরপ্য ভাবাৎ ॥ ৫ ॥

নসুখমিত্যাদি মানঃ পুরুষান্তরেণ সম্পাদিতঃ সৎকারঃ অপমানঃ তিরস্কারঃ যদা যোগিনঃ স্বাত্মব্যতিরিক্তং পুরুষান্তরমেব ন প্রতীয়তে তদা মানাপমানৌ দুরাপাস্তৌ। চকারঃ শত্রু-মিত্র-রাগ-দ্বেষাদি-দ্বন্দ্বাভাবং

"দণ্ডত্যাগে শতং চরেৎ" ইত্যাদি প্রমাণে দণ্ডত্যাগে শতবার প্রাণায়াম-রূপ প্রায়শ্চিত্ত স্মরণ আছে। যদি বল, পরমহংস যোগিদিগের মুখ্য কি? এই অভিপ্রায়ে উত্তর করিতেছেন যে, ইহাই পরমহংসদিগের মুখ্য যে, পরমহংস যোগী ব্যক্তি দণ্ড, কমণ্ডলু, শিখা, যজ্ঞোপবীত, স্বাধ্যায় ও আচ্ছাদন নিরুদ্ধ করিয়া গমন করিবে না। যেমন বালকগণ যখন ক্রীড়াতে আশক্ত থাকে, তখন তাহাদিগের শীতাদির অনুভব থাকে না, সেইরূপ যোগিরা সর্ব্বদা পরমাত্মাতে আশক্ত থাকে; সুতরাং যোগী পরম-হংসের শীত, উষ্ণ ও বর্ষাদির অনুভব থাকে না, অতএব তাহাদের শীতাদি নিবারণ জন্য সুখভোগ হয় না ॥ ৫ ॥

পরমহংসদিগের সুখ বা দুঃখ, মান বা অপমান নাই, কেহ স্তব করি-লেও তাঁহারা সন্তুষ্ট হয়েন না, বা তাঁহাকে তিরস্কার করিলে ক্ষুণ্ণ হয়েন না, আর যখন যোগিগণ আত্মাতিরিক্ত পুরুষান্তর স্বীকার করেন না, তখন

রোষ-লোভ-মোহ-মদ-হর্ষাসূয়াহঙ্কারাদীংশ্চ হিত্বা স্বং বপুঃ কুণপমিব দৃশ্যতে ॥ ৬ ॥

সমুচ্চিনোতি। ষড়ূর্ম্ময়ঃ—"ক্ষুৎপিপাসে শোকমোহৌ জরামরণমেব চ।" তেষাং ত্রয়াণাং দ্বন্দ্বানাং প্রাণমনোদেহধর্ম্মত্বাদাত্মতত্ত্বাভিমুখস্য যোগিনঃ তদ্বর্জ্জনং যুজ্যতে। ন শব্দং ন স্পর্শং ন রূপং ন রসং ন গন্ধং ন চ মনোঽপ্যেবমিত্যাদিগ্রন্থঃ শিষ্টৈরব্যাখ্যাতঃ। অস্ত্বেবং সমাধিদশায়াং শীতাদ্যভাবো ব্যুত্থানদশায়াং নিন্দাদিক্লেশঃ সংসারিণমিবৈনং বাধেতৈব ইত্যত আহ নিন্দেতি। রোষমদাবনার্য্যৌ বিরোধিভিঃ পুরুষৈঃ স্বস্মিন্নাপাদিত দোষোক্তির্নিন্দা অন্যেভ্যোঽহমধিক ইতি চিত্তবৃত্তির্গর্ব্বঃ বিদ্যাধনাদিভিরস্য সদৃশো ভবামীতি বুদ্ধির্ম্মৎসরঃ পরেষামগ্রে জপধ্যানাদিপ্রকাশনং দম্ভঃ ভৎর্সনাদিষু বুদ্ধির্দর্পঃ ধনাদ্যভিলাষ ইচ্ছা শত্রুবধাদি বুদ্ধির্দ্বেষঃ অনুকূললাভেন বুদ্ধিস্বাস্থ্যং সুখং তদ্বিপর্য্যয়ো দুঃখং যোষিদাদ্যভিলাষঃ কামঃ কামিতার্থবিঘাতজন্যো বুদ্ধিবিক্ষোভঃ ক্রোধঃ প্রাপ্তস্য ধনস্য ত্যাগাসহি-

তাঁহাদিগের মানাপমান অসম্ভব। আর তাহাদিগের শত্রু, মিত্র, রাগ, দ্বেষাদি, দ্বন্দ্বভাবও নাই এবং ষড়ূর্ম্মি, অর্থাৎ ক্ষুধা, পিপাসা, শোক, মোহ, জরা ও মরণ ইহাদিগের কিছুই পরমহংস যোগিদিগের লক্ষ্য হয় না, কারণ ক্ষুধাপিপাসাদি দেহধর্ম্ম এবং যোগিগণ আত্মনিষ্ঠ; সুতরাং তাঁহাদিগের ক্ষুৎপিপাসাদি না থাকাই যুক্ত। আর শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ ও মন, এই সকলও পরমহংসদিগের সম্ভব নাই। সমাধিকালে যোগিদিগের শীতাদি না থাকিলেও বুথান-দশাতেও সংসারিদিগের ন্যায় নিন্দাদিক্লেশ বাধা দিতে পারে না, যেহেতু তাঁহারা নিন্দা, গর্ব্ব, মাৎসর্য্য, দম্ভ, দর্প, ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, কাম, ক্রোধ, রোষ, মোহ, মদ, হর্ষ, অসূয়া ও অহঙ্কারাদি পরিত্যাগ করিয়া অবস্থিতি করেন। পরমহংসগণ বিরোধী পুরুষ, তাহাদিগের রোষ ও মদ সম্ভব নাই, অর্থাৎ স্বীয় মাহাত্ম্যের যে দোষোক্তি, তাহাই নিন্দা; আমি অন্য হইতে অধিক, এইরূপ চিত্তবৃত্তিই গর্ব্ব, আমি বিদ্যা ও ধনাদিদ্বারা অমুকের সদৃশ হইব, এইরূপ

ক্ষুত্বং লোভঃ হিতেষহিতবুদ্ধিরহিতেষু হিতবুদ্ধির্ম্মোহঃ চিত্তগত-তুষ্ট্যভিব্যক্তি-মুখ-বিকাশাদি-হেতুর্ধীবৃত্তির্হর্ষঃ পরগুণেষু দোষারোপণমসূয়া দেহেন্দ্রিয়াদিসঙ্ঘাতেষ্বাত্মত্বভ্রমোঽহঙ্কারঃ। আদিশব্দেন ভোগ্যবস্তুষু মমত্বাকার-সমীচীনত্বাদি বুদ্ধয়ো গৃহ্যন্তে। চকারো যথোক্তনিন্দাদিবিপরীতস্তুত্যাদি-সমুচ্চয়ার্থঃ। এতান্ নিন্দাদীন্ হিত্বা পূর্ব্বোক্তবাসনাক্ষয়াভ্যাসেন পরিত্যজ্য অবস্থীয়তে ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ। নমু বিদ্যমানে দেহে কথং নিন্দাদিপরিত্যাগঃ? অত আহ স্বং বপুঃ কুণপমিব দৃশ্যতে ইতি। পূর্ব্বং যৎ স্বকীয়ং বপুঃ তদানীং যোগিনা চৈতন্যভূতেন মৃতকমিবালোক্যতে ইত্যর্থঃ। লোকঃ স্পর্শভীত্যা কুণপং যথা দূরস্থোঽবলোকয়তি তথা যোগী তদাত্মবৃত্ত্যুদ্ভয়া তটস্থো দেহং নিত্যমাত্মনো বিবিনক্তীতি ভাবঃ ॥ ৬ ॥

বুদ্ধিই মাৎসর্য্য; পরের সমীপে জপধ্যানাদি প্রকাশই দম্ভঃ; ভর্ৎসনাদিতে যে বুদ্ধি তাহাই দর্প; ধনাদির অভিলাষই ইচ্ছা; শত্রুবধাদিতে যে বুদ্ধি, তাহাই দ্বেষ; অনুকূল বস্তুলাভ হইলে যে বুদ্ধির স্বাস্থ্য, তাহাই সুখ; ইহার বিপরীতই দুঃখ, স্ত্রীপ্রভৃতির অভিলাষই কাম, অভিলষিত অর্থের বিঘাতজন্য যে বুদ্ধির চাঞ্চল্য, তাহাই ক্রোধ; প্রাপ্তধনত্যাগে যে অসহিষ্ণুতা, তাহাই লোভ; হিতে অহিতবুদ্ধি এবং অহিতে হিতবুদ্ধিই মোহ; চিত্তগত তুষ্টি-প্রকাশক মুখবিকাশাদিহেতু যে বুদ্ধিবৃত্তি, তাহাই হর্ষ; পরগুণে যে দোষা-রোপ, তাহাই অসূয়া; দেহ ও ইন্দ্রিয়সমূহে যে আত্মত্বভ্রম, তাহাই অহঙ্কার। পূর্ব্বোক্ত বাসনাক্ষয়াভ্যাসদ্বারা এইসকল নিন্দাদি পরিত্যাগ করিয়া যোগি-গণ অবস্থান করেন। যোগিদিগের দেহ বিদ্যমান আছে; সুতরাং তাঁহারা কিরূপে নিন্দাদি পরিত্যাগ করিতে পারেন? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।— যোগিগণ স্বীয় শরীরকে মৃতবৎ দর্শন করেন, অতএব তাহাদিগের নিন্দাদি পরিত্যাগে কোন বাধা নাই। পূর্ব্বে যে শরীরকে আত্মীয়বোধ করিতেন, যোগসিদ্ধির পর তাহারা চৈতন্যস্বরূপ হইয়া সেই শরীরকে মৃতশরীরবৎ জ্ঞান করিয়া থাকেন। যেমন লোকে স্পর্শভয়ে দূর হইতে শব অবলোকন করে, সেইরূপ যোগীরা পাছে শরীরে আত্মবৃত্তি হয়, এই ভয়ে তাহারা শরীরকে শববৎ জ্ঞান করিয়া আত্মানুসন্ধান করিয়া থাকেন ॥ ৬ ॥

যতস্তদ্বপুরপধ্বস্তং সংশয়-বিপরীত-মিথ্যাজ্ঞানানাং যো হেতুস্তেন নিত্যনিবৃত্তঃ ॥ ৭ ॥

তত্র হেতুমাহ যতস্তদ্বপুরপধ্বস্তমিতি। যতঃ হেতোঃ তদ্বপুঃ আচার্য্যো-পদেশানুভবৈঃ অপধ্বস্তং চিদাত্মভাবান্নিরাকৃতম্ অতঃ চৈতন্যবিযুক্তস্য দেহস্য শবতুল্যতয়া দৃশ্যমানত্বাৎ সত্যপি দেহে নিন্দাদিত্যাগো ঘটতে ইত্যর্থঃ। ননু উৎপন্নো দিগ্‌ভ্রমো যথা সূর্য্যোদয়দর্শনেন বিনষ্টোঽপি কদাচিদনুবর্ত্ততে তথা চিদাত্মনি সংশয়াদ্যনুবৃত্তৌ নিন্দাদিক্লেশঃ পুনঃ স্যাদ্যেত ইত্যাশঙ্ক্যাহ সংশয়েতি। আত্মা কর্ত্তৃত্বাদিধর্ম্মোপেতস্তদ্রহিতো বা ইত্যাদি সংশয়জ্ঞানং দেহাদিরূপ আত্মেতি বিপরীতজ্ঞানম্। তদ্ধেতু-শ্চতুর্ব্বিধঃ অনিত্যাশুচি-দুঃখানাত্মসু নিত্য-শুচি-সুখাত্ম-খ্যাতিরবিদ্যেতি পতঞ্জলিসূত্রাৎ। অনিত্যে গিরি নদী-সমুদ্রাদৌ নিত্যত্ব-মিথ্যাভ্রান্তিরেকা অবিদ্যা অশুচৌ পুত্রকলত্রাদৌ শুচিত্ববুদ্ধির্দ্বিতীয়া দুঃখে কৃষিবাণিজ্যাদৌ

পূর্ব্ব-শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে, পরমহংস যোগিগণ শরীরকে শববৎ জ্ঞান করেন। এই শ্রুতিতে তাহার হেতুপ্রদর্শন করিতেছেন।—যেহেতু উক্ত শরীর চিদাত্মভাব হইতে নিরাকৃত; অতএব চৈতন্যভ্রষ্ট দেহের শব-তুল্যতাই যুক্ত হইতেছে; সুতরাং দেহসত্ত্বেও নিন্দাদি পরিত্যাগ ঘটিতে পারে। যেমন উৎপন্ন দিগ্‌ভ্রম সূর্য্যোদয় দর্শনে নিবৃত্ত হইলেও কদাচিৎ তাহার অনুবর্ত্তন হয়, সেইরূপ চিদাত্মাতে সংশয়াদির অনুবৃত্তি হইলে নিন্দাদির প্রসঙ্গ হইতে পারে, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—আত্মা কর্ত্তৃ-ত্বাদি ধর্ম্মযুক্ত, কিম্বা কর্ত্তৃত্বাদিধর্ম্মরহিত, ইত্যাদি সংশয়জ্ঞান এবং দেহাদি-রূপই আত্মা, কিম্বা তাহার বিপরীত। ইহাদিগের হেতু চতুর্ব্বিধ। "অনিত্যাশুচি দুঃখানাত্মসু নিত্যশুচিসুখাত্মখ্যাতিরবিদ্যা" এই পাতঞ্জল-সূত্রেই ইহাই প্রকাশিত আছে, অর্থাৎ অনিত্য, গিরি, নদী, সমুদ্রাদিতে নিত্যত্বভ্রান্তিই প্রথম হেতু, অশুচি পুত্রকলত্রাদিতে শুচিভ্রান্তি দ্বিতীয় হেতু, দুঃখাত্মক কৃষিবাণিজ্যাদিতে সুখত্বভ্রান্তি তৃতীয় হেতু, গৌণাত্মা পুত্রাদি এবং অন্নময়াদিকোষে মুখ্যাত্মত্বভ্রান্তিই চতুর্থ হেতু। এই সকল

তন্নিত্যবোধঃ তৎস্বয়মেবাবস্থিতিরিতি ॥ ৮ ॥

সুখত্বভ্রান্তিশ্চতুর্থী এষাং সংশয়াদীনাং হেতুঃ অদ্বিতীয়ব্রহ্মতত্ত্বাবরকমজ্ঞানং তদ্বাসনা চ তচ্চাজ্ঞানং তস্য মহাবাক্যার্থবোধেন নিবৃত্তম্ বাসনা চ যোগা-ভ্যাসেন নিবৃত্তা। দিগ্ভ্রান্তৌ ত্বজ্ঞানে নিবৃত্তেঽপি তদ্বাসনায়াঃ সদ্ভাবাৎ যথাপূর্ব্বং ব্যবহারঃ যোগিনস্তু ভ্রান্তিহেতুরাহিত্যাৎ কুতঃ সংশয়াদীন্যনু-বর্ত্তেরন্। তদয়মর্থঃ সংশয়াদীনাং যো হেতুরজ্ঞানং তদ্বাসনা চ তেন হেতুদ্বয়েন যোগী নিত্যনিবৃত্তঃ অধিকারণেক্তঃ অজ্ঞানতদ্বাসনয়োর্নিবৃত্তি-স্তত্র নিত্যা পুনস্তয়োরনুদ্ভবাদিতি তেন নিত্যনিবৃত্তঃ অজ্ঞানরহিত যাবৎ ॥ ৭ ॥

সবাসনাজ্ঞাননিবৃত্তের্নিত্যত্বে হেতুমাহ তন্নিত্যবোধ ইতি। তস্মিন্ পরমাত্মনি নিত্যো বোধো যস্য সঃ নিত্যপূতস্থ ইত্যর্থঃ "যোগী হি বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীতেতি" মতমনুস্মৃত্য চিত্তবিক্ষেপাৎ যোগেন পরিহৃত্য নৈর-ন্তর্য্যেণামরণমাত্মবিষয়ামেব প্রজ্ঞাং করোতি তেন বোধস্য নিত্যত্বম্

সংশয়াদির হেতু অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্বের আবরক অজ্ঞান ও বাসনা, এই অজ্ঞান মহাবাক্যার্থবোধে নিবৃত্ত হয় এবং যোগাভ্যাসে বাসনার নিবৃত্তি হইয়া থাকে। দিগ্ভ্রান্তিতে অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলেও বাসনা বিদ্যমান থাকে। যোগিদিগের ভ্রান্তির অভাবহেতু কোনরূপেও তাহাদিগের সংশয়াদির অনুবৃত্তি হইতে পারে না, অর্থাৎ সংশয়াদির হেতু যে অজ্ঞান ও বাসনা, যোগিদিগের এই হেতুদ্বয়ই নিবৃত্ত আছে। সর্ব্বদাই যোগি-গণের অজ্ঞান ও বাসনার নিবৃত্তি থাকে ; সুতরাং পুনর্ব্বার সেই অজ্ঞান ও বাসনার উদ্ভব হইতে পারে না। অতএব জানা যাইতেছে যে, পরম-হংস যোগী সর্ব্বদাই অজ্ঞানরহিত ॥ ৭ ॥

যোগী পরমহংসদিগের যে বাসনা ও অজ্ঞান সর্ব্বদা নিবৃত্ত থাকে, তাহার হেতুপ্রদর্শন করিতেছেন।—পরমাত্মাতেই যোগিগণের নিত্য-বোধ আছে, তাঁহারা "যোগী হি বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত" এই শাস্ত্রানুসারে যোগদ্বারা চিত্তবিক্ষেপ পরিহার করিয়া নিরন্তর আত্মবিষয়িণী প্রজ্ঞা

তং শান্তমচলমদ্বয়ানন্দবিজ্ঞানঘন এবাস্মি তদেব মে পরমং ধাম তদেব শিখা চ তদেবোপবীতঞ্চ যদা পদে নিত্যপূতস্থঃ তদেবাবস্থানম্ ॥ ৯ ॥

তন্নিত্যত্বাৎ তদ্বিনাশ্যয়োরজ্ঞানতদ্বাসনয়োরপি নিবৃত্তির্নিত্যেত্যর্থঃ। "তন্নিত্যপূতস্থঃ" ইতি কেষাঞ্চিৎ পাঠঃ। তত্র তস্মিন্ নিত্যপূতে পরমাত্মনি স্থিত ইত্যর্থঃ। বুধ্যমানস্য পরমাত্মনস্তার্কিকেশ্বরবৎ তটস্থত্বশঙ্কাং বারয়তি তৎ স্বয়মিতি। যং বেদান্তবেদ্যং পরং ব্রহ্মাস্তি তৎ স্বরূপং নতু মাদন্য ইত্যেবং নিশ্চিত্য যোগিনোঽবস্থিতির্ভবতি ॥ ৮ ॥

অনুভব-প্রকারমাহ তং শান্তমিতি। পদত্রয়ে দ্বিতীয়া প্রথমার্থে দ্রষ্টব্যা। যঃ পরমাত্মা শান্তঃ ক্রোধাদি বিক্ষেপরহিতঃ অচলঃ গমনাদিক্রিয়ারহিতঃ অদ্বয়ঃ স্বগত-সজাতীয়-বিজাতীয়ভেদরহিতঃ সচ্চিদানন্দৈকরসোঽস্তি স এবাহমস্মি তদেব ব্রহ্মতত্ত্বং মে মম যোগিনঃ পরমং ধাম বাস্তবং স্বরূপং নত্বেতৎ কর্তৃত্বভোক্তৃত্বাদিযুক্তং তস্য মায়িকত্বাৎ। আচার ত্যাগে দোষমাশঙ্ক্য নিরস্যতি তদেব শিখা চ তদেবোপবীতঞ্চেতি।

করিয়া থাকেন; অতএব যোগিগণের জ্ঞানের নিত্যতা জানা যায় এবং জ্ঞানের নিত্যতা প্রযুক্তই জ্ঞাননাশ্য অজ্ঞান ও বাসনার নিত্যনিবৃত্তি হইতে পারে; সুতরাং যিনি বেদান্তবেদ্য পরব্রহ্ম, তৎস্বরূপ নিশ্চয় করিয়া যোগিগণের অবস্থিতি হয়, অর্থাৎ তাঁহারা সর্ব্বদাই পরমাত্মাতে স্থির থাকেন ॥ ৮ ॥

যে পরমাত্মা শান্ত, অর্থাৎ ক্রোধাদিবিক্ষেপরহিত, অচল, অর্থাৎ গমনাগমনাদিক্রিয়ারহিত এবং অদ্বয়, অর্থাৎ স্বগত স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদরহিত, সেই সচ্চিদানন্দই একরসস্বরূপ, আমিই সেই পরমাত্মা এবং সেই ব্রহ্মই আমার পরম ধাম, পরমহংসগণ এইরূপ ভাবনা করিবে। এইক্ষণ পরমহংসদিগের আচারত্যাগে দোষ আশঙ্কা করিয়া তাহা নিরাস করিতেছেন।—জ্ঞানই পরমহংসদিগের শিখা, জ্ঞানই যজ্ঞোপবীত এবং জ্ঞানই কর্ম্মাঙ্গমন্ত্র ও ব্রহ্ম "সশিখং বপনং কৃত্বা" ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্রহ্মোপনিষদে

পরমাত্মাত্মনোরেকত্বজ্ঞানেন তয়োর্ভেদ এব বিভগ্নঃ যা সা সন্ধ্যা। সর্ব্বান্ কামান্ পরিত্যজ্যাদ্বৈতে পরম-স্থিতিঃ ॥ ১০ ॥

তদেব জ্ঞানমেব শিখা চোপবীতঞ্চ। চকারাভ্যাং মন্ত্রদ্রব্যরূপে অপি কর্ম্মাঙ্গে। জ্ঞানমেব যদাম্নাতমাথর্ব্বণিকৈব্র্রহ্মোপনিষদি "সশিখং বপনং কৃত্বা" ইত্যাদি। অত্র "যদা পদে নিত্যপূতস্থস্তদেবাবস্থানম্" ইতি গ্রন্থঃ শিষ্টৈর্নাদৃতঃ ॥ ৯ ॥

সন্ধ্যালোপে দোষমাশঙ্ক্যাহ পরমাত্মাত্মনোরেকত্বজ্ঞানেন তয়োর্ভেদ এব বিভঙ্গঃ যা সা সন্ধ্যেতি। জীবব্রহ্মণোরৈক্যজ্ঞানেন মহাবাক্যত্বেন তয়োর্যঃ প্রতীতো ভেদঃ বিশেষেণ ভগ্নঃ পুনর্ভ্রান্ত্যনুদয়াৎ যা ইয়মেকত্ব-বুদ্ধিঃ সৈবোভয়োরাত্মনোঃ সন্ধৌ জাতত্বাৎ সন্ধ্যা অহোরাত্রয়োঃ সন্ধা-বনুষ্ঠীয়মানা ক্রিয়া সন্ধ্যা যথা তদ্বৎ তথা চ নাস্ত্য প্রত্যবায়ঃ। কোঽয়ং মার্গ ইত্যস্য অসৌ স্বপুত্রেত্যাদিনা উত্তরমুক্তম্। কা স্থিতিরিত্যেতস্য মহাপুরুষ ইত্যাদিনা সঙ্ক্ষিপ্যোত্তরমুক্তম্। সংশয়বিপর্য্যয়েত্যাদিনা প্রপঞ্চ্য

আথর্ব্বণিকেরা কেবল জ্ঞানই স্বীকার করিয়াছেন। সেই জ্ঞান উৎপন্ন হই-লেই যোগিগণ নিত্যপূতস্থ, অর্থাৎ ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়া যে অবস্থিতি করেন, তাহাই জ্ঞানিদিগের অবস্থান, কিন্তু এই গ্রন্থ শিষ্টদিগের আদৃত নহে ॥ ৯ ॥

সন্ধ্যালোপে দোষ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন।—জীব ও পরমাত্মার একত্বজ্ঞানে উভয়ের যে ভেদ, তাহাই সন্ধ্যা, অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য-জ্ঞান হইলে তাহাদিগের যে ভেদপ্রতীতি, এই একত্ববুদ্ধিই জীব ও ব্রহ্মের সন্ধিতে জাত, অতএব ইহাই দিবারাত্রির সন্ধিতে অনুষ্ঠীয়মান সন্ধ্যা-ক্রিয়ার ন্যায়; সুতরাং পরমহংসদিগের বাহ্যসন্ধ্যা পরিত্যাগে প্রত্যবায় নাই। পরমহংসদিগের মার্গ কি? "স্বপুত্র" ইত্যাদি বাক্যে তাহার উত্তর উক্ত হইয়াছে এবং তাঁহাদিগের স্থিতি কিরূপ? "মহাপুরুষ" ইত্যাদি বাক্যে তাহারও সংক্ষেপে উত্তর কথিত হইয়াছে, এইক্ষণ তাহাই বিস্তার করিয়া উপসংহার করিতেছেন। বাস্তবিক পরমহংসগণ সকল কাম

জ্ঞানদণ্ডো ধৃতো যেন একদণ্ডী স উচ্যতে।
কাষ্ঠদণ্ডো ধৃতো যেন সর্ব্বাশী জ্ঞানবর্জ্জিতঃ ॥

ইদানীমুপসংহরতি সর্ব্বান্ কামান্ পরিত্যজ্যাদ্বৈতে পরমস্থিতিরিতি। ক্রোধলোভাদীনাং কামপূর্ব্বকত্বাৎ কামপরিত্যাগেন চিত্তদোষাঃ সর্ব্বে ত্যজ্যন্তে। অতএব বাজসনেয়িনাম্ "অথো খল্বাহুঃ কামময়ঃ স এবায়ং পুরুষঃ" ইতি ॥ ১০ ॥

ননু মাভূৎ কর্ম্মমার্গত্যাগে দোষঃ চতুর্থাশ্রমলিঙ্গত্যাগনিমিত্তো দোষঃ স্যাদেব ইত্যত আহ জ্ঞানদণ্ড ইত্যাদি। ত্রিদণ্ডিনো যথা বাগ্দণ্ডো মনোদণ্ডঃ কায়দণ্ডশ্চেতি ত্রিবিধো দণ্ডঃ এবমেকদণ্ডিনো দ্বিবিধঃ জ্ঞানদণ্ডঃ কাষ্ঠদণ্ডশ্চেতি। তেষাং স্বরূপঞ্চ দক্ষেণোক্তম্—"বাগ্দণ্ডে মৌনমাতিষ্ঠেৎ কর্ম্মদণ্ডে ত্বনীহতা। মানসস্য তু দণ্ডস্য প্রাণায়ামো বিধীয়তে ॥" ইতি। এবং সতি মৌনাদীনাং বাগাদিদমনহেতুত্বাৎ যথা দণ্ডত্বং তথৈব অজ্ঞানতৎকার্য্যয়োর্দ্দমনহেতোর্জ্ঞানস্যাপি দণ্ডত্বম্। অয়ং জ্ঞানদণ্ডো

পরিত্যাগ করিয়া অদ্বৈত পরমাত্মাতে অবস্থিতি করিবে। কামনা থাকিলে ক্রোধলোভাদি জন্মে; সুতরাং কামনা পরিত্যাগে সকল চিত্তদোষই পরিত্যক্ত হইয়া থাকে; অতএব বাজসনেয়ীরা বলিয়া থাকেন যে, কামময়ই পুরুষ ॥ ১০ ॥

যদিও পরমহংসদিগের কর্ম্মমার্গত্যাগে দোষ না হউক, তথাপি চতুর্থাশ্রমবিহিত লিঙ্গত্যাগে তাহার দোষ হইতে পারে, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—যাহারা ত্রিদণ্ডী তাহাদিগের বাগ্দণ্ড, মনোদণ্ড এবং কায়দণ্ড এই ত্রিবিধ দণ্ড আছে। আর যাহারা একদণ্ডী তাহাদিগের জ্ঞানদণ্ড ও কাষ্ঠদণ্ড এই দ্বিবিধ দণ্ড প্রসিদ্ধ। দক্ষ ইহাদিগের স্বরূপ বলিয়াছেন যে, বাগ্দণ্ডে মৌন আশ্রয় করিবে, কাষ্ঠদণ্ডে ইচ্ছাত্যাগ করিবে এবং মানসদণ্ডে প্রাণায়াম বিধেয়। যেমন মৌনাদি বাগাদির দমনহেতুবিধায় মৌনাদিকে দণ্ড বলা যায়, সেইরূপ জ্ঞানই অজ্ঞান এবং অজ্ঞানকার্য্যের দমনহেতুপ্রযুক্ত জ্ঞানের দণ্ডত্ব হইতেছে। যে পরমহংস

স যাতি নরকান্ ঘোরান্ মহারৌরবসংজ্ঞকাম্।
ইদমন্তরং জ্ঞাত্বা স পরমহংসঃ ॥ ১১ ॥
আশাম্বরো ন নমস্কারো ন স্বধাকারো ন নিন্দাস্তুতির্ন
বষট্কারো যাদৃচ্ছিকো ভবেদ্ভিক্ষুঃ ॥ ১২ ॥

যেন পরমহংসেন ধৃতঃ স এব মুখ্য একদণ্ডীত্যুচ্যতে। মানসস্য জ্ঞানদণ্ডস্য চিত্তবিক্ষেপেণ বিস্মৃতির্মাভূদিতি স্মারকঃ কাষ্ঠদণ্ডো ধ্রিয়তে। এতদেব জ্ঞাত্বা বেষমাত্রেণ পুরুষার্থসিদ্ধিমভিপ্রেত্য যেন পরমহংসেন কাষ্ঠদণ্ডো ধৃতঃ স বহুবিধযাতনোপেতত্বাৎ ঘোরান্ মহারৌরবসংজ্ঞকান্ নরকান্ যাতি প্রাপ্নোতি। তত্র হেতুঃ যতঃ সর্ব্বাশী বর্জ্জ্যাবর্জ্জ্যমকৃত্বা সর্ব্বমশ্নাতি। ইদং জ্ঞানদণ্ডকাষ্ঠদণ্ডয়োর্যৎ অন্তরম্ উত্তমত্বাধমত্বলক্ষণমুক্তং তজ্জ্ঞাত্বা উত্তমং জ্ঞানদণ্ডং যো ধারয়তি স এব পরমহংসো মুখ্যো জ্ঞেয় ইত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

ননু মা ভূদস্য কাষ্ঠদণ্ডঃ অন্যা তু চর্য্যা কীদৃশী? ইত্যাশঙ্ক্যাহ আশাম্বর ইত্যাদি। আশা এবাম্বরং যস্য সঃ দিগ্বাসাঃ ন নমস্কারঃ কর্ত্তব্যো যস্য স

এই জ্ঞানদণ্ড ধারণ করিয়াছেন, তাহাকেই মুখ্যদণ্ডী বলা যায়। চিত্তবিক্ষেপদ্বারা জ্ঞানদণ্ডের বিস্মৃতি হইতে পারে, এই নিমিত্ত জ্ঞানদণ্ডের স্মারকস্বরূপ কাষ্ঠদণ্ড ধারণ করে। ইহা জানিয়াও যে পরমহংস কোন অভিপ্রেত সিদ্ধির নিমিত্ত বেশকরণার্থ কাষ্ঠদণ্ড ধারণ করেন, সেই পরমহংস বহুবিধ জাতনোপেত ঘোর মহারৌরবনাম নরকে গমন করেন। যেহেতু পরমহংসগণ বর্জ্জ্যাবর্জ্জ্যজ্ঞান পরিত্যাগ করিয়া সকলই ভোজন করিতে পারেন, অতএব তাহার বেশাদি করিয়া অভিপ্রেত সিদ্ধির নিমিত্ত দণ্ডধারণ সর্ব্বথা বিগর্হিত, যিনি এইরূপ জ্ঞানদণ্ড ও কাষ্ঠদণ্ডের উত্তমাধমতা জানিয়া কেবল জ্ঞানদণ্ডই ধারণ করেন, তিনিই মুখ্য পরমহংস পদবাচ্য। ১১ ॥

যদি পরমহংস যোগিদিগের কাষ্ঠদণ্ড ধারণ না হউক, তথাপি তাহাদিগের অন্যান্য আচরণ কিরূপ? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—পরম-

নাবাহনং ন বিসর্জ্জনং ন মন্ত্রো ন ধ্যানং নোপাসনঞ্চ ন লক্ষ্যং নালক্ষ্যং ন পৃথক্ নাপৃথক্ নাহং নত্বম্ ন সর্ব্ব-

ন নমস্কারঃ। নিষেধার্থমকারস্য সমাসত্বান্নলোপাভাবঃ। তদুক্তং "নির্নম-স্কারমস্তুতিম্" ইতি। শ্রাদ্ধাদাবপি ন স্বধাকারোঽস্য স তথা ন নিন্দা-স্তুতিঃ। নিন্দাপূর্ব্বেত্যাদিবাক্যে পরৈঃ কৃতয়া নিন্দয়া অস্য ক্লেশো নিবা-রিতঃ অত্র তু স্বকর্ত্তৃকে নিন্দাস্তুতী নিষিধ্যেতে। যাদৃচ্ছিকঃ নির্ব্বন্ধ-রহিতশ্চ ভবেৎ স্যাৎ ভিক্ষুঃ পরমহংসঃ॥ ১২॥

নন্বস্তি নির্ব্বন্ধঃ "ভিক্ষাটনং জপঃ শৌচং স্নানং সুরার্চ্চনম্। কর্ত্তব্যানি ষড়েতানি সর্ব্বদা নৃপদণ্ডবৎ॥" ইতি মুখ্যস্য ভেদাদর্শিত্বাত্তন্ন সম্ভবতি ইত্যভিপ্রায়েণাহ নাবাহনমিত্যাদি। ধ্যানং স্মরণম্ উপাসনং পরি-চর্য্যেতি ভেদঃ। যথা স্তুতিনিন্দাদি লৌকিকং ন যথা দেবপূজাদি ধর্ম্ম-শাস্ত্রীয়ং ন তথৈব তত্ত্বমস্যাদি জ্ঞানশাস্ত্রীয়মপি। লক্ষ্য বাচ্যাদি ব্যবহার্য্যং

হংসেরা দিগম্বর হইয়া থাকিবে এবং তাঁহারা নমস্কার করেন না, শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, পরমহংসগণ নির্নমস্কার ও নিঃস্তুতি। আর শ্রাদ্ধাদি কার্য্যেও তাহারা স্বধাশব্দ উচ্চারণ করিবে না, অপরে তাহাদিগকে নিন্দা করিলে তাহাদিগের ক্লেশ নিবারিত হয় এবং তাহারা কাহারও নিন্দা বা স্তব করিবে না, বষট্কার উচ্চারণেও তাহাদিগের অধিকার নাই এবং পরমহংস ভিক্ষুকেরা কোন নির্ব্বন্ধ, অর্থাৎ কোন নিয়মের বশীভূত হইবে না॥ ১২॥

পূর্ব্ব শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে, পরমহংস যোগিগণের কোন নির্ব্বন্ধ নাই, তাহারা যথেচ্ছাচারী ও "ভিক্ষাচরণ, জপ, শৌচ, স্নান, ধ্যান, দেবার্চ্চন, এই ষট্কর্ম্ম রাজদণ্ডের ন্যায় পরমহংসদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য" এই শাস্ত্রানুসারে তাহাদিগের ভিক্ষাচরণাদি নির্ব্বন্ধ দেখা যাইতেছে। এইক্ষণ মুখ্যের ভেদদর্শিত্বপ্রযুক্ত তাহাও সম্ভবিতেছে না। এই অভি-প্রায়ে বলিতেছেন, পরমহংস যোগিদিগের আবাহন বা বিসর্জ্জন নাই, মন্ত্র নাই এবং ধ্যান বা উপাসনা কিছুই নাই। ধ্যানশব্দার্থ স্মরণ এবং

ঋানিকেতস্থিতিরেব স ভিক্ষুর্হাটকাদীনাং নৈব পরিগ্রহেৎ ন লোকং নাবলোকনঞ্চ ॥ ১৩ ॥

যোগিনামিত্যাহ ন লক্ষ্যমিতি। সাক্ষিচৈতন্যং ত্বং পদেন লক্ষ্যং দেহাদি বিশিষ্টং চৈতন্যং ত্বং পদেন বাচ্যং ন লক্ষ্যং নালক্ষ্যং তদপি তস্য ন ব্যবহার্য্যমিত্যর্থঃ। চিৎপদার্থো জড়াৎ পৃথক্ তত্ত্বংপদয়োর্ব্বাচ্যং পৃথক্ লক্ষ্যং পৃথক্ ইত্যপি যোগিনো নাস্তি স্বদেহনিষ্ঠো বাচ্যোঽর্থোঽহং পর-দেহ নিষ্ঠস্ত্বং তদপ্যস্য নাস্তি সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মেত্যপি ন চকারাদসর্ব্বং ন কিঞ্চিদস্তীত্যপি তস্য নাস্তি তচ্চিত্তস্য ব্রহ্মণি বিশ্রান্তত্বাৎ অতএব অনি-কেতস্থিতিরেব স ভিক্ষুঃ যদি নিয়তবাসার্থং কঞ্চিন্মঠং সম্পাদয়েৎ তদা তস্মিন্ মমত্বে সতি তদীয়হানৌ বৃদ্ধৌ বা চিত্তং বিক্ষিপেৎ। মঠবৎ হাট-কাদীনাং সুবর্ণরজতাদিপাত্রাণাং ভিক্ষাচমনাদ্যর্থানামেকমপি নৈব পরি-

---

উপাসনাশব্দার্থ পরিচর্য্যা; সুতরাং ধ্যান ও উপাসনার ভেদ দেখা যায়। যেমন পরমহংস যোগিদিগের স্তুতিনিন্দাদি লৌকিক ধর্ম্ম নাই, সেইরূপ দেবপূজাদি শাস্ত্রীয়ধর্ম্ম এবং তত্ত্বমস্যাদি জ্ঞানশাস্ত্রীয় ধর্ম্মও নাই। আর সাক্ষিচৈতন্যস্বরূপ তৎ পদের লক্ষ্য এবং দেহাদিবিশিষ্ট চৈতন্য ত্বং পদের বাচ্য, এইরূপ লক্ষ্যালক্ষ্যও তাহাদিগের নাই, অর্থাৎ যোগিরা লক্ষ্যালক্ষ্য ব্যবহার করেন না। চিৎপদার্থ জড় হইতে পৃথক্, ইত্যাদিরূপে তাহা-দিগের পৃথক্ অপৃথক্ জ্ঞান নাই, আর স্বদেহনিষ্ঠবাচ্য অহং এবং পর-দেহনিষ্ঠবাচ্য ত্বং পদার্থ, এইরূপ জ্ঞানও পরমহংসদিগের থাকে না। যেহেতু তাহাদিগের চিত্ত ব্রহ্মেতে বিশ্রান্ত থাকে; অতএব সকলই ব্রহ্ম-স্বরূপ এবং ব্রহ্মভিন্ন আর কিছুই নাই, এইরূপ জ্ঞানও পরমহংসদিগের অসম্ভব। তাহারা নিয়ত বাসার্থ কোন নিকেতন করিবে না, সর্ব্বদা অনাশ্রয়ে বাস করিবে। যদি তাহারা নিয়ত বাসের নিমিত্ত কোন মঠাদি নির্ম্মাণ করে, তাহাহইলে সেই মঠে মমতা জন্মে এবং সেই মঠের হ্রাসবৃদ্ধিতে চিত্তবিক্ষেপ হইতে পারে, এইরূপ সুবর্ণ রজতাদিপাত্র ব্যব-হার করাও বিধেয় নহে, কারণ তাহাতে মমতা জন্মিলে চিত্তচাঞ্চল্য

অথাবলোকনমাত্রেণ অবাধক ইতি চেৎ তদ্‌বাধকো-
ঽস্ত্যেব। যস্মাদ্ভিক্ষুর্হিরণ্যং রসেন দৃষ্টঞ্চ স ব্রহ্মহা ভবেৎ।

গ্রহেৎ নাপি গৃহ্ণীয়াৎ বিকরণব্যত্যয়ঃ। যদাহ যমঃ—"হিরণ্ময়ানি পাত্রাণি কৃষ্ণায়সময়ানি চ। যতীনাং তান্যপাত্রাণি বর্জ্জয়েজ্‌জ্ঞানি-ভিক্ষুকঃ॥" ইতি। তথা ন লোকং জনং শিষ্যবর্গং পরিগ্রহেৎ। ন কেবলং লোকং ত্যজেৎ কিন্তু নাবলোকনঞ্চ সান্নিধ্যাল্লোকস্তৈবাবলোক-নঞ্চ ন কুর্য্যাৎ॥ ১৩॥

যোগিনো লৌকিকবৈদিকব্যবহারগতানাং বাধকানাং বর্জ্জনমভি-হিতম্। অথ প্রশ্নোত্তরাভ্যামত্যন্তবাধকং প্রদর্শ্য তদ্বর্জ্জনমাহ অবাধক ইতি চেৎ তদ্বাধকোঽস্ত্যেবেতি। অথাবলোকনমাত্রেণেতি প্রক্ষিপ্তম্ বাক্যোপক্রম আকরঃ। তত্রাপি হিরণ্যস্যাত্যন্তবাধকত্বমাহ যস্মাদ্ভিক্ষু-রিত্যাদিনা রসেন প্রেম্না। ব্রহ্মহা ইতি ব্রহ্মৈব সত্যমন্যৎ মিথ্যা ইত্য-নঙ্গীকারাৎ ব্রহ্ম তেন হতমিব ভবতি তেন ব্রহ্মহা ভবেৎ। যৎ স্মৃতিঃ—

জন্মিতে পারে; অতএব যোগী পরমহংসগণ ভিক্ষাচরণ ও আচমনার্থ স্বর্ণ রজতাদিপাত্র গ্রহণ করিবে না। যম বলিয়াছেন যে, স্বর্ণময় পাত্র ও কৃষ্ণলৌহনির্ম্মিত পাত্র যতিদিগের পক্ষে অপাত্রমধ্যে পরিগণিত; সুতরাং জ্ঞানী ভিক্ষুকগণ তাহা বর্জ্জন করিবে। আর পরমহংস যোগীরা লোক পরিত্যাগ করিবে, অর্থাৎ শিষ্যাদি গ্রহণ করিবে না, কিম্বা লোক-সমাজে গমন করিবে না, পরন্তু নিকটে কোন লোক উপস্থিত হইলেও তাহারা লোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে না॥ ১৩॥

ইতিপূর্ব্বে যোগিদিগের লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহারবশত বাধক সকলের বর্জ্জন কথিত হইয়াছে, এইক্ষণে প্রশ্নোত্তরচ্ছলে অত্যন্ত বাধক প্রদর্শন করিয়া তাহার বর্জ্জন কথিত হইতেছে। যদিও পরমহংসদিগের বাধক সম্ভব আছে বটে, তথাপি তাঁহারা অবলোকনমাত্রই অবাধক হইতে পারেন, অর্থাৎ যোগীরা দর্শনমাত্র সকল বাধা নিবারণ করিতে পারেন। হিরণ্যাদিই যোগিদিগের যোগসাধনে বিশেষ বাধক, তাহাতেও

যস্মাদ্ভিক্ষুর্হিরণ্যং রসেন স্পৃষ্টঞ্চ স পৌল্কসো ভবেৎ যস্মাদ্ভিক্ষুর্হিরণ্যং রসেন গ্রাহ্যঞ্চ স আত্মহা ভবেৎ

"ব্রহ্ম নাস্তীতি যো ব্রূয়াৎ দ্বেষ্টি ব্রহ্মবিদঞ্চ যঃ। অভূতব্রহ্মবাদী চ ত্রয়স্তে ব্রহ্মঘাতকাঃ॥" ইতি। যদ্বা ব্রহ্মঘ্ন ইতি তস্য নরকো ভবতি। পৌল্কস ইতি নিষাদাচ্ছূদ্রায়াং জাতঃ পুক্কসঃ প্রজ্ঞাদিত্বাৎ পৌকসঃ বর্ণব্যত্যয়েন পৌল্কসঃ তত্তুল্য ইতি যাবৎ। যৎ স্মৃতিঃ—"পতত্যসৌ ধ্রুবং ভিক্ষুর্যস্য ভিক্ষোর্দ্বয়ং ভবেৎ। ধীপূর্ব্বং রেত উৎসর্গো দ্রব্যসংগ্রহ এব চ॥" ইতি। আত্মহা ইতি অসঙ্গস্যাভোক্তুরাত্মনো হিরণ্যসঙ্গিত্বভোক্তৃত্বাঙ্গীকারাৎ। যৎ স্মৃতিঃ—"অন্যথা সন্তমাত্মানমন্যথা প্রতিপদ্যতে। কিং তেন ন কৃতং পাপং চৌরেণাত্মাপহারিণা॥" ইতি। শ্রুতিরপি তস্যান্ধতামিস্রলোকা-

যোগের বাধা জন্মাইতে পারে না। যদি যোগীরা হিরণ্যের আকাঙ্ক্ষা করিয়া তাহা দর্শন করেন, তাহাহইলে তাহারা ব্রহ্মহা হইয়া থাকেন, অর্থাৎ ব্রহ্মই সত্য, অন্য সমুদায়ই মিথ্যা, এইরূপ অস্বীকারেই ব্রহ্মহত হইতেছেন। স্বর্ণের প্রতি আদর করিলেই তাহাদিগের উক্ত জ্ঞান নষ্ট হইল। স্মৃতিতে লিখিত আছে যে, যিনি "ব্রহ্ম নাই" এইরূপ বলেন, ব্রহ্মজ্ঞানীকে দ্বেষ করেন এবং যিনি অভূত ব্রহ্মবাদী, এই তিন ব্যক্তিই ব্রহ্মঘাতক বলিয়া অভিহিত হয়েন, অথবা যে পরমহংস হিরণ্যের আদর করেন, তিনি ব্রহ্মবধজনিত পাপভাগী হইয়া নরকভোগ করিয়া থাকেন। যে যোগী হিরণ্যের প্রতি প্রেম করিয়া তাহা স্পর্শ করেন, তিনি চণ্ডাল-তুল্য হন। স্মৃতিতে লিখিত আছে যে, যে ভিক্ষু জ্ঞানপূর্ব্বক রেতস্ত্যাগ করেন এবং যিনি দ্রব্য সংগ্রহ করেন, এই দ্বিবিধ ভিক্ষুই নরকে পতিত হইয়া থাকেন। আর যে পরমহংস হিরণ্যে অনুরক্ত হইয়া তাহা গ্রহণ করেন, তিনি আত্মহা হইয়া থাকেন, অর্থাৎ অসঙ্গ আত্মার হিরণ্যসঙ্গিত্ব-প্রযুক্ত ভোক্তৃত্ব স্বীকার করেন। স্মৃতিতে লিখিত আছে যে, যিনি এক প্রকারে বিদ্যমান আত্মাকে অন্য প্রকারে প্রতিপাদন করেন, সেই আত্মাপহারী চোর কি পাপ না করিতে পারে? শ্রুতিও আত্মঘাতীর

যস্মাদ্ভিক্ষুর্হিরণ্যং যো ন দৃষ্টঞ্চ ন স্পৃষ্টঞ্চ ন গ্রাহ্যঞ্চ সর্ব্বে কামা মনোগতা ব্যাবর্ত্তন্তে ॥ ১৪ ॥

দুঃখেনোদ্বিগ্নঃ সুখে নিস্পৃহঃ ত্যাগো রাগে সর্ব্বত্র শুভাশুভয়োরনভিস্নেহঃ ন দ্বেষ্টি ন প্রমোদশ্চ সর্ব্বেষামি-

---

নাহ—"অসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসা বৃতাঃ। তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ ॥" ইতি। ন দৃষ্টঞ্চ ন স্পৃষ্টঞ্চ ন গ্রাহ্যঞ্চেতি ইচ্ছেদিতি শেষঃ। চকারৈঃ শ্রুতঞ্চ কথিতঞ্চ ব্যবহৃতঞ্চ নেচ্ছেদিতি সমুচ্চয়ঃ। দর্শন-স্পর্শন গ্রহণবদভিলাষপূর্ব্বক-হিরণ্যবৃত্তান্তশ্রবণ-তদ্‌গুণকথন-তদীয়ক্রিয়াদিব্যবহারা অপি প্রত্যবায়হেতব ইত্যর্থঃ। হিরণ্যবর্জ্জনস্য ফলমাহ সর্ব্বে কামা মনোগতা ইতি। পুত্রভার্য্যাদীনাং হিরণ্যমূলকত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ১৪ ॥

কামনিবৃত্তেঃ স্থিতপ্রজ্ঞত্বং ফলমাহ দুঃখেনোদ্বিগ্ন ইতি। দুঃখে সতি উদ্বেগং ন গতঃ সুখে অভিলাষরহিতঃ স্থিতপ্রজ্ঞ ইত্যর্থঃ। সুখদুঃখয়োরবিক্ষেপকত্বেন তৎসাধনয়োরপ্যবিক্ষেপকত্বমাহ ত্যাগো রাগে ইতি।

অন্ধতামিস্র নামক নরক নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, অর্থাৎ যাঁহারা আত্মঘাতী, তাঁহারা এই লোক হইতে পরলোকে গমন করিয়া সূর্য্যবিহীন এবং অন্ধকারাবৃত স্থানে গমন করে। আর যে সকল যোগীরা হিরণ্যের লাভ কামনায় তাহা দর্শন করেন না, স্পর্শ করেন না, গ্রহণ করেন না, ইচ্ছা করেন না। পরন্তু হিরণ্যের দর্শন, স্পর্শন গ্রহণের ন্যায় অভিলাষপূর্ব্বক হিরণ্যবৃত্তান্ত শ্রবণ, তাহার গুণ কথন এবং হিরণ্যের ক্রিয়াদি ব্যবহারও পাপহেতু; সুতরাং হিরণ্যত্যাগী ব্যক্তিরাই সর্ব্বকাম-সম্পন্ন হইতে পারেন ॥ ১৪ ॥

স্থিতপ্রজ্ঞত্বই কামনানিবৃত্তির ফল বলিয়া কথিত হয়, অর্থাৎ যিনি দুঃখে উদ্বেগী হন না এবং সুখে অভিলাষ করেন না, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ বলিয়া অভিহিত হয়েন। সুখ ও দুঃখ যাহাকে চঞ্চল করিতে পারে না; সুতরাং সুখদুঃখের সাধনও তাহাকে চঞ্চল করিতে সমর্থ হয় না। পরম-

ন্দ্রিয়াণাং গতিরুপরমতে জ্ঞানে স্থিরস্তুঃ য আত্মন্যেবাব-
স্থীয়তে স এব যোগী চ স এব জ্ঞানী চ ॥ ১৫ ॥

রাগে রঞ্জনহেতৌ ঐহিকামুষ্মিকে স্বস্ত ত্যাগো ভবতি ফলানপেক্ষত্বাৎ। রাগত্যাগং বিবৃণোতি সর্ব্বত্র শুভাশুভয়োরিতি। অনভিস্নেহোঽনভিদ্বেষ ইত্যপি জ্ঞেয়ম্। রাগত্যাগস্য ফলমাহ ন দ্বেষ্টি ন প্রমোদঞ্চেতি। প্রতিকূলান্ ন দ্বেষ্টি অনুকূলং দৃষ্ট্বা প্রমোদঞ্চ ন যাতি। ততঃ কিং স্যাদত আহ সর্ব্বেষামিন্দ্রিয়াণাং গতিরুপরমতে ইতি। সুখপ্রাপ্তয়ে দুঃখপরিহারায় চ ইন্দ্রিয়প্রবৃত্তিঃ তদ্দ্বয়স্য যোগিনোঽনুদ্দেশ্যত্বাদিন্দ্রিয়োপরম ইতি ভাবঃ। নমু নির্ব্বীজো যোগো দুঃসাধ্য ইত্যাশঙ্ক্য পরমপ্রেমাস্পদাত্মাবলম্বত্বাৎ সুসাধ্য এবেত্যাশয়েন আত্মনিষ্ঠামুপসংহরতি য আত্মন্যেবাবস্থীয়তে ইতি। অবতিষ্ঠতে ইতি বাচ্যে ব্যত্যয়ঃ। তদুক্তম্—"ন সুখং দেবরাজস্য ন সুখং চক্রবর্ত্তিনঃ। যৎ সুখং বীতরাগস্য জ্ঞাননিষ্ঠস্য যোগিনঃ॥" ইতি। ইন্দ্রিয়োপরতৌ চ ন কদাচিদাত্মনি নির্ব্বিকল্পকসমাধের্ব্বিঘ্না ভবন্তি তেষাং কা স্থিতিরিতি প্রশ্নস্য সংক্ষেপবিস্তারাভ্যা-

হংসগণ ফলানপেক্ষীপ্রযুক্ত ঐহিক ও পারত্রিক সুখসাধন সামগ্রীতে রাগ ত্যাগ করেন, যেহেতু তাঁহারা শুভাশুভ সকল বিষয়েই নিস্পৃহ। যাহারা রাগ ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা কোন প্রতিকূল বস্তু দর্শনে দ্বেষ করেন না এবং অনুকূল বস্তুতে প্রমোদ অনুভব করেন না। তাহাহইলেই তাহাদিগের সকল ইন্দ্রিয়ের গতি উপরত হয়, অর্থাৎ সুখসাধনে বা দুঃখাপনয়নে যোগিদিগের কোন ইন্দ্রিয়বৃত্তি হয় না। বাস্তবিক যিনি জ্ঞানসাধনে স্থির হইয়া আত্মাতেই অবস্থিত আছেন, তিনিই যোগী এবং তিনিই জ্ঞানী। শাস্ত্রান্তরে বিরাগী জ্ঞাননিষ্ঠ যোগীর যে সুখ হয়, দেব রাজ ইন্দ্র, অথবা সসাগরা ধরার অদ্বিতীয় অধীশ্বরের সেই সুখ হইতে পারে না। পরন্তু ইন্দ্রিয়ের উপরতি হইলে কখনও আত্মার নির্ব্বিকল্পক সমাধিতে কোন বিঘ্ন হইতে পারে না। পরমহংসদিগের কিরূপ স্থিতি ?

যৎ পূর্ণানন্দৈকরসবোধঃ তদ্‌ব্রহ্মাহমস্মীতি কৃতকৃত্যো ভবতি তদ্‌ব্রহ্মাহমস্মীতি কৃতকৃত্যো ভবতি ॥ ১৬ ॥

ইতি শুক্ল-যজুর্ব্বেদীয় পরমহংসোপনিষৎ সমাপ্তা ॥

উত্তরং পূর্ব্বমুক্তং তদেবাত্র পুনরপি হিরণ্যনিষেধ প্রসঙ্গেন স্পষ্টীকৃতম্ ॥ ১৫ ॥

অথ বিদ্বৎসন্ন্যাসমুপসংহরতি যৎ পূর্ণানন্দৈকরসবোধঃ তদ্‌ব্রহ্মাহমস্মীতি কৃতকৃত্যো ভবতি তদ্‌ব্রহ্মাহমস্মীতি কৃতকৃত্যো ভবতীতি। অধিকপ্রক্ষিপ্তগ্রন্থনিরাসায় সম্পূর্ণপ্রতীকোপাদানম্। যৎ ব্রহ্মবেদান্তেষু পূর্ণানন্দৈকরসবোধঃ পরমাত্মেতি নিরূপিতং তদ্‌ব্রহ্মাহমস্মীতি অনুভবন্ যোগী পরমহংসঃ কৃতকৃত্যঃ কৃতার্থো ভবতীত্যর্থঃ। যৎ স্মৃতিঃ—"জ্ঞানামৃতেন তৃপ্তস্য কৃতকৃত্যস্য যোগিনঃ। নৈবাস্তি কিঞ্চিৎ কর্ত্তব্যমস্তি চেন্ন স তত্ত্ববিৎ।" ইতি দ্বিরুক্তিঃ সমাপ্ত্যর্থা। ১৬।

এই প্রশ্নের সংক্ষেপে ও বিস্তাররূপে উত্তর পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, এইক্ষণ পুনর্ব্বার হিরণ্যত্যাগ প্রসঙ্গে তাহাই স্পষ্টীকৃত হইল। ১৫ ॥

এইক্ষণ জ্ঞানিগণের সন্ন্যাসের উপসংহার করিতেছেন, যাঁহার পূর্ণানন্দসরবোধ হইয়াছে, তিনি "আমিই সেই ব্রহ্ম" এইরূপ জ্ঞান করিয়া কৃতকৃত্য হইয়া থাকেন। শাস্ত্রান্তরে লিখিত আছে যে, যে যোগী জ্ঞানরূপ অমৃতদ্বারা পরিতৃপ্ত হইয়াছেন, ইহলোকে তাহার কোন কর্ত্তব্য নাই। পরন্তু যাহার ইহলোকে কর্ত্তব্য আছে, সে প্রকৃত তত্ত্ববিদ নহে। উপনিষদাদির অধ্যায়ান্তে শেষবাক্য দুইবার উচ্চারণ কর্ত্তব্য; অতএব

নারায়ণেন রচিতা জীবন্মুক্তিবিবেকতঃ।
শ্রুত্যর্থাপারপরমহংসোপনিষদ্দীপিকা॥
সচ্চিদানন্দপূর্ণোঽহং কূটস্থাদ্বৈতরূপতঃ।
মহাবাক্যপ্রবোধেন কৃতকৃত্যো ভবেন্মুনিঃ॥

ইতি শুক্ল-যজুর্ব্বেদে পরমহংসোপনিষদো-দীপিকা সম্পূর্ণা

"তদ্‌ব্রহ্মাহমস্মীতি কৃতকৃত্যো ভবতি" এই বাক্য দুইবার প্রযুক্ত হইয়াছে। ১৬।

ইতি শুক্ল-যজুর্ব্বেদীয় পরমহংসোপনিষৎ সমাপ্ত॥



নমঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহায়।

আত্মোপনিষৎ।

(শ্রুতি, দীপিকা ও বঙ্গানুবাদ-সমেত



নিরপেক্ষ-ধর্ম্মসঞ্চারিণী-সভা হইতে

শ্রীলশ্রীপূজ্যপাদ ভগবান্ সান্দ্রানন্দ আচার্য্য মহাপ্রভুর প্রসাদে
চতুর্ব্বেদান্তর্গত "অষ্টোত্তরশতোপনিষৎ" "বেদান্তসার"
"পঞ্চদশী" এবং ষড়্দর্শনাদিশাস্ত্র-প্রকাশক

শ্রীমহেশচন্দ্র পাল-কর্ত্তৃক
সঙ্কলিত ও প্রকাশিত।

(সভার কার্য্যালয় ; ১৪১ নং, বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট্ ; কলিকাতা।

কলিকাতা।

বাগবাজার, ৮৪ নং, রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট্ ; নব-সারস্বত যন্ত্রে
শ্রীনবকুমার বসু-দ্বারা মুদ্রিত।

শকাব্দাঃ ১৮১০, আষাঢ়।

॥ ওঁ ॥ তৎসৎ ॥ ওঁ ॥

আত্মোপনিষৎ।

প্রথমঃ খণ্ডঃ।

॥ ওঁ ॥ পরমাত্মনে নমঃ ॥ ওঁ ॥

ওম্ অথাঙ্গিরাস্ত্রিবিধঃ পুরুষঃ তদ্‌যথা—বাহ্যাত্মা অন্তরাত্মা পরমাত্মা চেতি ॥ ১ ॥

আত্মত্রয়ী পরাত্মোপনিষৎ খণ্ডত্রয়ান্বিতা।
অষ্টাবিংশী গ্রন্থসঙ্ঘে শাখা শৌনকবর্ত্তিতা॥

পিণ্ডগ্রহণে বিরক্তস্য পরমাত্মানং বোধয়িতুং শাখাচন্দ্রন্যায়েন আত্মদ্বয়ং নিরূপ্য নিরঞ্জনং সংসারাতীতং পরমাত্মানং নিরূপয়িতুমিয়মারভ্যতে অথাঙ্গিরা ইতি। অথ ব্রহ্মণা দেবর্ষীন্ প্রতি পিণ্ডনিরূপণানন্তরং ভক্তিমোক্ষার্থী অঙ্গিরা উবাচেতি শেষঃ বাহ্যাত্মাদয়ো বক্ষ্যমাণলক্ষণাঃ॥ ১॥

পিণ্ডগ্রহণে বিরক্ত ব্যক্তির পরমাত্মবোধার্থ আত্মদ্বয় নিরূপণ করিয়া নিরঞ্জন সংসারাতীত পরমাত্মনিরূপণার্থ আত্মোপনিষদের আরম্ভ হইতেছে।—ব্রহ্মা দেবর্ষিদিগের নিকট পিণ্ড নিরূপণ করিলে অঙ্গিরানামক

ত্বগস্থি মাংস-মজ্জা-লোমাঙ্গুল্যঙ্গুষ্ঠ-পৃষ্ঠি-বংশ-নখ-গুল্‌ফোদর-নাভি-মেঢ্র-কট্যুরু--কপোল--ভ্রূ--ললাট-বাহু-পার্শ্ব-শিরো-ধমনিকাক্ষীণি শ্রোত্রাণি ভবন্তি জায়তে ম্রিয়তে ইত্যেষ বাহ্যাত্মা নাম ॥ ২ ॥

ইতি প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥ ১ ॥

জায়তে ম্রিয়তে ইতি প্রত্যাহারেণ ষড়্ভাববিকারা যাস্কোক্তা গৃহ্যন্তে। তে যথা "জায়তে অস্তি বর্দ্ধতে বিপরিণমতে অপক্ষীয়তে নশ্যতি চ" ইতি। যত্র পঞ্চবিংশতিস্ত্বগাদয়ো ভবতি ষড়্ভাববিকারাশ্চ স বাহ্যাত্মা নাম ইত্যন্বয়ঃ ॥ ২ ॥

ইতি প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥ ১ ॥

ঋষি প্রজাপতির নিকট কহিয়াছিলেন,—আত্মা ত্রিবিধ; যথা,—বাহ্যাত্মা, অন্তরাত্মা ও পরমাত্মা, এই আত্মত্রয়ের লক্ষণ পরে বিবৃত হইতেছে ॥ ১ ॥

যাঁহার চক্ষু, অস্থি, মাংস, মজ্জা; লোম, অঙ্গুলি, অঙ্গুষ্ঠ, পৃষ্ঠিবংশ (মেরুদণ্ড), নখ, গুল্‌ফ, উদর, নাভি, মেঢ্র, কটি, উরু, গণ্ড, ভ্রূ, ললাট, বাহু, পার্শ্ব, শির, ধমনিকা (শিরা) চক্ষু ও শ্রোত্র এই সকল আছে এবং যাহা ষড়্ভাববিকারসম্পন্ন, অর্থাৎ যে জন্মিতেছে, বিদ্যমান আছে, বৃদ্ধি পাইতেছে, অবস্থান্তর পাইতেছে, ক্ষয় পাইতেছে এবং বিনাশ পাইতেছে, তাহাই বাহ্যাত্মা ॥ ২ ॥

ইতি প্রথম খণ্ড ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

অথান্তরাত্মা নাম পৃথিব্যপ্-তেজো-বায্বাকাশ-মিচ্ছা-দ্বেষ-সুখ-দুঃখ-কাম-মোহ-বিকল্পনাদিভিঃ স্মৃতি-লিঙ্গো-দাত্তানুদাত্ত--হ্রস্ব-দীর্ঘ--প্লুত-স্খলিত-গর্জ্জিত-স্ফুটিত-মুদিত-নৃত্য-গীত-বাদিত্র-প্রলয়-বিজৃম্ভিতাদিভিঃ শ্রোতা, ঘ্রাতা রসয়িতা মন্তা বোদ্ধা কর্ত্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ পুরাণং ন্যায়ো মীমাংসা ধর্ম্মশাস্ত্রাণীতি শ্রবণঘ্রাণাকর্ষণ-কর্ম্ম-বিশেষণং করোতি এষোঽন্তরাত্মা নাম ॥ ১ ॥

ইতি দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥ ২ ॥

পৃথিব্যাদি বিজৃম্ভিতাদি-পর্য্যন্তৈরুপলক্ষিতঃ বিজ্ঞানাত্মা বুদ্ধিময়ঃ কর্ম্ম সামান্যং শ্রবণাদিলক্ষণং যঃ করোতি সোঽন্তরাত্মেত্যন্বয়ঃ ॥ ১ ॥

ইতি দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥ ২ ॥

অনন্তর অন্তরাত্মা কথিত হইতেছে।—যিনি পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, কাম, মোহাদি ও ত্রিবিধ কল্পনাদি-দ্বারা উপলক্ষিত এবং স্মৃতি, লিঙ্গ ও উদাত্ত, অনুদাত্ত, হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত এই সকল স্বর, স্খলিত, গর্জ্জিত, স্ফুটিত, নৃত্য, গীত, বাদিত্র, প্রাণ ও জৃম্ভণাদি-বিশিষ্ট হইয়া শ্রবণ করিতেছেন, আঘ্রাণ করিতেছেন, আস্বাদ করিতে-ছেন, মনন করিতেছেন এবং যিনি বোদ্ধা, যিনি কর্ত্তা, যিনি বিজ্ঞানময়

তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ।

অথ পরমাত্মা নাম যথাক্ষরমুপাসনীয়ঃ। স চ প্রাণায়াম-প্রত্যাহার-সমাধি-যোগানুমানাধ্যাত্ম-চিন্তনম্‌ ॥ ১ ॥

নমু পরমাত্মা বাঙ্মনসগোচরাতীতত্বাৎ কথং জ্ঞেয়ঃ? ইত্যাশঙ্ক্যাহ যথেতি। যথাক্ষরম্‌ যথোপদেশম্‌ উপাসনীয়ঃ উপাস্যো জ্ঞেয়ঃ তং ত্বোপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামীতি তস্য বেদৈকগম্যত্বাৎ মনসৈবানুদ্রষ্টব্যমিতি শ্রুতেঃ অসংস্কৃতেন চ মনসা অগ্রাহ্যত্বাৎ সংস্কারানাহ প্রাণায়ামেতি। প্রাণায়ামাদিভির্যোগানুমানেন চ অধ্যাত্মচিন্তকং প্রতি প্রকাশতে ইতি শেষঃ ॥ ১ ॥

পুরুষ, যিনি পুরাণ, ন্যায়, মীমাংসা, ধর্ম্মশাস্ত্র ও শ্রবণ, আঘ্রাণ, আকর্ষণাদিবিশিষ্ট বিশেষ কর্ম্ম করিয়া থাকেন, তিনিই অন্তরাত্মা ॥ ১ ॥

ইতি দ্বিতীয় খণ্ড ॥ ২ ॥

পরমাত্মা বাক্য ও মনের অগোচর; সুতরাং তাঁহাকে কিরূপে জানা যাইতে পারে? অতএব সেই অক্ষর পরমাত্মাকে যেরূপে উপাসনা করিয়া জানা যাইতে পারে, আমাকে তাহার উপদেশ করুন,—হে ব্রহ্মন্‌! আমি আপনার নিকট সেই উপনিষৎপ্রতিপাদ্য পুরুষকে জানিতে ইচ্ছা করি। তখন প্রজাপতি অঙ্গিরার প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—সেই পরমাত্মা একমাত্র বেদের গম্য; সুতরাং মনদ্বারাই তাঁহাকে জানা যাইতে পারে। কিন্তু মনের সংস্কার না হইলে অসংস্কৃত মনদ্বারা পরমাত্মাকে গ্রহণ করা যায় না। অতএব প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, সমাধিপ্রভৃতি যোগদ্বারা মনের সংস্কার হইলে অনুমান করিয়া পরমাত্মাকে জানিতে হয় ॥ ১ ॥

বটকণিকা শ্যামাক-তণ্ডুলো বালাগ্রশত-সহস্র-বিকল্প-নাদিভির্ন লভ্যতে নোপলভ্যতে ন জায়তে ন ম্রিয়তে ন শুষ্যতে ন ক্লিদ্যতে ন দহ্যতে ন কম্পতে ন ভিদ্যতে ন ছিদ্যতে নির্গুণঃ সাক্ষী ভূতঃ শুদ্ধো নিরবয়বাত্মা কেবলঃ

নন্বসৌ বিভুর্ব্বিশ্বাধিকপ্রমাণঃ কথমপ্রত্যক্ষঃ? ইত্যাশঙ্ক্যাহ বটকণিকেতি। যথা বটকণিকা বটবীজং সূক্ষ্মাপি মহান্তং বটং সূতে এবমসৌ সূক্ষ্মোঽপি জগৎ সূতে। শ্যামাক-তণ্ডুলোঽতিসূক্ষ্মোঽপি মহান্তং স্তম্বং সূতে তদ্বদসাবিত্যর্থঃ। ননু বীজবদ্দৃষ্টীনাং প্রত্যক্ষোঽপি কিং ন স্যাৎ? অত আহ বালাগ্রেতি। "বালাগ্র-শতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ। ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্তায় কল্পতে॥" ইতি শ্রুতেঃ। অতিসূক্ষ্মত্বাৎ সর্ব্বথা অপ্রত্যক্ষ ইত্যর্থঃ। ন লভ্যতে কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ নোপলভ্যতে জ্ঞানেন্দ্রিয়ৈঃ জন্ম-মরণ-শোষ-ক্লেদ-দাহ-কম্প-ভেদ-চ্ছেদ-নিষেধৈঃ ক্রিয়ামাত্রং

সেই পরমাত্মা বিভু, তাঁহার পরিমাণ বিশ্বাধিক? তবে কি কারণে তিনি প্রত্যক্ষীভূত হইতেছেন না? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—যেমন বটবীজ অতি সূক্ষ্ম হইয়া মহান্ শাখাপ্রশাখাদিবিশিষ্ট বটবৃক্ষ উৎপাদন করে এবং যেমন শ্যামক তণ্ডুল অতি সূক্ষ্ম হইয়াও বৃহৎ গুচ্ছ জন্মায়, সেইরূপ পরমাত্মা অতি সূক্ষ্ম, অথচ এই বৃহৎ জগৎ উৎপাদন করিতেছেন। আর যাহারা পরমাত্মাকে বীজবৎ জ্ঞান করে, তাহাদিগের প্রত্যক্ষ হয় না কেন? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন,—তিনি বীজের ন্যায় হইলেও প্রত্যক্ষীভূত হইতে পারেন না, কারণ শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, একটি কেশকে শতভাগে বিভক্ত করিলে তাহার এক এক ভাগ যেরূপ সূক্ষ হয়, বীজও সেইরূপ সূক্ষ্ম, পরমাত্মা অতি সূক্ষ্মবিধায় সর্ব্বথাই তাঁহার প্রত্যক্ষ অসম্ভব। পরমাত্মাকে কর্ম্মেন্দ্রিয় বা জ্ঞানেন্দ্রিয়দ্বারা লাভ করা যায় না। পরমাত্মা জন্মেন না, মরেন না, তিনি শুষ্ক হয়েন না, বা পচিয়া গলিত হয়েন না, তাঁহাকে কেহ দগ্ধ করিতে পারে না,

সূক্ষ্মো নিষ্কলো নিরঞ্জনো নিরভিমানঃ শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ-বর্জ্জিতো নির্ব্বিকল্পো নিরাকাঙ্ক্ষঃ ॥ ২ ॥

সর্ব্বব্যাপী সোঽচিন্ত্যোঽবর্ণ্যশ্চ পুনাত্যশুদ্ধান্যপূতানি

নিষিদ্ধম্। সাক্ষী সাক্ষাদ্‌দ্রষ্টা ভূতঃ সিদ্ধঃ শুদ্ধঃ সহজাগন্তুক-মলরহিতঃ নিরবয়বাত্মা সাবয়বাত্মভেদশূন্যঃ কেবলঃ সজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদ-শূন্যঃ সূক্ষ্মঃ দুর্লক্ষ্যঃ নিষ্কলঃ ষোড়শকলারহিতঃ নিরঞ্জনঃ আগন্তুক-মলরহিতঃ নিরভিমানঃ অহঙ্কারদোষরহিতঃ শব্দেতি বাহ্যেন্দ্রিয়দোষরহিতঃ নির্ব্বি-কল্পঃ মনোদোষরহিতঃ নিরাকাঙ্ক্ষঃ আকাঙ্ক্ষাদিবুদ্ধিদোষরহিতঃ ॥ ২ ॥

নম্বু সূক্ষ্মশ্চেৎ কথমাকাশাদীনামাত্মপ্রদঃ? ইত্যত আহ সর্ব্বব্যাপীতি। অত এব বিকল্পনাদিভিরিত্যুক্তং বস্তুতস্তু অণু-মহত্ত্বাদি-পরিমাণরহিত এব স্বমহিম্না সর্ব্বং ব্যাপ্নোতি ভগবান্; অতএব সঃ ঈশ্বরঃ অচিন্ত্যোঽবর্ণ্যশ্চ অশুদ্ধানি চাণ্ডালাদীনি অপূতানি পাপাদিদুষ্টানি সত্ত্বানি নিষ্ক্রিয়োঽপি

তিনি কম্পিত হয়েন না। তাঁহাকে ভেদ করা যায় না, ছেদন করা যায় না, অর্থাৎ পরমাত্মার জন্ম, মরণ, শোষ, ক্লেদ, দাহ, কম্প, ভেদ, ছেদ, এই সকলের নিষেধপ্রযুক্ত তাহার কোন ক্রিয়াও নাই, ইহাই জানা যাইতেছে। তিনি নির্গুণ ও সাক্ষী, অর্থাৎ সর্ব্বদ্রষ্টা, তিনি স্বতঃসিদ্ধ এবং শুদ্ধ, অর্থাৎ সহজ বা আগন্তুক মলরহিত, সাবয়ব আত্মভেদশূন্য, সজাতীয়বিজাতীয় ভেদবর্জ্জিত, সূক্ষ্ম অর্থাৎ কেহ তাঁহাকে লক্ষ্য করিতে পারে না, তিনি ষোড়শকলারহিত, আগন্তুক মলরহিত এবং অহঙ্কারাদি দোষশূন্য। তাঁহার শব্দ নাই, স্পর্শ নাই, রূপ নাই, রস নাই এবং গন্ধ নাই, অর্থাৎ তিনি বাহ্যেন্দ্রিয়-দোষরহিত, নির্ব্বিকল্প, অর্থাৎ মনোদোষ-শূন্য এবং আকাঙ্ক্ষাদি বুদ্ধিদোষরহিত ॥ ২ ॥

পরমাত্মা অতি সূক্ষ্ম হইলেও তিনি আকাশাদির আস্পদ, যেহেতু তিনি সর্ব্বব্যাপী। বাস্তবিক পরমাত্মার অণু বা মহত্ত্বাদি কোনরূপ পরি-মাণ নাই। ভগবান্ স্বীয় মহিমাপ্রভাবে সকল ব্যাপিয়া আছেন; অত-

নিষ্ক্রিয়ঃ সংস্কারো নাস্তি ইত্যেষ পরমাত্মা পুরুষো নাম এষ পরমাত্মা পুরুষো নাম॥ ৩॥

ইতি তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ॥ ৩॥

ইতি আত্মোপনিষৎ সমাপ্তা॥

ধ্যানস্থঃ পুনাতি। যদ্যপি আগমশাস্ত্রে জ্ঞানাত্মাপি চতুর্থ উক্তঃ শরীরান্তঃকরণ-জীব-পরমাত্মভেদেন তথাপি জীব-পরমাত্মনোরভেদমাশ্রিত্য ইহ ত্রিবিধ এবোক্তঃ। তদুক্তং গীতাসু—"দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ। ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে। উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ॥" ইতি। ইদমাত্মচতুষ্টয়ং প্রণবস্থাকারো-

---

এব তিনি ঈশ্বর অচিন্তনীয় এবং তাঁহাকে কোনরূপেও কেহ বর্ণন করিতে পারে না। তিনি নিষ্ক্রিয় তথাপি ধ্যানস্থ হইলে অপবিত্র চণ্ডালাদি ও পাপাদিদূষিত প্রাণীকে পবিত্র করিয়া থাকেন, অর্থাৎ চণ্ডালাদিরাও যদি তাঁহাকে ধ্যান করে, তাহাহইলে মুক্ত হইতে পারে। যদিও আগমাদিতে চতুর্থ জ্ঞানাত্মা উক্ত আছে, (আগমাদিশাস্ত্রে শরীরাত্মা, অন্তরাত্মা, জীবাত্মা ও পরমাত্মা এই চতুর্ব্বিধ আত্মভেদ কথিত হইয়াছে), তথাপি জীব ও পরমাত্মার অভেদহেতুই বেদান্তে ত্রিবিধ আত্মা অভিপ্রেত। গীতাতে লিখিত আছে যে, লোকে ক্ষর ও অক্ষর, এই দ্বিবিধপুরুষ প্রসিদ্ধ আছে, তন্মধ্যে এই সর্ব্বভূতই ক্ষর এবং যিনি কূটস্থ তাঁহাকে অক্ষর বলা যায়। আর যিনি এতদ্ভিন্ন উত্তম পুরুষ, তিনিই পরমাত্মা। আর পরমাত্মা স্বয়ং অসঙ্গ; অতএব তাঁহার পূর্ব্ব প্রজ্ঞা নাই। ইহাই পরমাত্মার

কার-মকারাৎ পরং বিন্দু-নাদ শক্তি-শান্তাখ্যাবস্থা-চতুষ্টয়াত্মকং দ্রষ্টব্যম্। সংস্কারঃ পূর্ব্বপ্রজ্ঞা স নাস্তি স্বতোঽসঙ্গত্বাৎ দ্বিরুক্তিঃ সমাপ্ত্যর্থা ॥ ৩ ॥

নারায়ণেন রচিতা শ্রুতিমাত্রোপজীবিনা।
অস্পষ্টপদবাক্যানামাত্মোপনিষদ্দীপিকা ॥

ইতি তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥ ৩ ॥

ইতি আত্মোপনিষদো-দীপিকা সম্পূর্ণা ॥

লক্ষণ। উপনিষদাদির শেষবাক্য দুইবার পাঠ করিতে হয়, ইহাই বৈদিক-রীতি এই নিমিত্ত "এষ পরমাত্মা পুরুষোনাম" এই শেষবাক্য দুইবার উল্লিখিত হইয়াছে ॥ ৩ ॥

ইতি তৃতীয় খণ্ড ॥ ৩ ॥

ইতি আত্মোপনিষৎ সমাপ্ত ॥

ওঁ

নমঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহায়।

চূলিকোপনিষৎ।

(শ্রুতি, দীপিকা ও বঙ্গানুবাদ-সমেত।)

নিরপেক্ষ-ধর্ম্মসঞ্চারিণী-সভা হইতে

শ্রীলশ্রীপূজ্যপাদ ভগবান্ সান্দ্রানন্দ আচার্য্য মহাপ্রভুর প্রসাদে
চতুর্ব্বেদান্তর্গত "অষ্টোত্তরশতোপনিষৎ" "বেদান্তসার"
"পঞ্চদশী" এবং ষড়্দর্শনাদিশাস্ত্র-প্রকাশক

শ্রীমহেশচন্দ্র পাল-কর্ত্তৃক

সঙ্কলিত ও প্রকাশিত।

(সভার কার্য্যালয়; ১৪১ নং, বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট্; কলিকাতা।)

কলিকাতা।

বাগবাজার, ৮৪ নং, রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট্; নব-সারস্বত যন্ত্রে
শ্রীনবকুমার বসু-দ্বারা মুদ্রিত।

শকাব্দাঃ ১৮১০, আষাঢ়

॥ ওঁ ॥ তৎসৎ ॥ ওঁ ॥

চূলিকোপনিষৎ।

॥ ওঁ ॥ পরমাত্মনে নমঃ ॥ ওঁ ॥

ওম্ অষ্টপাদং শুচির্হংসং ত্রিসূত্রং মণিমব্যয়ম্।
দ্বিবর্ত্তমানং তেজসৈদ্ধং সর্ব্বঃ পশ্যন্ ন পশ্যতি ॥ ১ ॥

ওঁ চূলিকা চূলিকা লোকে স্তম্ভাগ্রং তীক্ষমুচ্যতে।
তদ্বদ্বেদান্তভাগোঽয়ং চতুঃখণ্ডী হি পঞ্চমী ॥

যোগফলমাত্মদর্শনম্ স চাত্মা অতিসন্নিহিতোঽপি কণ্ঠস্থহারবৎ পরাগ্র-দৃষ্টিনা গুরুং বিনা ন দৃশ্যতে ইতি তদ্বোধনার্থমুত্তরো গ্রন্থঃ। তত্র হার-রূপকেণাহ অষ্টপাদমিতি। অষ্টৌ প্রকৃতিরূপাঃ পাদাঃ অবয়বা অস্য তম্ অষ্টপাদম্ তদুক্তম্—"ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।

আত্মদর্শনই যোগসাধনের ফল, সেই আত্মা অতি নিকটস্থ বটে, তথাপি লোকে কণ্ঠস্থিত হারের ন্যায় গুরূপদেশ-ব্যতিরেকে কেহ তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছে না। অতএব সেই আত্মবোধনার্থ এই চূলিকোপনিষদের আরম্ভ হইয়াছে।—যেমন কণ্ঠাবয়ব মণিময় উজ্জ্বল

ভূতসম্মোহনে কালে ভিন্নে তমসি চৈশ্বরে।
অন্তঃ পশ্যতি সত্ত্বস্থং নির্গুণং গুণকোটরে॥ ২॥

অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥" ইতি। অস্যাঃ পাদত্বং সর্ব্বতঃ প্রাথম্যসাম্যাৎ। শুচিঃ উজ্জ্বলং শুচিঃ শব্দঃ সকারান্তো নপুংসকম্ শুচিমিতি বা পাঠঃ। হন্তি অজ্ঞানমিতি হংসঃ তং ত্রীণি সূত্রাণি ধর্ম্মার্থকামা যস্য মোক্ষস্য স্বরূপানতিরেকাৎ। ত্রয়ো গুণা বা ত্রিসূত্রং তিস্রো নাড্যো বা। মণিং প্রকাশকত্বাৎ ন বিবিধমেতীতি অব্যয়ম্ একরূপং দ্বয়োঃ স্থূলসূক্ষ্মদেহয়োঃ বর্ত্তমানং তিষ্ঠন্তং দ্বিবর্ত্তমানং তেজসা প্রকাশেন ইদ্ধং দীপ্তং তেজসৈদ্ধং ছান্দসী বৃদ্ধিঃ। এবম্বিধমাত্মানং কণ্ঠস্থহারমিব সর্ব্বো লোকঃ পশ্যন্নপি ন পশ্যতি। হারোঽপি অষ্টকঃ কণ্ঠিকাবয়বঃ উজ্জ্বলঃ হংসলক্ষণোপেতঃ ত্রিবৃৎসূত্রঃ মণিময়ঃ দৃঢ়ঃ দ্বয়োঃ দক্ষিণোত্তরভাগয়োর্ব্বর্ত্তমানঃ তেজসা দীপ্তশ্চ ভবতি সর্ব্বো লোকঃ তং পশ্যন্নপ্যতিসান্নিধ্যান্ন পশ্যতি॥ ১॥

তর্হি তদ্দর্শনে ক উপায়ঃ? ইত্যত আহ ভূতেতি। ভূতমোহজনকে কালে কৃষ্ণবর্ণে ঐশ্বরে ঈশ্বরাধিষ্ঠিতে তমসি অজ্ঞানে ভিন্নে নষ্টে সতি

ত্রিগুণিত বামদক্ষিণ উভয়ভাগে অবস্থিত সাতিশয় প্রভাবশালী হার সকল লোকই দেখিয়াও দেখিতে পায় না, সেইরূপ ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই অষ্টপ্রকৃতিরূপ অষ্টপাদবিশিষ্ট উজ্জ্বল হংস, অর্থাৎ অজ্ঞানবিনাশক ধর্ম্মার্থকামাত্মক ত্রিসূত্রান্বিত অথবা সত্ত্বাদি-গুণত্রয়শালী, কিম্বা ঈড়াদি নাড়ীত্রয়বিশিষ্ট মণিপ্রকাশক অব্যয়, অর্থাৎ একরূপী স্থূল ও সূক্ষ্ম এই দ্বিবিধ দেহে বর্ত্তমান এবং স্বীয়-প্রভায়-প্রদীপ্ত পরমাত্মাকে দেখিয়াও কেহ দেখিতে পায় না॥ ১॥

এইক্ষণ আত্মদর্শনের উপায় কি? তাহাই বলিতেছেন।—সর্ব্বভূতের মোহকারী কৃষ্ণবর্ণ ঐশ্বরীয় অন্ধকার, অর্থাৎ অজ্ঞানবিনষ্ট হইলে সকলেই নিকটে তাঁহাকে দেখিতে পায়। অজ্ঞাননাশ হইলেই তিনি বুদ্ধিতে

অশক্যঃ সোঽন্যথা দ্রষ্টুং ধ্যেয়মানঃ কুমারকঃ।
বিকারজননীং মায়ামষ্টরূপামজাং ধ্রুবাম্ ॥ ৩ ॥
ধ্যায়তেঽধ্যাসিতা তেন তন্যতে প্রেরিতা পুনঃ।
সূয়তে পুরুষার্থঞ্চ তেনৈবাধিষ্ঠিতা পুরা ॥ ৪ ॥

অন্তরেব সন্নিহিতং পশ্যতি সত্ত্বস্থং বুদ্ধিস্থং তৎসাক্ষিণং তৎ প্রকাশ্যং বা দৃশ্যতে ত্বগ্রয়া বুদ্ধ্যা ইতি শ্রুতেঃ। স্বয়ং নির্গুণমপি গুণকোটরে লিঙ্গে ভাসমানং মেঘমণ্ডলে ইব সূর্য্যম্ ॥ ২ ॥

অশক্য ইতি সঃ কুমারকঃ জরারহিতঃ অন্যথা দিব্যদৃষ্টিং বিনা প্রকারান্তরেণ দ্রষ্টুং ন শক্যঃ সঃ ধ্যেয়মানঃ বাহ্যদৃষ্ট্যা চিন্ত্যমানোঽপি ছান্দস একারঃ। অথবা অদ্যাপি ধ্যেয়ং চিন্তনীয়ং বিচার্য্যং মানং প্রমাণমস্য দুর্ব্বিজ্ঞেয়ত্বাৎ মায়াং ধ্যায়তে চিন্তয়তি জগৎসৃষ্ট্যর্থং সম্ভাবয়তি নারীমিবর্ত্তুঃ সা তাং তদুক্তম্—"মম যোনির্ম্মহদ্‌ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্। সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত! ॥" ইতি। তেন অধ্যাসিতা আক্রান্তা আরূঢ়া প্রেরিতা চ সতী তন্যতে স্বয়মেব কার্য্যরূপেণ ততা ভবতি কর্ম্মকর্ত্তরি কর্ম্মবৎ প্রত্যয়ঃ। তেনৈবাধিষ্ঠিতা সতী পুরা পুরু-

---

প্রকাশ পাইতে থাকেন এবং নির্গুণ হইয়া গুণ কোটর মধ্যে মেঘমণ্ডলে সূর্য্যের ন্যায় উদিত হয়েন; সুতরাং সকলেই তাঁহাকে দেখিতে পারে। ২ ॥

অজ্ঞানের বিনাশ হইয়া দিব্যদৃষ্টি না হইলে বাহ্যদৃষ্টিতে চিন্তা করিয়াও সেই অজর পরমাত্মাকে কেহ দেখিতে পায় না। ঋতু যেমন সৃষ্টির নিমিত্ত নারীকে চিন্তা করে, সেইরূপ পরমাত্মা বিকারজননী অষ্টরূপা অজা নিত্যা প্রকৃতিকে ধ্যান করেন, অর্থাৎ জগৎসৃষ্টির নিমিত্ত প্রকৃতিকে আশ্রয় করেন। শাস্ত্রান্তরে উক্ত আছে যে, প্রকৃতি বলিয়াছেন, ব্রহ্মই আমার যোনি এবং আমিই তাহাতে গর্ভধারণ করি, তাহাতেই সর্ব্বভূতের সম্ভব

গৌরনাদবতী সা তু জনিত্রী ভূতভাবিনী।
অসিতা সিতরক্তা চ সর্ব্বকামদুঘা বিভোঃ ॥ ৫ ॥
পিবন্তি নাম বিষয়মসঙ্খ্যাতাঃ কুমারকাঃ।

র্থার্থং ভোগ্যং সূয়তে প্রসূতবতী কর্ম্মকর্ত্তরি পুরি লুঙ্‌চাম্ম ইতি ভূতে-ঽনদ্যতনে লট্‌ ॥ ৩-৪ ॥

ভোগ্যবস্তুজনকত্বেন মায়াং ধ্যাত্বা রূপয়তি গৌরিতি। ইয়ং গৌঃ দোগ্‌ধ্রীঃ। দোগ্‌ধ্রী চেৎ হম্বারবং করোতি ন ইত্যাহ অনাদবতী নাদ-রহিতা অচেতনত্বাদবক্তুমসমর্থা ঈশ্বরাধীনেত্যর্থঃ। যদ্বা গৌরী শুক্লা সত্ত্ব-প্রধানা সতী নাদবতী বেদপ্রবর্ত্তিকা পুংবদ্ভাবঃ পূর্ব্বস্য। "গৌরঃ শুক্লে-ঽরুণেঽপি চ" ইতি বিশ্বঃ। অসিতা তামসী সিতা চাসৌ রক্তা চ সিত-রক্তা সাত্ত্বিকী রাজসী চেত্যর্থঃ। বিভোঃ ঈশ্বরস্য সর্ব্বকামদুঘা সর্ব্বান্‌ কামান্‌ দোগ্ধি যথেষ্ট-কার্য্যকরী। মহানারায়ণীয়ে শ্বেতাশ্বতরে চ অস্যা-শ্ছাগীসাম্যমুক্তম্‌—"অজামেকাং লোহিত-শুক্ল কৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজ-মানাং সরূপাঃ। অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্ত-ভোগামজোঽন্যঃ ॥" ইতি ॥ ৫ ॥

জীবানাং বহুত্বং ভোক্তৃত্বমীশ্বরস্যৈকত্বঞ্চাহ পিবন্তীতি। নাম শব্দঃ

হয়। আর সেই পরমাত্মাকর্ত্তৃক আরূঢ়া, প্রেরিতা ও অধিষ্ঠিতা হইয়াই প্রকৃতি পুরুষার্থ, অর্থাৎ পুরুষের ভোগ্য প্রসব করিয়াছেন ॥ ৩-৪ ॥

প্রকৃতিই পরমাত্মার দোগ্‌ধ্রী গোরূপা। পরন্তু সাধারণ গাভীর ন্যায় ইহার হম্বারব নাই, ইনি নাদরহিতা, বাস্তবিক প্রকৃতি অচেতন ও ঈশ্ব-রের অধীন; অতএব তাহার কোন শব্দ নাই, অথবা গৌরবর্ণা, অর্থাৎ সত্ত্বপ্রধানা এবং নাদযুক্তা, অর্থাৎ বেদপ্রবর্ত্তিকা। আর এই প্রকৃতি সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণযুক্তা এবং এই প্রকৃতিই ঈশ্বরের কামধেনুস্বরূপ, অর্থাৎ যথেষ্ট কার্য্য করিয়া থাকেন। মহানারায়ণীয়ে এবং ছান্দোগ্যশ্রুতিতেও এই প্রকৃতি লোহিত কৃষ্ণবর্ণা অজাস্বরূপে বর্ণিত হইয়াছেন ॥ ৫ ॥

জীব অনেক, তাহারাই ভোগ করে এবং ঈশ্বর এক, তিনি ভোগ

একস্তু পিবতে দেবং স্বচ্ছন্দেন বশানুগঃ ॥ ৬ ॥
ধ্যানক্রিয়াভ্যাং ভগবান্ ভুঙ্‌ক্তেঽসৌ প্রথমং প্রভুঃ।
সর্ব্বসাধারণীং দোগ্‌ধ্রীমিজ্যমানাং সুযজ্বভিঃ ॥ ৭ ॥

বিষয়ঃ অর্থঃ তয়োঃ সমাহারঃ নামবিষয়ং পিবন্তি ভুঞ্জতে কুমারকাঃ জীবাঃ একঃ ঈশ্বরঃ পিবতে পায়য়তীত্যর্থঃ তদ্বিধম্। "প্রয়োজকব্যাপারঃ কর্ত্রভিপ্রায়ঃ ক্রিয়াফলম্" ইতি কয়টঃ। ছান্দসত্বাদকর্ত্রভিপ্রায়েঽপি ক্রিয়াফলে আত্মনেপদম্। বশাঃ স্ববিধেয়াঃ অনুগাঃ পরিবারা যস্য স বশানুগঃ ॥ ৬ ॥

তর্হি কিমস্য সর্ব্বথা অভোক্তৃত্বং? নেত্যাহ ধ্যানক্রিয়াভ্যামিতি। প্রথমং ধ্যায়তি ভগবানিদমিতি ততঃ পশ্যতি সৈব ক্রিয়া তাভ্যাং স প্রথমং ভুঙ্‌ক্তে তদুচ্ছিষ্টমন্যো ভুঙ্‌ক্তে ধ্যাত্বাবলোকনমেব তস্য ভোজনং "ন বৈ দেবা অশ্নন্তি ন পিবন্তি এতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি" ইতি শ্রুতেঃ। ভুঙ্‌ক্তে ইত্যুক্তম্ কাং ভুঙ্‌ক্তে? তত্রাহ সর্ব্বেতি। সর্ব্বেষাং সাধারণীং সমভোগ্যাম্ অব্যাকৃতরূপামিত্যর্থঃ। "একমস্য সাধারণম্" ইতি শ্রুতেঃ। দোগ্‌ধ্রী তু স্বভক্ষণমপেক্ষতে অন্যথা দোহাসম্ভবাদত আহ ইজ্যমানামিতি। সুযজ্বভিঃ সাধুযাজ্ঞিকৈঃ ইজ্যমানাং হব্যকব্যেন পূজ্যমানাম্ ॥ ৭ ॥

করেন না। অংসখ্য জীবগণ শব্দ ও অর্থভোগ করিয়া থাকে, একমাত্র ঈশ্বর জীবগণকে বিষয়ভোগ করাইতেছেন, অর্থাৎ তিনি বিষয়ভোগ না করিয়াও ভোগের প্রয়োজক হয়েন। জীবাদি সকল ঈশ্বরের অনুগত পরিবার ॥ ৬ ॥

পূর্ব্বশ্রুতিতে ঈশ্বরের অভোক্তৃত্ব উক্ত হইয়াছে, বাস্তবিক তাঁহার সর্ব্বথা অভোক্তৃত্ব নাই। সর্ব্ব-প্রভু ভগবান্ ঈশ্বর প্রথমে ধ্যান ও দর্শন এই উভয়ক্রিয়াদ্বারা প্রকৃতিকে ভোগ করেন এবং তাহারই উচ্ছিষ্ট অপর সকলে ভোগ করিয়া থাকে। ধ্যান ও অবলোকনই ঈশ্বরের ভোজন। শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, দেবতারা ভোজন করেন না ও পান করেন না, তাহারা দর্শনমাত্রই পরিতৃপ্তি লাভ করিয়া থাকেন। সেই প্রকৃতি

পশ্যন্ত্যস্যাং মহাত্মানং সুপর্ণং পিপ্পলাশনম্।
উদাসীনং ধ্রুবং হংসং স্নাতকাধ্বর্য্যবো হবেৎ॥ ৮॥
শংসন্তমনুশংসন্তি বহ্বৃচঃ শস্ত্রকোবিদাঃ।
রথন্তরে বৃহৎ সাম্নি সপ্তৈবৈতে চ গীয়তে॥ ৯॥

পশ্যন্তীতি বৃক্ষস্থানীয়মেকং দেহং ত্যক্ত্বা দেহান্তরং গচ্ছতীতি সুপর্ণো-পমম্ সুপর্ণং পিপ্পলং কর্ম্মফলমশ্নাতি তং পিপ্পলাশনং বস্তুবৃত্ত্যা উদাসীনং স্নাতকাধ্বর্য্যবঃ হবেৎ হোমাৎ পশ্যন্তীত্যন্বয়ঃ। বহেদিতি পাঠে তানিয়ং বহেৎ নির্ব্বহেৎ যোগক্ষেমাদিনেতি ব্যাখ্যেয়ম্। হবে ইতি পাঠে হবন-কর্ম্মণি। হয়েদিতি পাঠে তানিয়ং বর্দ্ধয়েৎ। হয়ে ইতি পাঠে হয়ঃ অশ্বঃ তদুপলক্ষিতে অশ্বমেধকর্ম্মণি॥ ৮॥

আধ্বর্য্যবফলমুক্ত্বা হোত্রফলমাহ শংসন্তমিতি। শস্ত্রকোবিদাঃ সপাদ-বন্ধো মন্ত্রঃ ঋক্ তয়া কেবলয়া স্তুতিঃ শস্ত্রং গীয়মানয়া তয়া স্তুতিঃ স্তোত্রম্ "ঋগ্‌ভিঃ শংসন্তি যজুর্ভিঃ শংসন্তি সামভিঃ শংসন্তি" ইতি যাস্কবচনাৎ। শস্ত্রে কোবিদাঃ কুশলাঃ ফলং পূর্ব্বোক্তমেবানুসন্ধেয়ম্। সর্ব্বত্র সাম-

---

সর্ব্বধারিণী, অর্থাৎ সমভোগ্যা ও অব্যাকৃতরূপা এবং সেই প্রকৃতিই দোগ্ধ্রী গোরূপা, অতএব সাধুযাজ্ঞিকগণ হব্যকব্যাদিদ্বারা তাঁহার পূজা করে॥ ৭॥

যেমন পক্ষিগণ বৃক্ষের ফলভোগ করিয়া বৃক্ষান্তরে গমন করে, সেই-রূপ জীব এক শরীরে কর্ম্মফল ভোগ করিয়া অন্য শরীরে গমন করিয়া থাকে। যিনি পরমাত্মা তিনি উদাসীন, অধ্বর্য্যু ও স্নাতকপ্রভৃতিরা (যজ্ঞীয়পুরোহিত বিশেষ) হোম করিয়া সেই সনাতনহংস পরমাত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন, অথবা যোগক্ষেমাদিদ্বারা জানিতে পারেন॥ ৮॥

পূর্ব্বশ্রুতিতে অধ্বর্য্যুগণের ফল নিরূপণ করিয়া এইক্ষণ হোতার ফল নিরূপণ করিতেছেন।—সপদবন্ধ মন্ত্রই ঋকৃশব্দের অর্থ এবং ঐ মন্ত্র গীয়মান হইলেই স্তুতি হয়, অর্থাৎ কেবল মন্ত্ররূপা স্তুতি এবং গীয়মান

মন্ত্রোপনিষদং ব্রহ্ম পদক্রমসমন্বিতম্।
পঠন্তে ভার্গবা হ্যেতদথর্ব্বাণো ভৃগূত্তমাঃ॥ ১০॥
ব্রহ্মচারী চ ব্রাত্যশ্চ স্কম্ভোপ্যপলিতস্তথা।
অনড্বান্ রোহিতোচ্ছিষ্টঃ পঠ্যতে ভৃগুবিস্তরে॥ ১১॥
কালঃ প্রাণশ্চ ভগবানাত্মা পুরুষ এব চ।
শিবো ভবশ্চ রুদ্রশ্চ ঈশ্বরঃ পুরুষস্তথা॥ ১২॥

গানাং ব্যাপারমাহ রথন্তরে ইতি। রথন্তরে গীয়তে বৃহৎসাম্নি গীয়তে সামভৈর্দোগ্ধ্রীতি শেষঃ। কিং বহুনা সপ্তৈবৈতে চ সামভেদা গীয়ন্তে ইতি বিপরিণামঃ। রথন্তরং বৃহৎসাম বৈরূপ্যং বৈরাজং মহানাম্নী রেবতী বামদেব্যম্ ইতি সপ্ত সামানি। দোগ্ধ্রী ফলং পূর্ব্বোক্তং দদাতীতি জ্ঞেয়ম্॥ ৯॥

অথর্ব্বণাং ব্যাপারমাহ মন্ত্রেতি। মন্ত্রাশ্চ উপনিষদশ্চ মন্ত্রোপনিষদম্ উপনিষদশব্দোঽকারান্তো নপুংসকমস্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মাণম্॥ ১০॥

ভার্গবগ্রন্থানাং বিষয়মাহ ব্রহ্মচারীত্যাদি-সার্দ্ধদ্বাভ্যাম্। তর্হ্যেতন্নিরূপণেন ভগবতো নিরূপণমিত্যাশঙ্ক্যাহ স্তূয়তে ইতি। অথর্ব্ববিহিতৈঃ

স্তুতি উভয়ই শস্ত্র, এই শস্ত্রকুশল ব্যক্তি, অর্থাৎ ঋগ্বেদী, সামবেদী ও যজুর্ব্বেদী সকলেই সেই পরমাত্মার কীর্ত্তন করেন। আর রথন্তর, বৃহৎ সাম, বৈরূপ, বৈরাজ, মহাসাম, রৈবত ও বামদেব্য এই সপ্তবিধ সামও সেই পরমাত্মাকে গান করিতেছে॥ ৯॥

এইক্ষণ আথর্ব্বণিকদিগের ব্যাপার কথিত হইতেছে।—ভৃগুশ্রেষ্ঠ ভার্গবগণ যে পদক্রমসমন্বিত মন্ত্র ও উপনিষদ পাঠ করিয়া থাকে, তাহাতে কেবল সেই ব্রহ্মই পরিকীর্ত্তিত হইয়াছেন॥ ১০॥

এইক্ষণ ভার্গবীয়গ্রন্থের বিষয় নিরূপণ করিতেছেন,—অথর্ব্ববেদীয় বিস্তৃত ভৃগুগ্রন্থে ব্রহ্মচারী, ব্রাত্য, স্কম্ভ, অপলিত, অনড্বান, রোহিত, উচ্ছিষ্ট, কাল, প্রাণ, ভগবান, আত্মা, পুরুষ, শিব, ভব, রুদ্র, ঈশ্বর,

প্রজাপতির্ব্বিরাট চৈব পার্ষ্ণিঃ সলিলমেব চ।
স্তূয়তে মন্ত্রসংযুক্তৈরথর্ব্ববিহিতৈর্ব্বিভুঃ॥ ১৩॥
তং ষড়বিংশকমিত্যেকে সপ্তবিংশমথাপরে।
পুরুষং নির্গুণং সাঙ্খ্যমথর্ব্বাণঃ শিরো বিদুঃ॥ ১৪॥

অথর্ব্বপ্রতিপাদৈ্যরর্থৈঃ। বিভুঃ ঈশ্বরঃ পরমাত্মা ষড় বিংশকং পৌরাণিকাঃ সপ্তবিংশং তন্ত্রেদা এব—"মাত্রা ভূতানীন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিরহঙ্কৃতিঃ। মহান্ প্রধানং তত্ত্বানি ষড় বিংশঃ পরমেশ্বরঃ॥" ইতি। চিত্তেন সাহিত্যে সপ্তাবিংশ ইতি সঙ্খ্যায়তে অথেতি। সঙ্খ্যা জ্ঞানং তৎসম্বন্ধী সাঙ্খ্যঃ তং জ্ঞানগম্যমিত্যর্থঃ॥ ১১-১৪॥

প্রজাপতি, বিরাট, পার্ষ্ণি ও সলিল এই সকল শব্দ পাঠ করা হইয়াছে, অর্থাৎ উক্ত শব্দ সকলের অর্থ প্রতিপাদনে সেই পরমাত্মাই প্রতিপাদিত হইয়াছেন এবং মন্ত্রসংযুক্ত অথর্ব্ববেদ প্রতিপাদ্য উক্তপ্রকার শব্দসমূহদ্বারা সেই বিভু, অর্থাৎ সর্ব্বাধ্যক্ষ ঈশ্বরেরই স্তব করা হইয়াছে। ব্রহ্মচারী ও ব্রাত্যাদি-শব্দার্থ নিরূপণদ্বারা পরমেশ্বরই নিরূপিত হইয়াছেন॥ ১১-১৩॥

পৌরাণিকেরা ষড়বিংশতি তত্ত্বনিরূপণদ্বারা পরমাত্মতত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছেন।—অপর বাদীরা সপ্তবিংশতি পদার্থদ্বারা আত্মতত্ত্ব নিরূপণ করিয়া থাকেন। পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চভূত, ষড়বিধ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, মহত্তত্ত্ব ও প্রকৃতি ইহারাই ষড়বিংশতত্ত্ব এবং উক্ত ষড় বিংশতত্ত্ব ও চিত্ত এই সমুদায়ে সপ্তবিংশ পদার্থ হয়। আর সাংখ্যেরা নির্গুণ পুরুষ বলিয়া পরমাত্মাকে কীর্ত্তন করেন এবং আথর্ব্বণিকেরা শিরঃশব্দে পরমাত্মাকে কহিয়া থাকেন। পরন্তু সাংখ্যেরা বলেন, পরমাত্মা কেবল জ্ঞানগম্য, অন্য উপায়দ্বারা তাহাকে জানা যায় না॥ ১৪॥

চতুর্ব্বিংশতিসংখ্যাকমব্যক্তং ব্যক্তদর্শনম্।
অদ্বৈতং দ্বৈতমিত্যেতত্ত্রিধা তং পঞ্চধা তথা ॥ ১৫ ॥
ব্রহ্মাদ্যং স্থাবরান্তঞ্চ পশ্যন্তো জ্ঞানচক্ষুষঃ।

চতুর্ব্বিংশতি-সঙ্খ্যাকমিতি কপিলাঃ চতুর্ব্বিংশতি-সঙ্খ্যাকমস্তবন্ তদুপরিতনং পঞ্চবিংশকমিত্যর্থঃ। তদুক্তম্—"মূলপ্রকৃতিরবিকৃতির্ম্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত। ষোড়শকস্তু বিকারো ন প্রকৃতির্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ ॥" ইতি। স্বয়ম্ অব্যক্তম্ অপ্রত্যক্ষং ব্যক্তদর্শনং ব্যক্তস্য জগতো ভাসকম্ অদ্বৈতং বেদান্তিনঃ দ্বৈতং কাণাদাদয়ঃ ত্রিধা গুণভেদেন পঞ্চধা তু ভূতভেদেন স একধা ভবতি ত্রিধা ভবতি পঞ্চধা ভবতি সপ্তধা নবধা পুনশ্চৈকাদশ ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ ॥ ১৫ ॥

দ্বিজাঃ ত্রৈবর্ণিকা বেদবিদঃ। ব্রহ্মেতি ব্রহ্মকার্য্যং স্থাবরাদি তস্মিন্

যাঁহারা কপিলমতানুসারী, তাঁহারা চতুর্ব্বিংশতিপদার্থ বর্ণন করিয়া তদুপরি পঞ্চবিংশতি পদার্থরূপে ঈশ্বরকে নিরূপণ করিয়াছেন, অর্থাৎ পরমেশ্বর অব্যক্ত অথচ ব্যক্তদর্শন, তাঁহাকে কেহ স্পষ্টত দেখিতে পায় না। পরন্তু তাঁহার কার্য্যভূত এই জগৎদর্শন করিয়াই পরমাত্মাকে জানিতে হয়। সাংখ্যেরা আর বলিয়া থাকেন যে, প্রকৃতিই জগতের মূল, সেই প্রকৃতি কোনরূপেও বিকৃতিভাবাপন্ন হয় না। সেই প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্বাদি সপ্তপদার্থ জন্মে এবং সেই সপ্তপদার্থ হইতে আবার ষোড়শ পদার্থ জন্মিয়া থাকে, এই সমুদায় পদার্থই বিকৃতিভূত। বেদান্তবাদীরা অদ্বৈতরূপে, কণাদমতানুসারীরা দ্বৈতরূপে, অপরাপর বাদীরা কেহ গুণভেদে ত্রিধা, কেহ বা পঞ্চভূতরূপে পঞ্চধা পরমাত্মাকে কীর্ত্তন করেন। শ্রুত্যন্তরপ্রমাণে জানা যায়, পরমাত্মা, একধা, ত্রিধা, পঞ্চধা, সপ্তধা, নবধা ও একাদশধা হইয়া থাকেন, অর্থাৎ মতভেদেই পরমেশ্বর একদ্বিত্রিরূপে কথিত হইতেছেন ॥ ১৫ ॥

দ্বিজ, অর্থাৎ ত্রৈবর্ণিক বেদবেত্তারা জ্ঞানচক্ষুদ্বারা ব্রহ্মাদি স্থাবরান্ত সকলই দর্শন করিতে পারেন, তাঁহারা ঈশ্বরের কার্য্যভূত সমস্ত পদার্থকে

তমেকমেব পশ্যন্তি পরিশুদ্ধং বিভুং দ্বিজাঃ ॥ ১৬ ॥
যস্মিন্ সর্ব্বমিদং প্রোতং ব্রহ্ম স্থাবরজঙ্গমম্।
তস্মিন্নেব লয়ং যান্তি বুদ্‌বুদাঃ সাগরে যথা ॥ ১৭ ॥
যস্মিন্ ভাবাঃ প্রলীয়ন্তে লীনাশ্চা ব্যক্ততাং যযুঃ।
নশ্যন্তে ব্যক্ততাং ভূয়ো জায়ন্তে বুদ্‌বুদা ইব ॥ ১৮ ॥

প্রোতং তমেকং ব্রহ্মৈব পশ্যন্তীত্যন্বয়ঃ। লয়ং যান্তি সর্ব্বে ভাবাঃ লীনাশ্চাঃ লীনম্ আস্যং মুখং দ্বারমবিদ্যালক্ষণং যেষাং তে তথোক্তাঃ। যস্মিন্ প্রোতাঃ সন্তো ব্যক্ততাং যযুঃ গতাঃ পুনর্নশ্যন্তে নশ্যন্তি ভূয়শ্চ ব্যক্ততাং জায়ন্তে জনয়ন্তি অন্তর্ভাবিতণ্যন্তত্বাৎ সকর্ম্মকঃ গচ্ছন্তি বা। দ্বিঃ কথনং সৃষ্টিপ্রলয়য়োরভ্যাসজ্ঞাপনার্থম্ ॥ ১৬-১৮ ॥

অদ্বিতীয় পরিশুদ্ধ সর্ব্বাধ্যক্ষ পরমাত্মস্বরূপে দর্শন করেন, অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতেই এই পরিদৃশ্যমান অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে এবং এই জগৎই ব্রহ্মময়, তদ্ভিন্ন জগতে আর কিছুই নাই। এইরূপে বেদবেত্তারা পরমাত্মাকে জানিয়া থাকেন ॥ ১৬ ॥

বেদবেত্তারা বলেন, সেই ব্রহ্মেতেই স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, ব্রহ্মেতেই বিদ্যমান আছে এবং ব্রহ্মেতেই লয় পায়। যেমন সাগরাদিতে বুদ্‌বুদ উৎপন্ন হইয়া সেই সাগরাদিতেই লয় পায়, সেইরূপ জগৎ ব্রহ্মেতে উৎপন্ন হইয়া ব্রহ্মেতে লয় পাইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

জগতের সমুদায় পদার্থই বিনাশী, অর্থাৎ যেমন সাগরে বুদ্‌বুদ উৎপন্ন হইয়া সাগরে বিনাশ পায় এবং পুনর্ব্বার উৎপন্ন হইয়া সেই সাগরেই লয় পাইয়া থাকে, সেইরূপ এই ভাবপদার্থ সমুদায়ই পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন হইয়া পরমাত্মাতে লয় পায়, পুনর্ব্বার সেই সকল ব্যক্ত হয় এবং পুনর্ব্বার অব্যক্ত হয়। একমাত্র পরমেশ্বর হইতেই জগতের সৃষ্টি প্রলয় হইয়া থাকে ॥ ১৮ ॥

ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠিতঞ্চৈব কারণৈর্ব্ব্যঞ্জয়েদ্‌বুধঃ।
এবং সহস্রশো দেবং পর্য্যস্তন্তং পুনঃ পুনঃ ॥ ১৯ ॥
য এবং শ্রাবয়েচ্ছ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণো নিয়তব্রতঃ।
অক্ষয্যমন্নপানঞ্চ পিতৃণাঞ্চোপতিষ্ঠতে ॥ ২০ ॥
ব্রহ্ম ব্রহ্মবিধানন্তু যে বিদুর্ব্রাহ্মণাদয়ঃ।

ক্ষেত্রজ্ঞেন অধিষ্ঠিতং শরীরং কারণৈঃ অনুমিতিকারণৈঃ হেতুভিঃ বিমতত্বেনাধিষ্ঠিতং ক্রিয়াবত্বাদ্রথাদিবদিত্যাদিভিঃ ব্যঞ্জয়েৎ লক্ষয়েৎ বুধঃ পণ্ডিতঃ। এবং সহস্রশঃ পর্য্যস্তন্তং তং দেবং পুনঃ পুনর্জ্জন্ম-মরণাদি-প্রবন্ধমাপদ্যমানং জীবম্ উক্ত যোগেন উদ্ধরেদিতি শেষঃ। বৈরাগ্যার্থ-মিদমভিহিতং লক্ষয়েৎ চেষ্টাদিনা সর্ব্বশরীরেষ্বনুমায়াদিত্যর্থঃ ॥ ১৯-২০ ॥

ব্রহ্ম কূটস্থ ব্রহ্মবিধানং তজ্‌জ্ঞানোপায়ম্ লীনম্ আত্মগ্ মুখং প্রবৃত্তি-

এই শরীর সেই পরমাত্মাকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত এবং অনুমানদ্বারা তাঁহাকে জানিতে হয়। যেমন রথ চলিতেছে দেখিলেই বোধ হইয়া থাকে যে, অবশ্য এই রথমধ্যে একজন ইহার পরিচালক, অর্থাৎ সারথি আছে, সেইরূপ শারীরিক কার্য্য দর্শনদ্বারা পরমাত্মার অনুমান করা যায়। জ্ঞানীব্যক্তিরা অনুমানদ্বারাই পরমাত্মাকে জানিয়া থাকেন। এইরূপ যোগদ্বারা সহস্র সহস্রবার জন্মমরণাদিতে আবদ্ধ জীবকে উদ্ধার করিবে, অর্থাৎ উক্তরূপে পরমাত্মাকে জানিতে পারিলেই জীবের মুক্তি হইয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

যে ব্রাহ্মণ পিত্রাদির শ্রাদ্ধকালে এই উপনিষৎ পাঠ করেন, তাঁহার প্রদত্ত অন্নপানাদিতে পিত্রাদির অক্ষয় তৃপ্তি হইয়া থাকে, আর কোনরূপ অপবিত্র অন্নাদিদ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে তাহা পিতৃলোকের গ্রাহ্য হয় না, কিন্তু শ্রাদ্ধ করিয়া এই উপনিষদ্‌রূপ স্তুতি পাঠ করিলে তৎক্ষণাৎ সেই অপবিত্র অন্নাদির দোষ বিনাশ হইয়া পিতৃলোকের পরিতৃপ্তি জন্মে ॥ ২০ ॥

যে ব্রাহ্মণাদিরা কূটস্থব্রহ্ম এবং ব্রহ্মবিজ্ঞানোপায়ভূত উক্ত উপনিষদাদি জানেন, তাঁহারা ব্রহ্মেতে লয় পায়েন, অর্থাৎ উক্ত ব্রহ্মজ্ঞানীরা ব্রহ্মের

তে লয়ং যান্তি তত্রৈব লীনাস্থা ব্রহ্মশায়িনে ।
লীনাস্থা ব্রহ্মশায়িনে ॥ ২১ ॥

ইতি চূলিকোপনিষৎ সমাপ্তা ॥

দ্বারং রাগাদি যেষাং তে তথোক্তাঃ । কিমর্থং লীনাস্থাঃ ? ব্রহ্মশায়িনে ব্রহ্মণি শেতে তচ্ছীলো ব্রহ্মশায়ী ভাবপ্রধানো নির্দ্দেশঃ ব্রহ্মশায়িন্ ব্রহ্মণি শয়নং কর্ত্তুম্ একীভবিতুমিত্যর্থঃ দ্বিরুক্তিঃ সমাপ্ত্যর্থা ॥ ২১ ॥

নারায়ণেন রচিতা শ্রুতিমাত্রোপজীবিনা ।
অস্পষ্টপদবাক্যানাং দীপিকা চূলিকাভিধে ॥

ইতি চূলিকোপনিষদো-দীপিকা সম্পূর্ণা ॥

সহিত একীভাব ইচ্ছা করিলেই তাহাদিগের বাগাদি ইন্দ্রিয় সকল ব্রহ্মকে আশ্রয় করে এবং তৎক্ষণাৎ তাহারা ব্রহ্মের সহিত একীভূত হইয়া থাকে। উপনিষদাদির শেষবাক্য দুইবার পাঠ করিবে ইহাই বৈদিকপদ্ধতি। অতএব "লীনাস্থা ব্রহ্মশায়িনে" এই শেষবাক্য দুইবার উল্লিখিত হইয়াছে ॥ ২১ ॥

ইতি চূলিকোপনিষৎ সমাপ্ত ॥

ওঁ

নমঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহায়।

নীলরুদ্রোপনিষৎ।

(শ্রুতি, দীপিকা ও বঙ্গানুবাদ-সমেত।)

নিরপেক্ষ-ধর্ম্মসঞ্চারিণী-সভা হইতে

শ্রীলশ্রীপূজ্যপাদ ভগবান্ সান্দ্রানন্দ আচার্য্য মহাপ্রভুর প্রসাদে
চতুর্ব্বেদান্তর্গত "অষ্টোত্তরশতোপনিষৎ" "বেদান্তসার"
"পঞ্চদশী" এবং ষড়্দর্শনাদিশাস্ত্র-প্রকাশক

শ্রীমহেশচন্দ্র পাল-কর্ত্তৃক
সঙ্কলিত ও প্রকাশিত।

(সভার কার্য্যালয়; ১৪১ নং, বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট্; কলিকাতা।)

কলিকাতা।

বাগবাজার, ৮৪ নং, রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট্; নব-সারস্বত যন্ত্রে
শ্রীনবকুমার বসু-দ্বারা মুদ্রিত।

শকাব্দাঃ ১৮১০, আষাঢ়।

॥ ওঁ ॥ তৎসৎ ॥ ওঁ



নীলরুদ্রোপনিষৎ

প্রথমঃ খণ্ডঃ।



॥ ওঁ ॥ পরমাত্মনে নমঃ ॥ ওঁ ॥

ওম্ অপশ্যং ত্বাবরোহন্তং দিবিতঃ পৃথিবীমবঃ।
অপশ্যমস্যন্তং রুদ্রং নীলগ্রীবং শিখণ্ডিনম্ ॥ ১ ॥

ওঁ নীলরুদ্রোপনিষদি ষোড়শ্যাং খণ্ডকত্রয়ম্।
শ্রুতিরূপেণ তং দেবং স্তৌত্যপশ্যমিতি ক্রমাৎ ॥

অস্পর্শযোগমুক্ত্বা তৎসম্প্রদায়প্রবর্ত্তকং পরমগুরুং যোগসিদ্ধিপ্রদং নীলরুদ্রং স্তৌতি অপশ্যমিতি। দিবিতঃ দিবঃ পৃথিবীং ভূমিম্ অবঃ অধস্তাৎ অবরোহন্তং ত্বা ত্বাম্ অহমপশ্যমিতি মন্ত্রদ্রষ্টুর্ব্বচঃ। অস্যন্তম্ অস্যক্ষেপণে ক্ষিপন্তং দুষ্টান্ শিখণ্ডিনং শিখণ্ডো বর্হচূড়য়োঃ ইতি বিশ্বঃ। তয়োরন্যতরদস্যাস্তি শিখণ্ডী তম্ ॥ ১ ॥

ইতিপূর্ব্বে অস্পর্শযোগ নিরূপণ করিয়া এইক্ষণ উক্ত যোগ-সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক পরমগুরু যোগসিদ্ধিপ্রদ নীলরুদ্রকে স্তব করিতেছেন।—যিনি স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে অবরোহণ করিতেছেন, দুষ্টগণকে দূরে নিক্ষেপ করেন, সেই নীলগ্রীব চন্দ্রচূড় রুদ্রকে আমি দর্শন করিয়াছি ॥ ১ ॥

দিব উগ্রো অবারুক্ষৎ প্রত্যষ্ঠাদ্‌ভূম্যামধি।
জনাসঃ পশ্যতে মহং নীলগ্রীবং বিলোহিতম্‌ ॥ ২ ॥
এষ এত্যবীরহা রুদ্রো জলাসভেষজাঃ।
যত্তেঽক্ষেমমনীনশদ্‌-বাতোকারোঽপ্যেতু তে ॥ ৩ ॥

দিবঃ সকাশাৎ উগ্রঃ রুদ্রঃ অবারুক্ষৎ অবতীর্ণবান্‌ প্রত্যষ্ঠাৎ প্রতিষ্ঠাং স্থিতিং কৃতবান্‌ ভূম্যামধি অধিরীশ্বরে ইতি অধিঃ কর্ম্মপ্রবচনীয়ঃ যস্মাদধিকং যস্য চেশ্বরবচনমিতি তত্র সপ্তমী ভূমেরীশ্বর ইত্যর্থঃ। জনাসঃ আজ্জসেরসুক্‌ সম্বোধনে চেতি প্রথমা। এতি আগচ্ছতি ন বীরহা অবীরহা সৌম্যঃ যদ্বা অবীরাণি পাপানি হন্তীত্যবীরহা জলে আসঃ ক্ষেপো যাসাং তাঃ জলাসাঃ তাশ্চ তা ভেষজাশ্চ তা এতীত্যন্বয়ঃ জলক্ষিপ্তানামোষধীনামক্ষেমং নির্ব্বেজকত্বং রুদ্রসন্নিধানাদেব। যৎ তে তব অক্ষেমমনীনশৎ অনেন ক্ষেমকারিত্বমুক্তম্‌। অলব্ধলাভো যোগঃ তৎকারিত্বমপ্যাহ বাতীকার ইতি। বাতিঃ প্রাপ্তিঃ অপ্রাপ্তং প্রাপ্তং করোতীতি বাতীকারঃ সোঽপি তে তব অপূর্ব্বলাভকরঃ এতু আগচ্ছতু যোগক্ষেমকরোঽভিষেকজলে সন্নিহিতো ভবত্বিত্যর্থঃ মন্ত্রলিঙ্গাদভিষেকে বিনিয়োগঃ ॥ ২-৩ ॥

রুদ্র স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তিনিই পৃথিবীর স্থিতিসাধন করিয়াছেন, তিনিই পৃথিবীর অধীশ্বর এবং তিনিই জনসকলকে যথাযোগ্য স্থানে নিক্ষেপ করিয়া থাকেন, অতএব সেই বিলোহিত নীলরুদ্রকে দর্শন করে ॥ ২ ॥

সেই নীলরুদ্রদেব সৌম্যভাবে আগমন করেন, অথবা পাপরাশি বিনাশ করিয়া থাকেন। জলজাত ওষধিসমূহেও তাঁহারই অধিষ্ঠান জানা যায়। রুদ্রের সন্নিধানমাত্রই জলক্ষিপ্ত ওষধি সকলের শক্তি জন্মিয়া থাকে। হে রুদ্র! তোমার সন্নিধানে অমঙ্গল বিনষ্ট হয়। যে যোগ সহসা লাভ করা যায় না, সেই যোগ তোমারই কার্য্যভূত। যে যোগে অপূর্ব্ব লাভ হইয়া থাকে, সেই যোগও তোমার লাভ হইলেই সফল

নমস্তে ভবভাবায় নমস্তে ভামমন্যবে।
নমস্তে অস্তু বাহুভ্যামুতোত ইষবে নমঃ ॥ ৪ ॥
যামিষুং গিরিশন্তং হস্তে বিভর্ষ্যস্তবে।
শিবাং গিরিত্র! তাং কৃণু মা হিংসীৎ পুরুষাম্মম ॥ ৫ ॥
শিবেন বচসা ত্বা গিরিশাচ্ছাবদামসি।
যথা নঃ সর্ব্বমিজ্জগদযক্ষ্মং সুমনা অসৎ ॥ ৬ ॥

ভামঃ ক্রোধঃ মন্যুঃ তৎপূর্ব্বাবস্থা উত উ তে ইষবে বাণরূপায় ॥ ৪ ॥

অস্তবে অসুক্ষেপণে তবেৎপ্রত্যয়স্তমর্থে অস্তুং ক্ষেপ্তুমিত্যর্থঃ! কং ক্ষেপ্তুং? গিরিশন্তং শুতি শুন্ গিরেঃ শুন্ গিরিশুন্ সম্বন্ধসামান্যে ষষ্ঠী-সমাসঃ। তং গিরিশন্তং ছান্দসো যলোপঃ। হে গিরিত্র! গিরিরক্ষক !! তাং শিবাং কল্যাণীং কৃণু কুরু ॥ ৫ ॥

অচ্ছাবদামসি অচ্ছ নির্ম্মলং বদাম অচ্ছশব্দস্য নিপাতস্যেতি দীর্ঘঃ। ইদন্তো মসি ইদমর্থকো নিপাতশ্চ। অযক্ষ্ম নীরোগং সুমনাঃ সুমনস্কম্ অসৎ ভবেৎ লিঙর্থে লেট্ তিপ্ ইতশ্চ লোপঃ পরস্মৈপদেষু লেটোঽড়াদা-বিত্যট্ ॥ ৬ ॥

হইয়া থাকে। এইক্ষণ তুমি যোগসিদ্ধির ক্ষেমঙ্কর হইয়া এই অভিষেক জলে আগমন কর, অর্থাৎ অভিষেককালে সন্নিহিত হইয়া থাক ॥ ৩ ॥

হে রুদ্র! তুমি জগতের উৎপত্তির কারণ তোমাকে নমস্কার করি, তুমি ক্রোধরূপী এবং মন্যু, অর্থাৎ ক্রোধের পূর্ব্বাবস্থাও তোমারই স্বরূপ, তোমাকে নমস্কার করি। তুমি বাণরূপী তোমাকে নমস্কার করি ॥ ৪ ॥

হে গিরিরক্ষ! তুমি পর্ব্বতের বিঘ্ননিবারণার্থ যে বাণ ধারণ করিয়াছ, তাহার কল্যাণ কর, মৎসম্বন্ধীয় কোন পুরুষের হিংসা করিও না ॥ ৫ ॥

হে গিরীশ্বর! আমি তোমাকে মাঙ্গলিক বাক্যে ইহাই বলিতেছি যে, আমাদিগের এই জগৎ যাহাতে নীরোগ ও সুমনস্ক হইতে পারে, তুমি তাহাই কর ॥ ৬ ॥

যা তে ইষুঃ শিবতমা শিবং বভূব তে ধনুঃ।
শিবা শরব্যা যা তব তয়া নো মৃড় জীবসে ॥ ৭ ॥
যা তে রুদ্র! শিবা তনূরঘোরা পাপকাশিনী।
তয়া নস্তন্বা শন্তময়া গিরিশং ত্বাভিচাকশৎ ॥ ৮ ॥
অসৌ যস্তাম্রো অরুণ উত বভ্রুর্ব্বিলোহিতঃ।
যে চেমে অভিতো রুদ্রাশ্রিতাঃ সহস্রশো বৈষাং হেড় ঈমহে ॥৯॥

ইতি প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥ ১ ॥

শরব্যা শরসন্ধায়িনী জ্যা "শরো দধ্যগ্রবাণয়োঃ" ইতি বিশ্বঃ। শরমর্হতি যৎ "অব শরস্ত" ইতি অবাদেশঃ। যদ্বা শরুঃ বৃতাদ্বা সিদ্ধং "শরুরায়ুধকোপয়োঃ" ইতি বিশ্বঃ উমবাদিভ্যো যৎ। জীবসে জীবিতুং মৃড় মোদয় যদ্বা হে মৃড়! তয়া তন্বা নঃ অস্মান্ জীবয়সি ॥ ৭ ॥

শন্তময়া অতিশয়েন শং শন্তমা তয়া অভিচাকশৎ কশের্যঙ্লুগন্তাল্লোট্ তিপ্ অট্ অতিশয়েন প্রকাশয়ত্বিতি প্রার্থনা ॥ ৮ ॥

বভ্রুঃ পিঙ্গলঃ বা এষাং হ ঈড়ে স্তুতয়ে ঈমহে কাময়ামহে ॥ ৯ ॥

ইতি প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥ ১ ॥

হে মৃড়! (হর!) তোমার যে মঙ্গলপ্রদায়িনী ধনুর জ্যা এবং শ্রেয়স্কর ধনু আছে, সেই জ্যা (ধনুকের গুণ) এবং ধনুদ্বারা আমাদিগের জীবনার্থ আমোদিত হও, অথবা আমাদিগকে জীবিত রাখ। ৭।

হে রুদ্র! হে গিরিশ! তোমার যে অঘোরা, অর্থাৎ শান্তরূপা পাপবিনাশিনী তনু আছে, সেই মঙ্গলপ্রদায়িনী তনুদ্বারা আমাদিগকে প্রকাশিত কর, ইহাই আমাদিগের প্রার্থনা। ৮।

হে রুদ্র! এই যে তোমার তাম্রবর্ণ, অরুণপিঙ্গলবর্ণ ও লোহিতবর্ণ

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ।

অদৃশন্ ত্বাবরোহন্তং নীলগ্রীবং বিলোহিতম্ ।
উত ত্বা গোপা অদৃশন্নুত ত্বোদহার্য্যঃ ।
উত ত্বা বিশ্বা ভূতানি তস্মৈ দৃষ্টায় তে নমঃ ॥ ১ ॥
নমোঽস্তু নীলশিখণ্ডায় সহস্রাক্ষায় বাজিনে ।
অথো যে অস্য সত্বানস্তেভ্যোঽহমকরং নমঃ ॥ ২ ॥

গোপা গোপালাঃ অদৃশন্ অপশ্যন্ উদহার্য্যঃ পানীয়হারিণ্যঃ । বিশ্বাঃ বিশ্বানি ভূতানি অদৃশন্ যোগিনামপ্যদৃশ্যং ত্বাং কৃপয়া আবিভবন্তম্ আদিত্যবৎ প্রকাশমানং পামরা অপি দদৃশুরিত্যর্থঃ । বাজিনেঃ নেত্র-বতে বাণরূপায় বা সীদন্তীতি সত্বানঃ গণাঃ ॥ ১-২ ॥

বিগ্রহ এবং চতুর্দ্দিকে যে সহস্র সহস্র রুদ্রগণ আছে, তাঁহাদিগকেও স্তব করি এবং তাহাদিগের নিকট প্রার্থনা করি ॥ ৯ ॥

ইতি প্রথম খণ্ড ॥ ১ ॥

হে রুদ্র! যখন তুমি পৃথিবীতে অবতরণ কর, তখন জলহারিণী গোপিনীরা তোমার নীলগ্রীব বিলোহিতমূর্ত্তি দর্শনকরিয়াছিলেন, তৎ-পরে সর্ব্বভূতই তোমাকে দর্শন করিল, তুমি যোগিগণেরও অদৃশ্য, তুমি কৃপা করিয়া আবির্ভূত হইয়াছিলে এবং আদিত্যের ন্যায় জগৎ প্রকাশ করিয়াছিলে, তোমার কৃপা না হইলে কেহ তোমাকে দেখিতে পায় না। এইক্ষণ তোমাকে নমস্কার করি ॥ ১ ॥

হে রুদ্র! তুমি নীলবর্ণ শিখণ্ড (চূড়া)-ধারণ করিয়াছ, তোমার সহস্র লোচন বিরাজমান আছে এবং তুমি বাণরূপী, তোমাকে নমস্কার করি। আর তোমার যে সকল গণ আছে, তাহাদিগকেও নমস্কার করি ॥ ২ ॥

নমাংসি ত আয়ুধায়ানাততায় ধৃষ্ণবে।
উভাভ্যামকরং নমো বাহুভ্যাং তব ধন্বনে ॥ ৩ ॥
প্রমুঞ্চ ধন্বনস্ত্বমুভয়ো রাজ্ঞোর্জ্জ্যাম্।
যাশ্চ তে হস্ত ইষবঃ পরস্তা ভগবো বপ ॥ ৪ ॥
অবতত্য ধনুস্ত্বং সহস্রাক্ষ! শতেষুধে!।
নিশীর্য্য শল্যানাং মুখা শিবো নঃ শম্ভুরাভরঃ ॥ ৫ ॥

নমাংসি নমস্কারাঃ ন আততায় অনাততায় ধৃষ্ণবে প্রগল্ভায় বাহুভ্যাং কৃত্বা ধন্বনে নমোঽকরবমিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

উভয়োঃ অরিপ্রত্যরিভূতয়োঃ রাজ্ঞোর্ধন্বনো জ্যাং প্রমুঞ্চ অনাততাং কুরু রাজ্ঞোর্ব্বিগ্রহে লোকানাং ক্লেশো ভবতি ততস্তং শময় ইতি ভাবঃ। হে ভগবঃ যাস্তে হস্তে ইষবঃ বাণাঃ তাঃ পরাবপ পরাঙ্মুখং মুঞ্চ ত্বমপি কোপং লোকেষু মাকৃথা ইতি ভাবঃ ॥ ৪ ॥

ইন্দ্ররূপেণ জগদ্রক্ষা ইতি প্রার্থয়তে অবতত্যেতি। ধনুঃ ত্বমধিজ্য কৃত্বা সহস্রাক্ষ! শক্ররূপ! শতং ইষুধয়ঃ তুণা যজ্ঞরূপা যস্য তৎসম্বোধনং নিশীর্য্য তীক্ষ্ণীকৃত্য মুখা মুখানি নঃ অস্মান্ শিবঃ কল্যাণরূপঃ শম্ভুঃ সুখ-হেতুঃ সন্ আভর ধারয় পোষয় বা ॥ ৫ ॥

হে রুদ্র! তুমি আয়ুধরূপী অবিস্তৃতরূপ প্রগল্ভ এবং ধনুর্ধারী, তোমাকে উভয় বাহুদ্বারা নমস্কার করি ॥ ৩ ॥

হে রুদ্র! তুমি যুদ্ধকালে অরিপ্রত্যরিভূত উভয় রাজার ধনুকের গুণ অবিস্তৃত কর, কারণ রাজাদিগের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে লোকের ক্লেশ হইতে পারে; অতএব তুমি যুদ্ধনিবারণ কর। ভগবন্! তোমার হস্তে যে সকল বাণ আছে, তাহাদিগকেও পরাঙ্মুখ কর, অর্থাৎ তুমি লোকের প্রতি কোপ করিও না ॥ ৪ ॥

হে রুদ্র! তুমি ইন্দ্ররূপে জগৎ রক্ষা কর, ইহাই প্রার্থনা। হে সহস্রাক্ষ! অর্থাৎ ইন্দ্ররূপধারিন্! তুমি ধনুকে জ্যা (গুণ) আরোপিত

বিজ্যং ধনুঃ শিখণ্ডিনো বিশল্যো বাণবাস্তুত।
অনেশন্নস্যেষবঃ শিবো অস্য নিষঙ্গতিঃ॥ ৬॥
পরি তে ধন্বনো হেতিরস্মান্ বৃণক্তু বিশ্বতঃ।
অথো য ইষুধিস্তবারে! অস্মিন্নিধেহি তম্॥ ৭॥
যা তে হেতির্মীঢুষ্টম! হস্তে বভূব তে ধনুঃ।
তয়া ত্ব বিশ্বতো অস্মানপক্ষ্ময়া পরিভুজ॥ ৮॥

বাণবান্ তূণীরঃ বিশল্যোঽস্তু তোমররহিতো ভবতু বৈরিষু হতেষু তৎ প্রয়োজনাভাবাৎ। অনেশন্ অদৃশ্যা অভুবন্ নশিষমুমো বলিথ্যেত্বমিতি বার্ত্তিকেন লুঙি পুষাদ্যঙি এত্বম্ নিষঙ্গতিঃ নিষঙ্গঃ॥ ৬॥

বিশ্বতঃ সর্ব্বতঃ অস্মান্ পরিবৃণক্তু পরিরক্ষতু অরে সম্বোধনে অথো পশ্চাৎ রক্ষণানন্তরং যঃ তব ইষুধিঃ অস্মিন্ তং হেতিং বাণং নিধেহি স্থাপয়॥ ৭॥

হে মীঢুষ্টম! সেবকতমং অপক্ষ্ময়া অসজ্জয়া তয়া হেত্যা পরিভূজ পরিপালয়॥ ৮॥

করিয়া বাণসকলের মুখ তীক্ষ্ণকর, তুমি শত শত অস্ত্র ধারণ করিয়াছ, এইক্ষণ আমাদিগের কল্যাণরূপী, অর্থাৎ সুখহেতু হইয়া আমাদিগকে পালনকর। ৫॥

হে রুদ্র! তুমি সমস্ত বৈরিবিনাশ করিলে তোমার ধনু গুণহীন এবং তোমার তূণীর (বাণাধার) বাণশূন্য হউক। শত্রুবিনাশ সাধিত হইলে ধনুকে গুণারোপ ও বাণপূর্ণ তূণীর নিষ্প্রয়োজন। অতএব বাণসকল অদৃশ্য এবং নিষঙ্গ কল্যাণপ্রদ হউক॥ ৬॥

হে রুদ্র! তুমি আমাকে বিশ্ব হইতে রক্ষা কর, অনন্তর তোমার যে ইষুধি, অর্থাৎ বাণাধার আছে, তাহাতে বাণসকল স্থাপন করিয়া রাখ॥ ৭॥

হে মীঢ়ুষ্টম রুদ্র! তোমার হস্তে যে ধনুঃ আছে, সেই ধনুর গুণ

নমোঽস্তু সর্পেভ্যো যে কে চ পৃথিবীমনু।
যে অন্তরিক্ষে যে দিবি তেভ্যঃ সর্পেভ্যো নমঃ ॥ ৯ ॥
যে চামী রোচতে দিবি যে চ সূর্য্যস্য রশ্মিষু।
যেষামপ্সু সদস্কৃতং তেভ্যঃ সর্পেভ্যো নমঃ ॥ ১০ ॥
যা ইষবো যাতুধানানাং যে বা বনস্পতীনাম্।
যে বাবটেষু শেরতে তেভ্যঃ সর্পেভ্যো নমঃ ॥ ১১ ॥

ইতি দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥ ২ ॥

সদস্কৃতং গৃহং যাতুধানানাং রক্ষসাং বনস্পতীনাং যে সর্পাঃ তে হি জনাৎ দংশন্তি অবটেষু গর্ত্তেষু ॥ ৯-১১ ॥

ইতি দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥ ২ ॥

অপসারিত করিয়া নির্গুণ ধনুঃদ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর, আমরা তোমার সেবক ॥ ৮ ॥

হে রুদ্র! তোমার যে সকল সর্প পৃথিবীকে আশ্রয় করিয়া আছে, তাহাদিগকে নমস্কার করি, আর যে সকল সর্প অন্তরীক্ষে ও স্বর্গে বিদ্যমান আছে, তাহাদিগকেও নমস্কার করি। সর্পগণ সর্ব্বদা জনগণকে হিংসা করে, অতএব তুমি তাহাদিগের ভয় হইতে রক্ষা কর ॥ ৯ ॥

হে রুদ্র! যে সকল সর্প স্বর্গে বিরাজমান আছে, যাহারা সূর্য্যরশ্মিতে বিদ্যমান রহিয়াছে এবং যে সকল সর্প জলমধ্যে বাস করিতেছে, সেই সকল সর্প তোমারই গণ, অতএব তাহাদিগকে নমস্কার করি ॥ ১০ ॥

হে রুদ্র! যে সকল সর্প রাক্ষসদিগের বাণস্বরূপ, যাহারা বৃক্ষেতে, যাহারা গর্ত্তমধ্যে শয়ন করিয়া আছে, সেই সকল সর্পই তোমার গণ, অতএব তাহাদিগকে নমস্কার করি ॥ ১১ ॥

ইতি দ্বিতীয় খণ্ড ॥ ২ ॥

তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ।

যঃ স্বজনান্নীলগ্রীবো যঃ স্বজনান্ হরিরুত।
কল্মাষ-পুচ্ছমোষধে! জম্ভয়াশ্বরুন্ধতি ॥ ১ ॥
বভ্রুশ্চ বভ্রুকর্ণশ্চ নীলগলমালঃ শিবঃ পশ্য।
শর্ব্বেণ নীলশিখণ্ডেন ভবেন মরুতাং পিতা ॥ ২ ॥

কেদারাধীশং মহিষরূপং স্তৌতি য ইতি। যঃ শিবঃ স্বজনান্ ভক্তান্ প্রতি নীলগ্রীবঃ যশ্চ স্বজনান্ ভক্তান্ প্রতি হরিঃ হরিতবর্ণো ভক্তবাৎসল্যেন ভবতি। মহিষস্য হি তাদৃগ্রূপং সম্ভবতি। হে ওষধে! আরুন্ধতি রোধরহিতে তং কল্মাষপুচ্ছং কৃষ্ণপাণ্ডরপুচ্ছম্ আশু শীঘ্রং জম্ভয় স্ববীর্য্যেণ বীর্য্যবন্তং কুরু ওষধীনাং পশুভ্যো বলপ্রদত্বাৎ। "কল্মাষো রাক্ষসে কৃষ্ণে কল্মাষঃ কৃষ্ণপাণ্ডুরে" ইতি বিশ্বঃ। কেদারেশ্বরস্য মহিষরূপত্বাৎ পুচ্ছবত্তা সম্ভবতি ॥ ১ ॥

বভ্রুঃ ক্বচিদবয়বে পিঙ্গলবর্ণঃ অতঃ পিঙ্গলবর্ণকর্ণঃ নীলা গলে মালা যস্য সঃ শিব ইত্যত্র নীলগ্রীবশ্চ যঃ শিব ইতি পাঠো যুক্তঃ। পিতেতি তৃতীয়ার্থে প্রথমা পিত্রা ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

ইতি-পূর্ব্বে নীলরুদ্রকে নানারূপে স্তব করিয়া এইক্ষণ মহিষরূপী কেদারেশ্বরকে স্তব করিতেছেন।—যে শিব ভক্তবাৎসল্যহেতু স্বীয়ভক্তগণের প্রতি নীলগ্রীব এবং হরিতবর্ণ হইয়াছেন, অর্থাৎ মহিষরূপ ধারণ করিয়াছেন, হে ওষধি! তুমি শীঘ্র সেই মহিষরূপীর কৃষ্ণপাণ্ডুর বর্ণ পুচ্ছ বীর্য্যবান্ কর, অর্থাৎ কেদারেশ্বর মহিষরূপীবিধায় তাহার পুচ্ছবত্তা সম্ভব আছে ॥ ১ ॥

সেই মহিষরূপী কেদারেশ্বরের কোন অঙ্গ পিঙ্গলবর্ণ, অতএব তিনি পিঙ্গলবর্ণ। তাঁহার গলে নীলবর্ণ মালা আছে, এই নীলশিখণ্ডধারী শিবই দেবগণকে পিতার ন্যায় রক্ষা করিতেছেন ॥ ২ ॥

বিরূপাক্ষেণ বভ্রুণাং বাচং বদিষ্যতো হতঃ।
সর্ব্বনীলশিখণ্ডেন বীর! কর্ম্মণি কর্ম্মণি ॥ ৩ ॥
ইমামস্য প্রাশং জহি যেনেদং বিভজামহে।
নমো ভবায় নমঃ সর্ব্বায় নমঃ কুমারায় শত্রবে ॥ ৪ ॥
নমো নীলশিখণ্ডায় নমঃ সভাপ্রপাদিনে।
যস্য হরী অশ্বতরৌ গর্দ্দভাবভিতঃ সরৌ ॥ ৫ ॥

অথ বাচং বদিষ্যতঃ পিতা দেহমাত্রস্য জনকো ব্রহ্মা যেন ঈশ্বরেণ হতঃ তং ত্বং পশ্যেত্যন্বয়ঃ। হে বীর! কর্ম্মণি কর্ম্মণি বিহিতপ্রতিষিদ্ধরূপে ॥ ৩ ॥

ইমাম্ অস্য জনস্য প্রাশং পৃচ্ছতীতি প্রাট্ তাং প্রাশং পৃচ্ছিকাং বাচং জহি বেদ-বিহিত-প্রতিষিদ্ধ-কর্ম্মবিষয়ং সংশয়ং নিরাকুরু ইত্যর্থঃ। যেন কর্ম্মণা ইদং জগৎ বিভজামহে কর্ম্মভূমি-ভোগভূমিরূপেণ বিভক্তং কুর্ম্মহে। কুমারায় কালানভিভূতায় শত্রবে সংহর্ত্রে ॥ ৪ ॥

সভাপ্রপাদিনে সভাং প্রপদ্যতে তচ্ছীলঃ সভাপ্রপাদী তস্মৈ সভ্যায়

যে ব্রহ্মা দেহমাত্রের জনক, সেই ব্রহ্মাও বিরূপাক্ষ নীলশিখণ্ডধারী নীলগ্রীবরূপী ঈশ্বরকর্ত্তৃক হত হইয়াছেন। হে বীরগণ! তোমরা বিহিত ও প্রতিষিদ্ধ কর্ম্মেই তাঁহাকে অবলোকন কর, অর্থাৎ সর্ব্বকর্ম্মেই নীল-রুদ্ররূপী ঈশ্বরকে স্মরণ কর ॥ ৩ ॥

হে রুদ্র! তুমি জনসাধারণে বাক্যনিবারণ কর, অর্থাৎ বেদবিহিত প্রতিষিদ্ধ কর্ম্মবিষয়ক সংশয় নিরাকৃত কর। এই বাক্যদ্বারাই আমরা জগৎকে বিভক্ত করিতেছি, অর্থাৎ ইহা কর্ম্মভূমি এবং ইহা ভোগভূমি, এইরূপে বিভাগ করিয়া থাকি। এইক্ষণ সেই উভয়কে নমস্কার করি, এবং কাল যাহাকে অভিভূত করিতে পারে না, সেই সর্ব্বসংহারকর্ত্তা নীলরুদ্ররূপী ঈশ্বরকে নমস্কার করি ॥ ৪ ॥

সেই সর্ব্ব সভার সভ্য নীলশিখণ্ডধারী ঈশ্বরকে নমস্কার করি। ইহার উভয়পার্শ্বে অশ্বতরদ্বয় ও গর্দ্দভদ্বয় বিচরণ করিতেছে, সেই নীলশিখণ্ড-

তস্মৈ নীলশিখণ্ডায় নমঃ সভাপ্রপাদিনে।
নমঃ সভাপ্রপাদিনে ॥ ৬ ॥

ইতি তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥ ৩ ॥

ইতি নীলরুদ্রোপনিষৎ সমাপ্তা ॥

ইত্যর্থঃ। অশ্বতরৌ ঈষদনমশ্বত্বং যয়োঃ তৌ অশ্বতরৌ গর্দ্দভাদশ্বায়াং জাতৌ দ্বিসরৌ অভিতঃ সরত ইতি অভিতঃ সরৌ গর্দ্দভৌ বর্ত্তেতে দ্বিরুক্তিঃ সমাপ্ত্যর্থা ॥ ৫-৬ ॥

নারায়ণেন রচিতা শ্রুতিমাত্রোপজীবিনা।
অস্পষ্টপদবাক্যানাং নীলরুদ্রোপনিষদ্দীপিকা ॥

ইতি তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥ ৩ ॥

ইতি নীলরুদ্রোপনিষদো-দীপিকা সম্পূর্ণা ॥

ধারী ঈশ্বরকে নমস্কার করি। উপনিষদাদির শেষবাক্য দুইবার পাঠ [illegible] অনুসারে এই নীলরুদ্র উপনিষদেও "নমঃ সভাপ্রপাদিনে" এই বাক্য দুইবা[illegible]লিখিত হইয়াছে ॥ ৫-৬ ॥

ইতি তৃতীয় খণ্ড ॥ ৩ ॥

ইতি নীলরুদ্রোপনিষৎ সমাপ্ত ॥

॥ ওঁ ॥ তৎসৎ ॥ ওঁ ॥

অথর্ব্ববেদীয়-

রামতাপনী

পূর্ব্বভাগঃ।

প্রথমঃ খণ্ডঃ।

॥ ওঁ ॥ পরমাত্মনে নমঃ ॥ ওঁ ॥

ওঁ চিন্ময়েঽস্মিন্ মহাবিষ্ণৌ জাতে দশরথে হরৌ।
রঘোঃ কুলেঽখিলং রাতি রাজতে যো মহীস্থিতঃ ॥ ১ ॥

ওঁ শ্রীরামতাপনীয়েঽস্মিন্ পঞ্চত্রিংশত্তমে মতে।
আথর্ব্বণে তথা খণ্ডা দশ পূর্ব্বাভিধে মতাঃ ॥

'যস্যাম্ভসি শয়ানস্য যোগনিদ্রাং বিতন্বতঃ। নাভিহ্রদাম্বুজাদাসীৎ ব্রহ্মা বিশ্বসৃজাং পতিঃ। যস্যাবয়ব-সংস্থানৈঃ কল্পিতো লোকবিস্তরঃ। তদ্বৈ ভগবতো রূপং বিশুদ্ধং সত্ত্বমূর্জ্জিতম্। এতন্নানাবতারাণাং নিধানং বীজমব্যয়ম্।" ইতি স্মৃতেঃ নারায়ণকথনানন্তরং সদবতারকথনাবসরে

যিনি যোগনিদ্রা আশ্রয় করিয়া জলোপরি শয়ান ছিলেন, যাঁহার নাভিকমল হইতে ব্রহ্মা আবির্ভূত হইয়াছেন, যাঁহার অবয়ব সংস্থানদ্বারা বিশ্ব পরিকল্পিত হইয়াছে এবং এই বিশ্ব যে ভগবানের বিশুদ্ধরূপ, সেই

স রাম ইতি লোকেষু বিদ্বদ্ভিঃ প্রকটীকৃতঃ।
রাক্ষসা যেন মরণং যান্তি স্বোদ্রেকতোঽথবা ॥ ২ ॥

প্রাপ্তে মুখ্যত্বাদ্রামাবতারমাদৌ নিরূপয়তি চিন্ময়ে ইতি। শ্রীরামস্বরূপন্তু নারসিংহে নির্ণীতম্। দশরথে অধিকরণে রঘোঃ দিলীপাত্মজস্য সূর্য্যবংশ্যস্য কুলং চিন্ময়ে জ্ঞানস্বরূপে মহাবিষ্ণৌ নানাবতার-মূলকারণে হরৌ জাতে সতি রামাভিধা প্রবৃত্তেতি শেষঃ। অনেনাস্য পূর্ণাবতারতা সূচিতা তস্য নির্ব্বচনম্ অখিলং রাতীত্যাদি। সঃ হরিঃ বিদ্বদ্ভিঃ লোকেষু রাম ইতি প্রকটীকৃতঃ। মহীস্থিতঃ ভূমৌ নিত্যং বসন্ রাতি দদাতি সাধুভ্যোঽখিলং বাঞ্ছিতম্ রাজতে শোভতে চ ইত্যন্বর্থতাশ্রয়ণেন রাম ইতি লোকেষু বিদ্বদ্ভিঃ স্মৃতঃ। রাতেঃ প্রকৃতিমাত্রশেষঃ মহীস্থিতশব্দস্যাদ্যাক্ষরশেষঃ। রাক্ষসমরণশব্দয়োরাদ্যক্ষরশেষ ইত্যাহ রাক্ষসা ইতি। "রামো রাক্ষসমর্দ্দনঃ" ইতি প্রসিদ্ধেঃ। অথবা ডিথাদিশবদ্‌যদৃচ্ছাশব্দ এবায়ং ন ক্রিয়াশব্দঃ গুণাতিশয়াৎ প্রসিদ্ধিং গত ইত্যাহ স্বেতি। স্বোদ্রেকতঃ স্বমহিমতো গুণাতিশয়াদ্বা অনলার্কাদেরিব ॥ ১-২ ॥

নারায়ণই নানাপ্রকার অবতারের আদিস্থান ও মূলকারণ। ইত্যাদি স্মৃতিপ্রমাণে নারায়ণ কথানন্তর অবতার কথার অবসরকালে সর্ব্বপ্রধান রামাবতার নিরূপণ করিতেছেন।—শ্রীরামের স্বরূপ নারসিংহে বিশেষ নির্ণীত আছে। রঘুকুলে দশরথগৃহে জ্ঞানস্বরূপ মহাবিষ্ণু, অর্থাৎ নানাবতারের মূলকারণ হরি জন্মগ্রহণ করিলে বিদ্বদ্বর্গ যখন তাঁহার "রাম" এই নাম প্রকাশিত করিলেন, তখনই তিনি সাধুভক্তগণের বাঞ্ছিত প্রদান করিতে লাগিলেন এবং পৃথিবীতে স্থিত হইয়া শোভা পাইতে থাকিলেন। এই রাম হইতেই রাক্ষসগণের মরণ হইবে, এই জন্য রাক্ষস শব্দের আদ্যাক্ষর "রা" এবং মরণ শব্দের আদিবর্ণ "ম" এই উভয়বর্ণ মিলিত হইয়াই তাঁহার রামনাম প্রসিদ্ধ হইল। রামই রাক্ষসগণের মর্দ্দন, ইহাই প্রসিদ্ধ আছে। অনল ও অর্কাদিশব্দের ন্যায় স্বীয় মাহাত্ম্যবলেই ইনি রামনামে অভিহিত হইয়া থাকেন ॥ ১-২ ॥

রামনাম ভুবি খ্যাতমভিরামেণ বা পুনঃ।
রাক্ষসান্ মর্ত্ত্যরূপেণ রাহুর্ম্মনসিজং যথা ॥ ৩ ॥
প্রভাহীনান্ তথা কৃত্বা রাজ্যার্হাণাং মহীভৃতাম্।
ধর্ম্মমার্গং চরিত্রেণ জ্ঞানমার্গঞ্চ নামতঃ ॥ ৪ ॥
স্বস্য ধ্যানেন বৈরাগ্যমৈশ্বর্য্যং স্বস্য পূজনাৎ।
তথা রামস্য রামাখ্যা ভুবি স্যাদথ তত্ত্বতঃ ॥ ৫ ॥

রাম ইতি নাম ভুবি খ্যাতং প্রসিদ্ধিমাগতং নত্বয়ং ক্রিয়ানিমিত্তং ইত্যর্থঃ। চতুষ্টয়ী শব্দানাং প্রবৃত্তিরিতি পক্ষে গুণক্রিয়াজাতিশব্দবদৃষদৃচ্ছাশব্দোঽস্তি স্বরূপনিমিত্তঃ। নিমিত্তান্তরমাহ অভিরামেণেতি। রময়তীতি রামঃ জ্বলিতিকসন্তেভ্যো ণঃ। বিগ্রহান্তরং রাক্ষসানিতি। রাক্ষসান্ মর্ত্ত্যরূপেণ রামঃ আদ্যাক্ষরশেষঃ। মনসিজং চন্দ্রং "চন্দ্রমা মনসো জাতঃ" ইতি মন্ত্রবর্ণাৎ যথা প্রভাহীনং করোতি তথা রাক্ষসান্ প্রভাহীনান্ কৃত্বা বিখ্যাতো যঃ স রাম ইত্যর্থঃ। নিমিত্তান্তরমাহ রাজ্যার্হাণামিতি ধর্ম্মমার্গমিতি। স্বস্য চরিত্রেণ শ্রুতেন ধর্ম্মমার্গং রাতি নামতঃ উচ্চারিতাৎ জ্ঞানমার্গং রাতি স্বস্য ধ্যানেন বৈরাগ্যং রাতি স্বস্য পূজনাৎ ঐশ্বর্য্যং রাতি দদাতি রাজ্যার্হাণাং মহীভৃতাং তথেতি সমুচ্চয়ে। অতো-

---

পরব্রহ্ম হরি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া রামনামে বিখ্যাত হইলেন, তিনি সকল লোককে অভিরমণ করিতেন বলিয়াই রামনাম হইয়াছে, যেমন রাহু চন্দ্রকে প্রভাহীন করে, সেইরূপ তিনি রাক্ষসগণকে মর্ত্ত্যরূপে প্রভাবিহীন করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত তাঁহার রামনাম প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ইনি আপন আচরণদ্বারা লোক সকলকে ধর্ম্মশিক্ষা প্রদান করেন, যাহারা তাঁহার নাম স্মরণ করে, তাহাদিগকে জ্ঞানপ্রদান করেন, যাহারা তাঁহাকে ধ্যান করে, তাহাদিগকে বৈরাগ্যপ্রদান করেন, যাহারা তাঁহার পূজা করে, তাহাদিগকে ঐশ্বর্য্যপ্রদান করেন এবং রাজ্যার্থী রাজাদিগকে রাজ্যপ্রদান করেন, এই নিমিত্ত পৃথিবীতে তাঁহার রামনাম প্রসিদ্ধ হই-

রমন্তে যোগিনোঽনন্তে নিত্যানন্দে চিদাত্মনি।
ইতি রামপদেনাসৌ পরং ব্রহ্মাভিধীয়তে ॥ ৬ ॥

২স্য রামস্য রামাখ্যা ভুবি স্যাৎ। অথ তত্ত্বতঃ বস্তুতঃ অর্থত উচ্যতে তি শেষঃ ॥ ৩-৫ ॥

রমন্তে ইতি অনন্তে দেশকালকৃতপরিচ্ছেদশূন্যে নিত্যে নিয়তে অবয়ববিকারশূন্যে চ আনন্দে সুখৈকরূপে চিদাত্মনি চিদ্ঘনে অমূর্ত্তব্রহ্মণি যোগিনঃ নিরুদ্ধেন্দ্রিয়গ্রামাঃ রমন্তে ধ্যানেন তৃপ্যন্তি ইতি হেতোঃ রামপদেন অসাবেব দশরথাত্মজঃ পরং মুখ্যং ব্রহ্ম অভিধীয়তে অধিকরণে ঘঞ্। নমু মূর্ত্তস্য কথমানন্ত্যাদি? নন্বমূর্ত্তস্যাপি কথমানন্ত্যাদি? ইতি চেৎ সমঃ সমাধিঃ অপরিদৃষ্টার্থ-স্বীকারস্তূভয়ত্রাপি সমঃ তস্মাৎ "দ্বাবেব ব্রহ্মণো রূপে মূর্ত্তঞ্চামূর্ত্তঞ্চ" ইতি শ্রুতেরসঙ্কোচ এব ন্যায়ঃ বচনানি ত্বপূর্ব্বত্বাদিতি ন্যায়াদলৌকিকার্থবোধনং শ্রুতেরলঙ্কার এব ॥ ৬ ॥

য়াছে, বাস্তবিক তত্ত্বত, বস্তুত ও অর্থত তাঁহার রামনাম সার্থক বলিয়া জানা যায় ॥ ৩-৫ ॥

সেই দেশকালাদি পরিচ্ছেদশূন্য, নিত্য, অর্থাৎ অবয়ববিকাররহিত, কেবল সুখস্বরূপ চিদাত্মা, অর্থাৎ অমূর্ত্তব্রহ্মেতে যোগিগণ ইন্দ্রিয়নিরোধপূর্ব্বক রমণ করেন, অর্থাৎ তাঁহাকে ধ্যান করিয়া তৃপ্তিলাভ করেন, এই-হেতু উক্ত দশরথ তনয়ই রামশব্দে অভিহিত হইতেছেন এবং ইনিই মুখ্য পরংব্রহ্ম বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। এইক্ষণ আশঙ্কা হইতেছে যে, তিনি অমূর্ত্ত হইলে কিরূপে তাঁহার আনন্ত্যাদি সম্ভবিতে পারে? এবং মূর্ত্ত হইলেই বা তাহার আনন্ত্যাদি কিরূপে হয়? ইহাতে বক্তব্য এই যে, অপরিদৃষ্ট অর্থ স্বীকারে উভয়থাই সমান, শ্রুতিতে মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত এই দুই-রূপই কীর্ত্তিত আছে। ৬ ॥

চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
উপাসকানাং কার্য্যার্থে ব্রহ্মণো রূপকল্পনা ॥ ৭ ॥
রূপস্থানাং দেবতানাং পুংস্ত্র্যঙ্গাস্ত্রাদিকল্পনা।
দ্বিচত্বারি ষড়ষ্টাসাং দশ দ্বাদশ ষোড়শ ॥ ৮ ॥

রামশব্দার্থং নিরূপ্য ব্রহ্মণঃ কথং শরীরিত্বমিত্যাশঙ্ক্য উত্তরমাহ চিন্ময়স্যেতি। চিন্ময়স্য ব্রহ্মণঃ রূপকল্পনা মায়িকং রূপমিত্যর্থঃ। স্বরূপানতিরিক্তয়া মায়াশক্ত্যা নরস্যৈবৈকস্যাপি বিরুদ্ধনানাধর্ম্মাবিরোধ ইতি ভাবঃ ॥ ৭ ॥

তদায়ুধাদিকমপি কল্পিতমেবেত্যাহ রূপস্থানামিতি। রূপে তিষ্ঠন্তীতি রূপস্থাঃ তাসাং দেবতানাং পুংস্ত্বকল্পনা যথা রামঃ পুমান্ স্ত্রীত্বকল্পনা যথা সীতা স্ত্রী অঙ্গকল্পনা যথা ত্রিনয়নচতুর্ভুজত্বাদি রুদ্র বিষ্ণ্বাদীনাম্ অস্ত্রকল্পনা যথা শার্ঙ্গং ধনুঃ নন্দকঃ খড়্গঃ আদিশব্দাদ্‌ভূষণ-বাহনাদি-কল্পনা। উক্তমর্থমুদাহরতি দ্বিচত্বারীতি। আসাং দেবতানাং দ্বি দ্বৌ হস্তৌ কথিতাবিতি বিপরিণামোঽবিভক্তিকশ্চ নির্দ্দেশঃ। তথা

ইতিপূর্ব্বে রামশব্দার্থ নিরূপণ করিয়া কিরূপে ব্রহ্মের শরীরিত্ব সম্ভবিতে পারে? এই আশঙ্কা করিয়া তাহার মীমাংসা করিতেছেন।—ব্রহ্ম চিন্ময়, অদ্বিতীয়, নিষ্কল ও অশরীরী হইলেও উপাসকদিগের কার্য্যসাধনার্থ তাঁহার রূপ কল্পনা হইয়া থাকে, বাস্তবিক ব্রহ্মের যে রূপ, তাহা মায়িক বলিয়া জানিবে। স্বরূপের অনতিরিক্ত মায়াশক্তিদ্বারা এক নরেও নিরুদ্ধ নানা ধর্ম্মের অবিরোধ দেখা যায় ॥ ৭ ॥

যদি ব্রহ্মের রূপ কল্পিত হইল, তবে তাঁহার অস্ত্রাদিও কাল্পনিক বলিতে হইবে, যে সকল দেবতা রূপবান্, তাহাদিগের পুংস্ত্ব, স্ত্রীত্ব, অঙ্গ এবং অস্ত্রাদি এই সমুদায়ই কল্পিত বলিয়া জানিতে হইবে, যেমন রাম পুরুষ, সীতা স্ত্রী ইত্যাদিস্থলে পুংস্ত্ব ও স্ত্রীত্ব কল্পনা আছে। রুদ্র ত্রিনয়ন, বিষ্ণু চতুর্ভুজ ইত্যাদিস্থলে অঙ্গকল্পনা হইয়া থাকে। আর বিষ্ণুর শার্ঙ্গ,

অষ্টাদশাপি কথিতা হস্তাঃ শঙ্খাদিভির্যুতাঃ।
সহস্রান্তাস্তথা তাসাং বর্ণবাহনকল্পনা ॥ ৯ ॥
শক্তিসেনাকল্পনা চ ব্রহ্মণ্যেবং হি পঞ্চধা।
কল্পিতস্য শরীরস্য তস্য সেনাদিকল্পনা ॥ ১০ ॥

ইতি প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥ ১ ॥

চত্বারি চত্বারো হস্তাঃ কথিতাঃ যথা হরের্লিঙ্গব্যত্যয়ঃ। তথা তাসাং ষড়্ভুজাঃ কথিতাঃ যথা মূর্ত্তিভেদানামম্বিকায়া অষ্টহস্তাঃ পুরুষোত্তমস্য দশ শঙ্করস্য দ্বাদশ ষোড়শাষ্টাদশ চণ্ডিকামূর্ত্তিভেদানাম্। শঙ্খাদিভিঃ আয়ুধৈঃ সহস্রহস্তা বিশ্বরূপস্য। বর্ণাঃ শ্যামশ্বেতাদয়ঃ বাহনানি পক্ষীন্দ্রাদীনি তেষাং কল্পনা ন তু বস্তুবৃত্তিঃ ॥ ৮-৯ ॥

শক্তেরপি কল্পনা স্বরূপাতিরিক্তায়াঃ পৃথক্ শক্তেরভাবাৎ তস্যাঃ পার্থক্যং কল্প্যতে। অথবা প্রভুমন্ত্রোৎসাহলক্ষণাস্তিস্রঃ শক্তয়ঃ তাসাং কল্পনা সেনা সৈন্যং তস্যাঃ কল্পনা। এবং ব্রহ্মণি পঞ্চধা কল্পনা রূপকল্পনা

ধনু এবং নন্দক খড়্গ ইত্যাদিরূপে অস্ত্রকল্পনা হয়। এইরূপ রূপস্থ-দেবতাদিগের ভূষণাদিও কল্পিত হইয়া থাকে। উক্ত দেবতাদিগের মধ্যে কোন কোন দেবতার দ্বিহস্ত চতুর্হস্ত, ছয় হস্ত, অষ্ট হস্ত, দশ হস্ত, দ্বাদশ হস্ত, ষোড়শ হস্ত ও অষ্টাদশ হস্ত কথিত আছে, অর্থাৎ মূর্ত্তিভেদে অম্বিকার অষ্ট হস্ত, পুরুষোত্তমের দশ হস্ত, শঙ্করের দ্বাদশ হস্ত এবং চণ্ডিকার মূর্ত্তিভেদে ষোড়শ হস্ত, অষ্টাদশ হস্ত উক্ত আছে, ঐ সকল হস্তে শঙ্খাদি বিবিধ অস্ত্র আছে। আর বিশ্বরূপের সহস্র হস্ত বর্ণিত হইয়াছে, এইরূপে শ্যামশ্বেতাদিবর্ণ, গরুড়াদিবাহনও পরিকল্পিত হইয়া থাকে ॥ ৮-৯ ॥

প্রভুশক্তি, মন্ত্রশক্তি ও উৎসাহশক্তি এই শক্তিত্রয়ও ব্রহ্মেতে পরিকল্পিত হইয়া থাকে। এই সকল শক্তিও ব্রহ্মেরই স্বরূপ, ঈশ্বরের স্বরূপা-,

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

ব্রহ্মাদীনাং বাচকোঽয়ং মন্ত্রোঽন্বর্থাদিসংজ্ঞকঃ।
জপ্তব্যো মন্ত্রিণা নৈবং বিনা দেবঃ প্রসীদতি ॥ ১

(১) পুংস্ত্র্যঙ্গাস্ত্রাদিকল্পনা (২) বর্ণবাহনকল্পনা (৩) শক্তিকল্পনা (৪) সেনা-কল্পনা চেতি (৫) অথবা ব্রহ্মণ্যেবং হি পঞ্চধেতি পরেণান্বেতি। ব্রহ্মণি পঞ্চায়তনভেদেন কল্পিতস্য দেহস্য সতঃ তস্য সেনাদিকল্পনা ॥ ১০ ॥

ইতি প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥ ১ ॥

ব্রহ্মাদীনাং স্থাবরান্তানাং বাচকোঽয়ং মন্ত্রঃ রামমন্ত্রঃ। বক্ষ্যতি হি "তথৈব রামবীজস্থং জগদেতচ্চরাচরম্" ইতি। যদ্বা "ইতি রামপদে-নাসৌ পরং ব্রহ্ম" ইত্যাদীনাং পূর্ব্বোক্তানামর্থানাং বাচকঃ রামনামা-ত্মকো মন্ত্রঃ। আদিশব্দঃ পূর্ব্বোক্তসন্নিবেশাপেক্ষঃ। যদ্বা ব্রহ্ম অদ্বৈতপর-

তিক্ত শক্তি নাই। আর তাহার সেনাও কল্পনা হয়, এইরূপে ব্রহ্মেতে পঞ্চধা কল্পনা হয়, অর্থাৎ রূপকল্পনা, পুংস্ত্ব স্ত্রীত্বাদিকল্পনা, বর্ণ ও বাহন-কল্পনা, শক্তিকল্পনা এবং সেনা কল্পনা হয়। ব্রহ্মের শরীর কল্পনাতেই সেনাদিকল্পনা হইয়াছে ॥ ১০ ॥

ইতি প্রথম খণ্ড ॥ ১ ॥

এই রামমন্ত্র বহ্ন্যাদি স্থাবরান্তের বাচক, শাস্ত্রান্তরে লিখিত আছে যে, এই চরাচর জগৎ রাম বীজে বিদ্যমান আছে এবং "রাম" এই পদে পরংব্রহ্ম প্রতিপাদিত হয়েন। আর রাম এই নাম পূর্ব্বোক্ত অর্থসমূহের বাচক। অথবা রামশব্দে অদ্বৈত পরমাত্মারই বোধ হয়, যোগিগণ অন্তে

ক্রিয়াকর্ম্মেতিকর্ত্তৄণামর্থং মন্ত্রো বদত্যথ।
মননাত্রাণনান্মন্ত্রঃ সর্ব্ববাচ্যস্ত বাচকঃ ॥ ২ ॥

মানন্দাত্মা তদাদীনাং বক্ষ্যমাণসপ্তচত্বারিংশদ্‌ব্যূহানাং "রমন্তে যোগিনোঽনন্তে" ইত্যাদ্যুক্তস্ত মূলব্যূহস্ত চ বাচকঃ অন্বর্থং সর্ব্বার্থানুগতং ব্রহ্ম তত্ত্বাদিপ্রপঞ্চজাতং তস্ত সংজ্ঞা জ্ঞানং যস্মাৎ সোঽন্বর্থসংজ্ঞঃ স্বার্থে কঃ সর্ব্ববাচক ইত্যর্থঃ। যদ্বা দ্বন্দ্বগর্ভো বহুব্রীহিঃ অন্বর্থ-সংজ্ঞকঃ আদিসংজ্ঞকশ্চ অন্বর্থতা "মননাত্রাণনান্মন্ত্র" ইতি "রাক্ষসা মরণং যান্তি" ইত্যাদিশ্চ আদিসংজ্ঞকঃ আদিমন্ত্রত্বাৎ। স চ মন্ত্রিণা গুরুতো লব্ধমন্ত্রেণ জপ্তব্যঃ। বিপক্ষে বাধকম্ এবমিতি। এবং বিনা অর্থস্মরণপূর্ব্বকমন্ত্রজপং বিনা দেবঃ পরমেশ্বরঃ ন প্রসীদতি ॥ ১ ॥

ক্রিয়া আহ্বানাদিরূপা কর্ম্ম রক্ষোমারণাদি ইতি ইদমাত্মকং কর্ত্তৄণাং সতাং দেবানাম্ অর্থং মন্ত্রো বদতি। মন্ত্রত্বং কস্মাদত আহ অথেতি মননাৎ বোধনাৎ ত্রাণনাৎ ত্রাণাৎ মন্ত্রঃ ত্রাণস্ত কারণং ত্রাণনং মননেন চায়তে ইতি বিগ্রহঃ। আদ্যঃ সম্পাদাদিত্বাৎ ক্বিবন্তঃ অন্তঃ সুপিস্থ ইতি কান্তঃ। সর্ব্বস্ত বাচ্যস্ত বক্তব্যস্ত ব্যূহদ্বয়াত্মকস্ত বাচকঃ প্রণববৎ ব্রহ্মাভিধায়কত্বাৎ ব্রহ্মণি চ সর্ব্বান্তর্ভাবাদিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

যাহাতে রমণ করেন, তিনিই রাম। ইত্যাদিরূপে বক্ষ্যমাণ সপ্তচত্বারিংশৎ ব্যূহের মূল ব্যূহবাচকই রামশব্দ। এই রামমন্ত্র অন্বর্থ, অর্থাৎ সর্ব্বার্থের অনুগত এই রামশব্দ হইতেই তত্ত্বাদিপ্রপঞ্চসমূহের সম্যক্‌প্রকার জ্ঞান হইয়া থাকে, অর্থাৎ রামশব্দই সকলের বাচক। সাধকগণ গুরুর নিকট হইতে এই রামমন্ত্র গ্রহণ করিয়া জপ করিবে। উক্তরূপ অর্থ স্মরণপূর্ব্বক রামমন্ত্র জপ না করিলে পরমেশ্বর তাহার প্রতি প্রসন্ন হয়েন না ॥ ১ ॥

আবাহনাদিক্রিয়া, রাক্ষসমারণাদি এই সকলই দেবাতাদিগের কর্ম্ম, ইহাদিগের অর্থসিদ্ধির নিমিত্ত মন্ত্র কথিত হয়। যাহাকে মনন করিলে মনুষ্যগণ ত্রাণ পায়, তাহারই নাম মন্ত্র। যেমন ব্রহ্মেতে বিশ্ব অন্তর্ভূত

সোভয়স্যাস্য দেবস্য বিগ্রহো যন্ত্রকল্পনা।
বিনা যন্ত্রেণ চেৎ পূজা দেবতা ন প্রসীদতি ॥ ৩ ॥
স্বভূর্জ্জ্যোতির্ম্ময়োঽনন্তরূপী স্বেনৈব ভাসতে।
জীবত্বেনেদমোং যস্য সৃষ্টিস্থিতিলয়স্য চ ॥ ৪ ॥

সেতি সা যন্ত্রকল্পনা উভয়স্য পুম্প্রত্যক্ষাত্মকস্য মূর্ত্ত্যাত্মকস্য মূলস্থূলব্যূহাত্মকস্য বা অস্য দেবস্য বিগ্রহঃ শরীরং যন্ত্রস্থদেবানাং সেনারূপত্বাৎ তস্য সেনাদিকল্পনেতি শ্রুতেশ্চ সর্ব্বদেব-শরীরমিত্যর্থঃ। অথবা সঃ মন্ত্রঃ অভয়স্য নির্ভয়স্য দেবস্য রামস্য বিগ্রহঃ শরীরং "মূর্ত্তিং মূলেন কল্পয়েৎ" ইতি স্মৃতেঃ ততো যন্ত্রকল্পনা কর্ত্তব্যা অয়ং বিধিঃ। অকারণে বাধকং বিনেতি ॥ ৩ ॥

দেবস্বরূপমাহ স্বভূরিতি। স্বয়ম্ অন্যনিরপেক্ষঃ ভবতি বিদ্যতে স্বভূঃ জ্যোতির্ম্ময়ঃ প্রকাশাত্মা অনন্তঃ দেশতঃ কালতশ্চ পরিসমাপ্তিরহিতঃ। অনন্ত ইত্যেব বক্তব্যে রূপীতিপদং রূপবত্ত্বেঽপ্যনন্ততাব্যাহতিসূচনার্থম্। স্বেনৈব ভাসতে নত্বন্যেন স্বপ্রকাশত্বাৎ অথচ স্বভূঃ বিন্দুঃ জ্যোতির্ম্ময়ঃ

আছে এবং প্রণব সেই ব্রহ্মের বাচক বলিয়া ঐ প্রণব সকলের বাচক হয়। সেই রামমন্ত্রও ব্রহ্মাভিধায়কবিধায় সর্ব্ববক্তব্যের বাচক হইতেছে ॥ ২ ॥

দেবতার যে মন্ত্রকল্পনা, তাহাও স্থূলসূক্ষ্ম উভয়াত্মকব্যূহের শরীরস্বরূপ, অর্থাৎ যন্ত্রই সর্ব্বদেবতার মূর্ত্তি। অথবা সেই রামমন্ত্রই নির্ভয় রামদেবতার মূর্ত্তিরূপে পরিকল্পিত হইয়া থাকে, অতএব অবশ্য যন্ত্রকল্পনা করিবে। যদি যন্ত্রকল্পনা না করিয়া কেহ সেই দেবতার পূজা করে, তাহাহইলে দেবতা তাহার প্রতি প্রসন্ন হয়েন না ॥ ৩ ॥

এইক্ষণ পরংব্রহ্ম রামের স্বরূপ কীর্ত্তন করিতেছেন, তিনি স্বভূ, অর্থাৎ তাঁহার উৎপত্তি অন্য নিরপেক্ষ, জ্যোতির্ম্ময় এবং অনন্তরূপী, অর্থাৎ কোন দেশে ও কোনকালে তাঁহার পরিসমাপ্তি নাই। তিনি স্বয়ং প্রকাশ পাইয়া থাকেন, অপর কেহ তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না। তিনি

কারণত্বেন চিচ্ছক্ত্যা রজঃসত্ত্বতমোগুণৈঃ।
যথৈব বটবীজস্থঃ প্রাকৃতশ্চ মহাদ্রুমঃ॥ ৫॥
তথৈব রামবীজস্থং জগদেতচ্চরাচরম্।
রেফারূঢ়া মূর্ত্তয়ঃ স্যুঃ শক্তয়স্তিস্র এব চেতি॥ ৬॥
সীতারামৌ তন্ময়াবত্র পূজ্যৌ

রেফমিলিতঃ আকারেণ নিরূপিতো মধ্য আলিঙ্গিতো রামিতিমন্ত্রঃ স্বেনৈব স্বাত্মনৈব ভাসতে শব্দস্য হি স্বং স্বং রূপমর্থো বাচ্যশ্চেতি। যদ্বা স্ফোটস্য ব্রহ্মরূপত্বাৎ তস্য চ স্বপ্রকাশত্বাৎ। জীবত্বেনেতি যস্য জীবত্বেন স্থিত্যুৎপত্তিলয়স্য চ কারণত্বেন চিচ্ছক্ত্যা রজঃ-সত্ত্ব-তমো-গুণৈঃ যথাসঙ্খ্যমিদং বর্ত্ততে যস্য চিচ্ছক্ত্যা জীবত্বেন গুণৈঃ কারণত্বেন চ ইদং সর্ব্বং ভাতীত্যর্থঃ। কথং ভূতম্ ইদম্? ওঁ পরমাত্মরূপমেব বস্তুগত্যা যথৈবোঙ্কারঃ তথৈব রামবীজমিতি। বটবীজদৃষ্টান্তমাহ যথৈবেতি। প্রাকৃতঃ প্রকৃতের্ব্বটবীজাদুৎপন্নঃ॥ ৪-৫॥

রেফারূঢ়া ইতি। রেফোপরিস্থাঃ রঃ কৃষ্ণঃ আ ব্রহ্মা মঃ মহেশ্বরঃ তিস্রো মূর্ত্তয়ঃ তিস্রঃ শক্তয়ঃ উৎপত্তিস্থিতিসংহারশক্তয়ঃ॥ ৬॥

সীতারামৌ তন্ময়ৌ প্রকৃতিপুরুষময়ৌ অত্র বীজেন পূজ্যৌ বীজস্য

সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ, অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণদ্বারা ক্রমত জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করিতেছেন। যেমন ওঙ্কার পরমাত্মস্বরূপ, সেইরূপ রামবীজও পরমাত্মস্বরূপ। যেমন বটবীজের মধ্যে প্রাকৃত মহাবৃক্ষ বিদ্যমান আছে, সেইরূপ এই চরাচর জগৎ রামবীজের মধ্যবর্ত্তী জানিবে, অর্থাৎ যেমন বটবীজ হইতে প্রধান শাখাপ্রশাখাদিবিশিষ্ট বট-বৃক্ষ জন্মে, সেইরূপ রামবীজ হইতে এই চরাচর জগৎ জন্মিয়াছে। আর ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর, এই মুর্ত্তিত্রয় রামের শক্তিত্রয়স্বরূপ, এই শক্তিত্রয় হইতেই অনন্তব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিস্থিতিলয় হইতেছে॥ ৪-৬॥

সীতা ও রাম এই প্রকৃতিপুরুষময় বীজকে পূজা করিবে। যেহেতু

জাতান্যাভ্যাং ভুবনানি দ্বিসপ্ত।
স্থিতানি চ প্রহৃতান্যেব তেষু
ততো রামো মানবো মায়য়াধাৎ ॥ ৭ ॥
জগৎপ্রাণায়াত্মনেঽস্মৈ নমঃ স্যান্নম-
স্ত্বৈক্যং প্রবদেৎ প্রাগ্‌গুণেন ইতি ॥ ৮ ॥

ইতি দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥ ২ ॥

মূর্ত্তিত্বাৎ "মূর্ত্তিং মূলেন কল্পয়েৎ" ইত্যুক্তেঃ। আভ্যাং সীতারামাভ্যাং দ্বিসপ্ত দ্বিরাবৃত্তানি সপ্ত চতুর্দ্দশেত্যর্থঃ জাতানি উৎপন্নানি স্থিতানি চ তয়োরেব স্থিতিং প্রাপ্তানি প্রহৃতানি লীনান্যেব তেষু অকারোকারমকারেষু ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরেষু ততঃ কারণাৎ রামো মায়য়া মানবোঽধাৎ কপটেন মানবোঽহমিতি দধ্যৌ ॥ ৭ ॥

জগৎপ্রাণায় জগতাং প্রাণায় আত্মনে অস্মৈ রামায় নমনং নমঃ নমস্কারঃ স্যাৎ কর্ত্তব্য ইত্যর্থঃ। নমস্ত কৃত্বেতি শেষঃ নমস্কারস্ত কৃত্বা

বীজই মূর্ত্তিস্বরূপ। শাস্ত্রান্তরে লিখিত আছে যে, মূলমন্ত্রে মূর্ত্তিকল্পনা করিবে। এই সীতা ও রাম হইতেই চতুর্দ্দশভুবন উৎপন্ন হইয়াছে, বিদ্যমান আছে এবং লয় পাইতেছে, অর্থাৎ অকার, উকার ও মকারাত্মক ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বররূপ শক্তিত্রয় হইতে জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয় হইয়া থাকে। পরন্তু রাম কপটমায়া করিয়াই "আমি মানব" এইরূপে খ্যাতি ধারণ করিয়াছেন ॥ ৭ ॥

জগতের প্রাণ, অর্থাৎ আত্মস্বরূপ শ্রীরামচন্দ্রকে নমস্কার করিবে। অনন্তর ত্রিগুণাতীত ব্রহ্মের সহিত এই নমস্য দেবতা রামের ঐক্য জ্ঞান

তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ।

জীবাবাচি নমো নাম চাত্মা রামেতি গীয়তে।
তদাত্মিকা যা চতুর্থী তথা চায়েতি কথ্যতে ॥ ১ ॥

প্রাক্ গুণেন গুণেভ্যঃ প্রাগ্রূপেণ ব্রহ্মণা সহ ঐক্যং নমস্তদেবতায়া বদেৎ। নমস্তৈক্যমিতি পাঠে স্পষ্টোঽর্থঃ ইতি শব্দঃ খণ্ডসমাপ্তৌ ॥ ৮ ॥

ইতি দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥ ২ ॥

মন্ত্রপদার্থমাহ জীবাবাচীতি। নমো নাম নম ইতি নাম নম ইতি প্রাদিপদিকম্ জীবাবাচি জীবমাবক্তি তস্য নামত্বাৎ নত্বাভিধানম্। রামেতি নাম্না চ আত্মা গীয়তে। তদাত্মিকা তেন রামেণ আত্মনা সহ ঐক্যমাপন্না একপদতাং গতা যা চতুর্থীবিভক্তিঃ আয়েতি তয়া তথা কথ্যতে তথোচ্যতে জীবাত্মপরমাত্মনোরৈক্যমেবোচ্যতে তেন যস্তত্ত্ব-মস্যাদিবাক্যার্থঃ স এবাস্য মন্ত্রস্যার্থ ইত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

করিবে। শ্রীরাম ব্রহ্মস্বরূপ, ইহাই ভক্তগণ ভাবনা করিয়া তাহাতেই নিয়ত থাকিবে ॥ ৮ ॥

ইতি দ্বিতীয় খণ্ড ॥ ২ ॥

এইক্ষণ মন্ত্রার্থ কথিত হইতেছে।—"নমঃ" এই শব্দ জীবভাব প্রকাশ করে এবং "রাম" এই পদে আত্মা কথিত হইয়া থাকে। আর পরমাত্ম-বাচক রামশব্দের সহিত এক পদতাপ্রাপ্ত যে চতুর্থী বিভক্তি, অর্থাৎ "রামায়" এই বাক্যান্তর্গত চতুর্থী বিভক্তি জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্য

মন্ত্রোঽয়ং বাচকো রামো বাচ্যঃ স্যাদ্‌যোগ এতয়োঃ।
ফলদশ্চৈব সর্ব্বেষাং সাধকানাং ন সংশয়ঃ ॥ ২ ॥
যথা নামী বাচকেন নাম্না যোঽভিমুখো ভবেৎ।
তথা বীজাত্মকো মন্ত্রোমন্ত্রিণোঽভিমুখো ভবেৎ ॥ ৩ ॥

বাক্যার্থমাহ মন্ত্রোঽয়মিতি অয়ং মন্ত্রো বাচকো রামস্য রামোঽস্য মন্ত্রস্য বাচ্যঃ স্যাৎ এতয়োঃ বাচ্যবাচকয়োঃ যোগঃ যোজনমাত্মনা সহৈক্যা-পাদনং সর্ব্বেষাং সাধকানাং ফলপ্রদঃ ইতি নিশ্চিতমেব তত উক্তম্— "দেবতাগুরুমন্ত্রাণাং ভাবয়েদৈক্যমাত্মনা" ইতি ॥ ২ ॥

যথেতি যথা যঃ নামী নামবান্ স বাচকেন নাম্না আকারিতঃ সন্ অভিমুখো ভবেৎ আকারয়িতুরিতিশেষঃ। যদ্বা আয়য়তি আকারয়তি আয় অয়গতাবাঙ্‌পূর্ব্বঃ ক্বিপ্ তস্য আকারয়িতুরিত্যর্থঃ। তথা বীজাত্মকং নামবজ্‌জ্ঞাতব্যং যেন আকারিতো দেবো মন্ত্রিণোঽভিমুখঃ শীঘ্রফলদো ভবেদিতি পদার্থবাক্যার্থজ্ঞানফলমুক্তম্ ॥ ৩ ॥

বলিয়া থাকে ; অতএব জানা যাইতেছে যে, "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি বাক্যে যে অর্থ প্রতিপাদন করে, "রামায়" মন্ত্রও তাহাই প্রতিপাদন করিয়া থাকে ॥ ১ ॥

অনন্তর বাক্যার্থ নিরূপণ করিতেছেন।—"রামায় নমঃ" এই মন্ত্রই রামের বাচক এবং রামই উক্ত মন্ত্রের বাচ্য। এই বাচ্যবাচকের যোগ, অর্থাৎ আত্মার সহিত ঐক্যজ্ঞান সকল সাধকেরই ফলপ্রদ, অর্থাৎ যে যে সাধক উক্তরূপে ঐক্যজ্ঞান করে, সেই সেই সাধক মোক্ষফল পাইয়া থাকে। শাস্ত্রান্তরে উক্ত আছে যে, দেবতা, গুরু ও মন্ত্র ইহাদিগের ঐক্যভাবনা করিবে ॥ ২ ॥

যেমন কোন নামবিশিষ্ট ব্যক্তিকে তাহার নামে সম্বোধন করিলে সেই ব্যক্তি সম্বোধনকর্ত্তার অভিমুখী হয়, সেইরূপ এই মন্ত্রও জীবাত্মক, অর্থাৎ কোন ব্যক্তি উক্ত মন্ত্রে দেবতাকে আরাধনা করিলে তৎক্ষণাৎ সেই দেবতা সাধকের অভিমুখী হইয়া থাকেন ॥ ৩ ॥

বীজশক্তী ন্যসেদ্দক্ষবাময়োস্তনয়োরপি।
কীলো মধ্যে বিনা ভাব্যঃ স্ববাঞ্ছাবিনিয়োগবান্ ॥ ৪ ॥

ন্যাসমাহ বীজেতি বীজম্ আদ্যপদং শক্তিঃ উত্তরপদম্ তদুক্তং শৌনক-কল্পে—"জানীয়াৎ প্রথমং বর্ণং বীজং শক্তিং নতিস্তথা" ইতি। বীজং দক্ষিণস্তনে শক্তিং বামস্তনে ন্যসেৎ। কেচন আয়েতি শক্তিমাহুঃ কীল ইতি। কীলো য ইতি বর্ণো মধ্যে স্তনয়োর্ম্মধ্যে বিনাভাব্যঃ নিয়মেন ন্যসনীয়ঃ। ন কেবলং হৃদি কীলো ন্যাস্যঃ কিন্তু স্বস্য বাঞ্ছা অভিলাষো বিনিয়োগশ্চ তাবপি ন্যাস্যাবিত্যাহ স্বেতি। প্রয়োগস্ত শ্রীরামপ্রীত্যর্থে লক্ষ্ম্যাদিপ্রাপ্তয়ে বা জপে পূজায়াং বা বিনিয়োগ ইতি হৃদি স্মর্ত্তব্যমিতি। যদ্বা ননু হৃদয়ে কীলন্যাসস্য কিং প্রয়োজনম্? অত আহ স্বেতি স্বস্য যা বাঞ্ছা সাধকস্য যোঽভিলাষঃ তস্যাঃ যো বিনিয়োগঃ বিশেষেণ নিয়োগঃ ভবেদিতি প্রেরণং তদ্বান্ সাধকেচ্ছাপূরক ইত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

ইতিপূর্ব্বে মন্ত্র কীর্ত্তন করিয়া এইক্ষণ ন্যাস বলিতেছেন।—বীজশব্দে আদ্যপদ এবং শক্তিশব্দে উত্তরপদ, শৌনককল্পে লিখিত আছে যে, প্রথম বর্ণকে বীজ, শক্তি ও নমস্কার বলিয়া জানিতে হইবে; অতএব বীজ, অর্থাৎ আদ্যবর্ণ দক্ষিণ স্তনে এবং শক্তি, অর্থাৎ অন্তবর্ণ বামস্তনে ন্যাস করিবে। আর "কীল" এই বর্ণদ্বয় স্তনদ্বয়ের মধ্যে ন্যাস করিতে হইবে। হৃদয়ের যে কেবল কীলশব্দ ন্যাস করিবে, এমত নহে; কিন্তু আপনার অভিলাষ ও বিনিয়োগ এই উভয় ন্যাস করা কর্ত্তব্য, অর্থাৎ শ্রীরামের প্রীতির নিমিত্ত ও লক্ষ্ম্যাদির প্রীতির নিমিত্ত জপে অথবা পূজাতে বিনি-য়োগ হউক, এইরূপে হৃদয়ে স্মরণ করিবে। যদি বল, হৃদয়ে কীলন্যাসের প্রয়োজন কি? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—সাধকের যে অভিলাষ, তাহাই হৃদয়ে বিশেষরূপে নিয়োগ, অর্থাৎ প্রেরণ হয়; অতএব হৃদয়ে কীলক ন্যাস সাধকের বাঞ্ছাপূরক। উক্তরূপে ন্যাস করিলে সাধকের অভিলাষ পূর্ণ হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

সর্ব্বেষামেব মন্ত্রাণামেষ সাধারণঃ ক্রমঃ।
অত্র রামোঽনন্তরূপস্তেজসা বহ্নিনা সমঃ॥ ৫ ॥
সত্বনুষ্ণগু বিশ্বশ্চেদগ্নীষোমাত্মকং জগৎ।
উৎপন্নং সীতয়া ভাতি চন্দ্রশ্চন্দ্রিকয়া যথা॥ ৬ ॥

সর্ব্বেষামিতি বীজং শক্তিঃ কীলকমিতি ত্রয়ং স্ববাঙ্গাবিনিয়োগাভ্যাং সহিতমুক্তস্থানেষু ন্যসনীয়মিতি সর্ব্বমন্ত্রস্য সাধারণো বিধিরিত্যর্থঃ। উদ্ধারঃ শিষ্টন্যাসা ঋষ্যাদয়ঃ ষড়ঙ্গানি চ যথা—"অনন্তো ন্যাসতঃ সেন্দু-বীজং রামায় হৃন্মনুঃ। ষড়ক্ষরোঽয়মাদিষ্টো ভজতাং কামদো মণিঃ॥ ব্রহ্মা প্রোক্তো মুনিশ্ছন্দো গায়ত্রং দেবতা মনোঃ। দেশিকেন্দ্রৈঃ সমাখ্যাতো রামো রাক্ষসমর্দ্দনঃ॥ দীর্ঘভাজা স্ববীজেন কুর্য্যাদঙ্গানি ষট্ ক্রমাৎ। ব্রহ্মরন্ধ্রে ভ্রুরোর্ম্মধ্যে হৃন্নাভ্যন্ধুষু পাদয়োঃ। ষড়ক্ষরাণি বিন্যস্যে-ন্মন্ত্রস্য মনুবিত্তমঃ॥" ইতি আদ্যং বীজন্তু রাং তস্য ধ্যানমাহ অত্রেতি। রামঃ দাশরাথিঃ অনন্তরূপঃ ব্রহ্মরূপঃ তেজসা বলেন বহ্নিতুল্যঃ অথ চ রামঃ অনুষ্ণগুনা চন্দ্রেণ সীতয়া বিশ্বো ব্যাপ্তঃ বেষ্টিতশ্চেৎ তদা পুম্প্রকৃত্যাত্মকং জগৎ সিদ্ধম্ অথ চন্দ্রেণ বিশ্ববিন্দুনাবিষ্টশ্চেৎ তদা অগ্নীষোমাত্মকং জগৎ

সর্ব্বমন্ত্রেরই সাধারণ বিধি এই যে, পুর্ব্বোক্ত স্থানসমূহে বীজ, শক্তি ও কীলক এই ত্রয়ের ন্যাস করিবে। "ওঁ রামায় নমঃ" এই ষড়ক্ষর মন্ত্র সাধকবর্গের কামপ্রদ মণিস্বরূপ, অর্থাৎ যাহারা এই মন্ত্র ভজনা করে, তাহারা সর্ব্বকাম সম্পন্ন হয়। এই মন্ত্রের ঋষি-ব্রহ্মা, ছন্দ-গায়ত্রী এবং রাক্ষসমর্দ্দন রাম-দেবতা। দীর্ঘস্বরযুক্ত স্বীয় বীজদ্বারা অঙ্গন্যাস করিবে, অর্থাৎ "শিরশি ব্রহ্ম ঋষয়ে নমঃ মুখে গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ" ইত্যাদিরূপে ঋষ্যাদি ন্যাস করিয়া "রাং হৃদয়ায় নমঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে অঙ্গন্যাস করিবে। তৎপরে ব্রহ্মরন্ধ্রে, ভ্রূমধ্যে, নাভিতে ও পাদদ্বয়ে মন্ত্রন্যাস করিবে। অনন্তর এইরূপে তাঁহার ধ্যান করিতে হইবে। দশরথতনয় রাম ব্রহ্মস্বরূপ এবং তেজঃপ্রভাবে অগ্নির তুল্য, অথচ চন্দ্রের ন্যায় শীতল স্বভাব। ইনি যখন সীতার সহিত ব্যাপ্ত হন, তখনই পুংপ্রকৃত্যাত্মক জগৎস্বরূপ সিদ্ধ

প্রকৃত্যা সহিতঃ শ্যামঃ পীতবাসা জটাধরঃ।
দ্বিভুজী কুণ্ডলী রত্নমালী ধীরো ধনুর্দ্ধরঃ ॥ ৭ ॥
প্রসন্নবদনো জেতা ধৃষ্ট্যষ্টকবিভূষিতঃ।
প্রকৃত্যা পরমেশ্বর্য্যা জগদ্‌যোন্যাঙ্কিতাঙ্কভৃৎ ॥ ৮ ॥
হেমাভয়া দ্বিভুজয়া সর্ব্বালঙ্কৃতয়াচিতা।

তদ্বাচকঃ রামিতি সিদ্ধম্। উৎপন্নমিতি পূর্ব্বেণ সম্বধ্যতে। স রামঃ শীতা লাঙ্গলপদ্ধতিঃ শেতে শীতা ঔণাদিকস্তন্ প্রত্যয়ঃ। তজ্জত্বাৎ জনকাত্মজাপি শীতা তয়া ভাতি দৃষ্টান্তশ্চন্দ্র ইতি ॥ ৫-৬ ॥

ইদানীং ধ্যানার্থং দেবস্বরূপমাহ প্রকৃত্যেতি। শ্যামো বর্ণেন ধীরঃ নির্ভয়ঃ। ধৃষ্টিঃ প্রাগল্‌ভ্যং সাচ অষ্টকম্ অণিমাদ্যষ্টকঞ্চ তেন বিভূষিতঃ শোভিতঃ। অথবা ধৃষ্ট্যাদ্যষ্টকাবরণেন প্রকৃত্যা মূলপ্রকৃতিরূপয়া পরমৈশ্বর্য্যা পরময়া ঈশ্বর্য্যা জগতাং যোন্যা উৎপত্তিহেতুভূতয়া অঙ্কিতঃ চিহ্নিতঃ যঃ অঙ্কঃ উৎসঙ্গঃ তং বিভর্ত্তি ॥ ৭-৮ ॥

সর্ব্বালঙ্কৃতয়াচিতা সর্ব্বেণ অলঙ্কৃতেন অলঙ্কারেণ আচিতয়া ব্যাপ্তয়া। সর্ব্বালঙ্কৃতাচিতয়া ইতি বক্তব্যে ছান্দসো বিভক্তের্ম্মধ্যে প্রয়োগঃ। যদ্বা

হয়, আর "রাং" এই বিন্দুযুক্ত মন্ত্র অগ্নীষোমাত্মক জগদ্বাচক এবং এই রাম হইতেই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। যেমন জ্যোৎস্নাদ্বারা চন্দ্র পরিশোভিত হয়, সেইরূপ রাম সীতার সহযোগে শোভিত হইয়া থাকেন ॥৫-৬॥

এইক্ষণ ধ্যানার্থ দেবের স্বরূপ নিরূপণ করিতেছেন।—শ্রীরাম প্রকৃতিরূপা সীতার সহিত বর্ত্তমান আছেন। শ্যামবর্ণ, পীতবস্ত্র পরিধান, জটাধারী, দ্বিভুজ, কুণ্ডলবান্, রত্নমালাবিভূষিত, প্রশান্তমূর্ত্তি, ধনুর্দ্ধর, প্রসন্নবদন, বিশ্ববিজয়ী, প্রগল্‌ভ এবং অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি-বিভূষিত। ইহার অঙ্কদেশে মূলপ্রকৃতিরূপা পরমৈশ্বর্য্যশালিনী জগতের যোনিভূতা সীতাদেবীকে ধারণ করিয়াছেন ॥ ৭-৮ ॥

শ্রীরাম হেমবর্ণা দ্বিভুজা এবং সর্ব্বপ্রকার অলঙ্কারবিভূষিতা সীতার

শ্লিষ্টঃ কমলধারিণ্যা পুষ্টঃ কোশলজাত্মজঃ ॥ ৯ ॥
দক্ষিণে লক্ষ্মণেনাথ সধনুষ্পাণিনা পুনঃ।
হেমাভেনানুজেনৈব তদা কোণত্রয়ং ভবেৎ ॥ ১০ ॥

ইতি তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥ ৩ ॥

সর্ব্বৈরলঙ্কারৈরলঙ্কৃতয়া তথা চিতা চিচ্ছক্তিরূপয়া। সর্ব্বালঙ্কৃতয়া শ্লিষ্ট ইতি যুক্তঃ পাঠঃ। পুষ্টঃ বিপুলাঙ্গঃ কোশলজায়াঃ কৌশল্যায়াঃ আত্মজঃ পুত্রঃ ॥ ৯ ॥

দক্ষিণে ইতি দক্ষিণে ভাগে লক্ষ্মণেন শ্লিষ্টঃ অর্থাৎ বামে সীতয়া শ্লিষ্টঃ। তদুক্তম্—"বামভাগে সমাসীনাং সীতাং কাঞ্চনসন্নিভাম্" ইতি। তদা দেবতাত্রয় উপবিষ্টে সতি কোণত্রয়ং ভবেৎ একং ত্রিকোণং ভবেদিত্যর্থঃ। অনুজেনৈবেত্যেবকারেণ অস্মিন্ ত্রিকোণে দেবতান্তরপূজা বার্য্যতে।১০॥

ইতি তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥ ৩ ॥

সহিত যুক্ত আছেন। আর ইনি কোশল রাজতনয়া কৌশিল্যার আত্মজ ॥ ৯ ॥

শ্রীরামের দক্ষিণভাগে সুবর্ণবর্ণ দ্বিভুজ লক্ষ্মণ ধনুর্দ্ধারণ করিয়া বর্ত্তমান আছেন এবং বামভাগে সীতাদেবী সমাসীনা রহিয়াছেন। শাস্ত্রান্তরে লিখিত আছে যে, বামভাগে কাঞ্চনবর্ণা সীতা উপবিষ্টা আছেন। এই-রূপে দেবত্রয়ের উপবেশনে একটি ত্রিকোণ হয়, এই ত্রিকোণে অন্য দেবতার পূজা করিতে পারে না ॥ ১০ ॥

ইতি তৃতীয় খণ্ড ॥ ৩ ॥

চতুর্থঃ খণ্ডঃ

তথৈব তস্য মন্ত্রস্য যস্যাণুশ্চ স্বংঙেতয়া।
এবং ত্রিকোণরূপং স্যাৎ তং দেবা যে সমাযযুঃ ॥ ১
স্তুতিং চক্রুশ্চ জগতঃ পতিং কল্পতরৌ স্থিতম্।
কামরূপায় রামায় নমো মায়াময়ায় চ ॥ ২ ॥

তথৈবেতি যথা বীজমুক্তম্ এবং তস্য মন্ত্রস্য রামমন্ত্রস্য শেষোঽংশ উচ্যতে ইতি শেষঃ। তস্য কস্য? যস্য স্বংঙেতয়া সহ অণুঃ স্বং রাম-স্বরূপং শব্দঃ তস্য ঙেতা বিভক্তিশ্চতুর্থ্যেকবচনং তেন সহ অণুঃ সূক্ষ্মো ভাগঃ নম্রাংশো নতিঃ নমঃশব্দ ইত্যর্থঃ। ঙেতো রামো নমঃ শব্দঃ স্বমন্ত্র-শেষোঽংশ ইত্যর্থঃ। এবং সতি ষড়ক্ষরে মন্ত্রে সিদ্ধে সতি দ্বিতীয়ং ত্রিকোণরূপং স্যাৎ ত্রিকোণদ্বয়ে কোণষট্কষড়ক্ষরসমাবেশার্থং তং দেবা ইতি যে দেবাঃ তং সমাযযুঃ ॥ ১ ॥

দ্রষ্টুং লব্ধাবসরাস্তে তং স্তুতিং স্তূয়তে যঃ স স্তুতিঃ তং স্তুতিং স্তুতি-বিষয়ং চক্রুঃ। স্তুতিমাহ কামেতি কামেন স্বেচ্ছয়া রূপং যস্য তস্মৈ রামা

যেমন রামবীজ উক্ত হইয়াছে, সেইরূপ রামমন্ত্রের শেষ অংশ কথিত হইতেছে।—রামশব্দে চতুর্থী বিভক্তি যোগ করিয়া তাহার অন্তে "নমঃ" শব্দ যুক্তকরিবে। এইরূপ হইলে "রাং রামায় নমঃ" এই ষড়ক্ষর মন্ত্র হয়। ইহাতেও দ্বিতীয় ত্রিকোণ হয়, এই ত্রিকোণদ্বয়াত্মক ষট্‌কোণে ষড়ক্ষর মন্ত্রের সমাবেশ হইয়া থাকে। যে সকল দেবতা তাঁহাকে লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা উক্ত মন্ত্রে রামের আরাধনা করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

দেবগণ শ্রীরামের দর্শনলাভ করিয়া দর্শনাবসরকালে জগৎপতি এবং কল্পতরুতে অবস্থিত রামকে এইরূপে স্তব করিয়াছিলেন।—যিনি আপন ইচ্ছানুসারে রূপধারণ করিতে পারেন, সেই রামকে নমস্কার করি।

নমো বেদাদিরূপায় ওঙ্কারায় নমোনমঃ।
রমাধারায় রামায় শ্রীরামায়াত্মমূর্ত্তয়ে ॥ ৩ ॥
জানকীদেহভূষায় রক্ষোঘ্নায় শুভাঙ্গিনে।
ভদ্রায় রঘুবীরায় দশাস্যান্তকরূপিণে ॥ ৪ ॥
রামভদ্র ! মহেশ্বাস !! রঘুবীর !!! নৃপোত্তম !!!!।
ভো দশাস্যান্তকাস্মাকং রক্ষ দেহি শ্রিয়ঞ্চ তে ॥ ৫ ॥
ত্বমৈশ্বর্য্যং দাপয়াথ সম্প্রত্যাখরমারণম্।
কুর্ব্বিতি স্তুত্য দেবাদ্যাস্তেন সার্দ্ধং সুখং স্থিতাঃ ॥ ৬ ॥

স্ত্রী তস্যাঃ ধারায় ধত্রে রমাধারায়েতি যুক্তঃ পাঠঃ। শুভাঙ্গিনে শুভমঙ্গ-মস্যাস্তি শুভাঙ্গী তস্মৈ। ছান্দসত্বাৎ কর্ম্মধারয়াদপি মত্বর্থীয়ঃ সাধুঃ শুভ-শ্চাসাবঙ্গী চেতি বা অঙ্গী প্রধানপুরুষঃ ॥ ২-৩-৪ ॥

রামভদ্র ইত্যাদি সম্বোধনচতুষ্টয়ম্। ভো ভগবন্ দশাস্যান্তক ! দশ আস্যানি যস্য সঃ দশাস্যঃ রাবণঃ তস্য অন্তক ! অস্মাকং রক্ষ রক্ষণং কুরু তে তব শ্রিয়ঞ্চ অস্মভ্যং দেহি। যদ্বা তে অস্মান্ ত্বদীয়ানস্মান্ শ্রিয়ং দেহীত্যন্বয়ঃ। ত্বম্ ঐশ্বর্য্যম্ ঈশ্বরভাবং দাপয় রাক্ষসৈর্গৃহীতং প্রত্যর্পয়

যিনি মায়া করিয়া মানবরূপ ধারণ করিয়াছেন, সেই রামকে নমস্কার করি। যিনি বেদাদিরূপ, সেই ওঙ্কারস্বরূপ রামকে নমস্কার করি। যিনি রমার আধারস্বরূপ, সেই রামকে নমস্কার করি। যিনি আত্মমূর্ত্তিস্বরূপ, সেই শ্রীরামকে নমস্কার করি। যিনি জানকীর অঙ্গভূষণ, যিনি রাক্ষসকুল ধ্বংস করিয়াছেন, যাঁহার অঙ্গ অতি সুশোভন, যিনি রঘুকুলে অদ্বিতীয় বীরস্বরূপ, সেই দশাননের অন্তকস্বরূপ রামভদ্রকে আমি নমস্কার করি ॥ ২-৩-৪ ॥

হে রামভদ্র ! হে মহাধনুর্দ্ধারিন্ !! হে রঘুকুলবীর !!! হে রাজশ্রেষ্ঠ !!!! হে দশাননান্তক !!!!! তুমি আমাদিগের রক্ষাবিধান কর। তোমার শ্রী প্রদান কর এবং ঐশ্বর্য্য প্রদান কর, অর্থাৎ রাক্ষসগণ যে আমাদিগের

স্তুবন্ত্যেবং হি ঋষয়স্তদা রাবণ আসুরঃ।
রামপত্নীং বনস্থাং যঃ স্বনিবৃত্ত্যর্থমাদদে ॥ ৭ ॥
স রাবণ ইতি খ্যাতো যদ্বা রাবাচ্চ রাবণঃ।

অথ সম্প্রতি ইদানীং সংক্ষেপেণ প্রার্থয়ামহে আখরমারণং খরো নাম রাক্ষসঃ তস্য মারণপর্য্যন্তং কুরু ভো দশাস্যান্তক! অস্মাকং রক্ষেত্যাদিনা প্রার্থিতস্য পৌরুষং পশ্চাৎ করিষ্যসি ইতি স্তুত্য এবং স্তুত্বা দেবাদ্যাঃ মুখ্যদেবাঃ তেন রামেণ সার্দ্ধং সুখং যথা স্যাত্তথা স্থিতাঃ রাবণবধেন নিজশ্রীলাভং প্রতীক্ষমাণাঃ। অন্তিস্তত্যেতি পাঠে অন্তি সমীপে স্থিতা ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৫-৬ ॥

ন কেবলং দেবাদ্যাঃ কিন্ত্বন্যেঽপীত্যাহ স্তুবন্তীতি। যথা চ দেবাঃ স্তুবন্তি এবমৃষয়োঽপীত্যর্থঃ। তদা খরাদিষু হতেষু রাবণনামা আসুরঃ অসুর এব আসুরঃ যঃ প্রসিদ্ধঃ স রামপত্নীং বনস্থাং স্বনিবৃত্ত্যর্থং স্ববিনাশার্থম্ আদদে ॥ ৭ ॥

স ইতি রামপত্নীং বনস্থামাদদে যঃ স রাবণ ইতি রাবণপদব্যুৎপত্তিঃ।

আধিপত্য গ্রহণ করিয়াছে, তাহা প্রত্যর্পণ কর। সম্প্রতি তোমার নিকট ইহাই বিশেষ প্রার্থনা যে, তুমি আপাতত খরনামা রাক্ষসকে বিনাশ করিয়া আমাদিগের রক্ষা কর, পরে আমাদিগের প্রার্থিত কার্য্যসাধন করিবে। দেবগণ এইরূপে রামের স্তব করিয়া রাবণ বধানন্তর আপন আপন সম্পৎলাভ করিবেন, এই অভিপ্রায়ে রামের সহিত সুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৫-৬ ॥

পরে দেবগণ যেরূপে রামের স্তব করিয়াছিলেন, ঋষিগণও সেইরূপে শ্রীরামের স্তব করিলেন। অনন্তর রাম খরাদি রাক্ষসগণ বিনাশ করিলে রাবণনামা অসুর আত্মবিনাশার্থ বনস্থা রামপত্নী সীতাকে হরণ করিয়াছিল ॥ ৭ ॥

দশানন রামপত্নীকে বন হইতে হরণ করিয়াছিল; এই নিমিত্ত তাহার

তদ্ব্যাজেনেক্ষিতুং সীতাং রামো লক্ষ্মণ এব চ ॥ ৮ ॥
বিচেরতুস্তদা ভূমৌ দেবীং সন্দৃশ্য চাসুরম্।
হত্বা কবন্ধং শবরীং গত্বা তস্যাজ্ঞয়া তয়া ॥ ৯ ॥

যদ্বা অথবা রাবাৎ শব্দাৎ কৈলাসতোলনাবসরে ঈশ্বরেণ ভারে দত্তে রৌতি স্ম তেন রাবণঃ ততঃ পূর্ব্বন্তু দশাননানামাভূৎ। তদিতি তৎ তস্মাৎ যতঃ রামপত্নীমাদদে তস্মাৎ কারণাৎ সীতামীক্ষিতুং যদ্ব্যাজং তেন। সীতা-শব্দো দন্ত্যাদিস্তালব্যাদিরপি ॥ ৮ ॥

বিচেরতুরিতি ন সীতেক্ষণমুদ্দেশ্যম্ কিন্তু দশাস্যবধ এবোদ্দেশ্যঃ যদর্থং দেবপ্রার্থনয়া অবতীর্ণঃ। ভূমৌ উপানদাদ্যনন্তর্হিতায়াং বিচেরতুঃ দেবীং রাজপত্নীং সীতাং সন্দৃশ্য ইতস্ততো বিলোক্য অসুরং কবন্ধং হত্বা শবরীং তাপসীং গত্বা প্রাপ্য তত্র তৎস্বাগতং গৃহীত্বা তস্য রামস্য আজ্ঞয়া তয়া

রাবণনাম হয়, অর্থাৎ রাম শব্দের "রা" এবং বন শব্দের "বন" এই উভ-য়ের যোগে রাবণ নাম হইল। অথবা দশানন এক দিবস কৈলাসপর্ব্বত উত্তোলন করিতে গিয়াছিলেন, মহাদেব তাহা জানিতে পারিয়া পর্ব্বতো-পরি ভারার্পণ করেন, তাহাতে দশানন অতিশয় রব করিয়াছিলেন, তাহা-তেই তাহার রাবণ নাম হয়, ইহার পূর্ব্বে তাহার দশানন নামই বিখ্যাত ছিল। যেহেতু রাবণ রামপত্নী হরণ করে; অতএব রাম ও লক্ষ্মণ সেই সীতাদর্শনচ্ছল করিয়া রাবণ বধের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন ॥ ৮ ॥

অনন্তর রাম ও লক্ষ্মণ উভয়ে ভূমিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। কেবল সীতা সন্দর্শন এই বিচরণের উদ্দেশ্য নহে, পরন্তু রাবণবধই তাহা-দিগের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল, যেহেতু এই রাবণবধার্থ শ্রীরাম পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। রাম ও লক্ষ্মণ সীতা সন্দর্শনার্থ ইতস্ততঃ পাদচারে বিচরণ করিতে করিতে কবন্ধাসুরকে দেখিতে পাইলেন এবং তাহাকে বিনাশ করিয়া তাপসী শবরপত্নীর নিকট উপস্থিত হইলেন। ব্যাধ-

পূজিতা বীরপুত্রেণ ভক্তেন চ কপীশ্বরম্।
আহূয় শংসতাং সর্ব্বমাদ্যন্তং রামলক্ষ্মণৌ ॥ ১০ ॥

ইতি চতুর্থঃ খণ্ডঃ ॥ ৪ ॥

শবর্য্যা পূজিতৌ সন্তৌ। ঈরঃ বায়ুঃ তস্য পুত্রেণ ভক্তেন ভজনপরেণ হনূমতা করণেন প্রয়োজ্যকর্ত্রা বা কপীশ্বরং সুগ্রীবম্ আহূয় শংসতাম্ অশংসতাং কথিতবন্তৌ সর্ব্বম্ আদ্যন্তম্ আদিশ্চ অন্তশ্চ আদ্যন্তৌ তম্ আদ্যন্তং বাহিতাগ্ন্যাদিষু আদিত আরভ্য অন্তং যাবৎ ॥ ৯-১০ ॥

ইতি চতুর্থঃ খণ্ডঃ ॥ ৪ ॥

ভার্য্যা রামলক্ষ্মণকে দেখিবামাত্র তাহাদিগের স্বাগত জিজ্ঞাসাপূর্ব্বক অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া ভক্তিভাবে উভয়ের যথাযোগ্য সংকার করিলে রাম-ভক্ত বায়ুতনয় হনূমানের সহিত সাক্ষাৎ হইল। অনন্তর হনূমানদ্বারা সুগ্রীবকে সম্বোধন করিয়া তাহার নিকট সীতাহরণাদি বৃত্তান্ত সমস্ত কীর্ত্তন করিলেন ॥ ৯-১০ ॥

ইতি চতুর্থ খণ্ড ॥ ৪ ॥

পঞ্চমঃ খণ্ডঃ।

সঁ তু রামে শঙ্কিতঃ সন্ প্রত্যয়ার্থঞ্চ দুন্দুভেঃ।
বিগ্রহং দর্শয়ামাস যো রামস্তমচিক্ষিপৎ ॥ ১ ॥
সপ্ততালান্ বিভিদ্যাশু মোদতে রাঘবস্তদা।

ততো রামেণ সুগ্রীবস্য রাজ্যে প্রতিজ্ঞাতে সতি স তু রামে শঙ্কিতঃ বালিবধে রামস্য সামর্থ্যমস্তি নবেতি সন্দিগ্ধঃ সন্ প্রত্যয়ার্থং স্ববিশ্বাসার্থম্। তৎপ্রত্যয়ার্থম্ ইতি পাঠে তস্মিন্ রামে পৌরুষস্য বিশ্বাসার্থং দুন্দুভেঃ দৈত্যস্য বালিহতস্য বিগ্রহম্ অস্থিপুঞ্জং রামায় দর্শয়ামাস অয়ং দৈত্যো বালিনা হত ইতি। ততো যঃ রামো দুন্দুভের্দ্দৃষ্ট্বা স তং দুন্দুভিম্ অচিক্ষিপত অনতিপ্রযত্নেনৈব ক্ষিপ্তবান্। অথবা "যস্ত মাতরিশ্বনি" ইতি নির্ঘণ্টঃ যঃ মাতরিশ্বা ইব বায়ুরিব তুলপুঞ্জং শীঘ্রকারী রামঃ তং বিগ্রহম্ অচিক্ষিপৎ ॥ ১ ॥

ততো বলনিশ্চয়ে সত্যপি ধানুষ্কতাসন্দেহনিরাসার্থং সপ্ততালান্ একেন বাণেন আশু শীঘ্রং বিভিদ্য নির্ভিদ্য মোদতে রঘোরপত্যং রাঘবঃ রামঃ।

সুগ্রীবের সহিত রামের সাক্ষাৎ হইলে রাম প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, আমি বালিকে বিনাশ করিয়া তোমাকে রাজ্য প্রদান করিব। অনন্তর কপিরাজ সুগ্রীব বালিবিনাশে রামের শক্তিবিষয়ে সন্দিগ্ধ হইয়া, অর্থাৎ রাম বালিকে বিনাশ করিতে পারিবেন কি না? এই সন্দেহে বালি যে দুন্দুভিনামা অসুরকে বিনাশ করিয়াছিল, সেই বালিহত দুন্দুভির অস্থিময় শরীর রামকে দেখাইলেন। রাম দুন্দুভির অস্থিময় শরীর দর্শনমাত্র বায়ু যেমন তুলরাশি দূরে নিক্ষেপ করে, সেইরূপ দুন্দুভির শরীর তৃণবৎ নিক্ষেপ করিলেন ॥ ১ ॥

সুগ্রীব যখন রামের বল জানিতে পারিলেন, তখন রাম স্বীয় ধনুর্ব্বিদ্যাবিষয়ে সন্দেহনিরাসার্থ এক বাণে সপ্ততাল ভেদ করিয়া আনন্দ

তেন হৃষ্টঃ কপীন্দ্রোঽসৌ সরামস্তস্য পত্তনম্ ॥ ২ ॥
জগামাগর্জ্জদনুজো বালিনো বেগতো গৃহাৎ।
বালী তদা নির্জ্জগাম তং বালিনমথাহবে ॥ ৩ ॥
নিহত্য রাঘবো রাজ্যে সুগ্রীবং স্থাপয়েত্ততঃ।
হরীনাহূয় সুগ্রীবস্ত্বাহ চাশাবিদোঽধুনা ॥ ৪ ॥
আদায় মৈথিলীমদ্য দদত শ্বাশু গচ্ছত।
ততস্ততার হনুমানব্ধিং লঙ্কাং সমায়য়ৌ ॥ ৫ ॥

বর্ত্তমানকালনির্দ্দেশস্তু কল্পে কল্পে এবং ভবতীতি দ্যোতনার্থম্। তেন সুগ্রীবো হৃষ্টঃ সন্ সরামঃ রামসহিতঃ তস্য বালিনঃ পত্তনং নগরং জগাম গতবান্। ততঃ অগর্জ্জৎ সিংহনাদং কৃতবান্ অনুজঃ কনিষ্ঠঃ বালিন ইত্যুভাভ্যাং সম্বধ্যতে। বেগতঃ বেগেন গৃহাৎ জগাম অগর্জ্জচ্চেত্যন্বয়ঃ। নির্জ্জগাম গৃহান্নির্গতঃ ॥ ২-৩ ॥

আশাবিদঃ দিক্কুশলান্ অধুনা শীঘ্রং গচ্ছত আশু মৈথিলীমাদায় অদ্য দদত শু আশু স্বরূপতো বা সন্দেশতো বা শু আদায় আশু দদতেত্যর্থঃ। শুশব্দ আশ্বর্থে দদত শু আশু ইতি পদচ্ছেদঃ। ততঃ তদনন্তরং হনুমান্ ঈরপুত্রঃ অব্ধিং সমুদ্রং ততার তীর্ণবান্ তীর্ত্বা লঙ্কাং সমাযযৌ। কথা-বিস্তরস্তু বাল্মীকীয়াদ্বোদ্ধব্যঃ ॥ ৪-৫ ॥

প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অনন্তর সুগ্রীব প্রহৃষ্ট হইয়া রামের সহিত বালির নগরে গমন করিলেন এবং সিংহনাদে গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। বালি সুগ্রীবের গর্জ্জন শ্রবণ করিয়া প্রবলবেগে গৃহ হইতে বহির্গত হই-লেন এবং প্রতিগর্জ্জন করিলেন ॥ ২-৩ ॥

অনন্তর রাঘব বালির সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে বিনাশ করিলেন এবং সুগ্রীবকে রাজ্যপদে প্রতিষ্ঠিত করিলে সুগ্রীব দিগভিজ্ঞ কপিদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—বানরগণ! তোমরা সীতার অন্বেষণার্থ স্বস্ব অভিলষিতদিকে গমন কর। অদ্যই মৈথিলীর অনুসন্ধান করিয়া রামের

সীতাং দৃষ্ট্বাসুরান হত্বা পুরং দগ্ধ্বা তথা স্বয়ম্।
আগত্য রামায় স্বয়ং ন্যবেদয়ত তত্ত্বতঃ ॥ ৬ ॥
তদা রামঃ ক্রোধরূপী তানাহূয়াথ বানরান্।
তৈঃ সার্দ্ধমাদায়াস্ত্রাংশ্চ পুরীং লঙ্কাং সমাযযৌ ॥ ৭ ॥

অশোকবনিকায়াং সীতাং দৃষ্ট্বা অসুরান্ রক্ষঃকুমারাদীন্ হত্বা পুরং লঙ্কাং পুচ্ছাগ্নিনা দগ্ধ্বা তথা স্বয়ং রামং প্রতি আগত্য রামায় স্বয়ং স্বমুখেন তত্ত্বতঃ ন্যবেদয়ত নিতরাং বোধিতবান্ দ্বিঃস্বয়ম্পদমাদরাতিশয়ার্থম্ ॥ ৬ ॥

ক্রোধরূপী ক্রোধং রূপয়তি নিরূপয়তি আত্মনা দর্শয়তি তদ্ধর্ম্মা। তৈঃ সার্দ্ধং লঙ্কাং সমাযযৌ। কিং কৃত্বা? অস্ত্রান্ একোনপঞ্চাশতঃ প্রয়োগমন্ত্রান্ একোনপঞ্চাশতঃ সংহারমন্ত্রান্ বিশ্বামিত্রোপদিষ্টান্ কৃশাশ্বসুতান্ আদায় গৃহীত্বা ॥ ৭ ॥

নিকট সীতা অর্পণ করিতে হইবে, তোমরা শীঘ্র প্রস্থান কর। সুগ্রীবের আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া বানরগণ দিগ্দিগন্তরে সীতার অন্বেষণ করিতে লাগিল, পবনপুত্র হনূমান সাগরলঙ্ঘন করিয়া অপর পারে উত্তীর্ণ হইল এবং তৎক্ষণাৎ লঙ্কাপুরে প্রবেশ করিল ॥ ৪-৫ ॥

হনূমান লঙ্কাপুরে প্রবেশ করিয়া অশোকবনমধ্যে সীতাকে দেখিতে পাইল এবং রাক্ষসদিগকে বিনাশ করিয়া পুচ্ছাগ্নিদ্বারা লঙ্কাপুর ভস্মসাৎ করিল। অনন্তর লঙ্কা হইতে প্রস্থান করিয়া রামসমীপে উপস্থিত হইল এবং রামের নিকট যথাবৎ সীতাবৃত্তান্ত নিবেদন করিল ॥ ৬ ॥

রাম হনূমানের বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধপ্রদর্শনপূর্ব্বক বানরগণকে সম্বোধন করিলেন এবং ঐ সকল বানর ও বিশ্বামিত্রোপদিষ্ট প্রয়োগ-সংহার মন্ত্রসমন্বিত উনপঞ্চাশৎ অস্ত্র সঙ্গে লইয়া লঙ্কাপুরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন ॥ ৭ ॥

তাং দৃষ্ট্বা তদধীশেন সার্দ্ধং যুদ্ধমকারয়ৎ।
ঘটশ্রোত্রসহস্রাক্ষজিদ্ভ্যাং যুক্তং তমাহবে ॥ ৮ ॥
হত্বা বিভীষণং তত্র স্থাপ্যাথ জনকাত্মজাম্।
আদায়াঙ্কস্থিতাং কৃত্বা স্বপুরং তৈর্জ্জগাম সঃ ॥ ৯ ॥
ততঃ সিংহাসনস্থঃ সন্ দ্বিভুজো রঘুনন্দনঃ।
ধনুর্দ্ধরঃ প্রসন্নাত্মা সর্ব্বাভরণভূষিতঃ ॥ ১০ ॥

ইতি পঞ্চমঃ খণ্ডঃ ॥ ৫ ॥

তামিতি তাম্ লঙ্কাং দৃষ্ট্বা তদধীশেন রাবণেন সার্দ্ধং যুদ্ধম্ অকারয়ৎ কৃতবান্ কারিতবান্ বানরৈরিতি বা। ঘটশ্রোত্রঃ কুম্ভকর্ণঃ সহস্রাক্ষজিৎ ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদঃ তৈঃ বানরবিভীষণাদিভিঃ ॥ ৮-৯-১০ ॥

ইতি পঞ্চমঃ খণ্ডঃ ॥ ৫ ॥

রাম লঙ্কা দর্শন করিয়া লঙ্কাধিপতি রাবণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। রামের বানরসৈন্য যুদ্ধ আরম্ভ করিলে তিনি কুম্ভকর্ণ মেঘনাদ, প্রভৃতি রাক্ষসগণের সহিত রাবণকে বিনাশ করিলেন ॥ ৮ ॥

অনন্তর বিভীষণকে লঙ্কারাজ্যে স্থাপন করিয়া জনকনন্দিনী সীতাকে উদ্ধার করিলেন এবং তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া সৈন্যগণের সহিত স্বপুরে আগমন করিলেন ॥ ৯ ॥

অনন্তর রাম অযোধ্যারাজ্যের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া দ্বিভুজ ধনুর্দ্ধারী প্রসন্নাত্মা রঘুনন্দন সর্ব্বাভরণে বিভূষিত হইলেন এবং প্রজাপালনপূর্ব্বক রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন ॥ ১০ ॥

ইতি পঞ্চম খণ্ড ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ।

মুদ্রাং জ্ঞানময়ীং যাম্যে বামে তেজঃপ্রকাশনম্।
ধৃত্বা ব্যাখ্যাননিরতশ্চিন্ময়ঃ পরমেশ্বরঃ॥ ১॥

যাম্যে দক্ষিণে বাহৌ জ্ঞানমুদ্রা তল্লক্ষণন্তু—"তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠকৌ সক্তাবগ্রতো হৃদি বিন্যসেৎ। বামং হস্তাম্বুজং বামে জানুমূর্দ্ধনি বিন্যসেৎ। জ্ঞানমুদ্রা ভবেদেষা রামচন্দ্রস্য বল্লভা॥" ইতি। বামে তেজঃ প্রকাশনং ধনুঃ ধৃত্বা যদ্বা প্রকাশনং তেজঃ পুস্তকাখ্যমুদ্রাং ধৃত্বা বামমুষ্টিং স্বাভিমুখী কৃত্বা পুস্তকমুদ্রিকাব্যাখ্যাননিরতঃ স্থিতঃ। ব্যাখ্যানমুদ্রা তু—"দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ-তর্জ্জন্যাবগ্রলগ্নে পরাঙ্গুলীঃ। প্রসার্য্য সংহতোত্তানা এষা ব্যাখ্যানমুদ্রিকা। রামস্য চ সরস্বত্যা অত্যন্তং প্রেয়সী মতা॥" ইতি। জ্ঞানব্যাখ্যানপুস্তকানাং যুগপৎ সম্ভবঃ। ধনুর্ম্মুদ্রা তু—"বামস্য মধ্যমাগ্রন্তু তর্জ্জন্যগ্রে নিয়োজয়েৎ। অনামিকাং কনিষ্ঠাঞ্চ তস্যাঙ্গুষ্ঠেন পীড়য়েৎ। দর্শয়েদ্বামকে স্কন্ধে ধনুর্ম্মুদ্রেয়মীরিতা॥" ইতি॥ ১॥

চিন্ময় পরমেশ্বর শ্রীরাম দক্ষিণহস্তে জ্ঞানমুদ্রা এবং বামহস্তে ধনুর্ম্মুদ্রা ধারণ করিয়া উপবিষ্ট ছিলেন, অথবা দক্ষিণহস্তে পুস্তকমুদ্রা এবং বামহস্তে ব্যাখ্যানমুদ্রা ধারণ করিলেন। জ্ঞানমুদ্রা যথা,—তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলি সংযুক্ত করিয়া তাহার অগ্রভাগ বক্ষঃস্থলে বিন্যস্ত করিবে। অনন্তর বামহস্ত বাম জানুর উপরে স্থাপন করিলে জ্ঞানমুদ্রা হয়, এই মুদ্রা রামের অতি প্রিয়তর। ব্যাখ্যানমুদ্রা যথা,—দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর অগ্রভাগ সংলগ্ন করিয়া অপর অঙ্গুলি সকল সরলভাবে প্রসারিত করিবে, ইহার নাম ব্যাখ্যানমুদ্রা, এই মুদ্রা রামের অতি প্রিয়। ধনুর্ম্মুদ্রা যথা,—বামহস্তের মধ্যমাঙ্গুলির অগ্রভাগ তর্জ্জনীর অগ্রে নিয়োজিত করিবে এবং কনিষ্ঠা ও অনামিকাঙ্গুলিকে অঙ্গুষ্ঠদ্বারা আক্রমণ করিয়া বামহস্ত বামস্কন্ধোপরি স্থাপন করিলে ধনুর্ম্মুদ্রা হইয়া থাকে॥ ১॥

উদগ্দক্ষিণয়োঃ স্বস্য শত্রুঘ্নভরতৌ ধৃতঃ।
হনূমন্তঞ্চশ্রোতারমগ্রতঃ স্যাত্রিকোণগম্। ২ ॥
ভরতাধস্তু সুগ্রীবং শত্রুঘ্নাধো বিভীষণম্।
পশ্চিমে লক্ষ্মণং ধৃত্বা ধৃতচ্ছত্রং সচামরম্॥ ৩ ॥
তদধস্তৌ তালবৃন্তকরৌ ত্র্যস্রং পুনর্ভবেৎ।
এবং ষট্‌কোণমাদৌ স্বদীর্ঘাঙ্গৈরেষ সংযুতঃ॥ ৪ ॥

স্বস্য রামস্য ধৃত ইত্যত্র ধৃতচামরৌ ইতি পদলোপো দ্রষ্টব্যঃ। তদুক্তম্—"উভৌ ভরতশত্রুঘ্নৌ পার্শ্বয়োর্ধৃতচামরৌ।" ইতি। যদ্বা ধৃঙ্ স্থৈর্য্যে ব্যত্যয়েন পরস্মৈপদম্ ছান্দসঃ শপ্‌লুক্। ধৃতঃ স্থিরীভূয় তিষ্ঠতঃ। হনূমন্তঞ্চ শ্রোতারং রামে ব্যাখ্যাতরি শিষ্যম্ অগ্রতঃ গুরোরগ্রে ত্রিকোণগং পূজয়েদিতি প্রকারঃ স্যাৎ। অথবা ভরতশত্রুঘ্নৌ ধৃতবান্ রামঃ স্যাৎ অগ্রতো হনূমন্তঞ্চ ধৃতঃ স্যাৎ কর্ত্তরি ক্তঃ ন লোকাব্যয়েতি ষষ্ঠীনিষেধঃ॥ ২ ॥

ভরতাধঃ রামাৎ ভরতব্যবধানেন ধৃত্বা স্থাপয়িত্বা রামঃ কর্ত্তা। তদধঃ লক্ষ্মণাধঃ তৌ ভরতশত্রুঘ্নৌ ধৃত্বা ব্যাখ্যাননিরতঃ স্থিত ইত্যনুষঙ্গঃ। পুনস্ত্র্যস্রং ভবেৎ তেন এবং ষড়স্রং জাতম্। ইদানীমাবরণান্যাহ আদা-

---

রামের উত্তরে ও দক্ষিণে ভরত ও শত্রুঘ্ন চামর ধারণ করিয়া উপবিষ্ট আছেন, অথবা ভরত ও শত্রুঘ্ন রামের অগ্রে স্থিরভাবে বিদ্যমান আছেন এবং রাম নানাপ্রকার উপদেশ করিতেছেন।—হনূমান তাহা শ্রবণ করিতেছেন।—অনন্তর হনূমান গুরুর অগ্রে ত্রিকোণমধ্যে রামের অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন॥ ২ ॥

ভরতের অধোভাগে সুগ্রীব, শত্রুঘ্নের অধোদেশে বিভীষণ এবং পশ্চিমদেশে লক্ষ্মণ চামর ও ছত্রধারণ করিয়া আছেন, ইহাতে একটি ত্রিকোণ হইয়াছে এবং লক্ষ্মণের অধোদেশে ভরত ও শত্রুঘ্ন ব্যাখ্যানকার্য্যে নিরত আছেন, ইহাতে ও পুনর্ব্বার ত্রিকোণান্তর হইল, ইহাতে ষট্‌কোণ

দ্বিতীয়ং বাসুদেবাদ্যৈরাগ্নেয়্যাদিষু সংযুতঃ।
তৃতীয়ং বায়ুসূনুঞ্চ সুগ্রীবং ভরতস্তথা ॥ ৫ ॥
বিভীষণং লক্ষ্মণঞ্চ অঙ্গদঞ্চারিমর্দ্দনম্।
জাম্ববন্তঞ্চ তৈর্যুক্তস্ততো ধৃষ্টির্জ্জয়ন্তকঃ ॥ ৬ ॥
বিজয়শ্চ সুরাষ্ট্রশ্চ রাষ্ট্রবর্দ্ধন এব চ।
অকোপো ধর্ম্মপালশ্চ সুমন্ত্রৈরেভিরাবৃতঃ ॥ ৭ ॥
সহস্রদৃগ্বহ্নি-ধর্ম্ম-রক্ষো-বরুণানিলাঃ।

বিতি। এষঃ দেবঃ আদৌ প্রথমাবরণে স্বদীর্ঘাঙ্গৈঃ স্বস্য দীর্ঘাঙ্গৈঃ রাং রীং রূং রৈং রৌং রঃ ইত্যেতৈঃ সংযুক্তঃ স্যাৎ ইদং দলমূলে ॥ ৩-৪ ॥

তৃতীয়মিতি বায়ুপুত্রাদীন্ প্রাপ্য তৈর্যুক্তো দেবো যদা ভবতি তদা তৃতীয়ং ভবেদিত্যর্থঃ। এতে পূর্ব্বাদিষষ্টসু ক্রমেণ পূজ্যাঃ। ততঃ অনন্তরং সুমন্ত্রৈঃ সুমন্ত্রসহিতৈঃ এভিরাবৃতশ্চেৎ তদা চতুর্থং ভবতি। ধৃষ্টিস্থানে সৃষ্টিরিতি কেচিৎ পঠন্তি ইদং দলাগ্রে ॥ ৫-৬-৭ ॥

পঞ্চমমাহ সহস্রদৃগিতি সহস্রদৃক্ ইন্দ্রঃ ধর্ম্মঃ যমঃ রক্ষোবরুণবায়বঃ

হইল। মধ্যভাগে দেব রাং রীং রূং রৈং রৌং রঃ এই বীজষট্‌কে পরিবৃত হইয়া উপবিষ্ট আছেন ॥ ৩-৪ ॥

যখন রাম আগ্নেয়াদিকোণে উপবিষ্ট বাসুদেবাদির সহিত যুক্ত হন, তখন দ্বিতীয় ব্যূহ এবং বায়ুপুত্র হনূমান, সুগ্রীব, ভরত, বিভীষণ, অরিমর্দ্দন, অঙ্গদ, জাম্ববান, ধৃষ্টি ও জয়ন্তক, যখন এই সকলের সহিত যুক্ত হন তখন তৃতীয় ব্যূহ। আর যখন বিজয়, সুরাষ্ট্র, রাষ্ট্রবর্দ্ধন, অকোপ, ধর্ম্মপাল ও সুমন্ত্র এই সকলের সহিত যুক্ত হন তখন চতুর্থ ব্যূহ হইয়া থাকে। এইরূপ হইলে পূর্ব্বাদি অষ্টদিকে উক্ত হনূমানাদির পূজা করিতে হইবে ॥ ৫-৬-৭ ॥

এইক্ষণ পঞ্চম ব্যূহ বর্ণিত হইতেছে।—রাম যখন ইন্দ্র, অগ্নি, যম,

ইন্দ্বীশ-ধাত্রনন্তাশ্চ দশভিস্ত্বেভিরাবৃতঃ ॥ ৮ ॥
বহ্নিস্তদায়ুধৈঃ পূজ্যো নলাদিভিরলঙ্কৃতঃ।
বশিষ্ঠ-বামদেবাদি-মুনিভিঃ সমুপাসিতঃ ॥ ৯ ॥

ইতি ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ ॥ ৬ ॥

ইতি যুক্তঃ পাঠঃ। ইন্দুঃ চন্দ্রঃ ঈশঃ ঈশানঃ ধাতা ব্রহ্মা স পূর্ব্বেশানয়োর্ম্মধ্যে পূজ্য অনন্তঃ শেষঃ স নির্ঋতিবরুণয়োর্ম্মধ্যে ততো বহ্নিঃ তদায়ুধৈঃ ইন্দ্রাদ্যায়ুধৈঃ আবৃতঃ পূজ্যঃ তদায়ুধান্যুক্তানি যথা—"বজ্রং শক্তিং দণ্ডমসিং পাশমঙ্কুশকং গদাম্। শূলং চক্রং পদ্মমেষাগায়ুধানি ক্রমাদ্বিদুঃ॥" ইতি। নলঃ নাম বানরঃ অনলাবতারঃ যেন বদ্ধঃ সেতুর্নলসেতুরুচ্যতে। আদিশব্দবাচ্যান্ নীলাদ্যান্ ষোড়শদলাবরণে বক্ষ্যামঃ। বশিষ্ঠাদিভিশ্চ দ্বাদশভিঃ সেবিতঃ তেঽপ্যাবরণে পূজ্যা ইতি ভাবঃ। তানপি বক্ষ্যামঃ এতেন দশাবরণপক্ষঃ সূচিতঃ ॥ ৮-৯ ॥

ইতি ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ ॥ ৬ ॥

নৈর্ঋত, বরুণ, বায়ু, চন্দ্র, ঈশান, ব্রহ্মা ও অনন্ত, এই দশদিক্‌পালের সহিত যুক্ত হন, তখন পঞ্চম ব্যূহ হয়। পূর্ব্বাদি অষ্টদিকে ইন্দ্রাদি অষ্টদিক্‌পালের, পূর্ব্বদিক্ ও ঈশানকোণের মধ্যে ব্রহ্মার এবং নৈঋতকোণ ও পশ্চিমদিকের মধ্যে অনন্তের পূজা করিবে ॥ ৮ ॥

উক্ত দশদিক্‌পাল স্বস্ব অস্ত্রে বিভূষিত, অর্থাৎ ইন্দ্রের বজ্র, অগ্নির শক্তি, যমের দণ্ড, নৈর্ঋতের খড়্গ, বরুণের পাশ, বায়ুর অঙ্কুশ, চন্দ্রের গদা, ঈশানের শূল, অনন্তের চক্র ও ব্রহ্মার পদ্ম, এই সকল অস্ত্রসমন্বিত দিক্‌পালগণের অর্চ্চনা করিবে। আর রাম নল (যিনি সেতুবন্ধন করিয়াছিলেন) ও নীলপ্রভৃতি বানরগণে পরিবৃত এবং বশিষ্ঠ বামদে-

সপ্তমঃ খণ্ডঃ।

এবমুদ্দেশতঃ প্রোক্তং নির্দ্দেশস্তস্য চাধুনা।
ত্রিরেখাপুটমালিখ্য মধ্যে তারদ্বয়ং লিখেৎ॥ ১।
তন্মধ্যে বীজমালিখ্য তদধঃ সাধ্যমালিখেৎ।
দ্বিতীয়ান্তঞ্চ তস্যোর্দ্ধং ষষ্ঠ্যন্তং সাধকং তথা॥ ২

এবম্ উদ্দেশতঃ সঙ্ক্ষেপতঃ পূজনং প্রোক্তং তস্যাধুনা নির্দ্দেশঃ নিঃ-শেষতো দেশ উপদেশঃ ক্রিয়তে স্পষ্টতরম্ ধারণযন্ত্রমুপদিশ্যতে তদেব চাঙ্গাদিদেবতাসহিতং মন্ত্রবর্ণসহিতং পূজনযন্ত্রমিত্যর্থঃ। ত্রিধা রেখা ত্রিরেখা ত্রিকোণং তস্যাঃ পুটং দ্বয়ং ষট্‌কোণম্ আলিখ্য মধ্যে ষট্‌কোণ-মধ্যে তারদ্বয়ং সব্যবধানং লিখেৎ॥ ১॥

তয়োর্ম্মধ্যে আদ্যবীজমালিখ্য তস্যাধঃ সাধ্যং ষট্‌প্রাপ্তয়ান্যতরবিষয়-মালিখেৎ। কীদৃশং? দ্বিতীয়াবিভক্ত্যন্তং তস্যোর্দ্ধং বীজস্যোর্দ্ধভাগে

বাদি মুনিগণ-কর্ত্তৃক সমুপাসিত, অতএব নলনীলাদি বানরবর্গ ও বশি-ষ্ঠাদি মুনিগণ ইহাদিগের পূজা করিবে। ৯॥

ইতি ষষ্ঠ খণ্ড॥ ৬॥

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সংক্ষেপে পূজা ও পূজাযন্ত্র উক্ত হইল, এইক্ষণ স্পষ্টতর ধারণযন্ত্রের উপদেশ করিতেছেন।—পূর্ব্বোক্তপ্রকারে অঙ্গদেবতা ও মন্ত্রবর্ণ সহিত পূজা যন্ত্র লিখিবে। ত্রিরেখাদ্বারা ত্রিকোণ অঙ্কিত করিয়া তাহা পুটিত করিবে, অর্থাৎ ত্রিকোণদ্বয় করিয়া ষট্‌কোণ অঙ্কিত করিবে, অনন্তর সেই ষট্‌কোণের মধ্যে ব্যবধানরূপে প্রণবদ্বয় লিখিবে॥ ১॥

অনন্তর পূর্ব্বলিখিত প্রণবদ্বয়ের মধ্যে আদ্য বীজ (ক্লীং) লিখিয়া তাহার অধোভাগে দ্বিতীয়ান্তসাধ্য (বশ্য) নাম লিখিবে এবং সেই

কুরুদ্বয়ঞ্চ তৎপার্শ্বে লিখেদ্বীজান্তরে রমাম্।
তৎ সর্ব্বং প্রণবাভ্যাঞ্চ বেষ্টয়েদ্বুদ্ধি-বৃদ্ধিমান্॥ ৩॥
দীর্ঘভাজি-ষড়স্রেষু লিখেদ্বীজং হৃদাদিভিঃ।
কোণপার্শ্বে রমা-মায়ে তদগ্রেঽনঙ্গমালিখেৎ॥ ৪॥

ষষ্ঠীবিভক্ত্যন্তং সাধকং বশ্যাদিকারকং লিখেৎ। কুরু কুরু ইতি বর্ণদ্বয়ং তৎপার্শ্বে বীজপার্শ্বে বীজস্য বামদক্ষিণয়োঃ লিখেৎ। বীজান্তরে বীজ-মধ্যে সাধ্যস্যোর্দ্ধভাগে রমাং শ্রীবীজং লিখেৎ। তৎসর্ব্বং বীজাদি প্রণ-বাভ্যাং পূর্ব্বোক্তাভ্যাং যথা বেষ্টিতং স্যাৎ তথা লিখেৎ। বুদ্ধের্বৃদ্ধিঃ তদ্বান্ লিপিবিচক্ষণঃ॥ ২-৩॥

দীর্ঘেতি ষড়স্রেষু ষট্‌কোণেষু হৃদাদিভিঃ সহ হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি-জাতিসহিতং মূলস্য বীজং লিখেৎ। কীদৃশং বীজং? দীর্ঘভাজি দীর্ঘান্ ভজতি তচ্ছীলং দীর্ঘভাজি ষড়দীর্ঘযুক্তমিত্যর্থঃ। কোণপার্শ্বে ত্রিকোণ-গণ্ডেষু রমাবীজমায়াবীজে লিখেৎ। তদগ্রে কোণাগ্রে অনঙ্গং কামবীজং লিখেৎ। তেষামুদ্ধারো যথা—"বান্তং বহ্নিসমারূঢ়ং বামনেত্রেন্দুসংযুতম্। বীজমেতচ্ছ্রিয়ঃ প্রোক্তং চিন্তারত্নমিবাপরম্॥ নকুলীশোঽগ্নিমারূঢ়ো বামনেত্রার্দ্ধচন্দ্রবান্। বীজং তস্যাঃ সমাখ্যাতং সেবিতং সিদ্ধিকাঙ্ক্ষিভিঃ॥

বীজের উপরিভাগে সাধক, অর্থাৎ বশীকারকের ষষ্ঠ্যন্ত নাম লিখিবে। তৎপরে সেই বীজের বাম-দক্ষিণ উভয়পার্শ্বে কুরু কুরু এই শব্দদ্বয় লিখিতে হইবে। বীজমধ্যে সাধ্যের উর্দ্ধভাগে শ্রীঁ এই বীজ লিখিতে হইবে। লিখনবিধিজ্ঞ সাধক যাহাতে বীজাদি সমুদয় পূর্ব্বলিখিত প্রণবদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী হয়, এইরূপ করিয়া অঙ্কিত করিবে এবং তাহা সুস্পষ্ট করিয়া লিখিবে। ২-৩॥

অনন্তর যন্ত্রের ষট্‌কোণে ক্লাং হৃদয়ায় নমঃ, ক্লীঁ শিরসে স্বাহা, ক্লূঁ শিখায়ৈ বষট্, ক্লৈঁ কবচায় হুঁ, ক্লৌঁ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, ক্লঃ অস্ত্রায় ফট্ এই ছয় অঙ্গমন্ত্র লিখিবে, পরে কোণপার্শ্বে রমাবীজ ও মায়াবীজ,

ক্রোধং কোণাগ্রান্তরেষু লিখ্য মন্ত্র্যভিতো গিরম্।
বৃত্তত্রয়ং সাষ্টপত্রং সরোজং বিলিখেৎ স্বরান্॥ ৫ ॥
কেসরেষ্বষ্টপত্রেষু বর্গাষ্টকং তথা লিখেৎ।
তেষু মালামন্ত্রবর্ণান্ বিলিখেদূর্ম্মিসঙ্খ্যয়া॥ ৬ ॥
অন্তে পঞ্চাক্ষরানেবং পুনরষ্টদলং লিখেৎ।

ব্রহ্মা ভূম্যাং সমাসীনঃ শান্তিবিন্দুসমন্বিতঃ। বীজং মনোভূবঃ প্রোক্তং জগত্রয়বিমোহনম্॥" ইতি ॥ ৪ ॥

ক্রোধমিতি ক্রোধঃ হুঙ্কারঃ হুং ক্রোধবীজং কবচম্ ইতি লক্ষ্মীকুলার্ণবে। তং ক্রোধং কোণাগ্রেষু কোণান্তরেষু চ লিখ্য লিখিত্বা অভিতঃ পরিতঃ গিরং সারস্বতং বীজম্ ঐমিতি লিখেৎ। বৃত্তত্রয়ং ষট্কোণস্যোপরি একং বৃত্তং মধ্যে চৈকং পত্রাগ্রে চৈকম্ অষ্টপত্রসহিতং সরোজং কমলং বিলিখেৎ। স্বরান্ কেসরেষু চ দ্বিশো লিখেৎ অষ্টপত্রেষু স্বরোপরি বর্গাষ্টকম্ ক-চ-ট-ত-প-য-শ লাখ্যং লিখেৎ। তেষু পত্রেষু বক্ষ্যমাণমালামন্ত্রবর্ণান্ ষট্ সংখ্যয়া বিলিখেৎ॥ ৫-৬ ॥

অন্তে চরমপত্রে পঞ্চাক্ষরান্ তাবতামেবাবশিষ্টত্বাৎ এবং পূর্ব্বোক্ত-

অর্থাৎ শ্রীঁ হ্রীঁ এই বীজদ্বয় লিখিতে হইবে এবং কোণাগ্রে ক্লীঁ এই বীজ লিখিবে॥ ৪ ॥

পরে কোণাগ্রমধ্যে হুঁ এই বীজ লিখিয়া কোণের পার্শ্বে ঐঁ এই বীজ লিখিবে, তৎপরে ষট্কোণের উপরি একবৃত্ত, মধ্যে একবৃত্ত এবং পত্রাগ্রে একবৃত্ত, এইরূপে তিনটি বৃত্ত অঙ্কিত করিয়া অষ্টদল পদ্ম লিখিবে। পরে অষ্টদিকে অষ্টকেসরে স্বর সকল লিখিয়া অষ্টপত্রে স্বরোপরি অকারাদি অষ্টবর্গ লিখিতে হইবে, অর্থাৎ কবর্গ, চবর্গ, টবর্গ, তবর্গ, পবর্গ, যবর্গ, শবর্গ ও লবর্গ এই অষ্টবর্গ লিখিবে। অনন্তর অষ্টপত্র মধ্যে ষট্-সংখ্যাক্রমে বক্ষ্যমাণ মালামন্ত্র লিখিবে॥ ৫-৬ ॥

অনন্তর চরমপত্রে অবশিষ্ট পঞ্চাক্ষর লিখিয়া পূর্ব্ববৎ বৃত্তত্রয় ও

তেষু নারায়ণাষ্টার্ণং লিখেৎ তৎকেসরে রমাম্ ॥ ৭ ॥
তদ্বহির্দ্বাদশদলং বিলিখেদ্দ্বাদশাক্ষরম্।
তথোং নমো ভগবতে বাসুদেবায় ইত্যয়ম্ ॥ ৮ ॥
আদিক্ষান্তান্ কেসরেষু বৃত্তাকারেণ সংলিখেৎ।
তদ্বহিঃ ষোড়শদলং বিলিখেৎ কেসরে হ্রিয়ম্ ॥ ৯ ॥
বর্ম্মাস্ত্র-নতি-সংযুক্তং দলেষু দ্বাদশাক্ষরম্।
তৎসন্ধিম্বিরজাদীনাং মন্ত্রান্ মন্ত্রী সমালিখেৎ ॥ ১০ ॥

বৃত্তত্রয়ং সাষ্টপত্রমিত্যাদিমার্গেণ পুনরষ্টদলং লিখেৎ তেষু দলেষু নারায়ণস্য অষ্টাক্ষরম্ ওঁ নমো নারায়ণায়েতি প্রত্যেকমেকৈকাক্ষরং লিখেৎ। কেসরেষু রমাং শ্রীবীজং লিখেৎ ॥ ৭ ॥

তদ্বহিঃ তদুপরি দ্বাদশদলং পদ্মং বিলিখেৎ। দ্বাদশাক্ষরমাহ ওঁ নমঃ ইতি অয়ং দ্বাদশার্ণো জ্ঞেয় ইত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

আদিক্ষান্তান্ অকারাদি ক্ষকারান্তান্ বৃত্তাকারেণ নতু বৈষম্যেণ প্রতিকেসরং চতুরশ্চতুরো লিখিত্বা অন্তিমে সপ্তেতি সম্ভবঃ হ্রিয়ং মায়াং

অষ্টদলপদ্ম অঙ্কিত করিবে এবং এই পদ্মের অষ্টপত্রে ওঁ নমো নারায়ণায়, এই অষ্টাক্ষর লিখিতে হইবে, অর্থাৎ এক একপত্রে এক এক অক্ষর লিখিবে। পরে ঐ পদ্মের প্রতি কেসরে এক একটি শ্রীবীজ (শ্রীঁ) লিখিবে ॥ ৭ ॥

পরে পূর্ব্বোক্ত অষ্টদলের বহির্ভাগে দ্বাদশদল পদ্ম অঙ্কিত করিয়া তাহার পত্রসমূহে ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় এই দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রের এক এক অক্ষর লিখিতে হইবে ॥ ৮ ॥

তদ্বাহ্যে বৃত্তাকারে অকারাদিক্ষকারান্ত বর্ণসকল লিখিয়া তাহার বহির্ভাগে ষোড়শদল পদ্ম অঙ্কিত করিবে এবং এই পদ্মের কেসরে মায়া, অর্থাৎ হ্রীঁ এই বীজ লিখিতে হইবে ॥ ৯ ॥

অনন্তর উক্ত পদ্মের পত্রমধ্যে ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় হুঁ ফট্

হ্রুং স্রুং ভ্রুং ব্রুং ল্রুং শ্রুং জ্রুঞ্চ লিখেৎ সম্যক্ ততো বহিঃ।
দ্বাত্রিংশারং মহাপদ্মং নাদবিন্দুসমাযুতম্॥ ১১॥
বিলিখেন্মন্ত্ররাজার্ণান্ তেষু পত্রেষু যত্নতঃ।
ধ্যায়েদষ্টবসূনেকাদশ রুদ্রাংশ্চ তত্র বৈ॥ ১২॥

ইতি সপ্তমঃ খণ্ডঃ॥ ৭॥

বর্ম্ম হুং অস্ত্রং ফট্ নতিঃ নমঃশব্দঃ দলেষু ষোড়শসু প্রত্যেকমেকৈকো বর্ণঃ তৎসন্ধিষু ষোড়শপত্রসন্ধিষু ঈরজাদীনামিতি। ঈরঃ বায়ুঃ তজ্জো হনুমান্ তদাদীনাম্ আবরণোক্তানাং ষোড়শানাং স্বাদ্যাক্ষরাদীনি ঋকার-বিন্দুসহিতানি ষোড়শবীজানি অঙ্গদস্য ত্বমিতি অকোপস্যাপ্যমিতি ধৃষ্টে-র্ধর্ম্মপালস্য ধ্রমিতি রাষ্ট্রবর্দ্ধনস্য ঋমিতি বীজানি চকারসমুচ্চিতানি হনু-মতো হৃমিতি সুগ্রীবসুরাষ্ট্রয়োঃ স্মৃমিতি ভরতস্য ভৃমিতি বিভীষণবিজ-য়য়োর্বৃমিতি লক্ষ্মণস্য লৃমিতি শত্রুমর্দ্দনস্য শৃমিতি জাম্ববজ্জয়ন্তয়োর্জ্জৃমিতি সপ্তৈতানি পৃথক্ ষোড়শসন্ধিস্থানেষু লিখেৎ। নাদেতি নাদঃ অর্দ্ধচন্দ্রঃ

নমঃ” এই ষোড়শাক্ষর লিখিবে, অর্থাৎ উক্ত ষোড়শাক্ষর মন্ত্রের এক এক অক্ষর এক একপত্রে বিন্যাস করিবে। পত্রের সন্ধিতে হনূমদাদি আব-রণের মন্ত্র লিখিবে, অর্থাৎ হনূমান-প্রভৃতির নামের আদিবর্ণে ঋকার ও অনুস্বার যোগ করিলে যে ষোড়শ বীজ হয় তাহাই লিখিতে হইবে। অঙ্গদের অং, অকোপের অং, ধৃষ্টির ধ্রুং, ধর্ম্মপালের ধ্রুং, রাষ্ট্রবর্দ্ধনের ঋং, হনূমানের হ্রুং, সুগ্রীবের স্রুং, সুরাষ্ট্রের স্রুং, ভরতের ভ্রুং, বিভীষণের ব্রুং বিজয়ের ব্রুং লক্ষ্মণের ল্রুং, শত্রুমর্দ্দনের শ্রুং, জাম্ববানের জ্রুং এবং জয়ন্তের জ্রুং এই সকল বীজ লিখিবে। অনন্তর তাহার বহির্ভাগে দ্বাত্রিংশদ্দল পদ্ম অঙ্কিত করিবে॥ ১০-১১॥

অনন্তর উক্ত দ্বাত্রিংশদল পদ্মের পত্রেতে যত্নপূর্ব্বক মন্ত্ররাজের বর্ণ সকল লিখিবে। এই পদ্মেতে ধ্রুবাদি অষ্টবসু এবং একাদশ রুদ্রের

বিন্দুঃ চন্দ্রঃ তাভ্যাং প্রান্তে অঙ্কিতম্। যদ্বা নাদবিন্দুসমাযুতং যথা স্যাত্তথা মন্ত্ররাজার্ণান্ নারসিংহান্ সবিন্দুকান্ লিখেৎ ধ্যায়েদষ্টবসূনিতি। তে যথা—"ধ্রুবো ধ্বরশ্চ সোমশ্চ আপশ্চৈবানিলোঽনলঃ। প্রত্যূষশ্চ প্রভাসশ্চ বসবোঽষ্টৌ প্রকীর্ত্তিতাঃ" ইতি। রুদ্রানিতি। তে যথা—"বীরভদ্রশ্চ শম্ভুশ্চ গিরিশশ্চ মহাযশাঃ। অজৈকপাদহির্ব্রধ্নঃ পিণাকী চাপরাজিতঃ॥ ভুবনাধীশ্বরশ্চৈব কপালী চ বিশাম্পতিঃ। স্থাণুর্ভবশ্চ রুদ্রশ্চ ইত্যেকাদশরুদ্রকাঃ। মহাযশা বিশাম্পতিরিতি বিশেষণে॥ ৯-১০-১১-১২॥

ইতি সপ্তমঃ খণ্ডঃ॥ ৭॥

ধ্যান করিবে, অর্থাৎ ধ্রুব, ধ্বর, সোম, আপ, অনিল, অনল, প্রত্যূষ ও প্রভাব এই অষ্ট বসু এবং বীরভদ্র, শম্ভু, গিরিশ, অজৈকপাদ, অহির্ব্রধ্ন, পিণাকী, অপরাজিত, কপালী, স্থাণু, ভব ও রুদ্র এই একাদশ রুদ্রের ধ্যান করিবে॥ ১২॥

ইতি সপ্তম খণ্ড॥ ৭॥

অষ্টমঃ খণ্ডঃ।

দ্বাদশেনাংশ্চ ধাতারং বষট্‌কারঞ্চ তদ্বহিঃ।
ভূগৃহং বজ্রশূলাঢ্যং রেখাত্রয়সমন্বিতম্ ॥ ১ ॥

ইনান্ সূর্য্যাংশ্চ তে যথা—"ধাতার্য্যমা চ মিত্রশ্চ বরুণোঽংশো ভগস্তথা। ইন্দ্রো বিবস্বান্ পূষা চ পর্জ্জন্যো দশমঃ স্মৃতঃ। ততস্ত্বষ্টা ততো বিষ্ণুরজঘন্যো জঘন্যজঃ" ইতি দ্বাদশ। ধাতারমিতি ধাতা প্রথমাদিত্যঃ অয়ন্তু বষট্‌কারস্য বিশেষণম্। পুনরুক্তো বষট্‌কারো হি দানার্থঃ দানেন লোকা ধীয়ন্তে ইতি বষট্‌কারো ধাতা ভবতি। ধ্রুবাদি বষট্‌কারান্তান্ দ্বাত্রিংশৎ পত্রেষু ন্যসেৎ। তত্ [illegible] বহির্ভাগে ভূগৃহং ভূপুরং তল্লক্ষণন্তু ভূমৌ চতুরস্রং সবজ্রকং পীতঞ্চ ইতি। দীক্ষু বজ্রাঢ্যং কোণেষু শূলাঢ্যঞ্চ। বজ্রলক্ষণন্তু চতুরস্রসম্পাতরেখাঃ সম্বুদ্ধ্যাষ্টবজ্রাণি কুর্য্যাৎ ইতি কেচিৎ। সম্প্রদায়বিদস্তু চতুরস্ররেখাস্বেবাষ্টবজ্রাণি কার্য্যাণি ইতি বদন্তি। স্বরূপন্তু অন্যোঽন্যাভিমুখতয়াত্রিচক্রং রেখাদ্বয়ং পরস্পরসম্বদ্ধং পরস্পরসম্বদ্ধমধোরেখাদ্বয়মিতি কেচিৎ। রেখেতি সাত্বিকরাজসতামসভেদেন ॥ ১ ॥

তৎপরে দ্বাদশ আদিত্য, অর্থাৎ ধাতা, অর্য্যমা, মিত্র, বরুণ, অংশ, ভগ, ইন্দ্র, বিবস্বান্, পূষা, অর্য্যমা, ত্বষ্টা ও বিষ্ণু এই দ্বাদশ আদিত্য ও বষট্ এই সকল বিন্যাস করিবে। ধ্রুবাদি অষ্টবসু, বীরভদ্রাদি একাদশরুদ্র, ধাতাপ্রভৃতি দ্বাদশ আদিত্য এবং বষট্ এই দ্বাত্রিংশৎ দেবতা পদ্মের দ্বাত্রিংশৎ পত্রে বিন্যাস করিতে হইবে। ইহার বহির্ভাগে ভূপুর অঙ্কিত করিয়া যন্ত্র অঙ্কিত করিবে। এই যন্ত্রের দিক্‌চতুষ্টয়ে বজ্রচিহ্ন এবং কোণচতুষ্টয়ে শূলচিহ্নদ্বারা চিহ্নিত করিয়া এই যন্ত্রকে রেখাত্রয় যুক্ত করিবে। এই রেখাত্রয় সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের দ্যোতক ॥ ১ ॥

দ্বারোপেতঞ্চ রাশ্যাদিভূষিতং ফণিসংযুতম্।
এবং মণ্ডলমালিখ্য তস্য দিক্ষু বিদিক্ষু চ ॥ ২ ॥
নারসিংহঞ্চ বারাহং লিখেন্মন্ত্রদ্বয়ং তথা।
ক-ষ-রেফানুগ্রহেন্দু-নাদ-শক্ত্যাদিভির্যুতঃ ॥ ৩ ॥
যো নৃসিংহঃ সমাখ্যাতো গ্রহমারণকর্ম্মণি।
অন্ত্যার্ঘীশযুতো বিন্দুনাদৈর্ব্বীজঞ্চ শৌকরম্ ॥ ৪ ॥

দ্বারোপেতং মণ্ডপবৎ রাশ্যাদিভূষিতং জ্যোতিশ্চক্রবিরাজিতং পরিতো রাশ্যাদি স্থাপ্যমিত্যর্থঃ। ভূপুরমেব শূলাঢ্যং সরাশিচক্রং ভবতি। ফণি-সংযুতং ফণিনা শেষেণ ধৃতমিতি লেখ্যম্। দিক্ষু নারসিংহং বিদিক্ষু বারাহং লিখেৎ। নারসিংহমুদ্ধরতি কষেতি ক-ষ-যোগে ক্ষঃ ততো রেফঃ ততঃ অনুগ্রহঃ ওকারঃ ইন্দুঃ অনুস্বারঃ নাদঃ অনুস্বারানন্তরো রববিশেষঃ কাংস্যচরমধ্বনিনিভঃ ততঃ শক্তিঃ মন্ত্র[illegible]র্থ্যম্ আদিশব্দাৎ ব্রহ্ম শান্তাখ্যং ক্ষ্রৌমিতি রূপম্ ॥ ২-৩ ॥

অস্য স্বাতন্ত্র্যমাহ য ইতি গ্রহকর্ম্মণি ভূতাদিবিমোক্ষণে মারণকর্ম্মণি-শত্রুক্ষয়াদৌ। অস্য ঋষ্যাদিকং যথা—"ঋষিরত্রিশ্চ গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীনৃহরিঃ।

অনন্তর এই যন্ত্রকে মণ্ডপাদির ন্যায় দ্বারসংযুক্ত এবং রাশ্যাদি ভূষিত করিবে, অর্থাৎ জ্যোতিশ্চক্রাকার করিয়া চতুর্দ্দিকে রাশ্যাদি স্থাপন করিবে। ভূপুর শূলযুক্ত হইলেই রাশি চক্রাকার হয়, আর এই যন্ত্র শেষ নাগ ধারণ করিয়াছেন, এইরূপ করিয়া লিখিবে। এইরূপে মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া তাহার চারিদিকে ক্ষ্রৌঁ এই নারসিংহ বীজ ও চারিকোণে হুঁ এই বারাহ মন্ত্র লিখিবে। গ্রন্থকার স্বয়ংই নারসিংহ মন্ত্র উদ্ধার করিয়াছেন, তাহাতেই ক্ষ্রৌং এই বীজ পাওয়া যায়, এই ক্ষ্রৌং বীজই দ্বারদেশে লিখিতে হইবে ॥ ২-৩ ॥

পূর্ব্বশ্রুতিতে যে নারসিংহ মন্ত্র উক্ত হইয়াছে, তাহা ভূতাদিনিবারণ-কার্য্যে ও শত্রুক্ষয়াদি মারণকার্য্যের সাধক। এই মন্ত্রের ঋষি, অত্রি,

হুঙ্কারশ্চাত্র রামস্য মালামন্ত্রোঽধুনেরিতা।
তারো নতিশ্চ নিদ্রায়াঃ স্মৃতির্ম্মেদশ্চ কামিকা ॥ ৫ ॥

প্রভুঃ। দেবতা দীর্ঘযুগ্‌বীজেনৈবাঙ্গং কল্পয়েৎ সুধীঃ। ধ্যানং সর্ব্বস্য দেবস্যৈকলক্ষং প্রজপেন্মনুম্‌। তদ্দশাংশং হুতে সম্যক্‌ ঘৃতাক্তৈঃ পায়সৈঃ শুভৈঃ। অর্চ্চাহোমাদিকং সর্ব্বমস্য পূর্ব্ববদাচরেৎ। মন্ত্ররাজবদেবাস্য প্রয়োগানপি সাধয়েৎ। হৃল্লেখাসম্পুটং কেচিৎ সঙ্গিরন্তে মনুন্তিমম্‌।" ইতি। বারাহমন্ত্রমুদ্ধরতি অন্ত্য ইতিঃ অন্ত্যঃ কেবলমাতৃকার্ণান্ত্যো হকারঃ অর্ঘীশঃ উকারঃ তেন যুতঃ বিন্দুনাদৈঃ বিন্দুনাদশক্ত্যাদিভিরপি যুতঃ। শৌকরং শূকরস্যেদং বর্ম্মাত্মকম্‌ ॥ ৪ ॥

দশাক্ষর-রামমন্ত্রবীজমাহ হুঙ্কারশ্চাত্র রামস্যেতি। রামস্য দশাক্ষরস্য হুঙ্কারং হ্রস্বোকারবিন্দুসহিতং হকারং বীজং জানীয়াৎ। তচ্চাত্র বারাহ-বীজসমীপে লিখেৎ। দশাক্ষরো যথা—"জানকীবল্লভায়াথ ভবেৎ পাবক-

ছন্দ গায়ত্রী এবং প্রভু নৃহরি দেবতা, অর্থাৎ শিরসি অত্রিঋষয়ে নমঃ, মুখে গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ এবং হৃদয়ে নৃহরয়ে দেবতায়ৈ নমঃ, এইরূপে ঋষ্যাদি ন্যাস করিবে। অনন্তর ক্ষ্রাং হৃদয়ায় নমঃ, ক্ষ্রীং শিরসে স্বাহা, ক্ষ্রুং শিখায়ৈ বষট্‌, ক্ষ্রৈং কবচায় হুঁ, ক্ষ্রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্‌, ক্ষ্রঃ অস্ত্রায় ফট্‌ এইরূপে ষড়ঙ্গন্যাস করিবে। এই দেবের ধ্যান করিয়া একলক্ষ মন্ত্র জপ করিবে এবং ঘৃতাক্ত পায়সদ্বারা জপের দশাংশ হোম করিবে। এই মন্ত্রে পূজা হোমাদি পূর্ব্ববৎ করিতে হইবে। আর পূর্ব্বোক্ত মন্ত্ররাজের ন্যায় অন্যান্য প্রয়োগ করিবে। আর হুঁ ইহাই নারসিংহ বীজ, অতএব দ্বারে ক্ষ্রৌং এবং কোণে হুঁ এই বীজ লিখিবে ॥ ৪ ॥

এইক্ষণ রামের দশাক্ষর মন্ত্র কথিত হইতেছে।—"হুঁ জানকীবল্লভায় স্বাহা" এই মন্ত্র বরাহবীজসমীপে লিখিবে, ইহাই রামের মালামন্ত্র কথিত হইল। "ওঁ নমো ভগবতে রঘুনন্দনায় রক্ষোঘ্নবিশদায় মধুরপ্রসন্ন-বদনায় অমিততেজসে বলায় রামায় বিষ্ণবে নমঃ" এই সপ্তচত্বারিংশদক্ষর মন্ত্রও মালামন্ত্র নামে খ্যাত ॥ ৫ ॥

রুদ্রেণ সংযুতা বহ্নির্মেধামরবিভূষিতা।
দীর্ঘা ক্রূরযুতা হ্লাদিন্যথো দীর্ঘা সমানদা ॥ ৬ ॥
ক্ষুধা ক্রোধিন্যমোঘা চ বিশ্বমপ্যথ মেধয়া।
যুক্তা দীর্ঘা জ্বালিনী চ সসূক্ষ্মা মৃত্যুরূপিণী ॥ ৭ ॥

বল্লভা। ছমাদিরেষ কথিতো রামমন্ত্রো দশাক্ষরঃ॥" ইতি মালামন্ত্রোঽধুনেরিতেতি রামস্য ইত্যেব। অধুনা রামস্য মালামন্ত্রঃ ঈরিতা লুট্ অদ্যতনেঽপি ছান্দসঃ। ঈরিষ্যতে কথয়িষ্যতে। তারঃ প্রণবঃ নতিঃ নমঃ শব্দঃ নিদ্রায়াঃ ভকারাৎ পরা স্মৃতিঃ গকারঃ। প্রণবকলাসু প্রায়েণৈতানি নামানি। অত্র স্বরানুক্তৌ প্রথমত্বাদকারো বোদ্ধব্যঃ। মেদো ধাতুঃ বকারঃ কামিকা তকারঃ সা রুদ্রেণ একারেণ একাদশত্বাৎ সংযুতা সহিতা তেন ওঁ নমো ভগবতে ইতি সিদ্ধম্। বহ্নিঃ রেফঃ মেধা ঘকারঃ সা অমরবিভূষিতা অমরঃ উকারঃ তেন বিভূষিতা শোভমানা তেন রঘু ইতি সিদ্ধম্। দীর্ঘা কলা নকারঃ অক্রূরেণ অনুস্বারেণ সংযুতা নং হ্লাদিনী দকারঃ অথো অনন্তরং দীর্ঘা নকারঃ সা সমানদা মানদয়া কলয়া আকারেণ সহ বর্ত্তমানা ক্ষুধা যকারঃ তেন নন্দনায় ইতি সিদ্ধম্।

পূর্ব্বোক্ত সপ্তচত্বারিংশদক্ষর সগুণ হইয়াও গুণান্তক, অর্থাৎ ভক্তগণের মোক্ষপ্রদহেতু ত্রৈগুণ্য বিনাশ করে। অথবা গুণান্ত, অর্থাৎ বীজত্রয়ের অন্ত এবং সগুণ এবং বীজত্রয়ের আদি। শাস্ত্রান্তরে উক্ত আছে যে, উক্ত মন্ত্রকে প্রণব ও কামবীজদ্বারা পুটিত করিয়া জপ করিলে সাধক সিদ্ধিলাভ করিতে পারে। আর মস্তকে, মুখে ভ্রূমধ্যে, কর্ণদ্বয়ে, নাসিকাদ্বয়ে, গণ্ডদ্বয়ে, ওষ্ঠদ্বয়ে, দন্তপংক্তিদ্বয়ে, বদনদেশে, হস্তসন্ধিতে, অঙ্গুল্যগ্রে, পাদসন্ধিতে, পাদাগ্রে, কণ্ঠে, হৃদয়ে, স্তনদ্বয়ে, পার্শ্বদ্বয়ে, পৃষ্ঠদেশে, উদরে, স্বাধিষ্ঠানে ও গুহ্যে এই সকল স্থানে মন্ত্র বিন্যাস ও মন্ত্রজপ করিবে। উক্ত মন্ত্রের সপ্ত, ষট্, সপ্তদশ, ষট্ ও একাদশ অক্ষরে ষড়ঙ্গন্যাস করিবে, অর্থাৎ "ওঁ নমো ভগবতে হৃদ-

সপ্রতিষ্ঠা হ্লাদিনী ত্বক্ক্ষ্বেলঃ প্রীতিশ্চ সামরা।
জ্যোতিস্তীক্ষ্ণাগ্নিসংযুক্তা শ্বেতানুস্বারসংযুতা ॥ ৮ ॥
কামিকাপঞ্চমো লান্তস্তান্তান্তো ধান্ত ইত্যথ।
স সানন্তো দীর্ঘযুতো বায়ুঃ সূক্ষ্মযুতো বিষঃ ॥ ৯ ॥
কামিকা কামিকা রুদ্রযুক্তাথোঽথ স্থিরা স এ।
তাপিনী দীর্ঘযুক্তা ভূরনিলোঽনন্তগোঽনলঃ ॥ ১০ ॥

ক্রোধিনী রেফঃ অমোঘা ক্ষকারঃ। অনন্তা চেতি যুক্তঃ পাঠঃ প্রণবকলাসু অনন্তায়াঃ ক্ষকারকলাত্বাৎ কীর্ত্ত্যাদিষমোঘায়াস্তৎসর্ব্বাক্ষরকালকলাত্বাচ্চ। বিশ্বম্ ওকারঃ অপি অথ মেধয়া যকারেণ যুক্তা দীর্ঘা নকারঃ জ্বালিনী বহ্নিকলা বকারঃ সা সসূক্ষ্মা সূক্ষ্মেণ শ্রীকণ্ঠাদি-তৃতীয়রূপেণ ইকারেণ সহিতা মৃত্যুরূপিণী মৃত্যুঃ প্রণবকলা শকারঃ সপ্রতিষ্ঠা প্রতিষ্ঠয়া অকারেণ সহিতা হ্লাদিনী দকারঃ ত্বক্ যকা[illegible] তেন রক্ষোঘ্ন বিশদায়েতি সিদ্ধম্। ক্ষ্বেলঃ মকারঃ প্রীতিঃ ধকারশ্চ সামরা সোকারা জ্যোতিঃ রেফঃ তীক্ষ্ণা পকারঃ অগ্নিসংযুক্তা রেফসংযুক্তা শ্বেতা সকারঃ সানুস্বারা কামিকা পঞ্চমঃ তকারপঞ্চমঃ নকারঃ লান্তঃ বকারঃ তান্তান্তঃ তস্যান্তঃ থকারঃ তস্যান্তো দকারঃ ধান্তঃ নকারঃ সঃ সানন্তঃ অনন্তেন আকারেণ সহিতঃ দীর্ঘস্বরেণ অকারেণ যুতঃ বায়ুঃ যকারঃ সূক্ষ্মেণ ইকারেণ যুতঃ বিষঃ মকারঃ কামিকা তকারঃ পুনঃ সৈব রুদ্রেণ একারেণ যুক্তা অথো অথ অনন্তরং স্থিরা জকারঃ ততঃ সঃ সকারাৎ পর একারঃ তেন মধুরপ্রসন্নবদনায়ামিত-

---

য়ায় নমঃ, রঘুনন্দনায় শিরসে স্বাহা, রক্ষোঘ্নবিশদায় শিখায়ৈ বষট্, মধুরপ্রসন্নবদনায় কবচায় হুঁ, অমিততেজসে নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, বলায় রামায় বিষ্ণবে নমঃ অস্ত্রায় ফট্” এইরূপে অঙ্গন্যাস করিয়া ধ্যান করিবে। শ্রীরামের আকার এইরূপ, তিনি প্রস্ফুটিত নীলকমলের ন্যায় দেহকান্তিবিশিষ্ট, তাঁহার হস্তে পদ্ম, ধনু, খড়্গ ও বাণ আছে, নেত্রযুগল পদ্মদলসদৃশ, পরিধান পীতবসন, তাঁহার হাস্য সুধার

নারায়ণাত্মকঃ কালঃ প্রাণোঽন্তো বিদ্যয়া যুতম্।
পীতা রতিস্তথা লান্তো যোন্যা যুক্তোঽন্ততো নতিঃ॥ ১১॥
সপ্তচত্বারিংশদর্ণো গুণান্তঃ সগুণঃ স্বয়ম্।
রাজ্যাভিষিক্তশ্চ তস্য রামস্যোক্তক্রমাল্লিখেৎ॥ ১২॥

ইতি অষ্টমঃ খণ্ডঃ॥ ৮॥

তেজসে ইতি সিদ্ধম্। অত্র সন্ধির্নকার্য্যঃ তাপিনী বকারঃ দীর্ঘযুক্তা ভূঃ লকারঃ অনিলঃ যকারঃ তেন বলায়েতি। অনন্তগঃ আকারগঃ অনলঃ রেফঃ নারায়ণঃ আকারঃ তদাত্মকঃ কালঃ মকারঃ প্রাণঃ যকারঃ তেন রামায়েতি সিদ্ধম্। অন্তঃ বকারঃ বিদ্যয়া ইকারেণ যুতং সহিতং পীতা যকারঃ রতিঃ ণকারঃ তেন যুতা সংযুতা লান্তঃ বকারঃ যোন্যা একারেণ যুক্তঃ তেন বিষ্ণবে ইতি সিদ্ধম্। অন্ততঃ অন্তে নতিঃ নমঃ শব্দঃ॥ ৫-৬-৭-৮-৯ ১০-১১॥

এবং সপ্তচত্বারিংশৎ অর্ণঃ বর্ণঃ গুণান্তঃ সগুণঃ স্বয়ম্ স্বয়ং সগুণোঽপি ভক্তানাং গুণান্তঃ ত্রৈগুণ্যনাশকঃ মোক্ষদত্বাৎ। অথবা গুণান্তঃ বীজ-ত্রয়াদিঃ। তদুক্তম্—"তারকং কামবীজৈশ্চ সম্পুটং প্রজপেদমুম্। শির-স্থাননবক্ত্রে চ ভ্রূমধ্যে সিদ্ধয়েঽপি চ॥ শ্রোত্রয়োর্ঘ্রাণয়োশ্চৈব গণ্ডয়ো রোষ্টয়োরপি। দন্তয়োরাস্যদেশে চ দোঃ-পৎ-সন্ধ্যগ্রকেষু চ॥ কণ্ঠে হৃদি স্তনদ্বন্দ্বে পার্শ্বয়োঃ পৃষ্ঠদেশতঃ। জঠরে চাপ্যধিষ্ঠানে গুহ্যে বর্ণান্ প্রবিঃ ন্যসেৎ। সপ্ত ষট্ সপ্তদশ ষড়্ রুদ্রসংখ্যৈঃ ষড়ঙ্গকম্॥ উন্নিদ্রনীলকম-লামলকান্তিমজ্জচাপাসিবাণকরমম্বুজপত্রনেত্রম্। পীতাম্বরং স্মিতসুধা-

ন্যায় মধুর এবং ইনি মিথিলাধিপনন্দিনী সীতার সহিত সর্ব্বদা বিদ্যমান আছেন। এইরূপ আকৃতিশালী রামের ধ্যান করিয়া বিজিতেন্দ্রিয় হইয়া দ্বাদশলক্ষ মন্ত্র জপ করিবে এবং ত্রিমধুযুক্ত বিল্বফল ও বিল্বপুষ্প-দ্বারা অথবা ত্রিমধুযুক্ত পায়সান্ন কিম্বা শ্বেতপদ্মদ্বারা জপের দশাংশ

মধুরং মুরারিং সঞ্চিন্তয়েন্মিথিলরাজসুতাসহায়ম্॥ জপেদ্দ্বাদশলক্ষঞ্চ ধ্যাত্বৈবং বিজিতেন্দ্রিয়ঃ। বিল্বৈঃ ফলৈঃ প্রসূনৈশ্চ পত্রৈস্ত্রিমধুরপ্লুতৈঃ॥ মধুরত্রয়যুক্তেন পয়োঽন্নেন সিতাম্বুজঃ। হোমং দশাংশতঃ কুর্য্যাৎ তথা সর্ব্বত্র তর্পণম্॥ প্রাক্ প্রোক্তে পূজয়েৎ পীঠে পূজ্যাঞ্চ বাহ্যদেবতাম্। প্রথমাঙ্গা রতিঃ প্রোক্তা সপ্তমো জ্যা সমীরিতা॥ লক্ষণো ভরতশ্চৈব শত্রুঘ্নশ্চ হনূমতা। সুগ্রীবঃ পঞ্চমঃ প্রোক্তঃ ষষ্ঠ উক্তো বিভীষণঃ॥ অঙ্গদঃ সপ্তমঃ প্রোক্তো নীলোঽষ্টম উদাহৃতঃ। নারদশ্চ বশিষ্ঠশ্চ বামদেবস্তৃতীয়কঃ॥ জাবালো গৌতমশ্চাপি ভরদ্বাজোঽথ কশ্যপঃ। বাল্মীকিশ্চাষ্টমঃ প্রোক্তো লক্ষ্মীশ্চাথ সরস্বতী॥ রতিঃ প্রীতিঃ কীর্ত্তিকান্তী তুষ্টিঃ পুষ্টিরিমাঃ ক্রমাৎ। সৃষ্টির্জ্জয়ন্তবিজয়ৌ সিদ্ধার্থঃ কার্য্যসাধকঃ॥ অশোকশ্চৈব সর্ব্বস্বাং শ্রীবৎসশ্চ গদা তথা। পাঞ্চজন্যঃ কৌস্তুভাখ্যো বনমালা চ দক্ষিণে॥ উত্তরে চক্রপদ্মে চ শার্ঙ্গং বাণং সখড়্গকম্। পশ্চিমে ধর্ম্মগরুড়ধর্ম্মপালসুমন্ত্রকান্॥ ইত্যুক্তক্রমাদেকৈকস্মিন্ ষট্ ষট্ অন্ত্যে পঞ্চেতি ক্রমেণ অষ্টোদ্ধারোঽন্যত্রাপ্যুক্তঃ। ওঁ নমো ভগবতে ব্রূয়াচ্চতুর্থ্যা রঘুনন্দনম্। রক্ষোঘ্নবিশদায়েতি মধুরাদি সমীরয়েৎ॥ প্রসন্নবদনায়েতি পশ্চাদমিততেজসে। বলায় পশ্চাদ্রামায় বিষ্ণবে তদনন্তরম্॥ প্রণবাদি-নমোঽনন্তোঽয়ং মালামন্ত্ররুদীরিতঃ॥ ১২॥

ইতি অষ্টমঃ খণ্ডঃ॥ ৮॥

সংখ্যায় হোম করিবে। পূর্ব্বোক্ত পীঠেতে শ্রীরামের পূজা করিয়া বাহ্য দেবতার পূজা করিতে হইবে, প্রথমে রতি, তৎপরে লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, হনুমান, সুগ্রীব, বিভীষণ, অঙ্গদ, নীল, নারদ, বশিষ্ঠ, বামদেব, জাবালি, গৌতম, ভরদ্বাজ, কশ্যপ, বাল্মীকি, লক্ষ্মী, সরস্বতী, রতি, প্রীতি, কীর্ত্তি, কান্তি, তুষ্টি, পুষ্টি, সৃষ্টি, জয়ন্ত, বিজয়, সিদ্ধার্থ, কার্য্যসাধক, অশোক, শ্রীবৎস, গদা, পাঞ্চজন্য, কৌস্তুভ, বনমালা, চক্র, পদ্ম, শার্ঙ্গ,

নবমঃ খণ্ডঃ।

ইদং সর্ব্বাত্মকং যন্ত্রং প্রাগুক্তমৃষিসেবিতম্।
সেবকানাং মোক্ষকরমায়ুরারোগ্যবর্দ্ধনম্ ॥ ১ ॥
অপুত্রিণাং পুত্রদঞ্চ বহুনা কিমনেন বৈ।
প্রাপ্নুবন্তি ক্ষণাৎ সম্যগত্র ধর্ম্মাদিকানপি ॥ ২ ॥

সর্ব্বাত্মকম্ ত্রৈলোক্যময়ং প্রাগুক্তং পূর্ব্বাচার্য্যৈরুক্তম্ অনেন উক্তেন ধর্ম্মাদিকান্ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাম্ ধর্ম্মজ্ঞানবৈরাগৈশ্বর্য্যাণি বা অপি শব্দাৎ অণিমাদিসিদ্ধিরপি ॥ ১-২ ॥

খড়্গ, চর্ম্ম, গরুড়, ধর্ম্মপাল ও সুমন্ত্র, এই সকল আবরণের পূজা করিবে ॥ ৬-৭-৮-৯-১০-১১-১২ ॥

ইতি অষ্টম খণ্ড ॥ ৮ ॥

পূর্ব্বে যে শ্রীরামের যন্ত্র উক্ত হইল, ইহা ত্রৈলোক্যাত্মক প্রাচীন ঋষিগণ এই যন্ত্রের সেবা করিয়াছেন। যাহারা এই যন্ত্রের সেবা করে, তাহাদিগের মোক্ষলাভ হয় এবং আয়ু ও আরোগ্য বৃদ্ধি হয়। যে ব্যক্তি অপুত্র সেও যদি এই যন্ত্রের সেবা করে, তাহাহইলে পুত্রলাভ করিতে পারে, এই যন্ত্রের আর অধিক মাহাত্ম্য কি বর্ণন করিব, ক্ষণকালমাত্র এই যন্ত্রের সেবা করিলে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হয় এবং অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি পাইয়া থাকে ॥ ১-২ ॥

ইদং রহস্যং পরমীশ্বরেণাপি দুর্গমম্।
এবং যন্ত্রং সমাখ্যাতং ন দেয়ং প্রাকৃতে জনে ইতি ॥ ৩ ॥
ভূতাদিকং শোধয়েদ্দ্বারপূজাং
কৃত্বা পদ্মাদ্যাসনস্থঃ প্রসন্নঃ।

ঈশ্বরেণ সর্ব্বশক্তিমতাপি উপদেশং বিনা দুর্গমম্ অগম্যম্। ইতি শব্দো যন্ত্রাভিধানসমাপ্তৌ ॥ ৩ ॥

ভূতাদিকমিতি ভূতানি পৃথিব্যাদীনি পঞ্চ আদিশব্দান্মহদহঙ্কারাদি তৎ শোধয়েৎ আত্মনি বিলাপয়েৎ। ভূতশুদ্ধিঃ প্রাণপ্রতিষ্ঠায়া মাতৃকান্যাসস্য চোপলক্ষণম্ ভূতশুদ্ধিপ্রাণপ্রতিষ্ঠে মাতৃকান্যাসঞ্চ কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। তৎকরণপ্রকারস্তু—ভূতশুদ্ধিং ততঃ কুর্য্যাত্তৎপ্রকারোঽধুনোচ্যতে। পাদাদিজানুপর্য্যন্তং চতুরস্রং সবজ্রকম্ ॥ লংযুতং পীতবর্ণঞ্চ ভুবঃ স্থানং বিচিন্তয়েৎ। জানোরানাভি চন্দ্রার্দ্ধনিভং রামেণ লাঞ্ছিতম্ ॥ শুক্লবর্ণং স্ববীজেন যুতং ধ্যায়েদপাং স্থলম্। নাভিতঃ কণ্ঠপর্য্যন্তং ত্রিকোণং রক্তবর্ণকম্ ॥ স্ববীজেন যুতং ধ্যায়েত্ততো বহ্নেস্তু মণ্ডলম্। কণ্ঠাদ্ভ্রূমধ্য-

---

এই রামযন্ত্র অতি গোপনীয়, উপদেশব্যতিরেকে সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরও ইহা জানিতে পারেন না, এই রামযন্ত্র কথিত হইল, ইহা সাধারণজনের নিকট প্রকাশ করিবে না ॥ ৩ ॥

এইরূপে যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া ভূতশুদ্ধি, অর্থাৎ পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত, মহত্তত্ত্ব ও অহঙ্কারাদি শোধন করিবে, অর্থাৎ ভূতাদি আত্মাতে বিলয় করিবে। অনন্তর প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও মাতৃকান্যাস করিবে। ভূতশুদ্ধির প্রকার এই-পাদ হইতে জানু পর্য্যন্ত চতুরস্র বজ্রযুক্ত লংবীজসমন্বিত পীতবর্ণ পৃথিবীমণ্ডল চিন্তা করিবে। জানু হইতে নাভি পর্য্যন্ত অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি রামমন্ত্র যুক্ত শুক্লবর্ণ বরুণবীজসমন্বিত জলমণ্ডল ধ্যান করিবে। নাভি হইতে কণ্ঠ পর্য্যন্ত ত্রিকোণাকার রক্তবর্ণ বহ্নিবীজযুক্ত বহ্নিমণ্ডল ভাবনা করিবে। কণ্ঠ হইতে ভ্রূমধ্য পর্য্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ ষট্‌কোণ ষড়্‌বিন্দুযুক্ত

অর্চ্চাবিধাবস্থ পীঠাধরোর্দ্ধং
পার্শ্বার্চ্চনং মধ্যপদ্মার্চ্চনঞ্চ ॥ ৪ ॥

ইতি নবমঃ খণ্ডঃ ॥ ৯ ॥

পর্য্যন্তং কৃষ্ণং বায়োস্ত মণ্ডলম্ ॥ ষট্‌কোণং বিন্দুভিঃ ষড়ভির্যুতং বীজেন চিন্তয়েৎ। ভ্রূমধ্যাদ্‌ব্রহ্মরন্ধ্রান্তং বর্ত্তুলং ধ্বজলাঞ্ছিতম্ ॥ ধূম্রবর্ণং স্ববীজেন যুক্তং ধ্যায়েন্নভস্তলম্। এবং ধ্যাত্বা পুনস্তানি ভূতানি প্রবিলাপয়েৎ ॥ পৃথ্বীমপ্সু চ তা বহ্নৌ বহ্নিং বায়ৌ সমীরণম্। প্রবিলাপ্য তথাকাশেঽপ্যাকাশং প্রকৃতৌ ততঃ ॥ অপরব্রহ্মরূপাং তাং মায়াশক্তিং পরাত্মনি। ইত্থং সমস্তদেহাদিপ্রপঞ্চং পরমাত্মনি। প্রবিলাপ্য পর ব্রহ্মরূপস্তিষ্ঠেৎ কিয়ৎক্ষণম্। পুনরুৎপাদয়েদ্দেহং পবিত্রং পরমাত্মনঃ ॥ শব্দব্রহ্মাত্মিকা জাতা প্রকৃতিঃ পরমাত্মনঃ। অজায়ত জগন্মাতুরাকাশং প্রকৃতেস্তথা। নভসোঽভিন্ন ০ ০ ০ ০। সমীরণাদভূদ্বহ্নির্ব্বহ্নেরাপস্ততঃ ক্ষিতিঃ। স্বীয়মেভ্যোঽপি ভূতেভ্যস্তেজোরূপং কলেবরম্। দেব-

---

বায়ুবীজসমন্বিত বায়ুমণ্ডল ধ্যান করিবে। ভ্রূমধ্য হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত বর্ত্তুলাকার ধ্বজচিহ্নিত ধূম্রবর্ণ হংবীজযুক্ত আকাশমণ্ডল চিন্তা করিবে। এইরূপে পৃথিব্যাদি পঞ্চমণ্ডল চিন্তা করিয়া পুনর্ব্বার সেই সকল মণ্ডল বিলীন করিবে, অর্থাৎ পৃথিবী জলেতে, সেই জল বহ্নিতে, বহ্নি বায়ুতে, বায়ু আকাশেতে, আকাশ প্রকৃতিতে এবং সেই মায়াশক্তি প্রকৃতিকে পরমাত্মাতে বিলীন করিবে। এইরূপে সমস্ত দেহাদি প্রপঞ্চ পরমাত্মাতে বিলীন করিয়া পরংব্রহ্মরূপে কিয়ৎকাল অবস্থিতি করিবে। পরে পুনর্ব্বার পরমাত্মা হইতে এই দেহ উৎপাদন করিবে, অর্থাৎ পরমাত্মা হইতে জগন্মাতা প্রকৃতি, প্রকৃতি হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল এবং জল হইতে পৃথিবী উৎপাদন করিবে। অনন্তর ভূত হইতে উৎপন্ন তেজো ময় এই দেহই

তারাধেন যোগ্যমুৎপন্নমিতি ভাবয়েৎ। তস্মিন্ দেহে পরাত্মানং সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তিমৎ। সমস্তদেবতারূপং সর্ব্বমন্ত্রময়ং শুভম্। আত্মরূপেণ দেহে স্বে বীজভাবেন তিষ্ঠতি। ইত্যেষা ভাবনা মুখ্যা ভূতশুদ্ধিরিতীরিতা॥ অথবান্যপ্রকারেণ ভূতশুদ্ধির্ব্বিধীয়তে। ধর্ম্মকন্দসমুদ্ভূতং জানতা লং সুশোভনম্। ঐশ্বর্য্যাষ্টদলঞ্চৈব পরং বৈরাগ্যকর্ণিকম্। স্বীয়হৃৎকমলং ধ্যায়েৎ প্রণবেন বিকাশিতম্। কৃত্বা তৎকর্ণিকাসংস্থং প্রদীপকলিকাকৃতিম্। সুষুম্না বর্ত্মনা তঞ্চ পরমাত্মনি যোজয়েৎ। যোগযুক্তেন বিধিনা সোঽহং মন্ত্রেণ সাধকঃ। তত্রৈব সর্ব্বতত্ত্বানি বিলীনানি বিচিন্তয়েৎ। পুরুষাভং ততঃ পাপমনাদিভবসঞ্চিতম্। ব্রহ্মহত্যাশিরস্কঞ্চ স্বর্ণস্তেয়ং ভুজদ্বয়ম্। সুরাপানহৃদা যুক্তং গুরুতল্পকটিদ্বয়ম্। তৎসংযোগিপদদ্বন্দ্বমঙ্গপ্রত্যঙ্গপাতকম্। উপপাতকরোমাণং রক্তশ্মশ্রুবিলোচনম্। খড়্গাচর্ম্মধরং কৃষ্ণং কুক্ষৌ দক্ষিণতঃ স্মরেৎ। ততঃ সংশোধয়েদ্দেহং পূরকাদি-

---

দেবতার আরাধনের যোগ্য, এইরূপ ভাবনা করিতে হইবে। আর এই বিশুদ্ধ দেহেতে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ সমস্ত দেবতারূপ সর্ব্বমন্ত্রময় শুভপ্রদ আত্মাকে চিন্তা করিবে। স্বীয় দেহ মধ্যে আত্মা জীবভাবে বিদ্যমান আছেন। এইরূপ ভাবনাকেই মুখ্য ভূতশুদ্ধি বলা যায়। অথবা অন্য প্রকারেও ভূতশুদ্ধি হইতে পারে। ধর্ম্মরূপ মূল হইতে সমুদ্ভুত লংবীজসুশোভিত ঐশ্বর্য্যাদি অষ্টদলসমন্বিত এবং বৈরাগ্য কর্ণিক একটি পদ্ম আপন হৃদয়মধ্যে আছে, এই পদ্মের চিন্তা করিবে। উক্ত হৃদয়কমল প্রণবদ্বারা প্রকাশিত, প্রদীপ কলিকাসদৃশ জীবকে এই পদ্মের মধ্যগত চিন্তা করিয়া সেই জীবকে সুষুম্নাপথে পরমাত্মাতে যোজিত করিবে। অনন্তর সাধক যোগযুক্ত বিধি অনুসারে "সোহং" এই মন্ত্রে তাহাতে সকল তত্ত্ব বিলীন আছে, এইরূপ ভাবনা করিবে। তৎপরে অনাদিসংসার-সঞ্চিত পাপপুরুষকে চিন্তা করিবে। ব্রহ্মহত্যা এই পাপ পুরুষের শির, স্বর্ণচৌর্য্য তাহার হস্তদ্বয়, সুরাপান তাহার হৃদয়, গুর্ব্বঙ্গনাহরণ তাহার কটি, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পাপসকল পদযুগল, উপপাতক সকল তাহার রোম। ইহার চক্ষু ও শ্মশ্রুগুলি রক্তবর্ণ এই পুরুষ খড়্গাচর্ম্মধারী

ক্রমেণ বৈ। বিধায় প্রাণসংরোধং বায়ুবীজেন বায়ুনা। বহ্নিবীজেন তেনৈব সন্দহেৎ সকলাং তনুম্। ভস্ম তদ্‌ঘ্রাণমার্গেণ নির্গতং চিন্তয়েৎ সুধীঃ। ততো বমিতি বীজেন প্লাবয়েৎ সকলাং তনুম্। সঞ্জাতে নির্ম্মলে দেহে দেবতোপাসনক্ষমে। আত্মজীবাদিতত্ত্বানি স্বস্থানং প্রাপয়েত্ততঃ। আত্মানং হৃদয়াম্ভোজমানয়েৎ পরমাত্মনঃ। হংসমন্ত্রেণ বিধিবদেবাবশ্যং বিধীয়তে। ভূতশুদ্ধিবিহীনেন কৃতা পূজাভিচারিকা। বিপরীতং ফলং দদ্যাদভক্ত্যা পূজনং যথা। ভূতশুদ্ধিং বিধায়েত্থং ততো বৈ স্থাপয়েদসূন্। পাশাঙ্কুশেন পুটিতাং শক্তিমাদৌ সমুচ্চরেৎ। যকারাদিসকারান্তান্ বিন্দুমস্তকলাচ্ছিতান্ তদন্ত উদ্ধরেৎ প্রাজ্ঞো ব্যোমমর্দ্ধেন্দুসংযুতম্। ততো হংসপরাত্মানৌ ততোঽমুষ্য পদং বদেৎ। প্রাণা ইতি বদেৎ পশ্চাদিহ প্রাণাস্ততঃ পরম্। অমুষ্য জীব ইহ তু স্থিতোঽমুষ্য পদং ততঃ। সর্ব্বেন্দ্রিয়াণ্যমুষ্যান্তে বাঙ্মনশ্চক্ষুরন্ততঃ শ্রোত্রঘ্রাণপদে প্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরম্। তিষ্ঠন্ত্বগ্নিবধূঃ পূর্ব্বং প্রত্যমুষ্যপদং বুধঃ। পাশাদ্যানি প্রয়ো-

কৃষ্ণবর্ণ। এই পাপপুরুষকে দক্ষিণ কুক্ষিতে স্মরণ করিবে। তৎপরে পূরকাদি ক্রমে দেহ শোধন করিতে হইবে, পরে বায়ুবীজদ্বারা প্রাণ সংযম করিয়া বহ্নিবীজদ্বারা সকল দেহ দগ্ধ করিবে এবং নাসিকাদ্বারা সেই সকল ভস্ম নির্গত হইল, এইরূপ ভাবনা করিবে। তৎপরে বং এই বীজদ্বারা সকল তনু প্লাবিত করিবে। অনন্তর দেবতার উপাসনাক্ষম দেহ জন্মিলে জীবাদি ও তত্ত্ব সকল স্বস্ব স্থানে স্থাপন করিবে এবং পরমাত্মা হইতে জীবাত্মাকে হংসমন্ত্রে হৃদয়ে আনয়ন করিবে। যেমন ভক্তি বিহীন হইয়া পূজা করিলে সেই পূজা আভিচারিক পূজা হয় এবং তাহাতে বিপরীত ফল হইয়া থাকে। সেইরূপ ভূতশুদ্ধি ব্যতিরেকে পূজা করিলেও বিপরীত ফল হয়। অতএব অগ্রে ভূতশুদ্ধি করিয়া পরে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে।—"যথা আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হং হংসঃ অমুষ্য প্রাণা ইহপ্রাণাঃ, পুনঃ আমিত্যাদি অমুষ্য জীব ইহস্থিতঃ, পুনঃ আমিত্যাদি অমুষ্য সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি এবং আমিত্যাদি অমুষ্য বাঙ্মনশ্চক্ষুঃশ্রোত্রঘ্রাণপ্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা।" এই মন্ত্রে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

জ্যেবং প্রাণমন্ত্রং সমুদ্ধরেৎ। ব্রহ্মর্ষিরস্যচ্ছন্দস্তু বিরাট্ প্রাণস্তু দেবতা। প্রণবোঽগ্নির্ব্বধূর্ব্বীজং শক্তিরুক্তা মনীষিভিঃ। শিরোবদনহৃদ্গুহ্যপাদ-পৃষ্ঠাদি বিন্যসেৎ। অমুষ্যেতি পদস্থানে সাধ্যনাম সমুচ্চরেৎ। ত্রির্জ্জপেৎ সাধ্যসংস্পর্শং কৃত্বা মন্ত্রমুদারধীঃ। এষ প্রাণপ্রতিষ্ঠায়াঃ প্রকারঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। আং পাশঃ হ্রীং মায়া ক্রোম্ অঙ্কুশঃ। মাতৃকান্যাসো যথা ঋষ্যাদিপূর্ব্বঃ। ঋষির্ব্রহ্মা সমুদ্দিষ্টো গায়ত্রীচ্ছন্দ ঈরিতম্। সরস্বতী সমাখ্যাতা দেবতা দেশিকোত্তমৈঃ। অক্লীবহ্রস্বদীর্ঘান্তর্গতৈঃ ষড়্‌বর্গকৈঃ ক্রমাৎ। ষড়ঙ্গানি বিধেয়ানি জাতিযুক্তানি দেশিকৈঃ॥ পঞ্চাশল্লিপি-ভির্ব্বিভক্ত-মুখ-দোঃ-পন্মধ্য-বক্ষঃস্থলাং ভাস্বন্মৌলি-নিবদ্ধ-চন্দ্র-শকলামা-পীনতুঙ্গস্তনীম্। মুদ্রামক্ষগুণং সুধাঢ্য-কলশং বিদ্যাঞ্চ হস্তাম্বুজৈর্ব্বিভ্রাণাং বিশদপ্রভাং ত্রিনয়নাং বাগ্দেবতাং সংশ্রয়ে॥ ললাট-মুখ-বৃত্তাক্ষি-শ্রুতি-

এই প্রাণপ্রতিষ্ঠা মন্ত্রের ব্রহ্মা, ঋষি, বিরাট্‌ছন্দঃ প্রাণদেবতা, ওঁ বীজ স্ত্রীঁ শক্তি। এই মন্ত্র দেবতার মস্তক, বদন, হৃদয়, গুহ্য, পাদ ও পৃষ্ঠাদি স্থানে বিন্যাস করিবে। উক্ত মন্ত্রে অমুষ্য পদস্থানে যে দেবতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে, সেই দেবতার নাম উল্লেখ করিতে হইবে। সাধক অভিলষিত দেবতাকে স্পর্শ করিয়া তিনবার মন্ত্রপাঠ করিবে। ইহাই প্রাণ-প্রতিষ্ঠার ক্রম কথিত হইল। অতঃপর মাতৃকান্যাস করিবে। তাহার ক্রম এই—মাতৃকামন্ত্রের ঋষি ব্রহ্মা, ছন্দঃ গায়ত্রী, দেবতা সরস্বতী। অং কং খং গং ঘং ঙং আং হৃদয়ায় নমঃ, ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং শিরসে স্বাহা, উং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং শিখায়ৈ বষট্, এং তং থং দং ধং নং ঐং কবচায় হুঁ, ওং পং ফং বং ভং মং ঔং নেত্রত্রায় বৌষট্, অং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং অঃ অস্ত্রায় ফট্ এইরূপে ষড়ঙ্গন্যাস করিয়া ধ্যান করিবে। মাতৃকাদেবীর মুখ, বাহু, পাদ ও বক্ষঃস্থল পঞ্চাশৎ বর্ণে বিভক্ত হইয়াছে। ইহার সমুজ্জ্বল কপালে অর্দ্ধচন্দ্র বিরাজিত আছে, স্তনদ্বয় স্থূল ও উচ্চ, মাতৃকাদেবী চতুর্ভুজা। তাঁহার হস্তে মুদ্রা, অক্ষমালা, সুধাপূর্ণ কলস ও পুস্তক আছে, তাঁহার শরীর অতিশয় শুভ্র এবং ইনি ত্রিনয়না। এইরূপ বাগ্দেবীকে আশ্রয় করি। এই প্রকারে ধ্যান করিয়া ললাটে,

ঘ্রাণেষু গণ্ডয়োঃ। ওষ্ঠদন্তোত্তমাঙ্গাস্যে দোঃ-পৎ-সন্ধ্যগ্রকেষু চ। পার্শ্বতঃ পৃষ্ঠতো নাভৌ জঠরে হৃদয়েংসকে। ককুদ্যংসে চ হৃৎপূর্ব্বং পাণৌ পাদযুগে ততঃ। জঠরাননয়োর্ন্যস্যেন্মাতৃকার্ণান্ যথাক্রমাৎ॥ ইতি দ্বারপূজাং কৃত্বেতি সা যথা—দেশিকো বিধিবৎ স্নাত্বা কৃত্বা পূর্ব্বাহ্নিকাঃ ক্রিয়াঃ। যায়াদলঙ্কৃতো মৌনী যাগার্থং যাগমণ্ডপম্॥ আচম্য বিধিবত্তত্র সামান্যার্ঘ্যং বিধায় চ। দ্বারমস্ত্রাম্বুভিঃ প্রোক্ষ্য দ্বারপূজাং সমাচরেৎ। জজ্ঝোড়ুম্বরকে বিঘ্নং মহালক্ষ্মীঃ সরস্বতী। ততো দক্ষিণশাখায়াং বিঘ্নক্ষেত্রসমন্বিতঃ॥ তয়োঃ পার্শ্বগতে গঙ্গাযমুনে পুষ্পবারিভিঃ। দেহল্যামর্চ্চয়েদস্ত্রং প্রতিদ্বারমিতি ক্রমাৎ॥” ইতি পদ্মাদ্যাসনস্থ ইতি পদ্মাসনন্তু—“বামোরূপরি দক্ষিণস্তু চরণং সংস্থাপ্য বামং তথা যাম্যোরূপরি পশ্চিমেন বিধিনা ধৃত্বা করাভ্যাং দৃঢ়ম্। অঙ্গুষ্ঠৌ হৃদয়ে নিধায় চিবুকং

মুখে, নেত্রদ্বয়ে, কর্ণদ্বয়ে, নাসিকাদ্বয়ে, গণ্ডদ্বয়ে, ওষ্ঠদ্বয়ে, দন্তপংক্তিদ্বয়ে, মস্তকে, মুখে, বাহুসন্ধিসমূহে, অঙ্গুল্যগ্রে, পাদসন্ধিসমূহে, পাদাঙ্গুল্যগ্রে, পার্শ্বদ্বয়ে, পৃষ্ঠে, নাভিতে, উদরে, হৃদয়ে, দক্ষিণস্কন্ধে ককুৎস্থানে বামস্কন্ধে, হৃদয়াদি দক্ষিণহস্তে, হৃদয়াদি বামহস্তে, হৃদয়াদি দক্ষিণপাদে, হৃদয়াদি বামপাদে, হৃদয়াদি উদরে ও হৃদয়াদি মুখে অং নমঃ আং নমঃ ইত্যাদিরূপে অকারাদিক্ষকারান্ত পঞ্চবর্ণের ন্যাস করিবে। এইরূপে ন্যাস করিয়া দ্বারপূজা করিতে হইবে। সাধক বিধিপূর্ব্বক স্নানাদি পূর্ব্বাহ্নিক ক্রিয়া সমাপন করিয়া অলঙ্কার পরিধানপূর্ব্বক যোগ সম্পাদনার্থ যাগমণ্ডপে গমন করিবে। সেই স্থানে আচমন করিয়া যথাবিধি সামান্যার্ঘ স্থাপনপূর্ব্বক সেই অর্ঘ্যোদকদ্বারা দ্বারদেশে অভ্যুক্ষণ করিয়া দ্বারপূজা আরম্ভ করিবে। দ্বারের উর্দ্ধভাগে বিঘ্ন, মহালক্ষ্মী, সরস্বতী, দক্ষিণ শাখাতে বিঘ্ননাশন, ক্ষেত্রপাল, এই উভয়ের পার্শ্বদেশে শুদ্ধবারিদ্বারা গঙ্গা ও যমুনা এবং দেহলীতে অস্ত্রপূজা করিবে। প্রতিদ্বারেই এইরূপে পূজা করিতে হইবে। তৎপরে পদ্মাসনে উপবেশন করিবে। পদ্মাসনবন্ধের নিয়ম এই—বাম উরুর উপরি দক্ষিণ চরণ এবং দক্ষিণ উরুর উপরি বামচরণ স্থাপন করিয়া পৃষ্ঠাবলম্বী উভয় হস্তদ্বারা

নাসাগ্রমালোকয়ে-দেতদ্ব্যাধি-বিঘাতকারি যমিনাং পদ্মাসনং প্রোচ্যতে” ইতি। আদিশব্দাৎ স্বস্তিকাদি। পূজাবিধৌ তু তন্নির্ব্বাহার্থমঙ্গুষ্টবন্ধনং হস্তাভ্যাং ন কর্ত্তব্যম্। আদৌ দ্বারপূজাং কৃত্বা পদ্মাসনে উপবিশ্য প্রসন্নচিত্তো ভূতশুদ্ধ্যাদিকং কুর্য্যাদিত্যন্বয়ঃ। অর্চ্চাবিধাবিতি অস্য রামস্য অর্চ্চাবিধৌ পূজাবিধৌ পীঠস্য অধরদেশার্চ্চনম্ ঊর্দ্ধদেশার্চ্চনম্ পার্শ্বদেশার্চ্চনং মধ্যবর্ত্তিনঃ পদ্মস্য চার্চ্চনং কৃত্বা পীঠস্যাঙ্ঘ্রিষু ধর্ম্মাদিকানর্চ্চয়েদিতি সম্বন্ধঃ ॥ ৪ ॥

ইতি নবমঃ খণ্ডঃ ॥ ৯ ॥

উভয় পাদের অঙ্গুষ্ঠ দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করিবে এবং হৃদয়ে চিবুক স্থাপনপূর্ব্বক নাসিকার অগ্রভাগ অবলোকন করিবে। এইরূপে উপবেশন করিলেই পদ্মাসন হয়, এই আসন শারীরিক সকল ব্যাধি বিনাশ করে। এইরূপে পদ্মাসন ও স্বস্তিকাদি আসন বন্ধ করিয়া পূজা করিবে। এই পদ্মাসনে হস্তদ্বারা পাদাঙ্গুষ্ঠ ধারণ করিবে না, তাহাহইলে পূজা সিদ্ধি হইতে পারে না। পূর্ব্বে দ্বার পূজা করিয়া পদ্মাসন বন্ধপূর্ব্বক উপবিষ্ট হইয়া ভূতশুদ্ধ্যাদি করিবে। এই পূজাতে পীঠের অধোদেশার্চ্চন, ঊর্দ্ধদেশার্চ্চন, পার্শ্বদেশার্চ্চন এবং মধ্যবর্ত্তী পদ্মের অর্চ্চনা করিয়া পীঠ পাদে ধর্ম্মাদির পূজা করিবে ॥ ৪ ॥

ইতি নবম খণ্ড ॥ ৯ ॥

দশমঃ খণ্ডঃ।

কৃত্বা মৃদু-শ্লক্ষ্ণ-সতূলিকায়াং
রত্নাসনে দেশিকমর্চ্চয়িত্বা।
শক্তিঞ্চাধারাখ্যকাং কূর্ম্ম-নাগৌ
পৃথিব্যব্জে স্বাসনাধঃ প্রকল্প্য ॥

রত্নবদ্ধে আসনে মৃদুঃ কোমলা শ্লক্ষ্ণা মনোহরা সমানা রত্নাসনতুল্য-পরিমাণা যা তূলিকা তস্যাং দেশিকং দেশঃ উপদেশোঽস্যাস্তি দেশিকঃ অত ইতি ঠন্। উপদেষ্টা তঞ্চ অর্চ্চয়িত্বা সম্পূজ্য। পীঠাধরভাগাদি-যুক্তমর্চ্চনং বিশদয়তি শক্তিমিতি। শক্তিঞ্চাধারাখ্যকাম্ আধারশক্তিং কূর্ম্মঃ কচ্ছপঃ নাগঃ শেষঃ তৌ চ পৃথিবীলক্ষণে চ অব্জে কমলে এতাঃ স্বাসনস্য দেবতাঃ স্বাসনস্য অধঃ প্রকল্প্য। তদুক্তম্—"আধারশক্তিং প্রজপেৎ পঙ্কজদ্বয়ধারিণীম্। মূর্দ্ধ্নি তস্যাঃ সমাসীনং কূর্ম্মং নীলাভমর্চ্চয়েৎ। ঊর্দ্ধং ব্রহ্ম শিলাসীনমনন্তং কুন্দসন্নিভম্। যজেচ্চক্রধরং মূর্দ্ধ্নি ধারয়ন্তং বসুন্ধরাম্। তমালশ্যামলাং তস্মিন্ নীলেন্দীবরধারিণীম্। অভ্যর্চ্চয়েদ্বসুমতীং স্ফুরৎসাগরমেখলাম্॥" ইতি এবং মণ্ডপান্তং পূজয়িত্বা মণ্ডপং

অনন্তর রত্ননিরুদ্ধ আসনে কোমল, মনোহর ও রত্নাসনতুল্য তূলিকাতে উপদেষ্টার অর্চ্চনা করিয়া আধারশক্তি, কূর্ম্ম, নাগ, অনন্ত, পৃথিবী ও পদ্ম স্বীয় আসনের অধোভাগে এই সকলের অর্চ্চনা করিবে। শাস্ত্রান্তরে উক্ত আছে যে, পদ্মদ্বয়ধারিণী আধারশক্তির চিন্তা করিবে। ইহার মূর্দ্ধপ্রদেশে নীলবর্ণ কূর্ম্ম সমাসীন আছে। তাহার ঊর্দ্ধে শীলাস্থিত ব্রহ্মা কুন্দসন্নিভ, চক্রধারী অনন্তের অর্চ্চনা করিবে। এই মস্তকে বসুন্ধরাকে ধারণ করিয়াছেন, এইস্থলে তমালের ন্যায় শ্যামলবর্ণা নীলপদ্মধারিণী সাগরমেখলা বসুমতীর পূজা করিবে। এই সাগরেতে

বিঘ্নং দুর্গাং ক্ষেত্রপালঞ্চ বাণীং
বীজাদিকাংশ্চাগ্নি-দেশাদিকাংশ্চ।
পীঠস্যাঙ্ঘ্রিদ্বয়েষু ধর্ম্মাদিকাংশ্চ
নঞ্‌পূর্ব্বাংস্তাংস্তস্য দিক্ষ্বর্চ্চয়েচ্চ ॥ ২ ॥

প্রবিশেৎ। দ্বারে বিং বিঘ্নায় নমঃ দুং দুর্গায়ৈ নমঃ ক্ষং ক্ষেত্রপালায় নমঃ বাং বাণ্যৈ নমঃ ইতি বীজাদিকান্ যথাস্থানমভ্যর্চ্চ্য অগ্নিদেশাদিকান্ ধর্ম্মাদীন্ তদুক্তম্—"যজেৎ কল্পতরুং তস্মিন্ সাধকাভীষ্ট-সিদ্ধিদান্ অধস্তাৎ পূজয়েত্তেষাং বেদিকাং মণ্ডলোজ্জ্বলাম্। পশ্চাদভ্যর্চ্চয়েত্তস্যাং পীঠং ধর্ম্মাদিভিঃ পুনঃ। রক্তশ্যামহরিদিন্দ্রনীলাভান্ পাদরূপিণঃ। বৃষকেশরিভূতেভরূপান্ ধর্ম্মাদিকান্ যজেৎ। গাত্রেষু পূজয়েত্তাংস্তু নঞ্‌পূর্ব্বকাননুক্রমাৎ। আগ্নেয়াদিষু কোণেষু দিক্ষু চাথাম্বুজং যজেৎ" ইতি। অংঘ্রিষু পাদেষু নঞ্‌পূর্ব্বান্ ধর্ম্মাদিকান্ তস্য পীঠস্য দিক্ষু পূর্ব্বাদিষু ॥ ১-২ ॥

রত্নময় দ্বীপ আছে এবং এই দ্বীপে মণিময় মণ্ডপ রহিয়াছে। এইরূপে মণ্ডপান্তের পূজা করিয়া সেই মণ্ডপে প্রবেশ করিবে। পরে বিং বিঘ্নায় নমঃ, দুং দুর্গায়ৈ নমঃ, ক্ষং ক্ষেত্রপালায় নমঃ, বাং বাণ্যৈ নমঃ, এইরূপে পূজা করিয়া অগ্ন্যাদিকোণে ধর্ম্মাদির পূজা করিতে হইবে। শাস্ত্রান্তরে উক্ত আছে যে, সাধকের অভীষ্টপ্রদ কল্পতরুর পূজা করিয়া সেই কল্পতরুর মূলে রত্নমণ্ডলে সমুজ্জ্বল রত্নবেদিকার অর্চ্চনা করিতে হইবে। অনন্তর সেই রত্নবেদিকাতে ধর্ম্মাদির সহিত পীঠের পূজা করিতে হইবে। অর্থাৎ রক্তবর্ণ, শ্যামবর্ণ, হরিদ্বর্ণ ও ইন্দ্রনীল মণিবর্ণ বৃষ, সিংহ ভূত হস্তিরূপী ধর্ম্মাদির পূজা করিবে। পীঠগাত্রে অধর্ম্মাদির পূজা করিবে। অগ্ন্যাদি চতুষ্কোণে উক্ত ধর্ম্মাদির পূজা করিয়া দিক্‌চতুষ্টয়ে পদ্মের পূজা করিবে ॥ ১-২ ॥

মধ্যে ক্রমাদর্ক-বিধ্বগ্নিতেজাং-
স্যুপর্য্যুপর্য্যুক্তমৈরর্চ্চিতানি।
রজঃ সত্ত্বং তম এতানি বৃত্ত-
ত্রয়ং বীজাঢ্যং ক্রমাদ্ভাবয়েচ্চ ॥ ৩ ॥
আশাব্যাশাস্বপ্যথাত্মানমন্ত-
রাত্মানঞ্চ পরমাত্মানমন্তঃ।
জ্ঞানাত্মানঞ্চার্চ্চয়েত্তস্য দিক্ষু
মায়াবিদ্যে যে কলাপারতত্ত্বে ॥ ৪ ॥

মধ্যে ইতি সূর্য্যেন্দ্বগ্নয়ঃ ক্রমেণ পূজ্যাঃ। যৎ বৃত্তত্রয়ং তৎ রজঃ সত্ত্বং তমঃ এতানি যানি গুণরূপাণি তজ্জ্ঞাতব্যম্ বীজাঢ্যং কলিকারূপং ক্রমাৎ অনুক্রমেণ ভাবয়েৎ পূজয়েৎ ॥ ৩ ॥

আশেতি আশাব্যাশাসু দিক্ষু বিদিক্ষু চ অষ্টৌ পদ্মপত্রাণি পূজয়েদিতি শেষঃ। অথেতি আত্মানং লিঙ্গম্ অন্তরাত্মানং জীবং পরমাত্মানম্ ঈশ্বরং জ্ঞানাত্মানং ব্রহ্মবিন্দুনাদশক্তিশান্তাত্মকান্ এতান্ অন্তঃ মধ্যে অর্চ্চয়েৎ। মায়া বিদ্যা কলা পারতত্ত্বং পরমং তত্ত্বঞ্চ এতানি চত্বারি তত্ত্বানি দিক্ষু পূজ্যানি। তদুক্তম্—"আনন্দকন্দং প্রথমং সংবিন্নালমনন্তরম্। সর্ব্ব-তত্ত্বাত্মকং পদ্মমভ্যর্চ্চ্য তদনন্তরম্। মন্ত্রী প্রকৃতিপত্রাণি বিকারময়-কেশ-

অনন্তর পদ্মমধ্যে সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নি ইহাদিগের পূজা করিবে এবং উপর্য্যুপরি বৃত্তত্রয়ে রজঃ, সত্ত্ব ও তমোগুণের পূজা করিতে হইবে। অনন্তর কলিকারূপ বীজাঢ্য কর্ণিকার পূজা করিবে। ৩ ॥

তৎপরে দিক্‌চতুষ্টয়ে ও কোণচতুষ্টয়ে পদ্মের অষ্টপত্রের পূজা করিবে এবং আত্মা অন্তরাত্মা ও পরমাত্মার অর্চ্চনা করিবে, পরে মায়া, বিদ্যা, কলা ও পরমতত্ত্ব ইহাদিগের পূজা করিতে হইবে। শাস্ত্রান্তরে উক্ত আছে যে, প্রথমে আনন্দকন্দ, সংবিন্নাল ও সর্ব্বতত্ত্বাত্মক পদ্মের পূজা করিয়া প্রকৃতিময় পত্র, বিকারময় কেশর ও পঞ্চাশদ্বর্ণ বীজাঢ্য কর্ণিকার

সম্পূজয়েদ্বিমলাদীশ্চ শক্তী-
রভ্যর্চ্চয়েদ্দেবমাবাহয়েচ্চ।
অঙ্গব্যূহানি জলাদ্যৈশ্চ পূজ্য
ধ্বষ্ট্যাদিকৈর্লোকপালৈস্তদস্ত্রৈঃ॥ ৫॥

রান্। পঞ্চাশদ্বর্ণবীজাঢ্যাং কর্ণিকাং পূজয়েত্ততঃ। কলাভিঃ পূজয়েৎ সার্দ্ধং তস্যাং সূর্য্যেন্দুপাবকান্। প্রণবস্য ত্রিভির্ম্মন্ত্রৈরথ সত্ত্বাদিকান্ গুণান্। আত্মানমন্তরাত্মানং পরমাত্মানমর্চ্চয়েৎ। জ্ঞানাত্মানঞ্চ বিধিবৎ পীঠং মন্ত্র্যবসানিকম্" ইতি। তত্ত্বপূজায়াং মাং মায়াতত্ত্বায় নমঃ বিং বিদ্যাতত্ত্বায় নমঃ কং কলাতত্ত্বায় নমঃ পং পরতত্ত্বায় নমঃ ইতি প্রয়োগঃ॥ ৪॥

বিমলাদীশ্চেতি। বিমলোৎকর্ষিণী জ্ঞানাক্রিয়াযোগেতি শক্তয়ঃ "প্রহ্বী সত্যা তথেশানানুগ্রহা নবমী মতা।" ইত্যাসনস্থানমুক্তম্—"পীঠশক্তিকেসরেষু মধ্যে চ সবরাভয়া।" ইতি পীঠমন্ত্রো নারায়ণীয়ে উক্তঃ। দেবমাবাহয়েচ্চেতি মূলমন্ত্রেণ আহুতো ভব ইত্যাদ্যুক্ত্বাবাহনাদিমুদ্রাঃ প্রদর্শয়েৎ। তা যথা—"আবাহনাদিকা মুদ্রা নব সাধারণী মতা। তথা

পূজা করিবে। পরে পদ্মকর্ণিকাতে কলার সহিত সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নির অর্চ্চনা করিতে হইবে। অনন্তর প্রণবের বৃত্তত্রয়ে সত্ত্বাদিগুণত্রয়ের পূজা করিয়া আত্মা, অন্তরাত্মা, পরমাত্মা ও জ্ঞানাত্মার পূজা করিয়া বিধিবৎ পীঠ পূজা করিবে এবং মাং মায়াতত্ত্বায় নমঃ, বিং বিদ্যাতত্ত্বায় নমঃ, কং কলাতত্ত্বায় নমঃ॥ ৪॥

অনন্তর বিমলা, উৎকর্ষিণী, জ্ঞানা, ক্রিয়া, যোগা, প্রহ্বী, সত্যা, ঈশানা ও অনুগ্রহা এই সকল শক্তির পূজা করিয়া মূলদেবের আবাহন করিবে, মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক "আহুতো ভব" এই বলিয়া আবাহনাদি মুদ্রা প্রদর্শন করিবে। আবাহনাদি নবমুদ্রা ও ষড়ঙ্গমুদ্রা এই সকল মুদ্রা সর্ব্ব মন্ত্রে প্রয়োগ করিবে। উভয় হস্তে অঞ্জলি বন্ধন করিয়া অনামিকার মূলপর্ব্বে অঙ্গুষ্ঠদ্বয় ক্ষেপণ করিবে, ইহাকে আবাহনী মুদ্রা বলে।

ষড়ঙ্গমুদ্রাশ্চ সর্ব্বমন্ত্রেষু যোজয়েৎ। হস্তাভ্যামঞ্জলিং বদ্ধানামিকা-মূল-পর্ব্বণোঃ। অঙ্গুষ্ঠৌ নিক্ষিপেৎ সেয়ং মুদ্রা ত্বাবাহনী স্মৃতা। অধোমুখী ত্বিয়ং চেৎ স্যাৎ স্থাপনী মুদ্রিকা স্মৃতা। উচ্ছিতাঙ্গুষ্ঠমুষ্ট্যোস্তু সংযোগাৎ সন্নিধাপনী। অন্তঃপ্রবেশিতাঙ্গুষ্ঠা সৈব সংরোধিনী মতা। উত্তান-মুষ্টিযুগলা শম্ভুস্বীকরণী মতা। দেবতাঙ্গে ষড়ঙ্গানাং ন্যাসঃ স্যাৎ সকলী-কৃতিঃ। সব্যহস্তকৃতা মুষ্টিদীর্ঘাধো-মুখতর্জ্জনী। অবগুণ্ঠনমুদ্রেয়মভিতো ভ্রামিতা সতী। অন্যোঽন্যাভিমুখাশ্লিষ্টকনিষ্ঠানামিকা পুনঃ। তথৈব তর্জ্জনীমধ্যা ধেনুমুদ্রা সমীরিতা। অমৃতীকরণং কুর্য্যাৎ তয়া সাধকসত্তমঃ। অন্যোঽন্যগ্রথিতাঙ্গুষ্ঠা প্রসারিতপরাঙ্গুলী। মহামুদ্রেয়মাখ্যাতা পরমী-করণে বুধৈঃ প্রয়োজয়েদিমা মুদ্রা দেবতাহ্বানকর্ম্মণি॥" ইতি। অঙ্গ-ব্যূহানীতি। অঙ্গব্যূহানি হৃদয়াদীনি জলাদ্যৈঃ উদকদানাদ্যৈঃ পাদ্যা-

এই আবাহনী মুদ্রা করিয়া হস্তদ্বয় অধোমুখ করিলেই স্থাপনী মুদ্রা হয়। হস্তদ্বয়ের অঙ্গুষ্ঠ উচ্ছ্রিত করিয়া মুষ্টি বন্ধনপূর্ব্বক উভয় মুষ্টি যুক্ত করিলে সন্নিধাপনী মুদ্রা হয়। উক্ত মুদ্রাতে অঙ্গুষ্ঠদ্বয় মুষ্টিমধ্যে প্রবেশিত করিবে, ইহাকে সংরোধনী মুদ্রা বলিয়া থাকে। হস্তদ্বয় উত্তান করিয়া মুষ্টিবন্ধন করিলে সম্মুখীকরণী মুদ্রা হয়। আর দেবতার অঙ্গে যে ষড়ঙ্গ-ন্যাস তাহাকে সকলীকরণ মুদ্রা বলা যায়। বামহস্তে মুষ্টিবন্ধন করিয়া তর্জনীকে দীর্ঘভাবে অধোমুখ করিবে এবং এই মুদ্রাকে চতুর্দ্দিকে ভ্রামিত করিবে, ইহাকে অবগুণ্ঠন মুদ্রা বলে। বামহস্তের কনিষ্ঠা ও দক্ষিণ হস্তের অনামিকা, দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠা ও বামহস্তের অনামিকা, বামহস্তের তর্জ্জনী ও দক্ষিণ হস্তের মধ্যমা, দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী ও বাম-হস্তের মধ্যমা পরস্পর সম্মুখ ও সংযুক্ত করিলে ধেনুমুদ্রা হয়। এই ধেনুমুদ্রাদ্বারা সাধক পূজা দ্রব্যের অমৃতীকরণ করিবে। উভয় হস্তের অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলি পরস্পর গ্রথিত করিয়া অপর অঙ্গুলিসকল প্রসারিত করিবে। ইহাকে মহামুদ্রা বলে, এই মুদ্রা পরমীকরণে প্রশস্ত। দেব-তার আবাহন কার্য্যে এই সকল মুদ্রা প্রয়োগ করিবে। অনন্তর পাদ্যাদিদ্বারা হৃদয়াদি ষড়ঙ্গের পূজা করিয়া অথবা হনূমান প্রভৃতি

দিভিঃ সম্পূজ্যেত্যর্থঃ। অঙ্গব্যূহানিলজাদ্যৈরিতি পাঠে অঙ্গব্যূহৈঃ অনিলজাদ্যৈঃ হনুমদাদ্যৈশ্চ সাকং দেবং পূজ্যেত্যন্বয়ঃ। অঙ্গব্যূহানলাদ্যৈরিতি তু যুক্তঃ পাঠঃ। নলাদ্যৈঃ নীলাদ্যৈঃ ষোড়শভিঃ সহেত্যর্থঃ। তেষাং স্থানানি "আগ্নেয়াদিষু কোণেষু হৃদয়াদীনি পূজয়েৎ। নেত্রমগ্রে দিশাস্বস্ত্রম্" ইতি। অঙ্গমুদ্রা যথা—"অঙ্গন্যাসস্য যা মুদ্রাস্তাসাং লক্ষণমুচ্যতে। অনঙ্গুষ্ঠা ঋজবো হস্তশাখা ভবেন্মুদ্রা হৃদয়ে শিরস্যপি। অধোঽঙ্গুষ্ঠা খলু মুষ্টিঃ শিখায়াং করদ্বন্দ্বাঙ্গুলয়ো বর্ম্মণি স্যুঃ॥ নারাচমুষ্ট্যুদ্ধৃতবাহুযুগ্মকাঙ্গুষ্ঠতর্জ্জন্যুদিতো ধ্বনিস্ত। বিষগ্নিষিক্তঃ কথিতাস্ত্রমুদ্রা বজ্রাক্ষিণী তর্জ্জনিমধ্যমে স্তঃ। নেত্রত্রয়ং তত্র ভবেদনামা ষড়ঙ্গমুদ্রাঃ কথিতা যথাবৎ" ইতি। ধৃষ্ট্যাদিকৈরিতি স্পৃষ্ট্যাদীনন্যে পঠন্তি। তথাহি— "পূজয়েদ্বৈষ্ণবে পীঠে মূর্ত্তিং মূলেন কল্পয়েৎ। শ্রীং সীতায়ৈ দিগন্তেন সীতাং পার্শ্বগতাং যজেৎ। অগ্রে পার্শ্বদ্বয়ে শার্ঙ্গশরানঙ্গানি তদ্বহিঃ। হনুমন্তং সসুগ্রীবং ভরতং সবিভীষণম্। লক্ষ্মণাঙ্গদশত্রুঘ্নান্ জাম্ববন্তং দলেষ্বিমান্। বাচয়ন্তং হনূমন্তমগ্রতো ধৃতপুস্তকম্। যজেদ্ভরতশত্রুঘ্নৌ

কিম্বা নলাদি ষোড়শ অঙ্গব্যূহের পূজা করিয়া দেবের পূজা করিবে। অগ্ন্যাদি কোণে এই অঙ্গ পূজা করিতে হইবে। অঙ্গন্যাসের যে মুদ্রা কথিত আছে, তাহার লক্ষণ বলিতেছেন।—অঙ্গুষ্ঠাভিন্ন অঙ্গুলি সকল সরল করিয়া হৃদয়ে ও শিরোদেশে ন্যাস করিবে। অঙ্গুষ্ঠা অধোগত করিয়া মুষ্টিবন্ধন করিলে শিখান্যাসের মুদ্রা হয়। উভয় হস্তের সর্ব্বাঙ্গুলিদ্বারা কবচ ন্যাস করিবে। নারাচ মুদ্রার ন্যায় তর্জ্জনী ও মধ্যমা দ্বারা করতলে ধ্বনি করিবে, ইহাকেই অস্ত্রমুদ্রা বলে এবং তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামা এই অঙ্গুলিত্রয়ে নেত্রে ন্যাস করিবে, এই ষড়ঙ্গমুদ্রা কথিত হইল। শাস্ত্রান্তরে উক্ত আছে যে, শ্রীরামের পীঠোপরি মূলমন্ত্রে মূর্ত্তিকল্পনা করিয়া শ্রীঁ সীতায়ৈ নমঃ এই মন্ত্রে শ্রীরামের পার্শ্বগতা সীতার পূজা করিয়া অগ্রভাগে পার্শ্বদ্বয়ে শৃঙ্গ নির্ম্মিত শর এবং অঙ্গ পূজা করিবে। তাহার বহির্ভাগে অষ্টদলে হনূমান, সুগ্রীব, ভরত, বিভীষণ, লক্ষণ, অঙ্গদ, শত্রুঘ্ন ও জাম্ববান এই সকলের পূজা করিতে হইবে। হনূমান শ্রীরামের

বশিষ্ঠাদ্যৈর্মুনিভির্নীলমুখ্যৈ-
রারাধয়েদ্রাঘবং চন্দনাদ্যৈঃ।
মুখ্যোপহারৈর্ব্বিবিধৈশ্চ পূজ্য
স্তস্মৈ জপাদীংশ্চ সমর্প্য সম্যক্ ॥ ৬ ॥

পার্শ্বয়োর্ধৃতচামরৌ। ধৃতাতপত্রং হস্তাভ্যাং লক্ষ্মণং পশ্চিমে যজেৎ। সৃষ্টিং জয়ন্তং বিজয়ং সুরাষ্ট্রং রাষ্ট্রবর্দ্ধনম্। অকোপং ধর্ম্মপালাখ্যং সুমন্ত্রঞ্চ দলাগ্রতঃ। সর্ব্বাভরণসম্পন্নাল্লোকেশানর্চ্চয়েত্ততঃ। তদস্ত্রাণি ততো বাহ্যে বজ্রাদীনি চ পূজয়েৎ॥" ইতি ॥ ৫ ॥

বশিষ্ঠাদ্যৈরিতি। বশিষ্ঠ-বামদেব-জাবাল-গৌতম-ভরদ্বাজ-কুশিক-বাল্মীকি-নারদ-সনক-সনন্দন-সনাতন-সনৎকুমারান্ দ্বাদশ কমণ্ডলুধরান্ সর্ব্বান্ মন্ত্রমুচ্চরতো মুনীন্ দ্বাদশাব্জেষু অর্চ্চয়েৎ পূর্ব্বদিক্‌ক্রমেণ চ তৎ-

সম্মুখে পুস্তক ধারণ করিয়া পাঠ করিতেছেন, ভরত ও শত্রুঘ্ন উভয়পার্শ্বে চামর ধারণ করিয়াছেন, লক্ষ্মণ পশ্চাদ্ভাগে ছত্রধারণ করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, এইরূপ চিন্তা করিয়া পূজা করিবে। অনন্তর সৃষ্টি, জয়ন্ত, বিজয়, সুরাষ্ট্র, রাষ্ট্রবর্দ্ধন, অকোপ, ধর্ম্মপাল ও সুমন্ত্র পদ্মের দলাগ্রে এই সকলের পূজা করিতে হইবে। তৎপরে সর্ব্বাভরণযুক্ত ইন্দ্রাদি লোকপাল ও তাহাদিগের বজ্রাদি অস্ত্রের পূজা করিবে॥ ৫ ॥

অনন্তর দ্বাদশদলপদ্মের দ্বাদশদলে পূর্ব্বাদি ক্রমে বশিষ্ঠ, বামদেব, জাবাল, গৌতম, ভরদ্বাজ, কুশিক, বাল্মীকি, নারদ, সনক, সনন্দন, সনাতন ও সনৎকুমার কমণ্ডলুধারী এই দ্বাদশ মুনির পূজা করিবে। এই সকল মুনি মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া স্তব করিতেছেন, এইরূপ চিন্তা করিয়া পূজা করিতে হইবে। তৎপরে ষোড়শদল পদ্মের ষোড়শপত্রে পূর্ব্বাদিক্রমে নীল, সুষেণ, মান্দ্য, শরভ, দ্বিবিদ, গবাক্ষ, কিরীট, কুণ্ডল, শ্রীবৎস, কৌস্তুভ, শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম এই সকলের পূজা করিবে। চন্দনাদি বিবিধ উপচারদ্বারা এই সকল অঙ্গদেবতার পূজা করিতে হইবে। এইরূপে পূজা করিয়া মূলমন্ত্র জপ করিবে এবং সেইরূপ

এবম্ভূতং জগদাধারভূতং
রামং বন্দে সচ্চিদানন্দরূপম্।
গদাদি-শঙ্খাব্জধরং ভবারিং
স যো ধ্যায়েন্মোক্ষমাপ্নোতি সর্ব্বতঃ॥ ৭॥
বিশ্বব্যাপী রাঘবোঽথো তদানী-
মন্তর্দ্দধে শঙ্খচক্রে গদাব্জে।
ধৃত্বা রমাসহিতঃ সাবৃতশ্চ
সসপত্নজঃ সানুজঃ সর্ব্বলোকী॥ ৮॥

পরান্। নীলমুখ্যৈরিতি—নীল-সুষেণ-মৈন্দ-শরভ-দ্বিবিদ-ধনদ-গবাক্ষ-কিরীট-কুণ্ডল-শ্রীবৎস-কৌস্তুভ-শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মানি ষোড়শাব্জে অর্চ্চয়েৎ পূর্ব্বদিক্‌ক্রমেণ কৃতাঞ্জলীন্। চন্দনাদ্যৈঃ সুগন্ধিভিঃ জপাদীনিতি। আদিশব্দেন উপচারাঃ। জপসমর্পণে মন্ত্রঃ—গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্তা ত্বং গৃহাণাস্মৎকৃতং জপম্। সিদ্ধির্ভবতু মে দেব! ত্বৎপ্রসাদাত্ত্বয়ি স্থিতাঃ॥" ইতি। অরিচক্রম্ সর্ব্বতঃ সর্ব্বস্মাৎ বন্ধনাৎ। সর্ব্বঃ ইতি তু যুক্তঃ পাঠঃ॥ ৬-৭॥

রাঘবঃ অথো তদানীম্ ইতি পদচ্ছেদঃ। অন্তর্দ্দধে লোকাদৃশ্যো বভূব ন তু দেহধর্ম্মং গতঃ রামায়ণেঽপি তেনৈব রূপেণ ব্রহ্মলোকে গমনমুক্তম্।

শ্রীরামে সমর্পণ করিয়া এইরূপে প্রার্থনা করিবে যে, তুমি অতি গুহ্য ও সকলের গোপ্তা, তুমি আমাদিগের এই জপ গ্রহণ কর। আমি যেন তোমার প্রসাদে সিদ্ধিলাভ করিতে পারি॥ ৬॥

যিনি উক্তরূপে জগদাধার ভূত সচ্চিদানন্দরূপী জগতের আদিভূত শঙ্খপদ্মধারী, ভববিনাশক, শ্রীরামচন্দ্রের ধ্যান করে সে সর্ব্ববিষয়ে সংসার হইতে বিমুক্ত হইয়া মোক্ষলাভ করিবে॥ ৭॥

শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী বিশ্বব্যাপী রাম রঘুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া রাক্ষসধ্বংসাদি দেবকার্য্য সাধনান্তে অনুজগণের সহিত সপরিবারে

তদ্ভক্ত্যা যে লব্ধকামাংশ্চ ভূক্ত্বা
তথা পদং পরমং যান্তি তে চ।
ইমা ঋচঃ সর্ব্বকামার্থদাশ্চ
যে তে পঠন্ত্যমলা যান্তি মোক্ষম্।
যে তে পঠন্ত্যমলা যান্তি মোক্ষম্॥ ৯॥

ইতি দশমঃ খণ্ডঃ॥ ১০॥

ইত্যথর্ব্ববেদে রামপূর্ব্বতাপনীয়োপনিষৎ সমাপ্তা॥

সাবৃতঃ আবরণৈঃ পরিবারৈঃ সহিতঃ সসপত্নজঃ সপত্নজেন বৈরিসন্তানেনাপি সহিতঃ সমদর্শিত্বাৎ সর্ব্বলোকী সর্ব্বদর্শী॥ ৮॥

যে তদ্ভক্তাঃ তে কামান্ লভন্তে লব্ধাংশ্চ কামান্ ভুক্ত্বা পরং পদং যান্তি। উপনিষৎপাঠে ফলমাহ ইমা ইতি দ্বিরুক্তিঃ সমাপ্ত্যর্থা। দশাবরণপূজা গণসংহিতায়ামুক্তা—"ষট্‌কোণে প্রথমা বৃত্তিঃ স্যাদঙ্গৈরন্বিতঃ ক্রমাৎ। দ্বিতীয়াত্মাদিকৈঃ প্রোক্তা দেবৈরষ্টাব্জমূলকে॥" ইতি। তথা আত্মা নিবৃত্তিঃ অন্তরাত্মা প্রতিষ্ঠা পরমাত্মা বিদ্যা জ্ঞানাত্মা শান্তিঃ ইত্যা-

অন্তর্ধান হইয়াছিলেন তখন আর তাঁহাকে কেহ দেখিতে পাইল না। তিনি সর্ব্বত্র সমদর্শী ছিলেন, এই নিমিত্ত শত্রুসন্তানগণকে সঙ্গে লইয়া অন্তর্হিত হইয়াছিলেন॥ ৮॥

যাহারা শ্রীরামের ভক্ত, তাহারা সর্ব্বকাম লাভ করে এবং সর্ব্বকাম ভোগ করিয়া সংসার হইতে মুক্ত হইয়া পরমপদ প্রাপ্ত হয়। এই সকল মন্ত্রই সর্ব্বকামার্থপ্রদ, যাঁহারা এই উপনিষৎ পাঠ করেন, তাঁহারা সর্ব্বপাপ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া মোক্ষপদ লাভ করিয়া থাকেন। গণসংহিতাতে দশাবরণ পূজাতে উক্ত আছে যে, পূর্ব্বোক্ত যন্ত্রের ষট্‌কোণে ষড়ঙ্গ-

দয়ঃ। "তৃতীয়া বাসুদেবাদ্যৈরষ্টপত্রে তথৈব চ। চতুর্থী বায়ুপুত্রাদ্যৈঃ পত্রাগ্রে পূর্ব্বতঃ ক্রমাৎ। ধৃষ্ট্যাদ্যৈঃ পঞ্চমী বৃত্তির্দ্বিতীয়াষ্টদলে তথা। ষষ্ঠী দ্বাদশপত্রেষু নারদাদ্যৈর্ম্মহর্ষিভিঃ। সপ্তমী ষোড়শাব্জে স্যান্নীলাদ্যৈঃ কপিপুঙ্গবৈঃ। ধ্রুবাদ্যৈরষ্টমী জ্ঞেয়া দ্বাত্রিংশদ্দলপদ্মকে। ইন্দ্রাদ্যৈর্ভূগৃহে চাদ্যে নবমাবরণং শুভম্। দশাবরণপূজেয়ং কর্ত্তব্যা সাধকোত্তমৈঃ॥" ইতি। পূজাযন্ত্রে চৈতান্যাবরণানি অস্য ধারণযন্ত্রাদয়ং বিশেষঃ। অত্র হি ষট্‌কোণাদিভূপুরান্তে দেবরূপাণি ভবন্তি। ধারণযন্ত্রে তু মন্ত্রবর্ণা ইতি আবরণক্রমোঽপ্যয়মেব শ্রুতৌ দ্রষ্টব্যঃ পাঠক্রমাদর্থক্রমস্য বলীয়স্ত্বাৎ॥ ৯॥

নারায়ণেন রচিতা শ্রুতিমাত্রোপজীবিনা।
অস্পষ্টপদবাক্যানাং রামপূর্ব্বস্য দীপিকা॥

ইতি দশমঃ খণ্ডঃ॥ ১০॥

ইতি রামপূর্ব্বতাপনীয়োপনিষদো-দীপিকা সম্পূর্ণা॥

পূজা করিবে, ইহাই প্রথমাবরণ। আত্মা, নিবৃত্তি. অন্তরাত্মা, প্রতিষ্ঠা, পরমাত্মা, বিদ্যা, জ্ঞানাত্মা ও শান্তি অষ্টদলপদ্মের অষ্টপত্রে এই অষ্ট দেবতার পূজা করিবে, ইহাই দ্বিতীয় আবরণ। ঐ অষ্টপত্রে বাসুদেবাদির পূজা করিবে, ইহাই তৃতীয় আবরণ। পত্রের অগ্রে পূর্ব্বাদিক্রমে হনুমান্ প্রভৃতির পূজা করিবে, ইহাই চতুর্থ আবরণ। দ্বিতীয় অষ্টদলে দৃষ্ট্যাদির পূজা করিবে, ইহাই পঞ্চমাবরণ। দ্বাদশদলপদ্মের পত্রেতে নারদাদি ঋষিগণের পূজা করিবে, ইহাই ষষ্ঠ আবরণ। ষোড়শদল পদ্মের পত্রেতে নীলাদি কপিগণের পূজা করিবে, ইহাই সপ্তমাবরণ। দ্বাত্রিংশৎপত্রে যে ধ্রুবাদি অষ্টবসুর পূজা করিবে, তাহাই অষ্টম আবরণ। ভূতপূর্ব্বে যে ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পালের পূজা করিবে, তাহাই নবমাবরণ। আর

বজ্রাদি অস্ত্রই দশমাবরণ। সাধকগণ এই দশবিধ আবরণ পূজা করিবে। পূজাযন্ত্রেই এইরূপ আবরণ পূজা করিতে হইবে। ধারণযন্ত্রে বিশেষ আছে। ধারণযন্ত্রে ষট্‌কোণাদি ভূপুর পর্য্যন্ত মন্ত্রবর্ণ সকলকে দেবতা-রূপে পূজা করিবে। উপনিষদের বাক্য দুইবার পাঠ করিবে, ইহাই প্রাচীন পদ্ধতি, অতএব "যে পঠন্ত্যমলাযান্তি মোক্ষং" এই বাক্য বারদ্বয় উল্লিখিত হইয়াছে ॥ ৯ ॥

ইতি দশম খণ্ড ॥ ১০

রামপূর্ব্বতাপনী সমাপ্ত

॥ ওঁ ॥ তৎসৎ ॥ ওঁ ॥

অথর্ব্ববেদীয়-

রামতাপনী।

উত্তরভাগঃ।

প্রথমঃ খণ্ডঃ

॥ ওঁ ॥ পরমাত্মনে নমঃ ॥ ওঁ ॥

ওঁ বৃহস্পতিরুবাচ যাজ্ঞবল্ক্যম্। যদনু কুরুক্ষেত্রং দেবানাং দেবযজনং সর্ব্বেষাং ভূতানাং ব্রহ্মসদনম্। অবি-

---

ওঁ রামোত্তরতাপনীয়ং স্বরূপমহিমোক্তয়ে।
রামচন্দ্রস্য ষট্‌ত্রিংশ খণ্ডপঞ্চকমণ্ডিতম্॥

ঋষিসংবাদেন রামচন্দ্রস্য মন্ত্রতোঽর্থশ্চ মহিমানং স্বরূপঞ্চ প্রকাশয়িতু-মাদৌ ক্ষেত্রোত্তমং বিবিনক্তি বৃহস্পতিরুবাচ যাজ্ঞবল্ক্যমিতি। যৎ ক্ষেত্রম্

ঋষিসংবাদ প্রসঙ্গে মন্ত্রত ও অর্থত শ্রীরামচন্দ্রের মাহাত্ম্য ও স্বরূপ প্রকাশার্থ আদিতে ক্ষেত্রবিবরণ করিতেছেন।—বৃহস্পতি যাজ্ঞবল্ক্যকে

মুক্তং বৈ কুরুক্ষেত্রং দেবানাং দেবযজনং সর্ব্বেষাং ভূতানাং ব্রহ্মসদনম্। তস্মাদ্ যত্র ক্বচন গচ্ছতি তদেব মন্যেতেতি ॥ ১ ॥

অনু হীনং কুরুক্ষেত্রং কুরুক্ষেত্রাদপি যন্মহিম্না অধিকং কুরুক্ষেত্রং হি কুরোঃ ব্রহ্মণো বরদানাৎ ক্ষেত্রোত্তমং প্রসিদ্ধং তত্তু যতো হীনমিত্যর্থঃ। হীনে দ্যোতে অনুঃ কর্ম্মপ্রবচনীয়ম্ তদ্‌যোগে যদিতি দ্বিতীয়া। তথা দেবানামপি দেবপূজাস্থানং তথা সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং ব্রহ্মলোকতুল্যং তৎ বাক্‌পতিঃ যজ্ঞবল্ক্যাপত্যং প্রতি উবাচ তন্নামতো লিঙ্গতশ্চ দর্শয়েতি পপ্রচ্ছেত্যর্থঃ। যাজ্ঞবল্ক্যস্তু উত্তরয়ন্ তাবত্তন্নামতো নির্দ্দিশতি অবিমুক্তং বৈ ইতি। ন বিমুক্তম্ ঈশ্বরেণাপরিত্যক্তম্ অবিমুক্তং বারাণসীক্ষেত্রং কুরুক্ষেত্রং কুরু ইতি দেবৈঃ প্রার্থিতেন শিবেন কৃতত্বাৎ কুরুক্ষেত্রম্। তথা দেবানামিত্যাদি বিশেষণদ্বয়ম্ উত্তরেঽপ্যনূদিতম্। দেশান্তরং তদ্দৃষ্ট্যোপাস্যমিত্যাহ তস্মাদিতি। তদেব অবিমুক্তমেব মন্যেত জানীয়াৎ ॥ ১ ॥

জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ব্রহ্মার বরদানে কুরুক্ষেত্র সর্ব্বক্ষেত্রোত্তম বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, যে ক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র হইতেও অধিক, দেবতাদিগেরও দেবপূজা স্থান এবং সর্ব্বপ্রাণীর ব্রহ্মলোকতুল্য, সেই ক্ষেত্র কি? তাহা আমাকে উপদেশ কর? এইরূপে বৃহস্পতি যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলে যাজ্ঞবল্ক্য বৃহস্পতিকে সেই সর্ব্বোত্তম ক্ষেত্র উপদেশ করিতেছেন।—যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন,—যাহা কখন মহেশ্বর পরিত্যাগ করেন না, সেই বারাণসী ক্ষেত্রই সর্ব্বপ্রধান ক্ষেত্র। দেবগণ মহাদেবের নিকট প্রার্থনা করিলে মহাদেব এই ক্ষেত্রোত্তম বারাণসী প্রস্তুত করেন, অতএব ইহাকেও কুরুক্ষেত্র বলিয়া থাকে, ইহাই অবিমুক্ত স্থান বলিয়া জানিবে। অতএব দেশান্তরকেও বারাণসীর ন্যায় জ্ঞান করিবে। যেথানেই গমন করুন্ না কেন, সর্ব্বত্রই অবিমুক্ত স্থান জ্ঞান করিবে। ১ ॥

ইদং বৈ কুরুক্ষেত্রং দেবানাং দেবযজনং সর্ব্বেষাং ভূতানাং ব্রহ্মসদনম্। অত্র হি জন্তোঃ প্রাণেষূৎক্রমমাণেষু রুদ্রস্তারকং ব্রহ্ম ব্যাচষ্টে যেনাসাবমৃতী ভূত্বা মোক্ষী ভবতি। তস্মাদবিমুক্তমেব নিষেবেত অবিমুক্তং ন বিমুঞ্চেদেবমেবৈতদ্ যাজ্ঞবল্ক্য ॥ ২

ইতি প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥ ১ ॥

তস্য মননোল্লেখমাহ ইদং বা ইতি ইদং যত্র বয়ং বিচরামঃ তদেব বিশেষণত্রয়যুক্তমবিমুক্তমিতি মন্তেতেত্যন্বয়ঃ। এবং কৃতে সতি অবিমুক্ত নিবাসফলং ভবতীতি ভাবঃ। নন্বন্যান্যেভ্যঃ ক্ষেত্রেভ্যঃ কো বিশেষঃ? অত্রাহ অত্র হীতি। জন্তোঃ প্রাণিমাত্রস্য ন মনুষ্যস্যৈব তারকং ষড়ক্ষরং বীজং বা। তস্য কিং ফলম্? অত আহ যেনেতি। অমৃতীভূত্বা ব্রহ্মীভূয় মোক্ষী ভবতি মোক্ষোঽস্যাস্তীতি বন্ধাদ্রহিতো ভবতি। কর্ত্তব্যমাহ তস্মাদিতি। নিষেবণং চিন্তনাদি দেশান্তরস্থস্যাপি সম্ভবতীত্যত উক্তং ন বিমুঞ্চেদিতি। এবমেবৈতৎ ভবদুক্তং যাজ্ঞবল্ক্যোক্তিং আহ বৃহস্পতিঃ যাজ্ঞবল্ক্যেনোক্তমর্থং স্বীকৃতবান্। এবমেষ ভগবন্ ইতি পাঠে

এইরূপে মনন করিতে হইবে যে, আমরা যে স্থানের বিবরণ করিতেছি, তাহাই কুরুক্ষেত্র, অর্থাৎ দেবগণের প্রার্থনানুসারে শিব নির্ম্মিত স্থান, উহা দেবতাদিগের দেবপূজার আস্পদ এবং সর্ব্বভূতের মোক্ষপ্রদ। অন্যান্য ক্ষেত্র হইতে ইহার বিশেষ এই যে, এই স্থানে সর্ব্বপ্রাণীরই প্রাণপ্রয়াণসময়ে রুদ্র তারকব্রহ্ম নাম বা "ওঁ রামায় নমঃ" এই ষড়ক্ষর মন্ত্র প্রদান করেন, ইহাতেই প্রাণিগণ ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া মোক্ষলাভ করে, তাহার সর্ব্বপ্রকার সংসারবন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়। অতএব সেই অবিমুক্ত স্থান সর্ব্বদা চিন্তা করিবে। কেহই এই অবিমুক্ত স্থানের চিন্তা পরিত্যাগ করিবে না, দেশান্তরে থাকিয়াও উক্ত

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

অথ হৈনং ভরদ্বাজঃ পপ্রচ্ছ যাজ্ঞবল্ক্যম্ কিং তারকং? কিং তরতীতি? স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ তারকং বিন্দু-পূর্ব্বকং দীর্ঘানলং পুনর্ম্মায়নমঃ চন্দ্রায়নমঃ ভদ্রায়নমঃ

হে ভগবন্! এষঃ ভবদুক্তোঽর্থঃ এবং নান্যথা ইতি যাজ্ঞবল্ক্যং শ্রোতা বৃহস্পতিরাহ ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

ইতি প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥ ১ ॥

এবং বৃহস্পতিপ্রোক্তার্থতত্ত্বং যাজ্ঞবল্ক্যং প্রশ্নস্বরূপম্ আহ কিং তারক-মিতি। ননু তরণক্রিয়া কর্ম্ম প্রসিদ্ধমেব ইত্যাশঙ্ক্য প্রশ্নস্য বিশেষতামাহ কিং তরতীতি। যৎ তরতি সংসারং তারয়তি তস্য কিং স্বরূপমিত্যর্থঃ। তরতিরন্তর্ভূতণ্যর্থঃ। যদ্বা কর্ম্মপ্রশ্নোঽয়ং যস্য গর্ভেত্যাদ্যুত্তরং ভাবি উত্তরমাহ স হেতি। দীর্ঘানলং দীর্ঘে আকারে আরূঢ়ঃ অনলঃ রেফঃ যস্মিন্ তৎ তচ্চ বিন্দুপূর্ব্বকং বিন্দোঃ পূর্ব্বমেব পূর্ব্বকং বা সিদ্ধম্। দীর্ঘা-

স্থানের চিন্তা করিলে পূর্ব্ববৎ ফল লাভ হয়। বৃহস্পতি যাজ্ঞবল্ক্যের কথা শ্রবণ করিয়া স্বীকার করিলেন ॥ ২ ॥

ইতি প্রথম খণ্ড ॥ ১ ॥

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যাজ্ঞবল্ক্য বৃহস্পতিকে উপদেশ করিলে ভরদ্বাজ যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—তারকব্রহ্ম কাহাকে বলা যায়? অর্থাৎ যাহা সংসার হইতে পরিত্রাণ করে, তাহার স্বরূপ কি? ইহাই ভরদ্বাজ যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য ভরদ্বাজের প্রশ্ন শ্রবণ

ইতি। ওঁ তৎ ব্রহ্মাত্মকাঃ সচ্চিদানন্দাখ্যা ইত্যুপাসিতব্যাম্ ॥ ১ ॥

অকারঃ প্রথমাক্ষরো ভবতি উকারো দ্বিতীয়াক্ষরো ভবতি মকারস্তৃতীয়াক্ষরো ভবতি অর্দ্ধমাত্রশ্চতুর্থাক্ষরো ভবতি বিন্দুঃ পঞ্চমাক্ষরো ভবতি নাদঃ ষষ্ঠাক্ষরো ভবতি

নলং রা ইতি পুনর্ম্মায় নমঃ ইতি স্বরূপম্। চন্দ্রায় নমঃ ভদ্রায় নমঃ ইতি দ্বৌ মন্ত্রৌ পৃথক্। তদুক্তম্—"রামেতি রামভদ্রেতি রামচন্দ্রেতি বা স্মরন্। নরো ন লিপ্যতে পাপৈর্ভুক্তিং মুক্তিঞ্চ বিন্দতি॥" ইতি। ওঁ রূপাঃ তদ্রূপাঃ ব্রহ্মরূপাঃ তথা সদাখ্যাশ্চিদাখ্যা আনন্দাখ্যাশ্চেত্যেবমেতা রামাদ্যাখ্যা উপাসিতব্যাঃ। তদুক্তং গীতায়াম্—"ওঁ তৎসদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ। ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরাঃ॥" ইতি॥ ১ ॥

ওঙ্কারাত্মিকা রামাদ্যাখ্যা ইত্যুক্তম্ তেন রামাদীনাং তারকত্বমুপপাদয়িতুমোঙ্কারস্য তারকত্বমুপপাদয়তি অকার ইত্যাদিনা। অকারাদয়-

---

করিয়া কহিতেছেন, "রামায় নমঃ, রামচন্দ্রায় নমঃ, রামভদ্রায় নমঃ" এই সকল মন্ত্র তারক। শাস্ত্রান্তরে উক্ত আছে যে, রাম, রামভদ্র বা রামচন্দ্র এইরূপে স্মরণ করিলে সেই ব্যক্তি সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিবিধ ভোগাবসানে মুক্তিপদ লাভ করে। রামাদিমন্ত্রত্রয় ওঁস্বরূপ, তৎস্বরূপ ও ব্রহ্মস্বরূপ এবং সৎস্বরূপ, চিৎস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপে উপাসনা করিবে। গীতাতে উক্ত আছে যে, "ওঁ, তৎ ও সৎ" এইরূপ ব্রহ্মের ত্রৈবিধ্য প্রসিদ্ধ আছে, এই নিমিত্ত পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ, দেবতা ও যজ্ঞ বিহিত হইয়াছে॥ ১ ॥

রামনাম ওঙ্কারাত্মক, ইহাই পূর্ব্বশ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, অতএব রামাদিনামের তারকত্ব জানা যায়, ইহা প্রতিপাদনর্থ ওঙ্কারের তারকত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন।—"ওঁ" এই তারকমন্ত্রের প্রথমাক্ষর অকার,

তারকত্বাত্তারকো ভবতি তদেব তারকং ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি তদেবোপাস্যমিতি জ্ঞেয়ম্ গর্ভ-জন্ম-জরা-মরণ-সংসার-মহদ্ভয়াৎ সন্তারয়তীতি তস্মাদুচ্যতে তারকমিতি ॥ ২ ॥

য এতত্তারকং ব্রাহ্মণো নিত্যমধীতে স সর্ব্বং পাপ্মানং তরতি স মৃত্যুং তরতি স ব্রহ্মহত্যাং তরতি স ভ্রূণহত্যাং তরতি স বীরহত্যাং তরতি স সর্ব্বহত্যাং তরতি স সংসারং তরতি স সর্ব্বং তরতি সোঽবিমুক্তমাশ্রিতো ভবতি স মহান্ ভবতি সোঽমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতীতি ॥ ৩ ॥

ইতি দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥ ২ ॥

স্ত্রয়ো মূর্ত্তাঃ অর্দ্ধমাত্রাদয়স্ত্রয়োঽমূর্ত্তাঃ নাদাৎ পরে শক্তিশান্তাখ্যে অপ্যবস্থে বেদিতব্যে। তদেব রাং বীজমেব প্রণবাত্মকত্বাদ্ব্রহ্মণো বাচকম্ অবিমুক্তং বারাণসীক্ষেত্রম্ যত্র তত্র স্থিতো বারাণশ্যামেব স্থিতো ভবতি যত্র তত্র মৃতো বারাণশ্যামেব মৃতো ভবতীত্যর্থঃ। আশ্রিতো ভবতীত্য-

---

দ্বিতীয়াক্ষর উকার, তৃতীয়াক্ষর মকার, চতুর্থাক্ষর অর্দ্ধমাত্রা এবং ষষ্ঠাক্ষর নাদ। এই ষড়ক্ষরাত্মক প্রণবমন্ত্রই তারক, অর্থাৎ উক্ত মন্ত্র জপ করিলে সংসার হইতে পরিত্রাণ পায়। রাং এই বীজও প্রণবাত্মক; সুতরাং এই বীজকেও তারক বলিয়া জানিতে হইবে। অতএব এই তারক মন্ত্রের উপাসনা করিবে। যেহেতু এই মন্ত্র, গর্ভ, জন্ম, জরা ও মরণজন্যপ্রভৃতি সংসারভয় হইতে পরিত্রাণ করে, অতএব উক্ত রাম মন্ত্রকে তারক বলা যায় ॥ ২ ॥

যে ব্যক্তি উক্ত তারকমন্ত্র নিত্য জপ করে, সেই ব্যক্তি সকল প্রকার পাপ, মৃত্যুভয়, ব্রহ্মহত্যা, ভ্রূণহত্যা, বীরহত্যা, সর্ব্বহত্যাপ্রভৃতি পাপ হইতে পরিত্রাণ পান, সংসার হইতে অপসৃত হইতে পারে, অবিমুক্ত

তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ।

অথৈতে শ্লোকা ভবন্তি।

অকারাক্ষরসম্ভূতঃ সৌমিত্রির্ব্বিশ্বভাবনঃ।
উকারাক্ষসম্ভূতঃ শত্রুঘ্নস্তৈজসাত্মকঃ ॥ ১ ॥
প্রজ্ঞাত্মকস্তু ভরতো মকারাক্ষরসম্ভবঃ।
অর্দ্ধমাত্রাত্মকো রামো ব্রহ্মানন্দৈকবিগ্রহঃ ॥ ২ ॥

স্থানন্তরং স মহান্ ভবতীতি কৈশ্চিৎ পঠ্যতে তেন ভুক্তিরুক্তা অমৃতত্বঞ্চেতি মুক্তিরুক্তা ॥ ২-৩ ॥

ইতি দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥ ২ ॥

প্রণবষড়ক্ষরাণাং ক্রমেণার্থানাহ মন্ত্রৈঃ অথৈতে ইত্যাদিনা। বিশ্বভাবনঃ বিশ্বাভিধানঃ জাগ্রদভিমানী সঙ্কর্ষণঃ তৈজসাত্মকঃ স্বপ্নাভিমানী প্রদ্যুম্নঃ প্রজ্ঞাত্মকঃ সুষুপ্ত্যভিমানী অনিরুদ্ধঃ রামঃ ॥ ১-২ ॥

স্থান বারাণসীকে আশ্রয় করিতে পারে, সে অতি মহাত্মা হয় এবং অমৃত হয়, অর্থাৎ মুক্তিলাভ করিয়া থাকে ॥ ৩ ॥

ইতি দ্বিতীয় খণ্ড ॥ ২ ॥

অনন্তর প্রণবের ষড়ক্ষরের অর্থ কথিত হইতেছে।—প্রণবের অকারাক্ষর হইতে জাগ্রদাভিমানী সুমিত্রাতনয় লক্ষ্মণ সমুদ্ভূত হইয়াছেন, উকারাক্ষর হইতে স্বপ্নাভিমানী শত্রুঘ্নের সম্ভব হয়; মকারাক্ষর হইতে সুষুপ্ত্যভিমানী ভরত সমুদ্ভূত হইয়াছেন। রাম অর্দ্ধমাত্রাত্মক ইনি ব্রহ্মানন্দবিগ্রহ, অর্থাৎ সচ্চিদানন্দময়। এইরূপে প্রণবই রামাত্মক ॥ ১-২ ॥

শ্রীরামসান্নিধ্যবশাজ্জগদানন্দদায়িনী।
উৎপত্তিস্থিতিসংহারকারিণী সর্ব্বদেহিনাম্॥ ৩॥
সা সীতা ভবতি জ্ঞেয়া মূলপ্রকৃতিসংজ্ঞিতা।
প্রণবত্বাৎ প্রকৃতিরিতি বদন্তি ব্রহ্মবাদিনঃ ইতি॥ ৪॥

ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্ব্বং তস্যোপব্যাখ্যানং ভূতং ভবদ্ভবিষ্যদিতি সর্ব্বমোঙ্কার এব। যচ্চান্যত্রিকালাতীতং তদপ্যোঙ্কার এব। সর্ব্বং হ্যেতদ্ব্রহ্ম অয়মাত্মা ব্রহ্ম সোঽয়মাত্মা চতুষ্পাজ্জাগরিতস্থানো বহিঃপ্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতিমুখঃ স্থূলভুগ্-বৈশ্বানরঃ প্রথমঃ পাদঃ। স্বপ্ন-

---

তুরীয়াবস্থং ব্রহ্মকৃষ্ণাখ্যং বিন্দ্বর্থমাহ শ্রীরামেতি। আনন্দস্য ব্রহ্মাংশত্বাৎ কেবলয়া প্রকৃত্যা স দাতুমশক্যঃ কার্য্যকর্ত্তৃবিন্দ্বংশবাচ্যা কার্য্যোন্মুখী নাদাংশবাচ্যা সা রুক্মিণী। সীতায়াঃ শান্তিশান্তাখ্যে অপ্যবস্থে আহ প্রণবত্বাদিতি। বাচ্যবাচকভাবং ত্যক্ত্বা প্রণবেন যদাভেদং গতা তদা প্রকৃতিরিতি বদন্তি ব্রহ্মবাদিনঃ জ্ঞানিনঃ। ইতিশব্দঃ শ্লোকসমাপ্ত্যর্থঃ॥ ৩-৪॥

ত্রিকালাতীতম্ আত্মস্বরূপম্। ননু কথমেকস্য মূর্ত্তামূর্ত্তরূপতা? বিরোধাৎ অত আহ সর্ব্বং হ্যেতদ্ব্রহ্মেতি। মায়িকত্বাৎ মূর্ত্তস্য ন বিরোধ ইতি

শ্রীরামের সান্নিধ্যবশত জগতের আনন্দপ্রদায়িনী এবং সর্ব্বপ্রাণীর উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণীভূতা সীতাকে মূলপ্রকৃতিরূপা জানিবে। যখন সীতা প্রণবের সহিত অভেদপ্রাপ্ত হয়েন, তখন ব্রহ্মবাদীরা তাঁহাকে প্রকৃতি বলেন॥ ৩-৪॥

ওঁ এই অক্ষরই সর্ব্বময়। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই কালত্রয় সেই প্রণবের উপব্যাখ্যামাত্র, বাস্তবিক প্রণব ত্রিকালাতীত ও সর্ব্বময়। আর ত্রিকালাতীত অন্য যাহা কিছু আছে, তাহাও প্রণবাত্মক। সেই ত্রিকালাতীত প্রণবই আত্মস্বরূপ। এই সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ হইতে মূর্ত্তামূর্ত্তভেদে ব্রহ্মের

স্থানোঽন্তঃপ্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতিমুখঃ প্রবিবিক্ত-ভূক্ তৈজসো দ্বিতীয়ঃ পাদঃ। যত্র সুপ্তো ন কঞ্চন কামং কাময়তে ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি তৎ সুষুপ্তং সুষুপ্তস্থান একীভূতঃ প্রজ্ঞানঘন এবানন্দময়ো হ্যানন্দভুক্ চেতোমুখঃ প্রাজ্ঞস্তৃতীয়ঃ পাদঃ। এষ সর্ব্বেশ্বরঃ এষ সর্ব্বজ্ঞঃ এষো-ঽন্তর্য্যামী এষ যোনিঃ সর্ব্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং নান্তঃ প্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং নোভয়তঃ প্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞং না-প্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞাঘনং ন ঘনপ্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞানমদৃষ্টমব্যবহার্য্য-মগ্রাহ্যমলক্ষণমলিঙ্গমচিন্ত্য-মব্যবদেশ্যমেকাত্ম-প্রত্যয়সারং

ভাবঃ। নন্বু তথাপি জীবস্য ব্রহ্মণো ভেদে কথমৈক্যসিদ্ধিরিত্যত আহ অয়মাত্মা ব্রহ্মেতি। যোঽয়ম্ আত্মা জীবঃ প্রসিদ্ধঃ সোঽপি ব্রহ্মৈব তস্য আত্মনো ব্রহ্মণঃ ওঙ্কারবাচ্যস্য রামস্যৈকাত্মত্বে কথং ভেদব্যবহারঃ ?

দ্বৈবিধ্যাশঙ্কা নিবৃত্ত হইল। আর জীবও ব্রহ্ম ; সুতরাং জীব ও ব্রহ্মের অভেদ প্রতিপাদিত হইল, তবে ওঙ্কারবাচ্য রামের সহিত ব্রহ্মের ঐক্য হইল, কিরূপে ভেদব্যবহার হয় ? এই আশঙ্কা হইতে পারে না, কারণ উপাধিভেদেই ঐরূপ ভেদজ্ঞান হইয়া থাকে, বাস্তবিক উহা অভিন্ন। সেই আত্মা চতুষ্পাদ, জাগরিত স্থান, বহিপ্রজ্ঞঃ, সপ্তাঙ্গ, একোনবিংশতি মুখ ও স্থূলভূক্। বৈশ্বানর ইহারাই তাঁহার প্রথম পাদ, স্বপ্নস্থান অন্তঃপ্রাজ্ঞ, সপ্তাঙ্গ, একোনবিংশতিমুখ, প্রবিভক্তভুক্ ও তৈজস পুরুষ ইহারা দ্বিতীয়পাদ ; যাহাতে সুপ্ত হইলে কোনরূপ কামনা বা কোনরূপ স্বপ্নদর্শন করে না, সেই সুষুপ্তি স্থান, একীভূত প্রজ্ঞানঘন, আনন্দময়, আনন্দভুক্ চেতোমুখ প্রাজ্ঞই তৃতীয় পাদ। ইনি সর্ব্বেশ্বর, ইনি সর্ব্বজ্ঞ, ইনি অন্তর্য্যামী, ইনি সকলের কারণ, ইহা হইতেই সর্ব্বভূতের উৎপত্তি ও প্রলয় হইয়া থাকে। ইনি অন্তঃপ্রজ্ঞ নহেন, বহিঃপ্রজ্ঞ নহেন, উভয়প্রজ্ঞ নহেন, ইনি প্রাজ্ঞ নহেন, অপ্রাজ্ঞ নহেন, অপ্রজ্ঞ নহেন, প্রজ্ঞানঘন নহেন,

প্রপঞ্চোপশমং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যতে। স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ সদোজ্জ্বলোঽবিদ্যা-তৎকার্য্যহীনঃ স আত্মা বন্ধ-হরঃ সর্ব্বদা দ্বৈতরহিতঃ আনন্দরূপঃ সর্ব্বাধিষ্ঠানঃ সন্মাত্রো নিরস্তাবিদ্যাতমোমোহোঽহমেবেতি সম্ভাব্যোঽহমিত্যোম্ তৎ সৎ যৎ পরং ব্রহ্ম রামচন্দ্রঃ ॥ ৫ ॥

চিদাত্মকঃ সোঽহমোং তদ্রামভদ্রঃ পরং জ্যোতীরসোঽহমিত্যাত্মানমাদায় মনসা ব্রহ্মণৈকীকুর্য্যাৎ। সদা

ইত্যাশঙ্ক্যোপাধিভেদাদিত্যাহ সোঽয়মিতি। চতুর্থং মন্যন্তে ইত্যন্তো গ্রন্থো মাণ্ডুক্যে নারসিংহে চ ব্যাখ্যাতঃ। স আত্মেত্যাদিঃ স্পষ্টঃ। অহমিত্যোং তৎসদিতি এতচ্ছব্দচতুষ্টয়বাচ্যং যৎ পরং ব্রহ্ম স রামচন্দ্রঃ ॥ ৫ ॥

স কিং ভূতাত্মকঃ? ন ইত্যাহ চিদাত্মক ইতি। জ্ঞানৈকবিগ্রহঃ সোঽহমিতি সঃ প্রসিদ্ধঃ অমুকপুত্রোঽমুকনামা অহমস্তু। স মনুষ্যাদি-

ঘনপ্রজ্ঞ নহেন, ইনি অদৃষ্ট, অব্যবহার্য্য, অগ্রাহ্য, অলক্ষণ, অলিঙ্গ, অচিন্ত্য, অব্যপদেশ্য এই এক আত্মার জ্ঞান হইলে সর্ব্বভূত এবং প্রপঞ্চের উপশম হয়, ইনি সর্ব্বমঙ্গলপ্রদ ও অদ্বিতীয়, ইহাঁকে তুরীয়াবস্থ জানিবে। আর তিনিই আত্মা, তাঁহাকেই জানিতে হইবে, তিনি সর্ব্বদা উজ্জ্বল, তাঁহাতে অবিদ্যা বা অবিদ্যার কার্য্য নাই। সেই আত্মা সর্ব্বপ্রকার বন্ধন হরণ করেন, সর্ব্বদা দ্বৈতরহিত, আনন্দস্বরূপ সর্ব্বভূতের অধিষ্ঠান, সৎস্বরূপ, ইহাঁর অবিদ্যা নিরস্ত হইয়াছে, তাঁহার তমঃ বা মোহ নাই। সেই পরংব্রহ্মই রামচন্দ্র ॥ ৫ ॥

তিনি ভূতাত্মক নহেন, চিদাত্মক, অর্থাৎ জ্ঞানময়বিগ্রহ। তিনি মনুষ্যের ন্যায় অমুক নামক, অমুকের পুত্র এবং অমুকের সম্বন্ধীয় নহেন, অথচ ওঙ্কারস্বরূপ এবং তিনিই রামচন্দ্র, তিনিই জ্যোতির্ম্ময়। আমিই সেই ওঙ্কাররূপী জ্যোতির্ম্ময় রামচন্দ্র, এইরূপে তত্ত্বমসি প্রভৃতি বাক্যের ব্যাখ্যানদ্বারা আত্মাকে গ্রহণ করিয়া যিনি মনে মনে ব্রহ্মের সহিত

রামোঽহমিত্যেতৎ তত্ত্বতঃ প্রবদন্তি যেন তে সংসারিণো নূনং রাম এব ন সংশয়ঃ ইত্যুপনিষৎ য এবং বেদ স মুক্তো ভবতীতি যাজ্ঞবল্ক্যঃ॥ ৬॥

ইতি তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ॥ ৩॥

রূপো ন কিন্তু ওঙ্কাররূপঃ তদ্রূপঃ পরং জ্যোতীরূপঃ ইত্যেবমাত্মানং প্রসিদ্ধমাদায় তত্ত্বমস্যাদি ব্যাখ্যানন্যায়েন মনসা করণেন ব্রহ্মণা অবিকৃতেন সহৈকীকুর্য্যাৎ। একীকরণে ফলমাহ সদেতি উপনিষৎ পরমার্থজ্ঞানং যাজ্ঞবল্ক আহ ভরদ্বাজং প্রতীতিশেষঃ॥ ৬॥

ইতি তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ॥ ৩॥

আত্মার একীভাব করিতে পারেন, তিনি সর্ব্বদাই এইরূপ বলিয়া থাকেন যে, আমিই যথার্থ শ্রীরাম এবং সেই সংসারীরা নিশ্চয়ই রামস্বরূপ হয়। এইরূপে যাজ্ঞবল্ক্য ভরদ্বাজকে উপদেশ দিয়াছিলেন। যিনি এইরূপ জ্ঞানলাভ করেন, তিনি মুক্ত হইতে পারেন॥ ৬॥

ইতি তৃতীয় খণ্ড॥ ৩॥

চতুর্থঃ খণ্ডঃ

অথ হৈনমত্রিঃ পপ্রচ্ছ যাজ্ঞবল্ক্য ! য এষোঽনন্তোঽব্যক্ত আত্মা তং কথমহং জানীয়ামিতি। স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ। সোঽবিমুক্ত উপাস্যঃ য এষোঽক্ষরোঽনন্তোঽব্যক্তঃ পরিপূর্ণানন্দৈকরসশ্চিদাত্মা যোঽয়মনন্তোঽব্যক্ত আত্মা সোঽবিমুক্তে প্রতিষ্ঠিত ইতি। সোঽবিমুক্তঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ ? ইতি। বরণায়াং নাশ্যাঞ্চ

অবিমুক্তাধিষ্ঠানপুরুষস্বরূপমাহ য এষ ইতি। অব্যক্তঃ ইন্দ্রিয়াগ্রাহ্যঃ অবিমুক্তে কিমিত্যুপাস্যঃ ? ইত্যত উক্তম্ অবিমুক্তে প্রতিষ্ঠিত ইতি। নন্ববিমুক্তো দেশো ন জ্ঞায়তে অতঃ পৃচ্ছতি স ইতি। বরণায়াং বরণনামিকায়াং নদ্যাং নাশ্যাং নাশীনামিকায়াঞ্চ মধ্যে যো দেশঃ ঐতিহ্যপ্রসিদ্ধ তত্র প্রতিষ্ঠিতোঽবিমুক্তঃ। প্রবৃত্তিনিমিত্তং পৃচ্ছতি কা বৈ বরণা

এইক্ষণ অবিমুক্ত স্থানের অধিষ্ঠিত পুরুষের স্বরূপ কথিত হইতেছে।—অত্রি যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—যাজ্ঞবল্ক্য ! এই যে অনন্ত অব্যক্ত, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য আত্মার উল্লেখ করিলে আমি তাঁহাকে কিরূপে জানিতে পারি ? যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন,—যিনি অবিমুক্তস্থানে প্রতিষ্ঠিত, তাঁহাকে উপাসনা করিবে। যে অক্ষর অনন্ত অব্যক্ত পূর্ণানন্দ একরসাত্মক সচ্চিদানন্দ আত্মা, তিনিই অবিমুক্ত স্থানে প্রতিষ্ঠিত আছেন। পুনর্ব্বার অত্রি জিজ্ঞাসা করিলেন,—সেই অবিমুক্ত কোনস্থানে প্রতিষ্ঠিত আছেন ? অত্রির এই প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া যাজ্ঞবাল্ক্য কহিলেন,—বরণা ও নাশীনামে দুই নদী আছে, এই নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানের নাম বারাণসী, এই বারাণসীই অবিমুক্তস্থান। পুনর্ব্বার অত্রি জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভগবন্ ! আপনি যে বরণা ও নাশী নামে নদীর উল্লেখ করিলেন, সেই বরণা ও

মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ইতি। কা বৈ বরণা ? কা চ নাশী ? ইতি। সর্ব্বানিন্দ্রিয়কৃতান্ দোষান্ বারয়তীতি তেন বারণা। সর্ব্বানিন্দ্রিয়কৃতান্ পাপান্ নাশয়তীতি তেন নাশী ভবতীতি ॥ ১ ॥

কতমশ্চাস্য স্থানং ভবতি ? ভ্রুবোর্ঘ্রাণস্য চ যঃ সন্ধিঃ স এব দ্যৌর্লোকস্য পরস্য চ সন্ধির্ভবতি এতদ্বৈ সন্ধিং

ইতি। উত্তরমাহ সর্ব্বানিতি যত্র স্নাতাঃ পাপদোষরহিতা ভবন্তি। তদুক্তম্—"অসীবরণয়োর্ম্মধ্যে পঞ্চক্রোশং মহত্তরম্। অমরা মরণমিচ্ছন্তি কা কথা ইতরে জনাঃ ॥" ইতি ॥ ১ ॥

স্কান্দে বাহ্যস্য প্রসিদ্ধৈব জ্ঞাতত্বাদান্তরাভিপ্রায়েণ পৃচ্ছন্তি কতমশ্চেতি। অস্য অবিমুক্তস্য ভ্রুবোর্ঘ্রাণস্য চ যঃ সন্ধিঃ কুর্পস্থানমিত্যর্থঃ তত্র ইড়া-পিঙ্গলে সঙ্গতে। সন্ধিশব্দস্য নিমিত্তান্তরমাহ স এষ ইতি দ্যৌরিতি প্রসিদ্ধস্য লোকস্য পরস্য দিবো জ্যোতিষশ্চ এতৎ বস্তুসন্ধিরূপং ব্রহ্মবিদঃ যোগিনঃ সন্ধ্যেত্যুপাসতে সোঽবিমুক্তঃ সন্ধিধিয়া উপাস্য ইত্যর্থঃ। ইতি

নাশী কে ? এই প্রশ্নে যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন,—যে নদীতে স্নান করিলে সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রিয়কৃত দোষ বারণ করে, তাহারই নাম বরণা এবং যে নদীতে স্নান করিলে সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রিয়কৃত পাপাদিদোষ নাশ করে, তাহারই নাম নাশী। শাস্ত্রান্তরে উক্ত আছে যে, অসী বরণার মধ্যে যে পঞ্চক্রোশ পরিমিত মহত্তর স্থান আছে, এই স্থানে দেবগণও মরণ ইচ্ছা করেন, মনুষ্যাদিরা যে বারাণসীতে মরণ ইচ্ছা করিবে, তাহাতে কোন সংশয়ই নাই ॥ ১ ॥

বাহ্য অবিমুক্ত স্থান প্রসিদ্ধ আছে ; সুতরাং তাহা সাধারণের জ্ঞাতই আছে, অতএব এইক্ষণ অন্তের অবিমুক্তস্থান কহিতেছেন।—নাসিকা ও ভ্রূ এই উভয়ের যে সন্ধি, তাহাতে ইড়া ও পিঙ্গলানাড়ী সঙ্গত হইয়াছে, আর ঐ স্থান স্বর্গ ও পরমজ্যোতির্ম্ময় লোকেরও সন্ধি, অতএব ব্রহ্মবিদ্

সন্ধ্যা ব্রহ্মবিদ উপাসত ইতি সোঽবিমুক্ত উপাস্য ইতি।
সোঽবিমুক্তং জ্ঞানমাচষ্টে যো বৈ তদেবং বেদেতি॥ ২॥

অথ তং প্রত্যুবাচ স্বয়মেব যাজ্ঞবল্ক্যঃ।
শ্রীরামস্য মনুং কাশ্যাং জজাপ বৃষভধ্বজঃ।
মন্বন্তরসহস্রৈস্তু জপহোমার্চ্চনাদিভিঃ॥ ৩॥
ততঃ প্রসন্নো ভগবান্ শ্রীরামঃ প্রাহ শঙ্করম্।
বৃণীষ্ব যদভীষ্টং তদ্দাস্যামি পরমেশ্বরঃ ইতি॥ ৪॥

শব্দো বাক্যসমাপ্তৌ। স রামঃ পরমাত্মা অবিমুক্তক্ষেত্রে উপাস্য ইতি বিধিফলমাহ স ইতি। অবিমুক্তং জ্ঞানম্ অবিমুক্তপ্রদেশে ধ্যানবলেন যৎ প্রাপ্তম্। যদ্বা অবিমুক্তম্ অত্যক্তং নিত্যং জ্ঞানং ব্রহ্মাখ্যং যৎ তৎ আচষ্টে কথয়তি যঃ পুমান্ বৈ নিশ্চিতং তৎ অবিমুক্তং স্থানম্ উক্তপ্রকারং বেদ জানাতি॥ ২॥

অথেতি তম্ অত্রিং প্রতি যাজ্ঞবল্ক্যঃ কথান্তরমুবাচ শ্রীরামস্যেতি। বৃষভধ্বজঃ কাশ্যাং শ্রীরামস্য মনুং মন্ত্রং জজাপ। ততঃ শ্রীরামঃ প্রাহ অহং পরমেশ্বরঃ যদভীষ্টং তৎ দাস্যামি ইতি বাক্যসমাপ্তৌ॥ ৩-৪॥

যোগিগণ সন্ধিজ্ঞানে ঐ স্থানের উপাসনা করেন; সুতরাং উহা সন্ধি বুদ্ধিতে সাধারণের উপাস্য। আর সেই রামই পরমাত্মা, অতএব অবিমুক্ত ক্ষেত্রে তাঁহার উপাসনা কর্ত্তব্য। অবিমুক্ত প্রদেশে যাহাকে ধ্যান করিলে জ্ঞানলাভ করায় তাঁহাকেই অবিমুক্ত জ্ঞান করিয়া থাকে, অথবা ব্রহ্ম-বিজ্ঞানই অবিমুক্ত। মনুষ্যগণ এই প্রকারে অবিমুক্ত স্থান জানিবে॥২॥

অনন্তর যাজ্ঞবল্ক্য স্বয়ং অত্রিকে কহিতেছেন,—মহাদেব কাশীতে শ্রীরামের মন্ত্র জপ করিয়াছিলেন, জপ, হোম ও অর্চ্চনাদিদ্বারা সহস্র মন্বন্তর পর্য্যন্ত শ্রীরামের আরাধনা করিলে ভগবান্ শ্রীরাম প্রসন্ন হইয়া মহেশ্বরকে বলিয়াছিলেন,—আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি, তুমি আপন অভীষ্ট বরগ্রহণ কর। আমিই পরমেশ্বর, তুমি যে বর প্রার্থনা করিবে, আমি তাহাই তোমাকে প্রদান করিব॥ ৩-৪॥

অতঃ সত্যানন্দচিদাত্মা শ্রীরামমীশ্বরঃ পপ্রচ্ছ।
মণিকর্ণ্যাং বা মৎক্ষেত্রে গঙ্গায়াং বা তটে পুনঃ।
ম্রিয়তে দেহি তজ্জন্তোর্মুক্তিং নাতো বরান্তরম্ ॥ ৫ ॥

অথ স হোবাচ শ্রীরামঃ।

ক্ষেত্রেঽত্র তব দেবেশ! যত্র কুত্রাপি বা মৃতাঃ।
ক্রিমিকীটাদয়োঽপ্যাশু মুক্তাঃ সন্তু ন চান্যথা ॥ ৬ ॥
অবিমুক্তে তব ক্ষেত্রে সর্ব্বেষাং মুক্তিসিদ্ধয়ে।
অহং সন্নিহিতস্তত্র পাষাণপ্রতিমাদিষু ॥ ৭ ॥

অতঃপরং শ্রীরামমীশ্বরঃ পপ্রচ্ছঃ যযাচে ইতি। সত্যানন্দচিদাত্মেতি দ্বিতীয়ার্থে প্রথমা সত্যানন্দচিদাত্মানং শ্রীরামম্ ঈশ্বরং পপ্রচ্ছ ইতি। অস্য স্থানে সহোবাচেতি ক্বচিৎ পাঠঃ। মণিকর্ণ্যাং মণিকর্ণিকায়াং মৎক্ষেত্রে কাশ্যাং যো ম্রিয়তে তজ্জন্তোর্মুক্তিং দেহি অতঃপরং বরান্তরং ন প্রার্থনীয়ম্ ॥ ৫ ॥

তব ক্ষেত্রে ইতি ক্ষেত্রমপি তুভ্যং ময়া দত্তমিতি ভাবঃ। ক্রমেৰিচ্ছোপধায়া ইতীত্বম্ ইন্। ক্রিমিঃ ক্রমচারী পিপীলিকাদিঃ কীট বদ্ধ-

---

অনন্তর মহাদেব সচ্চিদানন্দরূপী সনাতন শ্রীরামের নিকট প্রার্থনা করিয়া বলিলেন যে, যে জন্তু মণিকর্ণিকা গঙ্গাতে অথবা কাশীতে প্রাণত্যাগ করে, তুমি তাহাকে মুক্তিপ্রদান করিবে, ইহাই আমার প্রার্থনা, এতদ্ভিন্ন আমার অন্য প্রার্থনীয় নাই ॥ ৫ ॥

অনন্তর শ্রীরাম কহিলেন,—দেবেশ্বর! আমিই তোমাকে এই ক্ষেত্র প্রদান করিয়াছি, আর এইক্ষণ বলিতেছি,—তোমার এই ক্ষেত্রের যে কোন স্থানে ক্রিমিকীটাদি জন্তু প্রাণত্যাগ করে, তাহারাই তৎক্ষণাৎ মুক্তিলাভ করিবে, ইহার অন্যথা হইবে না ॥ ৬ ॥

মহেশ্বর! আমি তোমার এই অবিমুক্তক্ষেত্রে সকলের মুক্তিসিদ্ধির নিমিত্ত পাষাণ প্রতিমাদিতে সংস্থিত থাকিব, অর্থাৎ যে যখন এই স্থানে প্রাণত্যাগ করিবে, আমি তৎক্ষণাৎ তাহাকে মুক্ত করিব ॥ ৭ ॥

ক্ষেত্রেঽস্মিন্ যোঽর্চ্চয়েদ্ভক্ত্যা মন্ত্রেণানেন মাং শিব।
ব্রহ্মহত্যাদিপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ ৮ ॥
ত্বত্তো বা ব্রহ্মণো বাপি যে লভন্তে ষড়ক্ষরম্।
জীবন্তো মন্ত্রসিদ্ধাঃ স্যুর্মুক্তা মাং প্রাপ্নুবন্তি তে ॥ ৯ ॥
মুমূর্ষোর্দ্দক্ষিণে কর্ণে যস্য কস্যাপি বা স্বয়ম্।
উপদেক্ষ্যসি মন্মন্ত্রং স মুক্তো ভবিতা শিব ॥ ১০ ॥
শ্রীরামচন্দ্রেণোক্তং যোঽবিমুক্তং পশ্যতি।
স জন্মান্তরিতান্ দোষান্ নাশয়তীতি ॥ ১১ ॥

ইতি চতুর্থঃ খণ্ডঃ ॥ ৪ ॥

বর্ণয়োঃ কীটতি বধ্নাতীতি। কীটঃ লূতাদিঃ ন চান্যথা ইতি মদ্বাক্যশেষঃ অনেন ষড়ক্ষরেণ মা শুচঃ প্রাণিদুঃখেন শোকং মা কৃথাঃ। মুক্তাঃ ত্যক্তদেহাঃ যস্য কস্যাপি পশুপক্ষিমৃগাদেরপি। জন্মান্তরিতানিতি অন্য-

হে শিব! যে ব্যক্তি তোমার এই কাশীক্ষেত্রে ভক্তিপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত ষড়্ক্ষর মন্ত্রে আমার অর্চ্চনা করিবে, আমি তৎক্ষণাৎ তাহাকে ব্রহ্ম-হত্যাদি পাপ হইতেও মোচন করিব। তুমি ইহার নিমিত্ত মনে কিঞ্চি-ন্মাত্র শোক করিও না ॥ ৮ ॥

বৃষধ্বজ! যে ব্যক্তি তোমার নিকটে, কি ব্রহ্মার নিকটে উক্ত ষড়ক্ষর মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারে, সেই ব্যক্তি জীবদবস্থাতেই মন্ত্রসিদ্ধ হইয়া দেহ-পরিত্যাগপূর্ব্বক আমাকে পাইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

হে শিব! যে কোন মুমূর্ষু জন্তুর দক্ষিণকর্ণে আমি স্বয়ং ষড়ক্ষর তারকব্রহ্ম মন্ত্র উপদেশ করিব, সেই জন্তু নিঃসংশয় মুক্তিলাভ করিবে। এমন কি পশুপক্ষী মৃগাদি জন্তুও যদি কাশীতে মরে, তাহাহইলে আমি তাহাদিগকে মুক্তিপদ প্রদান করিয়া থাকি ॥ ১০ ॥

এইরূপে শ্রীরামচন্দ্র যে অবিমুক্তস্থান কহিলেন,—সেই অবিমুক্তস্থান

পঞ্চমঃ খণ্ডঃ।

অথ হৈনং ভরদ্বাজো যাজ্ঞবল্ক্যমুবাচ। অথ কমন্ত্রস্তুতঃ শ্রীরামঃ প্রীতো ভবতি স্বাত্মানং দর্শয়তি তন্মো ব্রূহি ভগবন্নিতি। স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ শ্রীরামেণৈবং শিক্ষিতো ব্রহ্মা পুনরেতয়া গদয়া নমস্করোতি ॥ ১ ॥

জন্মার্জ্জিতানপি দোষান্ নাশয়তি ছিনত্তি। তেন বরেণেতি ক্বচিৎ পাঠঃ শ্রীরামদত্তেন বরেণ। ইতি শব্দঃ স্বখণ্ডসমাপ্তৌ ইদং বারাণশী শব্দস্য ব্যুৎপত্ত্যন্তরম্ বরেণ নাশয়তি দোষান্ বারাণশীতি ॥ ৬-১১ ॥

ইতি চতুর্থঃ খণ্ডঃ ॥ ৪ ॥

শ্রীরামেণেতি যদ্যপি শঙ্করঃ প্রকৃতস্তথাপি সময়ান্তরে ব্রহ্মাপি এবং বারাণশীবৃত্তান্তং রামেণ শিক্ষিতঃ সন্নিত্যর্থঃ। গদয়া গদ্যেন গাথয়া ব্যক্তবাচা গদ্ ব্যক্তয়াং বাচি ॥ ১ ॥

কাশীক্ষেত্র যে দর্শন করে, সে পূর্ব্বজন্মকৃত পাপাদি দোষসকল বিনাশ করিতে পারে ॥ ১১ ॥

ইতি চতুর্থ খণ্ড ॥ ৪ ॥

অনন্তর ভরদ্বাজ যাজ্ঞবল্ক্যকে কহিয়াছিলেন,—ভগবন্! কোন মন্ত্রে শ্রীরামচন্দ্রকে স্তব করিলে তিনি প্রসন্ন হইয়া স্বীয়রূপ প্রদর্শন করেন?

বিশ্বাধারং মহাবিষ্ণুং নারায়ণমনাময়ম্।
পূর্ণানন্দৈকবিজ্ঞানং পরং জ্যোতিঃস্বরূপিণম্।
মনসা সংস্মরন্ ব্রহ্মা তুষ্টাব পরমেশ্বরম্॥ ২॥

ওঁ যো বৈ শ্রীরামঃ স ভগবানদ্বৈতপরমানন্দাত্মা যঃ পরং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ॥ ৩॥

ওঁ যো বৈ শ্রীরামঃ স ভগবান্ যশ্চাখণ্ডৈকরসাত্মা ভূর্ভুবঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ॥ ৪॥

যঃ প্রসিদ্ধঃ বৈ নিশ্চিতং শ্রিয়া জুষ্টো রামচন্দ্রঃ স ভগবান্ ষড়্‌বিধৈশ্বর্য্যসম্পন্নঃ অদ্বৈতপরমানন্দাত্মা অদ্বৈতো যঃ পরমানন্দঃ তদাত্মা যঃ পরম্ উৎকৃষ্টং ব্রহ্মাপি সন্ ভূর্ভুবঃ স্বঃ লোকত্রয়রূপঃ মূলস্থূলবৃাহরূপঃ তস্মৈ এবং রূপায় বৈ নিশ্চিতং নমো নমঃ॥ ২-৩॥

তাহা আমার নিকট বল। যাজ্ঞবল্ক্য ভরদ্বাজের কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—ব্রহ্মা শ্রীরামের নিকট এইরূপে বারাণসীবৃত্তান্ত শ্রবণে শিক্ষিত হইয়া ব্যক্তবাক্যে তাঁহাকে নমস্কার করিয়াছিলেন॥ ১॥

ব্রহ্মা জগতের আধারভূত মহাবিষ্ণু নারায়ণরূপী সনাতন পূর্ণানন্দময় অদ্বিতীয় বিজ্ঞানাত্মা জ্যোতিঃস্বরূপ পরংব্রহ্ম শ্রীরামচন্দ্রকে মনে মনে স্মরণকরতঃ স্তব করিয়াছিলেন॥ ২॥

যিনি শ্রীরাম, অর্থাৎ শ্রীকর্ত্তৃক পরিষেবিত ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন অদ্বিতীয় পরমানন্দস্বরূপ, ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ এই লোকত্রয়রূপী পরংব্রহ্ম, তাঁহাকে ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার করি॥ ৩॥

যিনি শ্রীরাম, তিনি ষড়ৈশ্বর্য্যশালী, যিনি পূর্ণানন্দরসস্বরূপ এবং ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ এই লোকত্রয়রূপী পরংব্রহ্ম, তাঁহাকে ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার করি॥ ৪॥

ওঁ যো বৈ শ্রীরামঃ স ভগবান্ যশ্চ ব্রহ্মানন্দামৃতং ভূর্ভুবঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥ ৫ ॥

ওঁ যো বৈ শ্রীরামঃ স ভগবান্ যশ্চ তারকং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥ ৬ ॥

ওঁ যো বৈ শ্রীরামঃ স ভগবান্ যশ্চ ব্রহ্মা বিষ্ণুরীশ্বরো যঃ সর্ব্ববেদাত্মা ভূর্ভুবঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥ ৭ ॥

ওঁ যো বৈ শ্রীরামঃ স ভগবান্ যে চ সর্ব্বে বেদাঃ সাঙ্গাঃ সশাখাঃ সপুরাণা ভূর্ভুবঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥ ৮ ॥

ওঁ যো বৈ শ্রীরামঃ স ভগবান্ যো জীবাত্মা ভূর্ভুবঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥ ৯ ॥

যিনি শ্রীরাম, তিনি ষড়ৈশ্বর্য্যশালী, যিনি ব্রহ্মানন্দ ও অমৃতস্বরূপ এবং ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ এই লোকত্রয়রূপী পরংব্রহ্ম, তাঁহাকে ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার করি ॥ ৫ ॥

যিনি শ্রীরাম, তিনি ষড়ৈশ্বর্য্যশালী, যিনি তারকব্রহ্ম এবং ভূঃ ভুবঃ ও স্বঃ এই লোকত্রয়রূপী, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি ॥ ৬ ॥

যিনি শ্রীরাম, তিনি ষড়ৈশ্বর্য্যশালী, যিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর-স্বরূপ, যিনি সর্ব্বদেবময় এবং ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ এই লোকত্রয়রূপী, তাঁহাকে ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার করি ॥ ৭ ॥

যিনি শ্রীরাম, তিনি ষড়ৈশ্বর্য্যশালী, যিনি সর্ব্ববেদময়, ষড়ঙ্গস্বরূপ, সর্ব্বশাখাত্মক, সর্ব্বপুরাণরূপী এবং ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ এই লোকত্রয়রূপী, তাঁহাকে ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার করি ॥ ৮ ॥

যিনি শ্রীরাম, তিনি ষড়ৈশ্বর্য্যশালী, যিনি জীবাত্মাস্বরূপ, যিনি ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ এই লোকত্রয়রূপী, তাঁহাকে ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার করি ॥ ৯ ॥

ওঁ যো বৈ শ্রীরামঃ স ভগবান্ যশ্চ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ভূর্ভুর্বঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥ ১০ ॥

ওঁ যো বৈ শ্রীরামঃ স ভগবান্ যে দেবাসুরমনুষ্যাদি-ভাবা ভূর্ভুর্বঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥ ১১ ॥

ওঁ যো বৈ শ্রীরামঃ স ভগবান্ যশ্চ মৎস্যকূর্ম্মাদ্যব-তারঃ ভূর্ভুর্বঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥ ১২ ॥

ওঁ যো বৈ শ্রীরামঃ স ভগবান্ যশ্চ প্রাণো ভূর্ভুর্বঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥ ১৩ ॥

ওঁ যো বৈ শ্রীরামঃ স ভগবান্ যশ্চান্তঃকরণচতুষ্টয়াত্মা ভূর্ভুর্বঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥ ১৪ ॥

ওঁ যো বৈ শ্রীরামঃ স ভগবান্ যশ্চ যমো ভূর্ভুর্বঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥ ১৫ ॥

যিনি শ্রীরাম, তিনি ষড়ৈশ্বর্য্যশালী, সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, যিনি ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ এই লোকত্রয়রূপী, তাঁহাকে ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার করি ॥ ১০ ॥

যিনি শ্রীরাম, তিনি ষড়ৈশ্বর্য্যশালী, দেব, অসুর ও মনুষ্যাদিময়, যিনি ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ এই লোকত্রয়রূপী, তাঁহাকে ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার করি ১১ ॥

যিনি শ্রীরাম, তিনি ষড়ৈশ্বর্য্যশালী, মৎস্যকূর্ম্মাদি-অবতারস্বরূপ, যিনি ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ এই লোকত্রয়রূপী, তাঁহাকে ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার করি ॥১২॥

যিনি শ্রীরাম, তিনি ষড়ৈশ্বর্য্যশালী, সর্ব্বপ্রাণিস্বরূপ, যিনি ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ এই লোকত্রয়রূপী, তাঁহাকে ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার করি ॥ ১৩ ॥

যিনি শ্রীরাম, তিনি ষড়ৈশ্বর্য্যশালী, মনঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত এই অন্তঃকরণচতুষ্টয়াত্মক, যিনি ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ এই লোকত্রয়রূপী, তাঁহাকে ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার করি ॥ ১৪ ॥

যিনি শ্রীরাম, তিনি ষড়ৈশ্বর্য্যশালী, সর্ব্বসংহারকারী যমস্বরূপ, যিনি ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ এই লোকত্রয়রূপী, তাঁহাকে ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার করি ॥১৫॥

ওঁ যো বৈ শ্রীরামঃ স ভগবান্ যশ্চান্তকো ভূর্ভুবঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥ ১৬ ॥

ওঁ যো বৈ শ্রীরামঃ স ভগবান্ যশ্চ মৃত্যুর্ভূর্ভুবঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥ ১৭ ॥

ওঁ যো বৈ শ্রীরামঃ স ভগবান্ যশ্চামৃতং ভূর্ভুবঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥ ১৮ ॥

ওঁ যো বৈ শ্রীরামঃ স ভগবান্ যানি চ পঞ্চমহাভূতানি ভূর্ভুবঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥ ১৯ ॥

ওঁ যো বৈ শ্রীরামঃ স ভগবান্ যঃ স্থাবরজঙ্গমাত্মকো ভূর্ভুবঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥ ২০ ॥

ওঁ যো বৈ শ্রীরামঃ স ভগবান্ যে চ পঞ্চাগ্নয়ো ভূর্ভুবঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥ ২১ ॥

যিনি শ্রীরাম, তিনি ষড়ৈশ্বর্য্যশালী, সকলের অন্তকারী, যিনি ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ এই লোকত্রয়রূপী, তাঁহাকে ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার করি ॥ ১৬ ॥

যিনি শ্রীরাম, তিনি ষড়ৈশ্বর্য্যশালী, মৃত্যুস্বরূপ, যিনি ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ এই লোকত্রয়রূপী, তাঁহাকে ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার করি ॥ ১৭ ॥

যিনি শ্রীরাম, তিনি ষড়ৈশ্বর্য্যশালী, অমৃতস্বরূপ, যিনি ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ এই লোকত্রয়রূপী, তাঁহাকে ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার করি ॥ ১৮ ॥

যিনি শ্রীরাম, তিনি ষড়ৈশ্বর্য্যশালী, ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতস্বরূপ, যিনি ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ এই লোকত্রয়রূপী, তাঁহাকে ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার করি ॥১৯॥

যিনি শ্রীরাম, তিনি ষড়ৈশ্বর্য্যশালী, স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎস্বরূপ, যিনি ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ এই লোকত্রয়রূপী, তাঁহাকে ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার করি ॥ ২০ ॥

যিনি শ্রীরাম, তিনি ষড়ৈশ্বর্য্যশালী, পঞ্চাগ্নিস্বরূপ, যিনি ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ এই লোকত্রয়রূপী, তাঁহাকে ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার করি ॥ ২১ ॥

ওঁ যো বৈ শ্রীরামঃ স ভগবান্ যশ্চ সপ্ত ব্যাহৃতয়ো ভূর্ভুর্বঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥ ২২ ॥

ওঁ যো বৈ শ্রীরামঃ স ভগবান্ যা বিদ্যা ভূর্ভুর্বঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥ ২৩ ॥

ওঁ যো বৈ শ্রীরামঃ স ভগবান্ যা চ সরস্বতী ভূর্ভুর্বঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥ ২৪ ॥

ওঁ যো বৈ শ্রীরামঃ স ভগবান্ যা চ লক্ষ্মীর্ভূর্ভুর্বঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥ ২৫ ॥

ওঁ যো বৈ শ্রীরামঃ স ভগবান্ যা চ গৌরী ভূর্ভুর্বঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥ ২৬ ॥

ওঁ যো বৈ শ্রীরামঃ স ভগবান্ যা চ জানকী ভূর্ভুর্বঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥ ২৭ ॥

যিনি শ্রীরাম, তিনি ষড়ৈশ্বর্য্যশালী, ভূরাদি সপ্তব্যাহৃতিস্বরূপ, যিনি ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ এই লোকত্রয়রূপী, তাঁহাকে ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার করি॥২২॥

যিনি শ্রীরাম, তিনি ষড়ৈশ্বর্য্যশালী, সর্ব্ববিদ্যাস্বরূপ, যিনি ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ এই লোকত্রয়রূপী, তাঁহাকে ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার করি ॥ ২৩ ॥

যিনি শ্রীরাম, তিনি ষড়ৈশ্বর্য্যশালী, সরস্বতীস্বরূপ, যিনি ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ এই লোকত্রয়রূপী, তাঁহাকে ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার করি ॥ ২৪ ॥

যিনি শ্রীরাম, তিনি ষড়ৈশ্বর্য্যশালী, লক্ষ্মীস্বরূপ, যিনি ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ এই লোকত্রয়রূপী, তাঁহাকে ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার করি ॥ ২৫ ॥

যিনি শ্রীরাম, তিনি ষড়ৈশ্বর্য্যশালী, গৌরীস্বরূপ, যিনি ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ এই লোকত্রয়রূপী, তাঁহাকে ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার করি ॥ ২৬ ॥

যিনি শ্রীরাম, তিনি ষড়ৈশ্বর্য্যশালী, জানকীস্বরূপ, যিনি ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ এই লোকত্রয়রূপী, তাঁহাকে ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার করি ॥ ২৭ ॥

ওঁ যো বৈ শ্রীরামঃ স ভগবান্ যশ্চ ত্রৈলোক্যং ভূর্ভুবঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ॥ ২৮॥

ওঁ যো বৈ শ্রীরামঃ স ভগবান্ যশ্চ সূর্য্যো ভূর্ভুবঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ॥ ২৯॥

ওঁ যো বৈ শ্রীরামঃ স ভগবান্ যশ্চ সোমো ভূর্ভুবঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ॥ ৩০॥

ওঁ যো বৈ শ্রীরামঃ স ভগবান্ যানি চ নক্ষত্রাণি ভূর্ভুবঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ॥ ৩১॥

ওঁ যো বৈ শ্রীরামঃ স ভগবান্ যে চ নবগ্রহা ভূর্ভুবঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ॥ ৩২॥

ওঁ যো বৈ শ্রীরামঃ স ভগবান্ যে চাষ্টৌ বসবো ভূর্ভুবঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ॥ ৩৩॥

যিনি শ্রীরাম, তিনি ষড়ৈশ্বর্য্যশালী, ত্রৈলোক্যময়, যিনি ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ এই লোকত্রয়রূপী, তাঁহাকে ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার করি॥ ২৮॥

যিনি শ্রীরাম, তিনি ষড়ৈশ্বর্য্যশালী, সূর্য্যরূপী, যিনি ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ এই লোকত্রয়রূপী. তাঁহাকে ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার করি॥ ২৯॥

যিনি শ্রীরাম, তিনি ষড়ৈশ্বর্য্যশালী, চন্দ্রস্বরূপ, যিনি ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ এই লোকত্রয়রূপী পরংব্রহ্ম, তাঁহাকে ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার করি॥ ৩০॥

যিনি শ্রীরাম, তিনি ষড়ৈশ্বর্য্যশালী, সর্ব্বনক্ষত্রময়, যিনি ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ এই লোকত্রয়রূপী, তাঁহাকে ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার করি॥ ৩১॥

যিনি শ্রীরাম, তিনি ষড়ৈশ্বর্য্যশালী, নবগ্রহাত্মক, যিনি ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ এই লোকত্রয়রূপী, তাঁহাকে ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার করি॥ ৩২॥

যিনি শ্রীরাম, তিনি ষড়ৈশ্বর্য্যশালী, ধ্রুবাদি অষ্টবসুস্বরূপ, যিনি ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ এই লোকত্রয়রূপী, তাঁহাকে ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার করি॥ ৩৩॥

ওঁ যো বৈ শ্রীরামঃ স ভগবান্ যে চাষ্টৌ লোকপালা ভূর্ভুর্বঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥ ৩৪ ॥

ওঁ যো বৈ শ্রীরামঃ স ভগবান্ যে চৈকাদশ রুদ্রা ভূর্ভুর্বঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥ ৩৫ ॥

ওঁ যো বৈ শ্রীরামঃ স ভগবান্ যে চ দ্বাদশাদিত্যা ভূর্ভুর্বঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥ ৩৬ ॥

ওঁ যো বৈ শ্রীরামঃ স ভগবান্ যশ্চ ভূতং ভব্যং ভবিষ্যৎ ভূর্ভুর্বঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥ ৩৭ ॥

ওঁ যো বৈ শ্রীরামঃ স ভগবান্ যশ্চ ব্রহ্মাণ্ডস্যান্তর্ব্বহির্ব্ব্যাপ্নোতি বিরাট্ ভূর্ভুর্বঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥ ৩৮ ॥

ওঁ যো বৈ শ্রীরামঃ স ভগবান্ যশ্চ হিরণ্যগর্ভো ভূর্ভুর্বঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥ ৩৯ ॥

যিনি শ্রীরাম, তিনি ষড়ৈশ্বর্য্যশালী, ইন্দ্রাদি অষ্টলোকপালরূপী, যিনি ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ এই লোকত্রয়রূপী, তাঁহাকে ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার করি ॥৩৪॥

যিনি শ্রীরাম, তিনি ষড়ৈশ্বর্য্যশালী, একাদশরুদ্রস্বরূপ, যিনি ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ এই লোকত্রয়রূপী, তাঁহাকে ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার করি ॥ ৩৫ ॥

যিনি শ্রীরাম, তিনি ষড়ৈশ্বর্য্যশালী, দ্বাদশ আদিত্যরূপী, যিনি ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ এই লোকত্রয়রূপী, তাঁহাকে ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার করি ॥ ৩৬ ॥

যিনি শ্রীরাম, তিনি ষড়ৈশ্বর্য্যশালী, ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানরূপী, যিনি ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ এই লোকত্রয়রূপী, তাঁহাকে ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার করি ॥ ৩৭ ॥

যিনি শ্রীরাম, তিনি ষড়ৈশ্বর্য্যশালী, বিরাটপুরুষরূপে ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরে ও বাহে ব্যাপ্ত আছেন, যিনি ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ এই লোকত্রয়রূপী, তাঁহাকে ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার করি ॥ ৩৮ ॥

যিনি শ্রীরাম, তিনি ষড়ৈশ্বর্য্যশালী, হিরণ্যগর্ভরূপী, যিনি ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ এই লোকত্রয়রূপী, তাঁহাকে ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার করি ॥ ৩৯ ॥

ওঁ যো বৈ শ্রীরামঃ স ভগবান্ যা চ প্রকৃতির্ভূর্ভুবঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ॥ ৪০ ॥

ওঁ যো বৈ শ্রীরামঃ স ভগবান্ যশ্চোঙ্কারো ভূর্ভুবঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ॥ ৪১ ॥

ওঁ যো বৈ শ্রীরামঃ স ভগবান্ যশ্চ চতস্রোঽর্দ্ধমাত্রা ভূর্ভুবঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ॥ ৪২ ॥

ওঁ যো বৈ শ্রীরামঃ স ভগবান্ যশ্চ পরমপুরুষো ভূর্ভুবঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ॥ ৪৩ ॥

ওঁ যো বৈ শ্রীরামঃ স ভগবান্ যশ্চ মহেশ্বরো ভূর্ভুবঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ॥ ৪৪ ॥

ওঁ যো বৈ শ্রীরামঃ স ভগবান্ যশ্চ মহাদেবো ভূর্ভুবঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ॥ ৪৫ ॥

যিনি শ্রীরাম, তিনি ষড়ৈশ্বর্য্যশালী, প্রকৃতিস্বরূপ, যিনি ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ এই লোকত্রয়রূপী, তাঁহাকে ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার করি॥ ৪০ ॥

যিনি শ্রীরাম, তিনি ষড়ৈশ্বর্য্যশালী, ওঙ্কাররূপী, যিনি ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ এই লোকত্রয়রূপী, তাঁহাকে ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার করি॥ ৪১ ॥

যিনি শ্রীরাম, তিনি ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ও চারি অর্দ্ধমাত্রাত্মক, যিনি ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ এই লোকত্রয়রূপী, তাঁহাকে ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার করি॥ ৪২ ॥

যিনি শ্রীরাম, তিনি ষড়ৈশ্বর্য্যশালী, পরমপুরুষস্বরূপ, যিনি ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ এই লোকত্রয়রূপী, তাঁহাকে ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার করি॥ ৪৩ ॥

যিনি শ্রীরাম, তিনি ষড়ৈশ্বর্য্যশালী, মহেশ্বররূপী, যিনি ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ এই লোকত্রয়রূপী, তাঁহাকে ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার করি॥ ৪৪ ॥

যিনি শ্রীরাম, তিনি ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ও মহাদেব স্বরূপ যিনি ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ এই লোকত্রয়রূপী, তাঁহাকে ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার করি॥ ৪৫ ॥

ওঁ যো বৈ শ্রীরামঃ স ভগবান্ যশ্চোঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় মহাবিষ্ণুর্ভূর্ভুবঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥ ৪৬ ॥

ওঁ যো বৈ শ্রীরামঃ স ভগবান্ যশ্চ পরমাত্মা ভূর্ভুবঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥ ৪৭ ॥

ওঁ যো বৈ শ্রীরামঃ স ভগবান্ যশ্চ জ্ঞানাত্মা ভূর্ভুবঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥ ৪৮ ॥

ওঁ যো বৈ শ্রীরামঃ স ভগবান্ যশ্চ সচ্চিদানন্দাদ্বৈতৈকরসাত্মা ভূর্ভুবঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥ ৪৯ ॥

এতান্ ব্রহ্মবিৎ সপ্তচত্বারিংশন্মন্ত্রৈর্নিত্যং দেবং স্তুবন্ ততো দেবঃ প্রীতো ভবতি তস্মাদ্ য এতৈর্মন্ত্রৈর্নিত্যং

যিনি শ্রীরাম, তিনি ষড়ৈশ্বর্য্যশালী, "ওঁ নমো ভগবতে বসুদেবায়" এই মন্ত্রাত্মক মহাবিষ্ণুরূপী, যিনি ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ এই লোকত্রয়রূপী, তাঁহাকে ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার করি ॥ ৪৬ ॥

যিনি শ্রীরাম, তিনি ষড়ৈশ্বর্য্যশালী, স্বয়ং পরমাত্মা, যিনি ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ এই লোকত্রয়রূপী, তাঁহাকে ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার কবি। ৪৭ ॥

যিনি শ্রীরাম. তিনি ষড়ৈশ্বর্য্যশালী. জ্ঞানাত্মস্বরূপ, যিনি ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ এই লোকত্রয়রূপী, তাঁহাকে ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার করি ॥ ৪৮ ॥

যিনি শ্রীরাম, তিনি ষড়ৈশ্বর্য্যশালী. সচ্চিদানন্দময় একরসাত্মক. যিনি ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ এই লোকত্রয়রূপী, তাঁহাকে ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার করি ॥৪৯॥

এইরূপে পূর্ব্বোক্ত মালামন্ত্রের অক্ষর সংখ্যায় এবং নারসিংহ মন্ত্রের অনুষ্টুভাক্ষর সংখ্যায় সপ্তচত্বারিংশৎ পর্য্যায় উক্ত হইল। অতএব প্রতি পর্য্যয়ের পূর্ব্বে ক্রমতঃ পূর্ব্বোক্ত মালামন্ত্রের এক এক অক্ষর আদিতে উচ্চারণ করিবে। শ্রীরামের শরীরকল্পনা করিয়াই তাহার সপ্তচত্বারিংশৎ-ব্যূহ ও সেনাদিকল্পনা হইয়াছে। যিনি পূর্ব্বোক্ত অদ্বৈত পরমানন্দাদিকে ব্রহ্মরূপে জানিয়া উক্ত সপ্তচত্বারিংশন্মন্ত্রে প্রতিদিন রামদেবকে

দেবং স্তৌতি স দেবং পশ্যতি সোঽমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি সোঽমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতীতি ॥ ৫০ ॥

ইতি পঞ্চমঃ খণ্ডঃ ॥ ৫ ॥

এবং সপ্তচত্বারিংশৎ পর্য্যায়াঃ পূর্ব্বোদ্ধৃতমালামন্ত্রাক্ষরসঙ্খ্যকা নারসিংহস্যৈবানুষ্টুভাক্ষরসঙ্খ্যকা দ্রষ্টব্যাঃ অতঃ প্রতিপর্য্যায়ং ক্রমেণ মালামন্ত্রাক্ষরাণ্যেকৈকশ আদাবুচ্চার্য্যাণি। অয়ং ষড়ক্ষরবাচ্যরামমূলব্যূহস্য মালামন্ত্রবাচ্যঃ সপ্তচত্বারিংশদ্ব্যূহঃ। তদুক্তম্—"কল্পিতস্য শরীরস্য তস্য সেনাদিকল্পনা।" ইতি শরীরস্য মূলব্যূহস্য সেনাদিকল্পনা সপ্তচত্বারিংশদ্ব্যূহস্য কল্পনা ইত্যর্থঃ ইতি শব্দঃ স্তুতিসমাপ্তৌ। এতান্ পূর্ব্বোক্তান্ অদ্বৈতপরমানন্দাত্মাদীন্ ব্রহ্মত্বেন বিৎ বেত্তা এতৈর্ম্মন্ত্রৈঃ নিত্যং প্রত্যহং দেবং রামং স্তুবন্ ভবেৎ। ততঃ স্তবনাৎ দেবঃ প্রীতঃ অনুকূলো ভবতি। তস্মাৎ যতঃ অয়ং স্তবঃ প্রীতিকৃৎ তস্মাৎ যঃ পুমান্ এতৈর্ম্মন্ত্রৈঃ নিত্যং ত্রিসন্ধ্যং দেবং স্তৌতি সঃ স্তোতা দেবং বিষ্ণুং পশ্যতি সাক্ষাৎ করোতি অমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি দ্বিরুক্তিঃ সমাপ্ত্যর্থা। উক্তমেব পুনরুচ্যতে উত্তরগ্রন্থাভাবাদিতি হি দ্বিরুক্ত্যা সূচ্যতে ॥ ১-৫০ ॥

নারায়ণেন রচিতা শ্রুতিমাত্রোপজীবিনা।
অস্পষ্টপদবাক্যানাং রামোত্তরপ্রদীপিকা ॥

ইতি পঞ্চমঃ খণ্ডঃ ॥ ৫ ॥

ইতি রামোত্তরতাপনীয়োপনিষদো দীপিকা সম্পূর্ণা ॥

স্তব করেন, তাহার প্রতি শ্রীরামচন্দ্র প্রসন্ন হয়েন, যেহেতু এই স্তব রামচন্দ্রের প্রসন্নতা সাধক, অতএব নিয়তরূপে যিনি উক্ত সপ্তচত্বারিংশন্মন্ত্র পাঠ করিয়া স্তব করেন, তিনি আদিদেব বিষ্ণুর সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারেন এবং অমৃতত্ব, অর্থাৎ মোক্ষপদ পাইয়া থাকেন। অধ্যায় সমাপ্তি-

ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ ।

অথৈনং ভরদ্বাজো যাজ্ঞবল্ক্যমুপসমেত্যোবাচ ।
শ্রীরামচন্দ্রস্য মহাত্মনো ব্রূহি ভগবন্ ! ইতি ॥ ১ ॥

স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ ।

স্বপ্রকাশঃ স্বয়ং জ্যোতিঃ স্বয়ম্ভূরেকচিন্ময়ঃ ।
তদেব রামচন্দ্রস্য মনুরধ্যক্ষরঃ স্মৃতঃ ॥ ২ ॥
অথৈণ্ডেক-রসানন্দ-তারকব্রহ্মবাচকঃ ।
রামায়েতি সুবিজ্ঞেয়ঃ সদানন্দচিদাত্মকঃ ॥ ৩ ॥
নমঃ পদং সুবিজ্ঞেয়ং পূর্ণানন্দৈকবিগ্রহম্ ।
সদা রমন্তি হৃদয়ে সর্ব্বে দেবা মুমুক্ষবঃ ইতি ॥ ৪ ॥

কালে শেষ বাক্য দুইবার পাঠ করিতে হয়, অতএব "অমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি" এই শেষ বাক্য দুইবার উল্লিখিত হইয়াছে ॥ ৫০ ॥

ইতি পঞ্চম খণ্ড ॥ ৫ ॥

পুনর্ব্বার ভরদ্বাজ যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ভগবন্ ! আমাকে মহাত্মা শ্রীরামচন্দ্রের মন্ত্র উপদেশ করুন ॥ ১ ॥

যাজ্ঞবল্ক্য ভরদ্বাজের প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া কহিলেন, শ্রীরামচন্দ্র স্বপ্রকাশমান, স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ, তিনি স্বয়ম্ভু এবং চিন্ময়। "রাং" এই অক্ষরই রামচন্দ্রের মন্ত্র ॥ ২ ॥

উক্ত মন্ত্রই অখণ্ড একরসাত্মক আনন্দময়। এই মন্ত্রই তারকব্রহ্মের বাচক। ইহার সহিত নাম ও নমঃ শব্দ যোগ করিলে রাং রামায় নমঃ এই মন্ত্র হয়। এই ষড়ক্ষরমন্ত্রকেও সচ্চিদানন্দস্বরূপ ও পূর্ণানন্দবিগ্রহ বলিয়া জানিবে। ইনি সর্ব্বদা মুমুক্ষুদিগের হৃদয়ে রমণ করেন ॥ ৩-৪ ॥

য এতং মন্ত্ররাজং রামচন্দ্রস্য ষড়ক্ষরং নিত্যমধীতে সোঽগ্নিপূতো ভবতি স সোমপূতো ভবতি স ব্রহ্মণা পূতো ভবতি স বিষ্ণুনা পূতো ভবতি স রুদ্রেণ পূতো ভবতি স সর্ব্বেণ পূতো ভবতি স সর্ব্বযজ্ঞক্রতুভিরিষ্টবান্ ভবতি স সর্ব্বৈর্দ্দেবৈর্জ্ঞাতো ভবতি ইতিহাসপুরাণানাং রুদ্রাণাং শতসহস্রাণি জপ্তানি ভবন্তি গায়ত্র্যাঃ ষষ্টিশতসহস্রাণি জপ্তানি ভবন্তি প্রণবানামযুতানি জপ্তানি ভবন্তি। দশ পূর্ব্বান্ দশোত্তরান্ পুনাতি স পঙ্ক্তিপাবনো ভবতি স মহান্ ভবতি সোঽমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি ॥ ৫ ॥

ইতি ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ ॥ ৬ ॥

যিনি রামচন্দ্রের ষড়ক্ষরমন্ত্র নিয়ত ধ্যান করেন, তিনি অগ্নিপূত হইতে পারেন, সোমপূত হইতে পারেন এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র ইহারা তাঁহাকে পবিত্র করেন। সর্ব্ববিধযজ্ঞ করিলে যেরূপ পুণ্যসঞ্চয় হয়, রামমন্ত্র জপেও সেইরূপ পুণ্য হইয়া থাকে। রামমন্ত্রজাপী-সাধক দেবজ্ঞাত হয়েন। ইতিহাস, পুরাণ ও রুদ্রমন্ত্র শতসহস্রবার জপ করিলে যেরূপ ফল হয়, রামমন্ত্র জপে সেইরূপ ফল হইয়া থাকে। ষষ্টিশত গায়ত্রী জপ করিলে যেরূপ সুকৃতি জন্মে, কেবল রামমন্ত্র জপে সেইরূপ সুকৃতি হইয়া থাকে। প্রণবমন্ত্র দশসহস্রবার জপ করিলে যেরূপ পুণ্য হইয়া থাকে, রামমন্ত্র জপে সেইরূপ পুণ্য হয়। যিনি রামমন্ত্র জপ করেন, তিনি পূর্ব্ব দশপুরুষ এবং পর দশপুরুষকে পবিত্র করিতে পারেন, তাহার সমস্ত বংশ পবিত্র হইয়া থাকে, তিনি মহাত্মা হইয়া থাকেন এবং মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৫ ॥

ইতি ষষ্ঠ খণ্ড ॥ ৬ ॥

সপ্তমঃ খণ্ডঃ।

অথ পুরাণেষু উদাহরন্তি।

গাণপত্যেষু শৈবেষু শাক্তসৌর্য্যমন্ত্রেষ্বথ।
বৈষ্ণবেষ্বপি সর্ব্বেষু রামমন্ত্রঃ ফলাধিকঃ॥ ১॥
গাণপত্যাদিমন্ত্রেষু জপঃ কোটিগুণাধিকঃ।
মন্ত্ররাজস্ত্বনায়াসফলদোঽয়ং ষড়ক্ষরঃ॥ ২॥
ষড়ক্ষরোঽয়ং মন্ত্রস্তু সর্ব্বাঘৌঘবিনাশনঃ।
মন্ত্ররাজ ইতি প্রোক্তঃ সর্ব্বেষামুত্তমোত্তমঃ॥ ৩॥
কৃতং দৈন্যেন দুরিতং পক্ষমাসর্ত্তুবর্ষজম্।
স হরেত নিঃশেষন্তু চলাচলমিবাচলঃ॥ ৪॥

রামের মাহাত্ম্য পুরাণেও উদাহৃত আছে। গণপতিমন্ত্র, শিবমন্ত্র, শক্তিমন্ত্র, সূর্য্যমন্ত্র, বিষ্ণুমন্ত্র এবং অন্যান্য যে সকল মন্ত্র প্রসিদ্ধ আছে, তাহাতে যেরূপ ফল হইয়া থাকে, কেবল রামমন্ত্রে তাহাহইতেও অধিক ফল প্রদর্শন করে॥ ১॥

রামমন্ত্র গণপতি প্রভৃতির মন্ত্র হইতে কোটিগুণ পুণ্যপ্রদান করে। এই ষড়ক্ষর মন্ত্ররাজ অনায়াসে ফলপ্রদান করিয়া থাকে। এই মন্ত্রের আরাধনাতে অতি সহজে ফললাভ হয়॥ ২॥

এই ষড়ক্ষর মন্ত্র সর্ব্বপ্রকার পাপ বিনাশ করে, অতএব ইহা মন্ত্ররাজ বলিয়া কথিত আছে, এই মন্ত্র সর্ব্ব মন্ত্রের শ্রেষ্ঠ॥ ৩॥

পক্ষ, মাস, ঋতু, অয়ন ও বৎসরে যত দুষ্কৃত হইয়া থাকে, তৎসমুদায়ই রাম নিঃশেষরূপে সংহার করেন। ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হইলে যেমন পার্থক্য জ্ঞান বিনাশ হয়, সেইরূপ রামমন্ত্র জপে সকল পাপ বিনাশ পাইয়া থাকে॥ ৪॥

ব্রহ্মহত্যা-সহস্রাণি জ্ঞানাজ্ঞান-কৃতানি চ।
স্বর্ণস্তেয়-সুরাপাণ-গুরুতল্পায়ুতানি চ ॥ ৫ ॥
কোটিকোটি-সহস্রাণি উপপাতকজান্যপি।
সর্ব্বাণ্যপি প্রণশ্যন্তি রাম-মন্ত্রানুকীর্ত্তনাৎ ॥ ৬ ॥
ভূত-প্রেতপিশাচাদ্যাঃ কুষ্মাণ্ড-গ্রহ-রাক্ষসাঃ।
দূরাদেব প্রধাবন্তি রামমন্ত্র-প্রভাবতঃ ॥ ৭ ॥
গ্রাম্যা'রণ্য-পশুঘ্নত্বে সঞ্চিতং দুরিতঞ্চ তৎ।
মদ্যপানেন যৎ পাপং তদপ্যাশু বিনাশয়েৎ ॥ ৮ ॥
অভক্ষ্য-ভক্ষণোৎপন্নং মিথ্যাজ্ঞান-সমুদ্ভবম্।
সর্ব্বং বিলীয়েত পাপং রামমন্ত্রানুকীর্ত্তনাৎ ॥ ৯ ॥
শ্রোত্রিয়স্বর্ণহরণাৎ যচ্চ পাপমুপস্থিতং।
রত্নাদের্ব্বাথ হরণাজ্জপেন তদ্বিনাশয়েৎ ॥ ১০ ॥
গত্বাপি মাতরং মোহাদগম্যাশ্চৈব যোষিতম্।

একবার রামমন্ত্র কীর্ত্তন করিলে সহস্র ব্রহ্মহত্যা, জ্ঞান ও অজ্ঞানকৃত পাপ, স্বর্ণস্তেয়, সুরাপান ও গুরুপত্নী হরণজন্য অনন্ত মহাপাপ, সহস্র উপপাতক এবং অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার পাপ বিনাশ হয়। ৫-৬ ॥

রামমন্ত্র স্মরণ করিলে ভূত, প্রেত, পিশাচ, কুশাণ্ড, গ্রহ, রাক্ষস, দূরে পলায়ন করে, রামজাপীদিগকে ভূতাদিরাও কোন ক্লেশ দিতে পারে না ॥৭॥

গ্রাম্য, কিম্বা আরণ্য পশু হিংসা করিলে ও মদ্য পান করিলে যে পাপ জন্মে রামমন্ত্র জপে সেই পাপ বিনাশ পাইয়া থাকে। ৮ ॥

অভক্ষ্য ভক্ষণ করিলে যে পাপ জন্মে, মিথ্যা আচরণে যে পাপ জন্মে, রামমন্ত্র কীর্ত্তন করিলে সেই সমুদায় পাপ বিলীন হয় ॥ ৯ ॥

ব্রাহ্মণের সুবর্ণ হরণ করিলে অথবা রত্নাদি হরণ করিলে যত পাপ উৎপন্ন হয়, রামমন্ত্র জপ করিলে সমুদায় পাপ বিনাশ পায় ॥ ১০ ॥

মোহেঅভিভূত হইয়া যদি মাতৃগমন, কিম্বা অন্য কোন অগম্যা নারী

উপাসিতেন মন্ত্রেণ রামস্তদপি নাশয়েৎ ॥ ১১ ॥
মহাপাতকয়া বধ্বা সঙ্গত্য সঞ্চিতঞ্চ যৎ।
বুদ্ধিপূর্ব্বমঘং কৃত্বা তদপ্যাশু বিনাশয়েৎ ॥ ১২ ॥
কৃচ্ছ্রৈঃ সপ্ত পরাকাদ্যৈর্নানাচান্দ্রায়ণৈরপি।
পাপং দুরপনোদ্যং যৎ তদপ্যাশু বিনাশয়েৎ ॥ ১৩ ॥
আত্মতুল্য-সুবর্ণাদ্যৈর্দানৈর্ব্বহুবিধৈরপি।
এতদপ্যপরিক্ষীণং তদপ্যাশু বিনাশয়েৎ ॥ ১৪ ॥
অবস্থাস্তু ত্রয়শ্চৈব মূলবন্ধমধঞ্চ যৎ।
তন্মন্ত্র-স্মরণাদেব ন শেষং তৎ প্রণশ্যতি ॥ ১৫ ॥
তত্তদ্‌গুরূপদিষ্টেন বত্মনানুষ্ঠিতঞ্চ যৎ।
রামাত্মা মনুরেবায়ং পাপরাশি-বিনাশকৃৎ ॥ ১৬ ॥

গমন করে, তাহাহইলে যে পাপ জন্মে, রামমন্ত্র জপ করিয়া শ্রীরামের উপাসনা করিলে রাম সেই সকল পাপ বিনাশ করিয়া থাকেন ॥ ১১ ॥

জ্ঞানত অকর্ত্তব্য কার্য্য করিলে যে পাপ জন্মে, রামের উপাসনা করিলে শ্রীরাম সেই পাপ বিনাশ করিয়া থাকেন ॥ ১২ ॥

সপ্তকৃচ্ছ্রব্রত ও পরাক-ব্রতাদি এবং অনন্ত-চান্দ্রায়ণ-ব্রত করিলে যে সকল পাপ বিনষ্ট হইতে পারে না, রামের উপাসনা করিলে শ্রীরামচন্দ্র সেই সমুদায় পাপ বিনাশ করেন ॥ ১৩ ॥

দেহ পরিমিত সুবর্ণাদিরত্ন দান করিলে যে যে পাপের ক্ষয় হয় না, রামের উপাসনা করিলে সেই পাপ বিনাশ পায় ॥ ১৪ ॥

মূল, বন্ধ ও অধঃ, এই যে ত্রিবিধ অবস্থা আছে, তাহাও রামমন্ত্র স্মরণ করিলে সমূলে বিনাশ পায়, তাহার কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকে না ॥ ১৫ ॥

যিনি গুরুর নিকটে উপদিষ্ট হইয়া সেই উপদেশে কার্য্য করেন তিনি রামরূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন তাঁহার পাপরাশি বিনাশ পায়। ১৬।

ওঁ ব্রহ্মবীজদোষাচ্চ নাশয়েত পৃথক্ তথা।
পিতৃ-মাতৃ-বধোৎপন্নং বুদ্ধিপূর্ব্বমঘঞ্চ যৎ।
নিঃশেষং নাশয়েত্ত্বেব রামমন্ত্রানুকীর্ত্তনাৎ॥ ১৭॥
পিতৃ-মাতৃ-স্বসৃঘ্নানাং যদ্বা বিশ্বাস-ঘাতিনাম্।
যদ্বা বালবধোৎপন্নং কৃত্যাঃ শস্ত্রানুসায়কম্॥ ১৮॥
গুরুপুত্র-কলত্রাদি-বধোৎপন্নমঘঞ্চ যৎ।
তদনুধ্যানমাত্রেণ সর্ব্বমেতদ্বিলীয়তে॥ ১৯॥
যঃ প্রয়াগাদি-তীর্থেষু সর্ব্বেষু কুরুক্ষেত্রাদিষু।
সূর্য্য-নিয়মাদি-ক্রমাদ্ ভূয়ঃ শ্রীরামকীর্ত্তনাৎ॥ ২০॥
স্ত্রীণাঞ্চ পুরুষাণাং স্যান্মন্ত্রেণানেন দোষতঃ।
যেষু যেষু বিরোধেষু রামভদ্রমুপাসতে।
দৌর্ব্বল্যাদি-ভয়ান্যেষু ন ভবন্তি কদাচন॥ ২১॥

ব্রহ্ম-বীজের দোষে পিতৃ মাতৃ হত্যা করিলে যে পাপ হয়, সেই পাপ রামমন্ত্র জপে বিনাশ পায়, রামমন্ত্রের আরাধনা করিলে অন্যান্য জ্ঞানকৃত পাপও সমূলে বিনষ্ট হইয়া যায়॥ ১৭॥

পিতৃ মাতৃ ঘাতীর যে পাপ উৎপন্ন হয়, বালক বধ করিলে যে দুষ্কৃতি জন্মে, বিশ্বাস-ঘাতীদিগের যেরূপ পাপ উক্ত আছে, সেই সকল পাপ রামোপাসককে স্পর্শ করিতে পারে না॥ ১৮॥

গুরুর পুত্র বা কলত্র বধ করিলে যেরূপ পাপ সমুৎপন্ন হয়, রামের ধ্যান করিলে তৎক্ষণাৎ সেই সমুদায় পাপ বিলীন হইয়া যায়॥ ১৯॥

প্রয়াগাদি তীর্থে, কুরুক্ষেত্রাদি পুণ্য ভূমিতে এবং অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার তীর্থে, আর সূর্য্য ব্রতাদি নিয়ম করিলে যে সকল পুণ্য সঞ্চিত হইতে পারে, একবার শ্রীরামের ধ্যান করিলেই সেইরূপ পুণ্য জন্মিয়া থাকে॥ ২০॥

উক্ত মন্ত্রে শ্রীরামচন্দ্রের উপাসনা করিলে স্ত্রী ও পুরুষের দোষ এবং

শান্তঃ প্রসন্ন-বদনো অক্রোধো ভক্তবৎসলঃ।
অনেন সদৃশো মন্ত্রো জগৎস্বপি ন বিদ্যতে ॥ ২২ ॥
সম্যগারাধিতো রামঃ প্রসীদত্যেব সত্বরম্।
দদাত্যায়ুষ্যমৈশ্বর্য্যমন্তে বিষ্ণু-পদঞ্চ যৎ ॥ ২৩ ॥
তদেতদৃচাভ্যুক্তং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্।
স মুক্তো ভবতি স মুক্তো ভবতি ॥

ইতি সপ্তমঃ খণ্ডঃ ॥ ৭ ॥

ইত্যথর্ব্বণ-রহস্যে-রামোত্তর-তাপনীয়োপনিষৎ সমাপ্তা ॥

ইতি অথর্ব্ববেদীয়-রামতাপনীয়োপনিষৎ সমাপ্তা ॥

দৌর্ব্বল্যাদি ভয় কদাচ কোন বাধা জন্মাইতে পারে না। রামমন্ত্র জপ করিলে সর্ব্বপ্রকার দোষের শান্তি হইয়া থাকে ॥ ২১ ॥

শ্রীরামচন্দ্র প্রশান্তমূর্ত্তি, প্রসন্ন বদন, ক্রোধবিহীন, ভক্ত বৎসল। এই রামমন্ত্রের তুল্য মন্ত্র এই জগতে নাই। এই মন্ত্র সর্ব্বমন্ত্রের প্রধান ॥ ২২ ॥

শ্রীরামচন্দ্রকে আরাধনা করিলে তিনি প্রসন্ন হইয়া ইহকালে দীর্ঘায়ু ঐশ্বর্য্য ও অন্তকালে বিষ্ণুপদ প্রদান করেন ॥ ২৩ ॥

পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রসমূহে যেরূপ শ্রীরামের মাহাত্ম্য উক্ত হইল, এইরূপ বেদেও উক্ত হইয়াছে যে, বিষ্ণুর পদই পরমধাম। যিনি এই পরমপদের ধ্যান করেন, তিনি অনায়াসে মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। উপনিষদাদির শেষ বাক্য দুইবার পাঠ করাই বৈদিক পদ্ধতি, এই নিমিত্তই "সমুক্তো ভবতি" এই বাক্য বারদ্বয় উল্লিখিত হইয়াছে।

ইতি সপ্তম খণ্ড ॥ ৭ ॥

ইতি অথর্ব্বণ-রহস্যে-রামোত্তর-তাপনীয়োপনিষৎ সমাপ্ত।

ইতি অথর্ব্ববেদীয়-রামতাপনীয়োপনিষৎ সমাপ্ত ॥